রামেসিস

দ্য ইটারনাল টেম্পল

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তর: মারুফ হোসেন

ফারাও হিসেবে অভিষেক হলো দ্বিতীয় রামেসিস-এর। কিন্তু বিপদসংকুল পথের এই তো কেবল শুরু। বন্ধু মোজেস আর গ্রীক কবি হোমারকেও এখন আর বিশ্বাস করতে পারছেন না নব-অভিষিক্ত ফারাও। সেই সাথে কুচক্রী বড় ভাই শানার তো আছেই, পর্দার পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ছে সে। এখনও আশা ছাড়তে পারেনি সিংহাসনের।

দৃশ্যপটে আগমন হলো রহস্যময় জাদুকর ওফিরের। রামেসিসের ধ্বংসই যার একমাত্র কামনা। কী হবে এখন?

রামেসিস কী পারবেন সব বাধাকে অতিক্রম করতে? নাকি ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে সরে দাঁড়াতে হবে তাকে? তাহলে যে অন্ধকার হয়ে পড়বে মিশরের ভবিষ্যৎ!

প্রাচীন মিশরকে নিয়ে লেখা ক্রিশ্চিয়ান জাঁকের রামেসিস সিরিজের দ্বিতীয় বইতে আপনাকে স্বাগতম।

ISBN 978 984 91918 8 9

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক একজন ফরাসী লেখক ও
মিশরবেত্তা। প্রাচীণ মিশরকে কেন্দ্র করে
তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন।
এদের মাঝে সবচাইতে জনপ্রিয় হলো
রামেসিস সিরিজ।

তেরো বছর বয়সে, 'হিস্টোরি অফ
অ্যানশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন'
বইটি দিয়ে তার প্রাচীণ মিশরের রহস্যময়
দুনিয়ার সাথে পরিচয় হয়। সতেরো বছর
বয়সে তিনি প্রথম মিশর ভ্রমণ করেন।
এরপর ইজিপ্টোলজি আর আর্কিওলজী বিষয়
নিয়ে লেখাপড়া করেন সরবোন
ইউনিভার্সিটিতে।

বয়স যখন তার আঠারো, তখন তিনি
আটটি বইয়ের গর্বিত লেখক! তখন থেকে
এই পর্যন্ত তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি
উপন্যাস লিখেছেন। সেই সাথে মিশর
সংক্রান্ত নানা তথ্য-মূলক গ্রন্থ তো আছেই।
তার পাঠক নন্দিত সিরিজ রামেসিস-এর
পাঁচটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সাল থেকে
১৯৯৭ সালের মাঝে। প্রতিটা বই রামেসিস
এর জীবনের এক একটি অংশ নিয়ে লেখা।

রামেসিস # ২

দ্য ইটারনাল টেম্পল

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তর: মারুফ হোসেন

ভূমিকা

প্রাচীন মিশর আমার কাছে এক অমোঘ আকর্ষণের নাম। আমার সৌভাগ্য, প্রাচীন মিশরের কোনও বইয়ের মাধ্যমে অনুবাদ জগতে পদার্পণ করতে পেরেছি। অনুবাদ জগতে আসার পেছনে অনেকগুলো মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান আছে।

সবচেয়ে বড় অবদান যে দুই জন মানুষের তারা হলেন, আদী প্রকাশকের কর্ণধার সাজিদ রহমান ভাই এবং লেখক-অনুবাদক মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ্ ভাই। এ দুই জন মানুষের ক্রমাগত উৎসাহ, সাহস ও অনুপ্রেরণা না পেলে এ কাজে আসার সাহসই পেতাম না।

বিশেষ করে সাজিদ ভাই যেভাবে ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহস দিয়ে অনুবাদ করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন, সেজন্য তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তরুণ এই প্রকাশক বিভিন্ন সময় আমার দেয়া যন্ত্রণা যেভাবে হাসিমুখে সহ্য করেছেন, অন্য কেউ হলে সহ্যই করতে পারত না।

এ বইটার পিছনে আমার যতটুকু পরিশ্রম গেছে, ফুয়াদ ভাইয়ের পরিশ্রমও বোধ হয় ততটাই গেছে। তিনি না থাকলে বইটাই অনুবাদ করা হতো না। আমার অনুবাদের শুরুটাও তার হাত ধরেই। তখনও টুকটাক ছোটগল্প অনুবাদ করি, বড় বই ধরার সাহস হয়নি। এ সিরিজের কোনও বইও করার কথা ছিল না আমার। নীলক্ষেতে আড্ডা দেয়ার সময় একদিন ফুয়াদ ভাই বললেন, প্রাচীন মিশরের একটা সিরিজ অনুবাদ করছি। প্রথম বইয়ের কাজ শেষ। দ্বিতীয় বইটা করবা? এরপরই বইটা ধরার সাহস পাই। তারপর অনুবাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা সময় তাকে যন্ত্রণা দিয়ে গেছি। পেশাগত শত ব্যস্ততার মাঝেও মুখ বুজে যন্ত্রণাটুকু সহ্য করে গেছেন এই লোক। তার কাছে কৃতজ্ঞতার কোনও শেষ নাই। তাই ছোটখাটো ধন্যবাদ দিয়ে তার কাছ থেকে দায়মুক্ত হতে চাইছি না।

আরও বেশ কয়েকজন মানুষ নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন কাজ নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর শেষ করতে। তাদের মাঝে—লেখক ইমতিয়াজ আজাদ ভাইকে, আদনান আহমেদ, শুভঙ্কর শুভ, ওয়াসি আহমেদ রাফি ভাইয়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। তাদের সাহায্য ও উৎসাহ না পেলে অনুবাদটা সময়মতো শেষ করতে পারতাম না। আশিকুর রহমানকেও অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অনুবাদ সম্পর্কে মতামত দিয়ে সাহায্য করার জন্য। অনুবাদকর্মে উৎসাহ দিয়ে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ রাফসান রেজা ভাইকে। সবশেষে পরম করুণাময়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এটা আমার প্রথম অনুবাদ। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ভালো কাজ উপহার দেয়ার জন্য। তবুও অনেক ভুলত্রুটি থাকতে পারে। সেসব ভুলত্রুটির জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি পাঠকরা ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মারুফ হোসেন
ঢাকা।

MAP OF EGYPT
Mediterranean Sea
Rosetta
Alexandria
Damietta
Port Said
Tanta
Zagazig
Ismailia
Giza
Memphis
Suez
Saqqara
SINAI
Siwa Oasis
Lake Karun
LIBYAN
El Faiyum
El Minya
Beni Hasan
Hermopolis
Tell el-Amarna
Farafra Oasis
ARABIAN DESERT
Asyut
Nile
Akhmim
Red
DESERT
Abydos
Dendera
Nag Hammadi
Qena
Dakhla Oasis
Necropolis of Thebes
Luxor
Esna
Kharga Oasis
Edfu
Sea
Kom Ombo
Aswan
Elephantine
Philae
Abu Simbel
125 miles
N U B I A

MAP OF THE
ANCIENT NEAR EAST
AT NEW EMPIRE
N
Black Sea
Caspian Sea
Aegean Sea
Troy
EUBOEA
HATTI
Hattusas
ANATOLIA
HITTITE EMPIRE
Halys
CRETE
Rhodes
CYPRUS
Mediterranean Sea
Ugarit
Simyra
Alep
Oronta
Kadesh
Sidon
Tyre
Byblos
SYRIA
Damascus
Megiddo
Beth-Shan
Shechem
Jerusalem
CANAAN
Gaza
MOAB
EDOM
Carchemish
NAHARINA
(MITANNI)
Nineveh
ASSYRIA
Tigris
Assur
Euphrates
Babylon
BABYLONIA
DELTA
Pi-Ramses
Sile
Qantara
Memphis
SINAI
Mt. Sinai
EGYPT
Nile
Kopros
Thebes
Quseir
Red Sea
ARABIAN DESERT
Persian Gulf
310 miles

এক

রামেসিস আজ নিঃসঙ্গ, দৈব সংকেতের অপেক্ষায়।

একাকী, দিগন্ত বিস্তৃত তাপদগ্ধ মরুভূমির সামনে বসে আছেন তিনি-হাতের মুঠো গলে বেরিয়ে যাওয়া নিয়তির মুখোমুখি।

তেইশ বছর বয়সেই লম্বা আর সুঠাম দেহ, সুগঠিত পেশী আর চমৎকার লাল-সোনালি চুলের অধিকারী যুবরাজ রামেসিস।

প্রশস্ত, উঁচু কপাল, ছোট্ট, উজ্জ্বল চোখ দু'টোর উপর ঘন বাঁকানো ভ্রূ, সামান্য বাঁকানো লম্বা নাক, ভরাট ঠোঁট, এবং সুদৃঢ় চিবুক তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

এই বয়সেই ফারাও সেটি'র ছোট সন্তান অনেকগুলো পেশায় দায়িত্ব পালন করেছেন। সে দায়িত্বগুলোর মধ্যে আছে রাজকীয় লিপিকার, সেনাবাহিনীর অফিসার। শেষে তার পিতা যৌথ-শাসক বানান তাকে। রহস্যময় অ্যাবিডোস-এর মাধ্যমে শাসক হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয়।

সেটি ছিলেন মহান শাসক। এমন একজন, যার শাসন বয়ে এনেছে শান্তি আর প্রগতি। কিন্তু সিংহাসনে গৌরবময় পনেরো বছর কাটানোর পর, তিনি আজ মৃত। গ্রীষ্মের পূর্ণিমায় উড়ে যাওয়া আইবিসের মতোই পনেরোটা বছর চোখের পলকের কেটে গেছে।

প্রথমে রামেসিস ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, তার অনুপ্রেরণাদায়ী, দূরদর্শী পিতা তাকে ধীরে ধীরে রাজা হিসেবে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। সেটি তাকে নানা রকম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। সেই পরীক্ষার শুরু হয়েছিল ফারাওদের ক্ষমতার প্রতীক, বুনো ষাঁড়ের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ের মাধ্যমে। চোদ্দ বছর বয়সে, পশুটার মুখোমুখি হবার সাহস ছিল রামেসিসের। কিন্তু সেটাকে হারানোর মতো শক্তি ছিল না সেদিন। সেটি ষাঁড়টাকে না আটকালে, রামেসিসের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। এ ঘটনা থেকে রামেসিস একজন ফারাও-এর সর্ব প্রথম দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন-দুর্বলকে রক্ষা করা।

প্রকৃত ক্ষমতার মূলমন্ত্র ছিল রাজার হাতে। অভিজ্ঞতা নামক জাদুর মাধ্যমে তিনি সেই মূলমন্ত্র রামেসিসকে প্রদান করেন। এ কাজটা করেন ধাপে ধাপে, সুচতুর পরিকল্পনা প্রকাশ না করেই। গত পনের বছরে বাপ-বেটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তাদের বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য আরও দৃঢ় হয়েছে। চাপা, অনমনীয় স্বভাবের সেটি ছিলেন অল্প কথার মানুষ। তারপরও তিনি রামেসিসের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে মগ্ন

হতেন। চেষ্টা করতেন তার ভেতর থেকে উচ্চ এবং নিম্ন মিশর-এ দুই ভূমির শাসনকর্তার গুণাবলী বের করে আনতে।

সেই সোনালি সময়, আশীর্বাদপুষ্ট মুহূর্তগুলো আজ মৃত্যুর নৈঃশব্দে হারিয়ে গেছে।

ফারাও-এর কথা রামেসিসের মনে পবিত্র পানীয়ের মতো কাজ করতো। তার কথাগুলো রামেসিসের হৃদয়ে মহার্ঘের ন্যায় সংরক্ষিত আছে। সেটি'র কথা রামেসিসের চিন্তা আর কাজকে বেগবান করে। কিন্তু তিনি দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হতে চলে গেছেন। আর রামেসিস আজ নিঃসঙ্গ, পিতার দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত।

তরুণ কাঁধে চাপিয়ে দেয়া ওজন বইতে নিজেকে অক্ষম বলেই মনে করেন তিনি। তার ওপর যখন প্রথম দিকে বুঝতে পারলেন বড় ভাই, শানার, পিতার নির্বাচিত উত্তরাধিকারী, তখনই ফারাও হবার হাস্যকর স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ফারাও সেটি এবং রাজমহিষী টুইয়া'র চিন্তা ছিল অন্য রকম। দুই ছেলের কার্যকলাপ দেখার পর, তাদের পছন্দ রামেসিসের দিকে ধাবিত হয়। রামেসিস মুখোমুখি যেকোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাগরে রাজ্যের হাল চালানোর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। নুবিয়ায় সেটি'র পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। কিন্তু একদল আমলা, অভিজাত ব্যক্তি, আর পুরোহিতদের কীভাবে সামলাতে হয় সে সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। এরা যেকোনও মুহূর্তে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

তাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম রামেসিস ছিলেন একজন বয়স্ক উজির। তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফারাও নির্বাচিত করা হয়েছিল। সিংহাসনে বসার সময়, সেটি ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক এবং অভিজ্ঞ। রামেসিসের বয়স মাত্র তেইশ বছর। পিতার ছায়ার নিচে থেকে তার নির্দেশ অনুসরণ করতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত একজন অভিভাবকের ছায়ায় থাকার অনুভূতি ছিল অসাধারণ! সেটি'র আদেশ অনুযায়ী কাজ করা, ফারাও-এর কথামতো মিশরের সেবা করা, যেকোনও মুহূর্তে যেকোনও প্রশ্নের উত্তরের জন্যে তাকে কাছে পাওয়া... সেই স্বর্গ হারিয়ে গেছে।

এখন নিয়তি অন্যায়ভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তেজস্বী, মাঝে মাঝে হঠকারী যুবক রামেসিসের এবার সেটি'র জায়গা নেয়ার সময় হয়েছে। মরুভূমির গভীরে পালিয়ে গেলেই মনে হয় ভালো হতো।

অবশ্য তার সমর্থকও কম নয়: নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মিত্র, মা টুইয়া; সুন্দরী, প্রশান্ত স্ত্রী, নেফারতারি; এবং তার চার বাল্যবন্ধু। হিব্রু মোজেস এখন রাজকীয় নির্মাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক। আহসা কূটনৈতিক দপ্তরে আছে। সেটাউ বেদে। আর আহমেনি রামেসিসের ব্যক্তিগত সহকারী এবং জুতো-বাহক হিসেবে তার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

তবে, শত্রুর সংখ্যাই বেশি। তার ভাই, শানার এখনও সিংহাসনের ওপর থেকে নিজের দাবি ছাড়েনি। এ মুহূর্তে সে কী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, তা যে কেউ অনুমান

করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, ঠিক এই মুহূর্তে শানার তার সামনে হাজির হলে রামেসিস কোনও বাধা-ই দেবেন না।

কিন্তু পিতার অর্পিত দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানানোটা কি তার সাথে পক্ষান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা করা নয়? রামেসিস কেন ধরে নিচ্ছেন না যে, পিতা সেটি শেষ মুহূর্তে তার মত পরিবর্তন করে ফেলতেন? না, নিজেকে তিনি ধোঁকা দেবেন না। অদৃশ্যের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেন তিনি।

নির্দেশটা এখানে, এই মরুভূমিতে আছে। এই লাল জমিতে, বিপজ্জনক শক্তিতে পূর্ণ এলাকার মাঝে আছে।

লিপিকারদের স্বভাবগত ভঙ্গিমায় পায়ের উপর পা তুলে বসে রামেসিস অপেক্ষা করছেন। বিশাল এবং নির্জন মরুভূমি ফারাও-এর অধীনস্ত। এই পাথর আর বালি এমন এক আগুন প্রজ্বলিত করে, যা হয়তো তার হৃদয়কে শক্তিশালী করবে, নয়তো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।

মাথার ঠিক উপরে গনগনে সূর্য, বাতাস বওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। একটা গজলা হরিণ এক বালিয়াড়ি থেকে আরেক বালিয়াড়িতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বোঝাতে চাইছে, বিপদ নিকটবর্তী।

সিংহটা যেন মাটি ফুঁড়ে‧উদয় হলো। বিশাল আকৃতি, সাধারণ সিংহের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। চকচকে কেশরের জন্যে সিংহটিকে বিজয়ী কোনও যোদ্ধার মতো দেখাচ্ছে। নমনীয় মসৃণ চকচকে গাঢ় বাদামী দেহে পেশী ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

রামেসিসকে দেখে প্রাণিটা ভীতিপূর্ণ একটা হুঙ্কার ছাড়ল। সেই হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি দূর থেকেও শোনা যায়। চকচকে দাঁত আর উন্মুক্ত থাবা নিয়ে বিশাল বিড়ালটি শিকারকে পর্যবেক্ষণ করে নিল।

সেটি'র পুত্রের সামনে পালানোর কোনও রাস্তা নেই।

সিংহটি এগিয়ে এলো। তারপর রামেসিসের কাছ থেকে একটু দূরে এসে থেমে গেলো। প্রাণিটার সোনালি চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটা মাছিকে লেজের বাড়ি মেরে, সিংহটা লাফিয়ে সামনে বাড়ল।

রামেসিস উঠে দাঁড়ালেন, তখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

'তুই, যোদ্ধা! তোকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমি। ভুলে গেছিস আমাকে?'

বিপদ ভুলে, রামেসিস সিংহের বাচ্চাটিকে ঝোপ থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনাটা স্মরণ করলেন। তার সেনাবাহিনী তখন নুবিয়ায় চলে গিয়েছিল। যোদ্ধা'র মজবুত শারীরিক গঠন ওকে গোখরার ছোবল খাওয়ার পরও বেঁচে উঠতে সাহায্য করে। সেটাউ-এর ওষুধের গুণে ভালো হয়ে ওঠার পর, বাচ্চাটি রামেসিসের পোষা প্রাণি হিসেবে বেড়ে উঠে।

প্রথমবারের মতো, যোদ্ধা মনিবের অনুপস্থিতিতে নিজের খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। বুনো জায়গায় ফিরে এসে, প্রাণিটা যে তাকে বড় করেছে, সেই লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

'তুই-ই ঠিক কর, বাছা। হয় এখনই খুন কর, নয়তো আমার পাশে আজীবনের জন্য যুদ্ধ কর।'

সিংহটা পিছনের পা'য়ে ভর দিয়ে রমেসিসের কাঁধে থাবা ফেলল। ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটিতে প্রায় ফেলেও দিল। রাজপুত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যোদ্ধা থাবা তুলে নিয়ে রামেসিসের মুখ শুঁকল। ওর এই কাজগুলোর মাঝে বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, আর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল!

'তুই আমার ভাগ্য ঠিক করে ফেলেছিস, বাছা।'

সেটি আলোর পুত্র নাম দিয়েছিলেন যার, সেই যুবকের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।

সিংহের মতো লড়তে হবে তাকে।

দুই

মেমফিসে রাজপ্রাসাদ গভীর শোকে নিমজ্জিত। পুরুষরা ক্ষৌরকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে। মহিলারা চুলের খোপা খুলে ফেলেছে। মমি বানাতে সত্তর দিন সময় লাগে। এই সময়টুকু দেশ সমাধিস্থলে পরিণত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি'র উত্তরাধিকারী কে, তার ঘোষণা দেয়ার আগ পর্যন্ত সিংহাসন শূন্য থাকবে। ফারাওকে সমাধিস্থ করা এবং তার আত্মা স্বর্গীয় আলোর সাথে মিলিত হবার পরই কেবল উত্তরাধিকারী ঘোষিত হয়।

যুবরাজ এবং মহান রাজমহিষীর নির্দেশে সীমান্ত চৌকিগুলো সতর্ক আছে। সেনাফৌজগুলো যেকোনও ধরনের আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত। প্রধান হুমকি উত্তরের এশিয়া মাইনরের হিট্রিরা। আপাতদৃষ্টিতে কোনও বিপদ নেই মনে হলেও, যেকোনও সময় আকস্মিক আক্রমণ হতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিশরের কৃষিসমৃদ্ধ প্রদেশগুলো সিনাই মরুভূমির বেদুইন আর এশিয়ান যুবরাজদের জন্যে লোভনীয় শিকার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই এশিয়ান যুবরাজরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে উত্তরপূর্ব সীমান্তে আক্রমণ করে।

সেটি'র মৃত্যু পশ্চিম এলাকার জন্যে বিপদসঙ্কেত ছিল। যখনই কোনও ফারাও মারা যান, মিশরের ওপর নৈরাজ্যের কালো থাবা নেমে আসতে পারে। সেই থাবার আঘাত আঠারো রাজবংশকাল স্থায়ী সভ্যতাও ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। যুবক রামেসিস কি দুই মিশরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন? প্রভাবশালীদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে রামেসিসের সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান। তাই তারা চান, রামেসিস যেন সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিয়ে তার দূরদর্শী এবং চতুর ভাই শানায়কে সমর্থন দেন।

মহান রাজমহিষী, টুইয়া, সেটি'র মৃত্যুর পরও তার অভ্যাস বদলাননি। বিয়াল্লিশ বছর বয়স্কা, কৃশ, রাজকীয় দেহাবয়বের অধিকারিণী, চমৎকার, খাড়া নাক, তীক্ষ্ণ পটলচেরা চোখ, এবং প্রায় চৌকোণা মুখাবয়বের অধিকারিণী এই মহিলার হুকুম দেবার নৈতিক ক্ষমতার অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। সত্যিকার অর্থেই সেটি'র অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন তিনি। সেটি'কে যখন রাজ্যের কাজে দেশের বাইরে যেতে হতো, তিনিই তখন দেশের শাসনভার নিজ হাতে তুলে নিতেন। আর দৃঢ় হাতেই দেশ সামলাতেন।

ভোরে টুইয়া তার বাগানে টামারিস্ক এবং সিকামোর গাছের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে পছন্দ করেন। হাঁটতে হাঁটতেই তিনি দিনের কাজগুলো গুছিয়ে নেন মনে মনে। সময়টা তিনি পার্থিব এবং ধর্মীয় দায়িত্বের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে নিয়েছেন।

সেটি'র প্রয়াণের পর, তার কাছে সব কাজই অর্থহীন মনে হয়। টুইয়া মনেপ্রাণে চান স্বামীর সঙ্গে যোগ দিতে, মানুষের আত্মশ্লাঘা থেকে মুক্ত দূরের কোনও পৃথিবীতে এক হতে। তারপরও তাকে পৃথিবীতে কাজ করে যেতে হচ্ছে। তাকে অবশ্যই শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগ পর্যন্ত দেশের সেবা করতে হবে।

ভোরের কুয়াশায় নেফারতারি'র অভিজাত দেহাবয়ব ফুটে উঠলো। 'প্রাসাদের অন্য যেকোনও মেয়ের চাইতে সুন্দরী,' চকচকে কালো চুল এবং অসাধারণ সুন্দর নীল-সবুজ চোখের অধিকারিণী নেফারতারির সৌন্দর্য নিয়ে সাধারণ মানুষ এই কথাটাই বলে। নেফারতারি একজন পারদর্শী গায়িকা, মেমফিসে হাথোর দেবীর মন্দিরে গান গাইতেন। সেলাইয়ে তার দক্ষতা সহজাত। পড়াশুনা করেছেন ক্লাসিক সাহিত্য নিয়ে, যার মধ্যে তার স্বামীর সবচেয়ে প্রিয় জ্ঞানী তাহ-হোটেপও আছেন। নেফারতারির জন্ম অভিজাত বংশে নয়। কিন্তু রামেসিস তার মধ্যে সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, আর বয়সের তুলনায় অসামান্য পরিপক্বতার এক অপ্রতিরোধ্য সমন্বয় খুঁজে পেয়েছেন। নেফারতারি কখনও অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন না। তবুও সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাকে দেখার সাথে সাথে টুইয়া তার ওপর গৃহস্থালি কাজ সামলানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। যুবরাজের সঙ্গে বিয়ের পরও নেফারতারি এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মহিলা দু'জনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এতটাই যে, তারা একে অন্যের চিন্তা-ভাবনা খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারেন।

'আজ সকালে শিশির খুব ঘন, মাননীয়া। আমাদের সুন্দর ভূমির জন্য আশীর্বাদ।'

'খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়েছো, নেফারতারি।'

'আপনার চেয়ে তাড়াতাড়ি না। বিশ্রাম দরকার আপনার।'

'আমি আর ঘুমোতে পারছিলাম না।'

'আপনার ব্যথা কমাতে পারি কীভাবে আমরা, মহামান্যা?'

টুইয়ার ঠোঁটে বিষণ্ন হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'সেটি'র অভাব অপূরণীয়। রামেসিস যদি সুষ্ঠুভাবে তার রাজত্বকাল পার করে, আমার জীবনের বাকি সময়টা সহনীয় হবে।'

'আমার ভয় হয়, মাননীয়া।'

'কীসের ভয়, বলো আমাকে।'

'সেটি'র ইচ্ছের সম্মান দেয়া হবে না, এই ভয়।'

'তার বিরুদ্ধে যাবার সাহস হবে কার?'

নেফারতারি নিশ্চুপ রইলেন।

'আমি জানি, তুমি শানারের কথা ভাবছো। ও দাম্ভিক এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কখনও পিতার ইচ্ছে বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো বোকামি করবে না সে।' সকালের সোনালি রোদ রানির বাগানকে আলোকিত করতে শুরু করেছে। 'তুমি কি আমাকে বোকা ভাবো, নেফারতারি? আমার সঙ্গে তোমাকে একমত মনে হচ্ছে না।'

'মাননীয়া...'

'কিছু হয়েছে নাকি...?'

'না। আমার কেন যেন এমন মনে হলো।'

'বাছা, তোমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর। আমি জানি, তুমি কখনও অন্যের নামে কুৎসা রটাও না। কিন্তু মনে রেখো, এখন মৃত্যু ছাড়া আর কোনও কিছুই রামেসিসের সিংহাসনে আরোহণ ঠেকাতে পারবে না।'

'ঠিক এই ভয়টাই করছি আমি, মহামান্যা।'

টুইয়া গাছের ডালে আঘাত করলেন। 'ক্ষমতার লোভে শানার কি খুন পর্যন্ত করতে রাজি?'

'এই চিন্তা মনে আনতেও ঘৃণা হয় আমার। কিন্তু মাথা থেকে চিন্তাটা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। আপনি আমাকে বোকা ভাবতে পারেন। বলতে পারেন সবটাই আমার অতিকল্পনা। তবুও আমাকে কথা ক'টা বলতেই হতো।'

'রামেসিস নিজের জন্য কেমন নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে?'

'তার সঙ্গে সবসময় সিংহ আর কুকুরটা থাকে, রাজকীয় দেহরক্ষী প্রধান সেরামানাও থাকে সর্বদা। নিরাপদে মরুভূমি থেকে ফিরে আসার পর তাকে আমি সব সময় পাহারার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বুঝিয়েছি।'

'শোক পালনের সময় শেষ হতে আর মাত্র দশ দিন বাকি আছে। দুই মসের মধ্যে সেটি'র দেহ সমাধিস্থ করা হবে। তারপর রামেসিস সিংহাসনে বসবে আর তুমি হবে মিশরের রানি।'

রামেসিস মাকে বাউ করলেন। তারপর আলতো করে তাকে নিজের দিকে টেনে নিলেন।

'দেবতা আমাদের এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন কেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'সেটি'র আত্মা তোমার মধ্যে বাস করে, বাছা। তার সময় শেষ, তোমার সময় শুরু হচ্ছে। তার কাজ চালিয়ে গেলে তিনি কখনও মারা যাবেন না।'

'তার ছায়া আমাকে বাধা দেয়।'

'তোমাকে, আলোর পুত্রকে? তোমাকে অবশ্যই অন্ধকার কাটাতে হবে। আমাদের জড়িয়ে রাখা বিভ্রান্তির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।'

যুবক তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন।

'আমার সিংহ মরুভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

'এই সঙ্কেতের আশায় ছিলে তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ। তোমার কাছে একটা সাহায্য চাইব। সাহায্য করবে আমাকে? পিতা যখন দেশের বাইরে যেতেন তখন তার কাজগুলো তুমিই চালাতে।'

'হ্যাঁ, এটাই ঐতিহ্য।'

'তুমি অভিজ্ঞ। সবাই তোমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করে। তাহলে এখন কেন পিতার দায়িত্ব তুলে নিচ্ছো না তুমি?'

'তুমি জানো, সেটি'র ইচ্ছা তা ছিল না। তার আইন আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হবে। তিনি তোমাকে নির্বাচন করেছেন, বাছা। তুমিই তার আশা পূরণ করবে। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। যখন চাইবে, তখনই উপদেশ দেব।'

রামেসিস তাকে আর জোরাজুরি করল না। তার মা-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিয়তি বদলে তার ওপর চেপে বসা বোঝা হালকা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনও স্বামীর ঠিক করে দেয়া গতিপথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। সংশয়ের পরও, রামেসিসকে তার নিজের পথ তৈরি করে নিতে হবে।

রামেসিসের সার্ডিনিয়ান দেহরক্ষী, সেরামানা সব সময় হবু রাজার পাশে ছায়ার মতো লেগে থাকে। মুহূর্তের জন্যও কর্তব্যে ফাঁকি দেয় না। একজন প্রাক্তন জলদস্যুকে মর্যাদাপূর্ণ এই দায়িত্বের ভার দেয়ায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। কেউ কেউ বিশ্বাস করে, গোঁফধারী এই দৈত্য আগে বা পরে, একদিন সেটি'র পুত্রের উপর আক্রমণ চালাবে।

সে নিজে প্রাসাদে আগত সকল পরিদর্শকদের পরীক্ষা করে দেখে! রাজমহিষী প্রত্যেককে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করে দেখতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তলোয়ার ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছেন।

চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে সেরামানা তড়িঘড়ি করে প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটল।

'কী হচ্ছে এখানে?'

'এই লোক জোর করে ভেতরে ঢুকতে চাইছিল,' লম্বা, চওড়া-কাঁধ, ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারী এক লোকের দিকে নির্দেশ করল এক প্রহরী।

'কে আপনি?' সেরামানা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

'হিব্রু মোজেস। রাজকীয় নির্মাণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক এবং যুবরাজের বন্ধু।'

'কী চান?'

'রামেসিস আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'আমি যতক্ষণ অনুমতি না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা হবে না।'

'ওকে কি গৃহবন্দি করা হয়েছে?'

'নিরাপত্তার খাতিরে এই ব্যবস্থা। আপনার আগমনের কারণ বলুন।'

'সেটা তোমার ব্যাপার না।'

'তাহলে এখান থেকে চলে গেলেই আপনার জন্য ভালো হবে। নাহলে আপনাকে জেলে পুরতে বাধ্য হবো।'

মোজেসকে আটকে রাখতে চার জন প্রহরীর বেগে পেতে হচ্ছিল।

'রামেসিসকে আমার আসার কথা বলো। নইলে ও তোমার ছাল তুলে নেবে।'

'আমাকে ভয় দেখাবেন না, জনাব।'

'শোন মূর্খ! আমার বন্ধু আমার অপেক্ষায় বসে আছে। রামেসিসকে জিজ্ঞেস করে আয়।'

জলদস্যু নেতা হিসেবে কাটানো বহু বছর এবং ভয়াবহ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সেরামানা'র যেকোনও পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা আরও ধারালো করেছে। এই হিব্রুর পেশী প্রদর্শন এবং আস্ফালান সত্ত্বেও তাকে দেখে মনে হচ্ছে, লোকটা সত্যি কথাই বলছে।

রামেসিস বাল্যবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে স্বাগতম জানালেন।

'এটা কি রাজপ্রাসাদ নাকি কোনও দুর্গ?' মোজেস জিজ্ঞেস করল।

'আমার স্ত্রী আর মা, আহমেনি আর সেরামানা সব সময় আতঙ্কে থাকে।'

'আতঙ্কে থাকে মানে?'

'ওরা আমার প্রাণহানির শঙ্কায় ভুগছে।'

যুবরাজের দর্শন কক্ষ থেকে বাগান দেখা যায়। দরজায় তার পোষা সিংহ, তার হলুদ কুকুর, প্রহরীর সাথে বসে ঝিমুচ্ছে।

'এদের প্রহরাই তোমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

'নেফারতারির স্থির বিশ্বাস, শানার এখনও রাজা হওয়ার আশা মন থেকে মুছে ফেলেনি।'

'তোমার পিতাকে সমাধিস্থ করার পর বিদ্রোহ? শানারের কাজের ধারার সাথে যায় না। কাজ শুরু করার পর পর্দার আড়াল থেকে মজা দেখতে পছন্দ করে ও।'

'ওর হাতে অত সময় নেই।'

'তোমার কথা সত্যি। কিন্তু ও তোমার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের ঝুঁকি নেবে না।'

'দেবতাই জানেন। এতে মিশরের জন্য শুধু অকল্যাণই বয়ে আনা হবে। কারনাকে কী শুনছ?'

'তোমার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।'

মোজেস কারনাকে সেটি'র বিশাল নির্মাণ প্রকল্প চালাচ্ছে। সেখানে রাজকীয় স্থপতিদের মন্দিরের জন্য বিশাল মিলনায়তন নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়েছিল। ফারাও-এর মৃত্যুতে কাজ থমকে গেছে।

'কার প্রচারণা?'

'আমন-এর পুরোহিতরা, কয়েকজন অভিজাত, দক্ষিণের উজির... তোমার বোন ডোলোরা, আর তার স্বামী, সারী ওদের মদদ যুগাচ্ছে। মেমফিস থেকে নির্বাসিত হবার ব্যাপারটা ওরা সহজভাবে নেয়নি।'

'সারী আমাকে খুন করাতে চেষ্টা করেছিল। আহমেনি কোনওমতে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমাদের পুরনো শিক্ষকের কাছ থেকে চমৎকার ব্যবহার পেয়েছি আমি! তার আর আমার বোনের আসলে নির্বাসনের চাইতেও বেশি অপমানজনক ফল ভোগ করার কথা ছিল।'

'দক্ষিণের সূর্য ওদের বিষ একটুও ক্ষয় করতে পারেনি। ওদেরকে মিশরে চিরতরে নিষিদ্ধ করা উচিত ছিল তোমার।'

'ডোলোরা আমার বোন। সারী-ই আমাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে।'

'নিজের আত্মীয়দের জন্য একজন রাজার আদর্শ কি ভিন্ন হওয়া উচিত?'

রামেসিস কথাটায় মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। 'এখনও রাজা হইনি আমি, মোজেস।'

'আমি এখনও বিশ্বাস করি দরবারে ওদের বিচার করা উচিত ছিল তোমার।'

'ওরা দু'জন যদি আর কোনও চাতুরি দেখায়, ক্ষমা করব না আমি।'

'প্রার্থনা করি, কথা যেন রাখতে পারো! আসলে তুমি আন্দাজও করতে পারছ না, তোমার শত্রুরা কতটা নিষ্ঠুর।'

'আমি এখন পিতার জন্য শোক পালন করছি।'

'আর দেশের প্রতি দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছ। সেটি যদি স্বর্গ থেকে নিচে তাকান, তুমি কি মনে কর উনি তোমার এই নিষ্কর্মণ্যতা মেনে নেবেন?'

মোজেস তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে, রামেসিস ওকে মেরে বসতেন।

'তুমি কি আমাকে নিষ্ঠুর আর আবেগহীন হতে বলছ?'

'জানি, তোমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখো। তুমি আর আমি কতটা ঘনিষ্ঠ এটা জানার পরও শানার আমার কাছে এসেছিল। আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। বিপদের মাত্রা আন্দাজ করতে পারছ?'

রামেসিস নির্বাক হয়ে গেলেন।

'শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি তুমি,' মোজেস আগের কথার খেই ধরল। 'জেগে ওঠো, বন্ধু।'

তিন

ব-দ্বীপের ভেতরে নীল নদ যেখানে শাখা বিস্তার শুরু করেছে, সেই মেমফিস দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। শহরটা এখন ঘুমিয়ে আছে। 'নিরাপদ ভ্রমণ' নামক পোতাশ্রয়ে বাণিজ্য জাহাজগুলোর নোঙর ফেলা। সত্তর-দিন শোককালীন সময়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ আছে। আর অভিজাতরা বিনোদন থেকে বিরত আছে।

সেটি'র মৃত্যু শহরটার জন্য বিরাট আঘাত হয়ে এসেছে। তার শাসনকাল উন্নতি বয়ে এনেছিল। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা ভয়ে আছেন, দুর্বল ফারাও ক্ষমতায় এলে হয়তো উন্নতির ধারা ব্যাহত হবে। সেটি'র বড় সন্তান শানার দেশ শাসনে সক্ষম। কিন্তু নিজের শেষ সময়ে সেটি তরুণ এবং খিটখিটে রামেসিসকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন। রামেসিসকে দেখলে রাষ্ট্রনায়কের চাইতে বখে যাওয়া উড়নচণ্ডী বলেই মনে হয়। সবচেয়ে দূরদর্শী নেতাও ভুল করেন। আর মেমফিস থিবসের সাথে সম্পূর্ণ একমত যে, সেটি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ভুল সন্তানকে বেছে নিয়েছেন।

শানার বিরামহীনভাবে মেবা'র কাছে ছুটে যাচ্ছে। ষাট বছর বয়স্ক সুঠামদেহী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মেবা ছিলেন সেটি'র দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্র সচিব। তিনি গোপনে রামেসিসের বিরুদ্ধে, শানারের পক্ষে কাজ করছিলেন। তার আর শানারের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই। ভূমধ্যসাগর এবং এশিয়ান বাজারে প্রবেশ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী করা। এমনকি এজন্য যদি কয়েকটা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাতেও তার কোনও আপত্তি নেই। মোটের ওপর, তিনি বিশ্বাস করেন, অস্ত্রের সংঘর্ষের চেয়ে অস্ত্র ব্যবসা করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত।

'ও কি আসবে?' শানার জিজ্ঞেস করল।

'সে আমাদের দলেই আছে, নিশ্চিত থাকুন।'

'যেকোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে।'

সেটি'র বড় ছেলে খর্বকায় এবং মোটা। গোল মুখ, হৃষ্টপুষ্ট গাল। তার মোটা, কামুক ঠোঁট ভালো খাবারের প্রতি ওর ভালবাসা ঢেকে রাখতে দিচ্ছে না। কুতকুতে কালো চোখ দু'টো বিরতিহীন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোদ এবং সব ধরনের কায়িক শ্রম এড়িয়ে চলে ছেলেটা। পরিমার্জিত গলা তার খর মেজাজ ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে।

শানার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিবাদী। অর্থনৈতিকভাবে মিশরের বিচ্ছিন্নতা, তার মতে, নির্বুদ্ধিতা। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রামেসিসের ধ্যানধারণা বড্ড

সেকেলে। ও রাজা হবার যোগ্য নয়। তার নেতৃত্বে খুব শীঘ্রই যে অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে, সেটাকে যুক্তিসঙ্গত বানানো শানারের পক্ষে একদম সহজঃ মিশর তাকে এ অভ্যুত্থানের জন্য একদিন ধন্যবাদ জানাবে।

তবে এজন্য সর্বাগ্রে তার এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রকে দরকার।

'মদ।' শানার আদেশ করল।

মেবা তার প্রভাবশালী অতিথিকে এক পাত্র বিয়ার পরিবেশন করলেন।

'ওর সাথে হাত মেলানো উচিত হয়নি আমাদের,' রাজপুত্র বলল।

'আমি নিশ্চিত ও এখনও আমাদের পক্ষেই আছে। ভুলে যাবেন না, বাড়ি ফিরে যেতে কতটা উদগ্রীব সে।'

অবশেষে, পররাষ্ট্র সচিবের প্রহরী দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষারত দর্শনার্থীর নাম ঘোষণা করল। আগন্তুক ভেতওে প্রবেশ করল।

অ্যাট্রিউস-এর পুত্র ও স্পার্টার রাজা, মেলেনাউস, উজ্জ্বল চুল আর তীক্ষ্ণ চোখের অধিকারী। যুদ্ধে ভাগ্য তার পক্ষে ছিল। তার পরনে বর্ম আর সোনার বাকল দিয়ে তৈরি প্রশস্ত বেল্ট। এই বেল্ট তাকে ট্রয়ের বিপক্ষে গ্রীসের বিজয়ে দারুণ সেবা দিয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌবহরসহ সে মিশরের আশ্রয়প্রার্থী। তার স্ত্রী হেলেন আতংকিত হয়ে আছেন, স্বামী হয়তো দেশে ফিরে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন। তাই তিনি ফারাওদের দেশ ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। রানি টুইয়া হেলেনকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই মেনেলাউস তার স্ত্রীর ওপর জোর খাটাতে পারছে না। সৌভাগ্যবশত, শানার হেলেনকে মানেলাউসের হাতে তুলে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছে। তবে শর্ত দিয়েছে, রামেসিসকে পরাজিত করতে শানারকে সাহায্য করবে তাকে।

যে মুহূর্তে শানার ফারাও হবে, মেনেলাউস হেলেনকে গ্রীসে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

কয়েক মাস ধরে মেনেলাউসের বাহিনী মিশরে থিতু হয়েছে। তার কর্মকর্তারা মিশরীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সৈনিক এবং নাবিকরা পেট চালানোর জন্য কাজ খুঁজে নিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সবাই নিজেদের সৌভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উদগ্র হয়ে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় আছে। নতুন এবং উন্নত ট্রোজান ঘোড়ার মতো।

গ্রীক লোকটা সন্দেহের দৃষ্টিতে মেবা'র দিকে তাকাল। 'ওকে চলে যেতে বলো,' শানারকে আদেশ দিল মেনেলাউস। 'শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ থাকবে না।'

'রাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব আমাদের একজন।'

'এক কথা বার বার বলতে বাধ্য করবে না আমাকে।'

শানার বৃদ্ধ লোকটাকে কামরার বাইরে পাঠিয়ে দিল।

'আমাদের অবস্থা কী?'

'সময় হয়েছে।'

'তুমি নিশ্চিত? এই পৈশাচিক মমি বানানোর প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ যে, তোমাদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'আমার পিতার মমি সমাধিস্থ করবার আগেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।'

'আমার লোকজন প্রস্তুত।'

'আমি অপ্রয়োজনীয় কোন হিংস্রতা চাই না বা...'

'বলে ফেলো। তোমরা মিশরীয়রা বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ভয় পাও। আমরা, গ্রীকরা ট্রোজানদের ধ্বংস করবার আগে বছরের পর বছর ওদের ধাওয়া করেছি। রামেসিসকে মৃত চাইলে একবার শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো। বাকি কাজ আমার তলোয়ার করবে।'

'রামেসিস আমার ভাই। আর মাঝে মাঝে চাতুর্য পাশবিক শক্তির চেয়ে ভালো প্রভাব বিস্তার করে।'

'আমার যুদ্ধনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে'

'হেলেনকে দরকার তোমার।'

'হেলেন!' তিনি থুতু ফেললেন। 'ওই মহিলা আমাকে অসুস্থ করে তুলে। কিন্তু ওকে ছাড়া আমি বাড়িও ফিরতে পারব না।'

'তাহলে এসো আমার পরিকল্পনা অনুসারে চেষ্টা করি।'

'আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

শানার হাসল। এবার ভাগ্য তার সাথে। গ্রীকদের সাহায্য পেলে কাজটা সারা সম্ভব হবে। 'আমাদের পথে মাত্র দু'টো বাধা: সিংহটা এবং সেরেমানা। সমাধানও দু'টো: বিষ অথবা চোরা হামলা। তোমার লোক রামেসিসকে অপহরণ করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওকে গ্রীসে নিয়ে যেতে প্রস্তুত না হও, আমরা ওকে লুকিয়ে রাখব।'

'ওকে হত্যা করলেই তো সব ঝামেলা মিতে যায়। সেটা করি না কেন?'

'আমি রক্তস্নাত হাত নিয়ে সিংহাসনে বসতে চাই না। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হবে, রামেসিস সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সেই ভ্রমণে ও দুর্ঘটনার শিকার হবে।'

'হেলেনের কী হবে?'

'একবার সিংহাসনে বসলে, আমার মা আমার আদেশ মানতে বাধ্য। হেলেনকে ছেড়ে দিতেও বাধ্য। টুইয়া বাধা দিলে, তাকে একটা মন্দিরে গৃহবন্দি করা হবে।'

মেনেলাউস নড করল। 'একজন মিশরীয় হিসেবে পরিকল্পনাটা মন্দ করনি। তোমার কাছে বিষ আছে?'

'তা আর বলতে!'

'রামেসিসের প্রহরীফৌজে আমার যে লোক আছে, সে আমার সেরা অফিসারদের একজন। ঘুমানোর সময় সেরামানা'র গলা কাটতে তার কোন অসুবিধেই হবে না। কাজটা কবে সারতে হবে বলো, যুবরাজ।'

'আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। থিবসে আমার একটা কাজ আছে। ওখান থেকে ফিরে এসেই আমরা কাজে নেমে পড়বো।'

হেলেনের জন্য স্বাধীনতা ছিল অপ্রত্যাশিত এক উপহার। এই উপহারের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছেন তিনি। মধুগন্ধী জামা, রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য মাথার উপর অবগুণ্ঠন-টুইয়ার আশ্রয়ে জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তার কাছে জেগে জেগে দেখা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। স্বামীর সঙ্গে কাটানো অত্যাচারিত নিকৃষ্ট জীবন থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। হেলেনকে 'শয়তান কুত্তী' নামে ডাকতে বলতেন মেনেলাউস তার লোকদের।

টুইয়া এবং তার পুত্রবধূ, নেফারতারি, হেলেনকে বন্ধুত্ব আর চাকরি দিয়েছেন। মহিলাদের নিজেদের বাড়িতে কয়েদীর মতো থাকতে হয় না, এমন একটি দেশে থাকতে পারা পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের ব্যাপার। এমন জীবনের জন্যে রাজপ্রাসাদের মতো জায়গাও ছেড়ে দেয়া যায়।

হেলেন কি সত্যি সত্যি হাজার হাজার গ্রীক এবং ট্রোজানের প্রাণহানির জন্য দায়ী? তিনি কখনও-ই বছরের পর বছর ধরে চলা এই উন্মত্ত হত্যাযজ্ঞ চাননি। তারপরও তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মেমফিসে কেউ তার দিকে আঙুল তোলে না। তিনি সেলাই করেন, গান শোনেন, গান গান, প্রাসাদের পুকুরে সাঁতার কাটেন। আর সীমাহীন আনন্দের আকর বাগানে হেঁটে বেড়ান। অস্ত্রের ঝনঝনানির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেছে। অস্ত্রের সংঘাত আজ পাখির গানের কাছে পরাজিত।

এই স্বপ্ন যেন চিরস্থায়ী হয় সেজন্য দিনে কয়েকবার প্রার্থনা করেন সুন্দরী হেলেন। তার একমাত্র আকাঙক্ষা অতীত, নিজের দেশ, স্বামীকে বিস্মৃতির অতলে ঝেড়ে ফেলা।

দু'পাশে সারিবদ্ধ পারসী গাছ সংবলিত বালুময় এক পায়ে-চলা পথে একটা মরা সারস আবিষ্কার করলেন তিনি। কাছে গিয়ে দেখেন, পাখিটার সুন্দর দেহ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। হেলেন হাঁটু গেঁড়ে বসে পাখিটার নাড়িভুঁড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা গ্রীক এবং ট্রোজান, দু'পক্ষের কাছেই সুবিদিত ছিল।

অনেকগুলো দীর্ঘ মুহূর্তের পর, বহু কষ্টে তিনি নিজের পা'য়ে দাঁড়াতে সফল হলেন। সারসটার বিদীর্ণ দেহ থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছেন, তা তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

চার

দক্ষিণের রাজধানী, থিবস, দেবতা আমনের বাসস্থান। এই দেবতাকে সম্মান করা হয় হিকসস নামক নিষ্ঠুর, বর্বর এশিয়ান জাতিকে তাড়াতে সাহায্য করার জন্যে। কয়েক শতাব্দী মিশর এই জাতির লোকদের দখলে ছিল। মিশরের স্বাধীনতার পর থেকে, প্রত্যেক ফারাও আমনের প্রার্থনা করে আসছেন। এছাড়াও কারনাকে আমনের মন্দির অলঙ্কৃত করে যাচ্ছেন। এভাবে এই মন্দির সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ধনী ধর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে রাজ্যের ভেতর আরেক রাজ্য। আমন মন্দিরের প্রধান পুরোহিতরা যতটা না যাজক, তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর সরকারি নেতা হিসেবে কাজ করেন।

থিবসে পৌঁছেই, শানার প্রধান পুরোহিত-এর দর্শন প্রার্থনা করল। কথা বলার জন্যে ওরা দু'জন লতা গাছ আর নানা প্রকার গাছে ছাওয়া নিকুঞ্জবনে বসল। পাশের পবিত্র হ্রদ থেকে ঝিরঝিরে বাতাস বইছে।

'তুমি কোন সফরসঙ্গী ছাড়াই এসেছো?' প্রধান পুরোহিত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

'এখানে আমার উপস্থিতির কথা খুব কম লোকই জানে।'

'হুম... ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে আমাদের।'

'আপনি কি এখনও রামেসিসের বিপক্ষে?'

'আগের চেয়ে অনেক বেশি। ফারাও হবার জন্য ওর বয়স অনেক কম। আর প্রচণ্ড মাথাগরম। ও স্রেফ বানের জলের মতো ভেসে যাবে। সেটি ওকে বেছে নিয়ে ভুল করেছেন।'

'আপনি কি আমাকে সমর্থন দেবেন?'

'মুকুট পরলে আমনের মন্দিরকে কোথায় স্থান দেবে তুমি?'

'সবার উপরে।'

'তোমার পিতার চিন্তা অন্যরকম ছিল। হেলিওপোলিস আর মেমফিস তার প্রিয় ছিল। কারনাক আর দ্বিতীয় সেরা হয়ে থাকতে চায় না। আমার চাহিদা এটুকুই।'

'তাহলে রামেসিসকে সমর্থন দেবেন না।'

'তোমার পরিকল্পনা কী, শানার?'

'আমাদের কাজে নামতে হবে, দ্রুত।'

'ঘুরিয়ে বললে, সেটি'র শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার আগে।'

'হ্যাঁ। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

শানার জানে না, আমনের প্রধান পুরোহিত গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসক বলে দিয়েছে, তার হাতে মাত্র কয়েক মাস সময় আছে। কয়েক সপ্তাহও হতে পারে। একটি দ্রুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপ দেবতার আশীর্বাদ হতে পারে। তিনি মারা যাবার আগে রামেসিসকে ক্ষমতাচ্যুত এবং কারনাক'কে নিরাপদ দেখে যেতে চান।

'আমি রক্তপাত সমর্থন করতে পারব না,' ঘোষণা দিলেন প্রধান পুরোহিত। 'আমন আমাদের শান্তি দিয়েছেন। সেই শান্তি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।'

'আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত আমি। রাজ্য শাসনের জন্য অযোগ্য হলেও রামেসিস আমার ভাই। আমার প্রিয় সে। এক মুহূর্তের জন্য ওর কোনও ক্ষতি চাইনি আমি।'

'ছেলেটাকে নিয়ে কী করবে?'

'রামেসিস প্রাণশক্তিতে ভরপুর উদ্যমী যুবক। অভিযান আর উন্মুক্ত রাস্তা ভালোবাসে ও। দায়িত্বের চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, বিদেশ ভ্রমণ ওর জন্য উপকারী হবে। ফিরে আসার পর ওর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ রাজ্যের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হবে।'

'তোমার মা'কে তোমার ঘনিষ্ঠ উপদেশদাত্রী হিসেবে রাখলে ভালো হবে।'

'অবশ্যই।'

'আমনের প্রতি বিশ্বস্ত হও, বাছা। তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ নিরাপদ এবং সুগম হবে।'

শানার সশ্রদ্ধভাবে বাউ করল। এই বুড়ো ভাম পুরোহিতটাকে সহজেই পটানো গেছে।

রামেসিসের বড় বোন, ডোলোরা তেলতেলে চামড়ায় ব্যথানাশক মলম মাখাচ্ছে। অনাকর্ষণীয়, লম্বা, পাতলা, জন্ম থেকেই দুনিয়ার সব কিছুর উপর বিরক্ত ডোলোরা থিবসকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে দক্ষিণকে। একজন রাজকন্যার জায়গা মেমফিসের দরবারে, এই বস্তাপচা জায়গায় নয়!

থিবস ক্লান্তিকর। অবশ্য অভিজাত সমাজ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়মিত দাওয়াত পায় ও। কেননা যত যা-ই হোক, রাজকন্যা সে! সমস্যা হলো, মেমফিস ছিল উত্তেজক। তার ওপর ওর স্বামী গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। অমায়িক, ভুঁড়িওয়ালা সারী ছিল রামেসিসের শিক্ষক। রয়্যাল একাডেমী, কাপ-এর প্রধান ছিল সে। সেখানে মিশরের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের পাঠানো হতো শিক্ষালাভের জন্য। এখানে তার প্রতিভার অপচয় হচ্ছে। আর এসবের দোষ তার ভাইয়ের।

হ্যাঁ, রামেসিসকে খুন করার ব্যর্থ পরিকল্পনা করেছিল সারী। আর হ্যাঁ, সে, ডোলোরা, তার নিয়তি শানারের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। তারা দু'জনই ভুল করেছে। তারপরও রামেসিসের কি উচিত নয় ওদের ক্ষমা করে দেয়া? বিশেষত সেটি যখন মারা গেছেন?

তার এই নিষ্ঠুরতার একটা মাত্র উত্তরই আছে-প্রতিশোধ। একদিন রামেসিসের ভাগ্য ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আর যখন করবে, সে আর সারী প্রস্তুত থাকবে। ততক্ষণ নাহয় সে মলম লাগিয়ে আর তার স্বামী ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আর বই পড়েই সময় কাটাবে।

এহেন পরিস্থিতিতে শানারের অঘোষিত আগমন যেন শীতল পানির মতো কাজ করল।

'প্রিয় ভাই, আমার!' ওকে চুমু খেয়ে চিৎকার করে উঠল ডোলোরা। 'আশা করি, ভালো খবর নিয়ে এসেছ!'

'মনে হয়।'

'আমাদের অন্ধকারে রেখো না।' সারী বলল।

'আমি রাজা হতে যাচ্ছি।'

'তাহলে আমাদের সুদিন আসছে শীঘ্রই?'

'আমার সঙ্গে মেমফিসে ফিরে চলো। রামেসিসের গতি না হবার আগ পর্যন্ত তোমরা আমার ওখানে থাকবে।'

ডোলোরা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। 'কী বললে তুমি? ওর একটা গতি করবে মানে?'

'ভয় পেও না। ওকে শুধু বিশাল এক ভ্রমণে পাঠাচ্ছি আমি।'

'আমাকে চাকরি দেবে তুমি?' সারী জিজ্ঞেস করল। 'গুরুত্বপূর্ণ কোনও পদ?'

'তুমি নিজেই কাজটা একটু কঠিন করে ফেলেছো,' শানার জবাব দিল। 'তবে তোমার মতো বুদ্ধিমান একজন মানুষ আমার অনেক কাজে লাগবে। আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকো।'

'কথা দিলাম, শানার, থাকব।'

সুন্দরী ইসেট দিন গুণে সময় পার করছে। তাদের পুত্রের জন্মের আগে, রামেসিস তাকে থিবসে পাঠিয়ে দেয়। এখন সে তার প্রাণপ্রিয় পুত্র খা'কে রাজপ্রাসাদে বড় করছে। সবুজ চোখ, ছোট, খাড়া নাক, কমলার কোয়ার মতো ঠোঁটের অধিকারী উদ্যমী, প্রাণোচ্ছল অসাধারণ রূপবতী এই মহিলা ছিল রামেসিসের প্রথম প্রেমিকা। কিন্তু আজ তার উপপত্নী!

উপপত্নী... উপাধিটা মেনে নেয়া কষ্টকর। এই মর্যাদাটা মেনে নেয়া আরও কষ্টকর। তারপরও ইসেট নেফারত্যারি'কে হিংসা করতে পারেনি। মেয়েটা এত

সুন্দরী, ভদ্র, আন্তরিক যে, রানি হবার পরও তাকে পার্থিব উচ্চাকাঙক্ষার জন্য একবিন্দু লালায়িত মনে হয় না।

অন্তরটা যদি ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকত...অথবা যদি ওদের দু'জনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত, তাহলে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু যে লোকটা ওকে এত সুখ ও আনন্দ দিয়েছে, তাকে প্রথম পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছে, তাকে এখনও পাগলের মতো ভালবাসে বেচারি।

ইসেট ক্ষমতা এবং মর্যাদার পরোয়া করে না। রামেসিসকে তার ব্যক্তিত্ব, তীব্রতা এবং তেজস্বিতার জন্যেই ভালবাসে। প্রেমিকের কাছ থেকে দূরে থাকার ব্যথা মাঝে মাঝে বড় অসহনীয় মনে হয়। রামেসিস কেন বোঝে না, এই বিরহ ইসেটকে কতটা কুরে কুরে খায়?

শীঘ্রই রামেসিস ফারাও হয়ে যাবে। তখন তো আরও কদাচিৎ ওর দেখা পাবে বেচারি। ও জানে, তারপরও প্রতিবার, রামেসিসকে ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নেবে। ইস, যদি অন্য কোনও পুরুষকে বেছে নিতে পারত...কিন্তু না। রামেসিসের তুলনায় বাকি সবাইকে বিবর্ণ মনে হয়।

প্রধান পরিচারক যখন শানারের আগমন সংবাদ জানালো, ইসেট আশ্চর্য হয়ে গেলো। শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আগে সেটি'র জ্যেষ্ঠ পুত্র থিবসে কী করছে?

একটা কামরায় বসে আছে শানার। কামরাটার জানালাগুলো দেয়াল থেকে অনেক উপরে অবস্থিত।

'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে, ইসেট।'

'আমার কাছে কী চাও তুমি?'

'জানি, আমাকে তুমি পছন্দ করো না। কিন্তু এও জানি, নিজের ভালো বোঝো তুমি। আমার মনে হয় রাজমহিষী হবার সব গুণই আছে তোমার মধ্যে।'

'দুর্ভাগ্য যে, রামেসিসও তোমার মতো ভাবে না।'

'সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা যদি ওর না থাকে, তাহলে?'

'কী বলতে চাও?'

'আমার ভাই অকাট মূর্খ না। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, মিশর শাসন করার উপযুক্ত নয় ও।'

'মানে...'

'মানে হচ্ছে, আমি রাজা হচ্ছি। আর তোমার মিশরের দুই রাজ্যের রানি হবার সুযোগ সামনে এসেছে।'

'রামেসিস কখনও ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, তুমি মিথ্যা বলছ।'

'এটাই সত্যি, প্রিয়া। ও মেনেলাউসের সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরিকল্পনা করছে। ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পর, রাজ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে ওকে যথাযথ সম্মান দেয়া হবে।'

'রামেসিস কি আমার ব্যাপারে কিছু বলেছে?'

'আমার ভয় হয়, সে তোমাকে আর তার বাচ্চা ছেলেকে ভুলে গেছে। এখন ওর মনে শুধু পৃথিবী ভ্রমণের চিন্তা ঘুরছে।'

'ও কি নেফারতারিকে নিচ্ছে সঙ্গে?'

'না, না...সাগরে কি মাছের অভাব আছে নাকি?' শানার হাসল। 'আমার ভাইয়ের রুচি যে ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়, তা তো তুমি ভালো করেই জানো।'

ইসেটকে উন্মাদগ্রস্তের মতো দেখাচ্ছে। শানার ওর হাত ধরতে চাইছিল। কিন্তু ব্যাপারটা খুব তাড়াহুড়া হয়ে যাবে। মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দেয়া যাবে না। প্রথমে ওকে সান্ত্বনা দিতে হবে। তারপর প্রণয়ভিক্ষা করতে হবে।

'খা'র জন্য সবচেয়ে ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে,' সে প্রতিজ্ঞা করল। 'তোমার কোনও চিন্তা নেই। সেটি'কে চিরনিদ্রায় শায়িত করার পর, আমরা একসঙ্গে মেমফিসে ফিরে যাবো।'

'ততদিনে কি রামেসিস দেশ ছেড়ে চলে যাবে?'

'অবশ্যই।'

'শেষকৃত্যে যোগ দেবে না?'

'ব্যাপারটা লজ্জাজনক। কিন্তু আর কোনও উপায় নেই। মেনেলাউস আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। রামেসিসকে ভুলে যাও, ইসেট। ভবিষ্যৎ রানি হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করো।'

পাঁচ

নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে ইসেট।

শানার মিথ্যে বলেছে। এ সময় রামেসিস কিছুতেই মিশর ত্যাগ করবে না। সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও সে সেটি'র শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবে।

এ কথা সত্য যে, রামেসিস ইসেটের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। তবুও সে কখনও তার ভাইয়ের জন্য রামেসিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। রানি হবার কোনও আকাঙক্ষা নেই ইসেটের। তা শানার যা-ই ভাবুক না কেন। চাঁদমুখো, মিষ্টভাষী, উচ্চাকাঙক্ষী, আত্মাভিমানী মূর্খ! ইসেট ওকে ঘৃণা করে।

নিজের করণীয় সম্পর্কে মেয়েটার ভালমতোই জানা আছে। শানার যে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করছে তা রামেসিসকে জানাতে হবে।

তাজা প্যাপিরাসে শানারের সঙ্গে তার আলাপের ব্যাপারে লম্বা একটা চিঠি লিখল ও। তারপর রাজকীয় ডাক বিভাগের স্থানীয় প্রধানকে তলব করল।

'এই চিঠি দ্রুততম সময়ে মেমফিসে পৌঁছাতে হবে।'

'আমি ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছে দেব,' লোকটা ওকে নিশ্চিত করল।

মেমফিসের মতোই সারা দেশ যখন শোকে নিমজ্জিত, তখন নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা কমে এসেছে। নদীর তীরে যে ঘাটে সবসময় নৌকা নোঙর করা থাকে, প্রহরীরা সেখানে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। ইসেটের বার্তাবাহক এক নাবিককে ডাকল।

'নোঙর তোলো। মেমফিস যাবো।'

'দুঃখিত, বন্দর ত্যাগ করা যাবে না।'

'কেন?'

'কারনাকের আমন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সবগুলো নৌকা ভাড়া করেছেন।'

'আমার কার্যালয়কে না জানিয়েই?'

'মাত্র আদেশ পেলাম।'

'বেশ, আমি তোমাকে ওটা উপেক্ষা করতে বলছি।'

নৌকার ব্রিজে একজন মানুষের আবির্ভাব হলো।

'আদেশ আদেশই, ভায়া। ওর বিরোধিতা করো না।'

'তুমি যে-ই হও না কেন, লম্বা নাকটা এর ভেতর গলিও না।'
'আমি শানার, সেটি'র জ্যেষ্ঠ পুত্র।'
বার্তাবাহক বাউ করল। 'আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন, মহামান্য।'
'ঠিক আছে। তুমি সুন্দরী ইসেটের চিঠিটা আমাকে দিলে, তবেই ক্ষমা পাবে।'
'কিন্তু...'
'চিঠিটা মেমফিসের রাজপ্রাসাদে পাঠাতে হবে, তা-ই তো?'
'জ্বি, আপনার ভাই, রামেসিসের কাছে।'
'ওখানেই যাচ্ছি আমি আজ রাতে। বার্তাটি ওর হাতে পৌঁছানোর জন্য কি যথেষ্ট যোগ্যতা রাখি আমি?'
পত্রবাহক চিঠিটা শানারের কাছে হস্তান্তর করল।
নৌকা থিবস থেকে বেরোনোর সাথে সাথে, শানার চিঠিটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

সারা দেশে শোক চলছে বলে সবখানে সাধারণ নৈশজীবন থমকে আছে। গ্রাম কিংবা শহুরে রাস্তা, কোথাও কোনও নাচ, গান অথবা গল্প বলা চলছে না। কোথাও প্রাণিদের মানুষের বেশ ধারণ করা এবং এরপর মানুষকে শিক্ষা দেবার গল্প শোনাচ্ছে না কেউ। কোনও খেলাধুলা চলছে না। হাসিঠাট্টায় মাতছে না কেউ।
রমেসিসের হলুদ কুকুর, প্রহরী, যোদ্ধা'র পেটে মাথা পেতে ঘুমিয়ে আছে। বিশাল সিংহটা যুবরাজের ব্যক্তিগত বাগান পাহারা দেয়। মালীদের সান্ধ্যকালীন পানি দেয়া শেষ হলে, পোষা প্রাণি দু'টো ঠাণ্ডা ঘাসে গড়াগড়ি দিতে পছন্দ করে।
মালীদের ভেতর একজন গ্রীক। সে মেনেলাউসের লোক। কাজ শেষ করে চলে যাবার আগে লোকটা পদ্মফুলের একটা ঝোপে কয়েক টুকরো মাংস ফেলে গেল। লোভী পশু দু'টো সহজেই মাংসের টুকরোগুলো খুঁজে পাবে। সিংহটার কয়েক ঘন্টা লাগতে পাওে মারা যেতে। কিন্তু বাঁচতে পারবে না কোনভাবেই।
প্রহরী প্রথম পেল গন্ধটা। হাই তুলে আগে বাড়ল সে। বাতাসে গন্ধ নিল, তারপর পদ্মফুলের ঝোপের চারপাশে চক্কর মারতে লাগলো। ওর নাক ওকে মাংসের দিকে টেনে নিয়ে গেলো। নাক দিয়ে মাংসের টুকরোগুলো শুঁকল, এরপর থাবা দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর ফিরে চললো। এই দারুণ আবিষ্কারটা বন্ধুর সাথে ভাগাভাগি না করলেই নয়।
ঝিমুতে ঝিমুতে সিংহটাকে হলুদ কুকুরটার পিছু পিছু ফুলের ঝোপের দিকে আসতে দেখল বাগানের দেয়ালের ওপাশে লুকিয়ে থাকা সৈন্য তিনজন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ওরা। আর অল্প কিছুক্ষণ। তারপর সমুদ্র তীর খালি হয়ে

যাবে। তারা রামেসিসের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাকে মেনেলাউসের অপেক্ষারত জাহাজে তুলে নিয়ে যেতে পারবে।

সিংহ এবং কুকুরটা ঝোপের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর পশু দু'টো নিস্তেজ হয়ে পড়ল। দশ মিনিট বাদে গ্রীকদের একজন দেয়াল টপকাল। মাংসের বিষের প্রভাবে বিশাল বিড়ালটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিথর হয়ে গেছে।

গুপ্তচরটি তার সঙ্গীদের ইশারা করল। বাকিরা তার পিছু পিছু রাজপুত্রের কামরার দিকে চললো। ওরা ভেতরে ঢুকছে, ঠিক এমন সময় একটা গর্জন ওদের পিছু ঘুরতে বাধ্য করল।

যোদ্ধা আর প্রহরী ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। দোমড়ানো পদ্ম ঝোপের মধ্যে বিষাক্ত মাংসের টুকরোগুলো পড়ে আছে। বন্ধুর সন্দেহ নিশ্চিত করে, সিংহটি মাংসের টুকরোগুলো ছিঁড়ে ফালি ফালি করে ফেলেছে।

গ্রীক সৈন্য তিনজন খঞ্জর উঁচিয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

নগ্ন দাঁত এবং থাবা নিয়ে যোদ্ধা ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

রামেসিসের রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী গ্রীক কর্মকর্তা, প্রাসাদের যে অংশে রাজপুত্র থাকে, চুপিসারে সেদিকে এগোল। তার ওপর হলঘর পাহারার দায়িত্ব ছিল বলে, অন্য সৈন্যদের কেউ ওকে সন্দেহ করল না।

সেরামানা যে গ্র্যানিটের প্রবেশদ্বারে ঘুমায়, গ্রীক লোকটা সেদিকে এগোল। জলদস্যুটা গর্ব করে বলে, কেউ রামেসিসের কাছে পৌঁছাতে চাইলে, আগে ওর মুখোমুখি হতে হবে। রামেসিস তার এই প্রধান ভরসাকে হারালে, শানার সহজেই নিরাপত্তা বাহিনীর দখল নিতে পারবে।

গ্রীক লোকটা দাঁড়িয়ে কান পাতল। গভীর ঘুমে মগ্ন সার্ডের নিশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। একটা দৈত্যেরও অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু লোকটা হয়তো বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় ঘুম থেকে জেগে উঠেই বিপদের মোকাবিলা করতে পারে। তাই গ্রীককে দ্রুত কাজ সারতে হবে। কোনও খুঁত রাখা যাবে না। জলদস্যুটাকে প্রতিক্রিয়া দেখানোর ন্যূনতম সুযোগ দেয়া যাবে না।

সাবধানে, সময় নিয়ে কান পেতে রইল সে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে না পারল, ততক্ষণ কান পেতে রইল। তারপর খঞ্জর কোষমুক্ত করল সে। দম বন্ধ করে ঘুমন্ত দেহটার গলা বরাবর হিংস্রভাবে খঞ্জর চালিয়ে দিল।

'ভীরু কাপুরুষ হিসেবে প্রচেষ্টাটা মন্দ ছিল না,' লোকটার পেছন থেকে গম্ভীর একটা গলা গর্জে উঠলো। গ্রীক লোকটা সাথে সাথে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

'তুমি একটা মূর্তিকে মেরেছ,' উপহাসের সুরে বলল সেরামানা। 'যদিও শ্বাস ফেলার আওয়াজটা সত্যিকারের ছিল। আমার মন বলছিল আজ রাতে কিছু একটা ঘটবে।'

মেনেলাউসের অফিসার খঞ্জরের হাতল চেপে ধরল।

'ফেলে দাও।'

'তোমার গলা কাটবই।'

'বাজি ধরবে?' জলদস্যুটা ওকে চ্যালেঞ্জ জানালো। গ্রীক অফিসারের খঞ্জর বাতাসে উঠে গেলো। আকৃতির তুলনায় সেরামানা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র।

'কীভাবে লড়তে হয় তা-ই তো জানো না তুমি,' বিদ্রূপ করল সে।

গ্রীক লোকটা একপাশে সরে আক্রমণ করার ভান করল। তারপর প্রতিপক্ষের পেট বরারবর খঞ্জরের ফলা বাগিয়ে সামনে ছুটে গেলো।

দেহরক্ষীর ডান হাত তার কব্জিতে ছোবল মারল। কব্জিটা মট করে ভেঙে গেলো। বাম হাতে গ্রীকের কপালের পাশে ঘুষি বসিয়ে দিল সে। লোকটার চোখ দু'টো স্থির হয়ে জিভ বেরিয়ে পড়ল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার আগেই মারা গেলো লোকটা।

'আরেকটা কাপুরুষ,' বিড়বিড় করল সেরামানা।

ঘুম থেকে জেগে রামেসিস দ্বিমুখী আক্রমণটা নিয়ে ভাবতে বসলেন। বাগানের সৈন্যগুলোকে যোদ্ধা সামলেছে। দরজায় গ্রীক লোকটার মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকটা তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের একজন ছিল।

'ওরা আপনাকে খুন করতে এসেছিলো।' সেরামানা ভাবলেশহীন গলায় বলল।

'তুমি যাকে খুন করেছো, সে কি কিছু বলেছে?'

'কিছু জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। তাতে তেমন কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। লোকটা সৈনিক ছিল। কোনও তথ্য পাওয়া যেত না তার কাছ থেকে।'

'এর পিছনে নিশ্চয়ই মেনেলাউসের হাত আছে।'

'অনুমতি দিন। কাপুরুষটা ওর যেসব বীর বন্ধুদের জন্য সবসময় হাহুতাশ করে, তাদের কাছে পাঠিয়ে দেই।'

'না। কেবল পাহারা দ্বিগুণ করে দাও।'

'আত্মরক্ষা ভালো। কিন্তু যতক্ষণ প্রতি-আক্রমণ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিরাপদ হবো না।'

'আগে জানতে হবে আমাদের শত্রু কে।'

'আপনিই মাত্র বললেন মেনেলাউস! কখনও কোনও গ্রীককে বিশ্বাস করবেন না। আবার হামলা করার আগে ওদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করুন।'

রামেসিস সেরামানার ডান কাঁধে হাত রাখলেন।

'তুমি যতক্ষণ পাশে আছো, আমার কোনও চিন্তা নেই।'

পোষা প্রাণি দু'টোর সঙ্গে বাকি রাতটা বাগানে কাটালেন রামেসিস। যোদ্ধা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ল। প্রহরী খুব অল্প সময়ের জন্য তন্দ্রা গেলো। সেটি'র মমি সমাধিতে শোয়ানোর আগেই ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

মোজেসই ঠিক ছিল। ক্ষমা শত্রুদের শুধু আক্রমণ চালিয়ে যেতেই উজ্জীবিত করেছে। ওরা ভেবেছে, তিনি প্রত্যুত্তর দেবেন না।

সূর্য উঠার সাথে সাথে, রাজপুত্রের উদ্যমও জেগে উঠল। সেটি'র শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না কেউ। কিন্তু ফারাও-এর মতো আচরণ করার সময় চলে এসেছে।

ছয়

সেটি কর্তৃক নির্মিত মিশরে দানকৃত সম্পদ পুনঃবিতরণের দায়িত্ব মন্দিরগুলোর ওপর ন্যস্ত। শুধু তাই না, মন্দিরের অধীন জমিগুলোতে উৎপন্ন খাদ্য বিতরণের দায়িত্বও তাদের ওপর ন্যস্ত। যতদিন ধরে ফারাওরা আছেন, ততদিন ধরেই বিশ্বাস এবং ন্যায়ের দেবী, মা'ত-এর নিয়ম অনুযায়ী চলছে মিশর। আর মা'ত থাকতে দুশ্চিন্তা কীসের?

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে একজন ফারাওকে মিশর-রূপী নৌকার হাল যেমন ধরতে হয়, তেমনি কাপ্তানের দায়িত্বও পালন করতে হয়। নিতে হয় এমন এক নেতার ভূমিকা, যিনি একই সাথে নৌকাকে সঠিক পথে চালনা করেন এবং নাবিকদেরকেও আগলে রাখেন। তাকে অবশ্যই জনগণের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করতে হবে।

সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পদের পুনঃবিতরণ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীকে সারা দেশ ঘুরে অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আর অধিকার বুঝে নিতে হয় মন্দিরগুলোর কাছ থেকে।

রাইয়া এমনই একজন ব্যবসায়ী। সিরিয়ান লোকটা কমপক্ষে দশ বছর ধরে মিশরে বাস করছে। পণ্যবাহী জাহাজ আর গাধার পাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করে সে। এশিয়া থেকে আমদানিকৃত সুরা, শুকনো মাংস, আর ফুলদানি বিক্রি করে সে। তার উচ্চতা আর শারীরিক গড়ন গড়পড়তা, চিবুকে সুবিন্যস্ত দাড়ি আর পরনে টিউনিক। মার্জিত, বিচক্ষণ, আর সৎ এই মানুষটি ন্যায্য দামে মানসম্পন্ন পণ্য বিক্রি করে বলে একদল বিশ্বস্ত খদ্দের-গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে। তার সেবার গুণে বছর বছর দ্বিতীয় মাতৃভূমিতে নতুন করে ব্যবসা করার অনুমতি পাচ্ছে। অন্যান্য অনেক অভিবাসীদের মতো, সিরিয়ানদেরও স্থানীয় লোকজনদের থেকে এখন আর আলাদা করে চেনা যায় না।

রাইয়া যে হিট্টিদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে, একথা কেউ জানে না।

ফারাও-এর বিদেশি রাজ্যগুলো কখন আক্রমণ করবে, জমির দখল নেবে, তারপর খোদ মিশর আক্রমণ করবে-এসব সিদ্ধান্ত নিতে রাইয়ার পাঠানো তথ্য খুব কাজে লাগে যুদ্ধবাজ আনাতোলিয়ানদের। সেনাবাহিনী, শুল্ক বিভাগ, এমনকি পুলিশের সাথেও রাইয়া'র যোগাযোগ আছে। এসব বিভাগের রাতের খাবারের খোশালাপ হিট্টিদের রাজধানী হাট্টুসা'য় পৌঁছায় রাইয়া'র বদৌলতে। অ্যালাবাস্টার দিয়ে তৈরি ফুলদানির ভেতরে করে সিরিয়ান লোকটা এসব সাংকেতিক বার্তা মিশরের স্বীকৃত মিত্র, দক্ষিণ সিরিয়ায় পাঠায়। শুল্কবিভাগ একাধিকবার তার জাহাজের মাল পরীক্ষা

করে দেখেছে। পেয়েছে শুধু কিছু রুটিন ব্যবসায়িক চিঠি আর বিক্রীত পণ্যের রশিদ! ব্যাবসায়ীর আর্থিক লাভ হয় ফুলদানি বিক্রি করে। আর হিট্টিদের-নিয়ন্ত্রিত উত্তর সিরিয়ায় বার্তা বহন করে পায় বোনাস। সেখান থেকে এই বার্তা সরাসরি চলে যায় হাট্টুসা'য়।

নিকটবর্তী পুবের বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য মিশরের রাজনীতির খবর পাওয়ার সহজ একটি উপায় এ পদ্ধতি।

সেটি'র মৃত্যু এবং তার মৃত্যুর জন্য পালিত শোককালীন সময় মিশর আক্রমণের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু রাইয়া হিট্টি সেনাপতিদের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল। বলে দিল, এ কাজ স্রেফ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। যদি তারা মনে করে, মিশরীয় সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, সেটা হবে তাদেও জীবনের সবচাইতে বড় আর দুঃখজনক ভুল। সেটি'র উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসার আগে বাইরের আক্রমণের আশঙ্কা করছে মিশরীয়রা। তাই সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

এছাড়া, সেটি'র পেট-আলগা মেয়ে নিশ্চিত করেছে যে, তার বড় ভাই, শানার নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়নি। সেটি তাকে বঞ্চিত করেছেন বলেই মনে করে সে। রামেসিসের রাজ্যাভিষেকের আগেই সেটি'র এই ভুল সংশোধন করতে চায় শানার।

রাইয়া এই অসন্তুষ্ট রাজপুত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে। উচ্চাকাঙক্ষী, চতুর, শঠ আর নিজের স্বার্থে টান লাগলে স্রেফ নিষ্ঠুর জানোয়াওে পরিণত হয়ে শানার। ছেলেটার স্বভাব তার ভাই আর পিতার থেকে একেবারেই ভিন্ন। রাইয়া মনেপ্রাণে তাকে ফারাও হিসেবে দেখতে চায়। কেননা, ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক পুরোনো শত্রুতার অবসান ঘটাবে-হিট্টিদের এই প্রোপাগান্ডা গাধাটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি সুযোগ থাকার পরও কাদেশ-এর প্রধান কেল্লার দখল নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন স্বয়ং সেটি-ও। তার বদলে সন্ধি করেই তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাকে। বিনিময়ে হিট্টিদের রাজা তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার ঘোষণা দিয়েছিলেন। মুতাওয়াল্লির আশা, নতুন ফারাও তার কথা বিশ্বাস করে দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা শিথিল করে দেবেন।

রাইয়া এরপর শানারের সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে তার পরিকল্পনার খোঁজ নিতে শুরু করল। তার নির্ভুল সহজাত প্রবৃত্তি সম্প্রতি মেমফিসে স্থায়ী হওয়া গ্রীকদের দিকে নির্দেশ করল। মেনেলাউস একটা নির্দয় ভণ্ড আর খুনি ছাড়া আর কিছুই না। ট্রয়কে ধূলিসাৎ করে দেয়ার গর্বে নির্বোধটার পা মাটিতে পড়ে না। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, রক্তপিপাসু গ্রীকরা মেনেলাউসের স্ত্রী, হেলেনকে নিয়ে বিজয়ী বীর হিসেবে বাড়ি ফিরে যেতে আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে। রাইয়ার অনুমান, রামেসিসকে শেষ করে দেয়ার জন্যে শানার সুকৌশলে গ্রীক সৈন্যদের ব্যবহার করবে। তারপর সেটি'র উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজের দাবি জানাবে।

রাইয়ার বিশ্বাস, রামেসিস হিট্টিদের জন্যে বিপদের কারণ হবে। যুদ্ধে অকুতোভয় এই তরুণ তার পিতার দৃঢ়তা পেয়েছে। সে তরুণ, রক্ত-গরম, দুর্বোধ্য। অন্যদিকে শানারকে সহজে বোঝা যায়। সে যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত। তাই তাকে বেছে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রাসাদের এক চাকর খবর নিয়ে এসেছে, রামেসিসের শোবার ঘরে অনুপ্রবেশের সময় কয়েকজন ভাড়াটে গ্রীক যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আগামী কয়েকটি ঘণ্টা খুব মূল্যবান। শানার যদি এই হামলার সঙ্গে নিজের অসম্পৃক্ততা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে এখনও তার আশা আছে। না হলে তাকে হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে।

বহু যুদ্ধক্ষেত্রের ঝড়ঝাপটা খাওয়া বর্মটা পায়ের নিচে ফেলে পিষছে মেনেলাউস। অসংখ্য ট্রোজানের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়া বর্শাগুলোও রক্ষা পেল না তার কোপানল থেকে। সবশেষে একটা ফুলদানি হাতে নিয়ে সজোরে কামরার দেয়ালে ছুঁড়ে মারল সে।

গজরাতে গজরাতে ঘুরে দাঁড়াল শানারের মুখোমুখি হবার জন্যে।

'পুরোপুরি ব্যর্থ! কীভাবে সম্ভব? আমরা সবসময় জিতি। ট্রোজানদের হারাতে দশ বছর লেগেছে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতেছি।'

'আপনাকে সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমার। কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে, আপনার তিনজন সৈন্যকে রামেসিসের সিংহ হত্যা করেছে। আর দেহরক্ষী লোকটাকে হত্যা করেছে সেরামানা।'

'কেউ আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছে।'

'না। আপনার লোকেরা স্রেফ হেরে গিয়েছে। রামেসিস এখন আপনাকে সন্দেহ করে। ও সম্ভবত আপনাকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে বলবে।'

'হেলেনকে ছাড়া!'

'হ্যাঁ। আপনি আমাকে ডোবালেন, মেনেলাউস।'

'তোমার পরিকল্পনাটা ফালতু ছিল।'

'আপনি কিন্তু ভেবেছিলেন এতে কাজ হবে।'

'বেরিয়ে যাও।'

'মিশর ছাড়ার প্রস্তুতি নিন। আপনার জন্য সেটাই ভালো হবে।'

'আমার করণীয় কী, তা আমি জানি।'

আহমেনি রামেসিসের পাদুকা বহনকারী এবং ব্যক্তিগত সহকারী। কিন্তু সবার আগে সে তার আজীবনের বন্ধু। ছেলেটার আনুগত্য পূর্ণাঙ্গ এবং নিঃশর্ত। খর্বাকৃতি, পাতলা হয়ে আসা চুল, পলকা দেহ তাকে বিরামহীন কাজ করতে এবং লিপি লেখার কাজ থেকে থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। নিবৃত্ত করতে পারেনি বিরামহীনভাবে রামেসিসকে অফিসিয়াল দলিল পড়ে শোনানো আর সেগুলো নিয়ে ওকে উপদেশ দেয়া থেকেও। তবে কি না উচ্চাশাবর্জিত আহমেনি একজন কড়া মনিব। নিজস্ব বিশজন কর্মচারীকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করে সে। ও এমন একজন মানুষ, যার কাছে নির্ভুলতা আর শৃঙ্খলার স্থান সব কিছুর উপরে।

বর্বর সেরামানা'কে অপছন্দ করলেও আহমেনি স্বীকার করে যে, দেহরক্ষীটি গ্রীক আততায়ীদের দক্ষতার সাথেই সামলেছে। আক্রমণটির প্রতি রামেসিসের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর। ভবিষ্যৎ ফারাও আর সব কিছু বাদ দিয়ে, তার সহকারীকে কিনা শুধু সরকারের প্রধান বিভাগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিতে বললেন! কীভাবে এই বিভাগগুলো কাজ করে, কীভাবে বিভাগগুলো একটা আরেকটার সাথে সম্পৃক্ত-এসব ব্যাপারে তথ্য চাইলেন।

সেরেমানা শানারের আগমন সংবাদ নিয়ে এলে, আহমেনি বিরক্ত বোধ করল।

'ওকে ভেতরে ঢুকতে দিও না।' আহমেনি রমেসিসকে অনুরোধ করল।

'শানার আমার ভাই।'

'ও একটা স্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারী।'

'নিজের পক্ষে কী সাফাই গায় ও, তা বোধ হয় শোনা উচিত আমার।' রামেসিস তার ভাইকে বাগানে দেখতে পেলেন। ওখানে যোদ্ধা অলস ভঙ্গিতে একটা সিকামোর গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে আর প্রহরী একটা হাড় কামড়াচ্ছে।

'সেটি'র চেয়ে তোমার নিরাপত্তাব্যবস্থা বেশি দৃঢ়!' শানার চেঁচিয়ে বলল। 'অভ্যাগতদের উপর ভালোই নজরদারি কর তুমি!'

'শোনোনি কাল রাতে কয়েকজন গ্রীক আমার উপর হামলা করেছিল?'

'শুনেছি। আক্রমণটা কে করেছিল তোমাকে জানাতে এসেছি।'

'তুমি কীভাবে জানো?'

'মেনেলাউস এসেছিল আমার কাছে।'

'তার উদ্দেশ্য কী?'

'আমাকে সিংহাসনে বসানো।'

'আর আমাকে বলতে এসেছো যে, ওকে ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি?'

'রামেসিস, ক্ষমতা ভালবাসি আমি। কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ধারণা আছে আমার। জানি তুমি ছাড়া অন্য কেউ পরবর্তী ফারাও হতে পারবে না-আমাদের পিতার ইচ্ছা সবার কাছেই পরিষ্কার; সেই ইচ্ছাকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে।'

'মেনেলাউস নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে কেন?'

'বিজয়ী বীর হিসেবে দেশে ফিরে যেতে বুক ফেটে যাচ্ছে ওর। কিন্তু তা করতে হেলেনকে চাই তার। তার বিশ্বাস, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেলেনকে আটকে রেখেছ তুমি। আমাকে রাজা বানানোর বিনিময়ে সে চেয়েছিল, তোমাকে যেন মরুভূমিতে নির্বাসনে পাঠাই। তারপর হেলেনকে ওর হাতে তুলে দিয়ে ওর যাত্রাপথ সুগম করি।

'হেলেন যখন ইচ্ছা চলে যেতে পারেন। তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।'

'কোনও গ্রীক তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। মেনেলাউসের বিশ্বাস, হেলেন কোনও পুরুষের আদেশ অনুসারে চলছেন।'

'লোকটা একটা গর্দভ।'

'হয়তো। কিন্তু সে শক্তি প্রয়োগ করে নিজের কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জন করে নিতে অভ্যস্ত। তুমি সতর্ক থেকো।'

'তোমার পরামর্শ কী?'

'ও আমাদের আতিথেয়তার অপমান করেছে। চিরতরে মিশর ছাড়ার সময় হয়েছে তার।'

সাত

কবি হোমার রাজ প্রাসাদের কাছেই চমৎকার একটা নতুন বাড়িতে বাস করেন। রামেসিস তার দেখাশোনার জন্য একজন বাবুর্চি, চাকরানী, আর মালী ঠিক করে দিয়েছেন। ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুরা মজুদ আছে। হোমার মৌরি এবং ধনে মিশিয়ে সুরাকে সুস্বাদু করে তোলেন। এছাড়া সুগন্ধি জলপাই তেলের অফুরন্ত সরবরাহ আছে। তিনি এ তেল মাখাতে পছন্দ করেন। বাড়িটা এতই আরামদায়ক যে, বৃদ্ধ কবি বাগান ছেড়ে নড়েনই না বলতে গেলে। প্রিয় লেবু গাছের ছায়ায় বসে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হন তিনি।

সাধারণত, বিশাল একটা শামুকের খোল আর নলখাগড়ার তৈরি পাইপের ভেতর সুগন্ধি পাতা ঢুকিয়ে ধূমপান করেন তিনি। মাঝে মাঝে আহমেনি বা কোনও সহকারী লিপিকারকে তার রচিত *ইলিয়াড* শোনান। সতখন তার সাদা-কালো পোষা বিড়াল, হেক্টর, কবির কোলে বসে আদুরে ভঙ্গিতে ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে থাকে।

রামেসিস এলে আনন্দ আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। বাবুর্চি মশলাযুক্ত সুস্বাদু সুগন্ধি সুরা পরিবেশন করে। ফার্নের ছাউনি দেয়া চারটি অ্যাকাসিয়া'র ছায়া তীব্র গরমের দাবদাহ থেকে কিছুটা প্রশান্তি দেয়।

'এই চমৎকার গরম আবহাওয়া আমার ভঙ্গুর বেদনার্ত হাড়ের জন্য খুব উপকারী,' সুন্দর মুখের সাথে বেমানান ঢেউ খেলানো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন হোমার। 'গ্রিসের মতো তোমাদের এখানেও কি ঝড় হয়?'

'ভয়ঙ্কর ঝড় হয় আমাদের এখানে,' রামেসিস জবাব দিলেন। 'দেবতা সেট যখন রেগে যান, সারা আকাশ তখন মেঘে ঢাকা পড়ে! বিদ্যুৎ চমকায়, বাজও পড়ে প্রচণ্ড শব্দে। বৃষ্টিতে শুকনো নদীগর্ভ ভেসে যায়। সঙ্গে করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পাথর। সেট'কে কেন "বিধ্বংসী" ডাকা হয় তা বুঝতে পারবেন মিশরের ঝড় দেখলে।'

'তোমার বাবার নাম তো তার নাম রাখা হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। দেবতা সেট যে নিজের ভাই, ওসিরিস'কে হত্যা করেছিলেন। ফারাও এমন একজনের নামে নিজের নাম রাখবেন কেন, তা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগে গেছে। তবে একসময় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম, সেটি অন্ধকারের শক্তি নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ভালো কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।'

'অদ্ভুত! অদ্ভুত এক দেশ! মনে হচ্ছে তুমি নিজেও কঠিন সময় পার করছো, বাছা।'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনার বাগান থেকে আমারটা দেখা যায় না।'

'আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। কিন্তু কান দু'টো এখনও চমৎকার কাজ করে।'

'তাহলে নিশ্চয়ই শুনেছেন, আপনার দেশের লোক যে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল?'

'সেদিন আমি এই কথাগুলো লিখেছি: *"আমার প্রচণ্ড ভয় হয়, একদিন তুমি শত্রুর জালে আটকা পড়বে। আমার প্রচণ্ড ভয় হয়, তুমি তাদের শিকারে পরিণত হবে আর যুদ্ধে হারবে। তারা তোমার শহরগুলোতে লুটপাট চালাবে। দিন-রাত ভাবো, লড়াই করো, যদি মাথা উঁচিয়ে বাঁচতে চাও।"*'

'আপনি কি ভবিষ্যতদ্রষ্টা?'

'আমি জানি, একজন ভবিষ্যৎ ফারাও কেন রাজকীয় দায়িত্ব ফেলে এক অখ্যাত বুড়ো কবির কাছে মতামত চাইতে আসে। অবশ্য ভেবো না যে, তোমার আগমন আমার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত।'

রামেসিস হাসলেন। হোমারের স্পষ্টবাদিতা তিনি পছন্দ করেন। বৃদ্ধের কাছে তিনি তরুণ রামেসিস-ই আছেন, মিশরের ফারাও হয়ে ওঠেননি এখনও।

'বুঝলাম। আচ্ছা, আপনার কি ধারণা? আমাকে হত্যা করতে যে সৈন্যগুলো এসেছিল, ওরা কি নিজ থেকে এসেছিল নাকি মেনেলাউসের আদেশে?'

'গ্রীকদের থেকে সাবধান, বন্ধু! ষড়যন্ত্রের জাল বোনা ওদের অবসর কাটানোর সবচেয়ে প্রিয় পদ্ধতি। মেনেলাউস যদি হেলেনকে চায়, আর সে যদি মনে করে তুমি ওর পথের কাঁটা, তাহলে তোমাকে শেষ করেই ছাড়বে!'

'আমি কিন্তু বহাল তবিয়তে আছি।'

'মেনেলাউস একটা নীতি-বিবর্জিত একচোখা মানুষ। সে বার বার চেষ্টা করবে। তোমার ওপর তোমার নিজের বাড়িতে হামলা করবে। ফলাফল কী হতে পার, তার পরোয়া কওে না সে।'

'আপনার পরামর্শ কী?'

'ওকে হেলেনের সঙ্গে গ্রীসে ফেরত পাঠাও।'

'হেলেন যাবেন না।'

'অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মহিলা মৃত্যু আর ধ্বংসের বীজ বুনে চলেছেন। যদি ভেবে থাকো, তুমি তার নিয়তি বদলাতে পারবে, তবে ভুল করবে।'

'নিজের পছন্দমতো জায়গায় থাকার অধিকার আছে তার।'

'পরে বোলো না, তোমাকে সাবধান করিনি আমি।'

কেউ কেউ হয়তো বলবে, নিজের পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে এতটা রূঢ় ভাষায় কথা না বললেও পারতেন বৃদ্ধ কবি। কিন্তু রামেসিস এই বৃদ্ধ লোকটার স্পষ্টবাদিতার মূল্য দেন। কেননা, রাজ দরবারে এমন চাটুকার অনেক আছে যারা ওর সব কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাতে রাজি।

রামেসিস প্রাসাদে ঢুকতেই উত্তেজিত আহমেনি ছুটে এলো। সচরাচর এভাবে উত্তেজিত হয় না সে।

'কী হয়েছে?'

'মেনেলাউস,' হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল আহমেনি।

'কী চায়?'

'বন্দরের শ্রমিকদের জিম্মি করেছে সে। জিম্মিদের মধ্যে মহিলা আর শিশুরাও আছে। দাবি করছে, আজকের ভেতর হেলেনকে ওর হাতে তুলে না দিলে সবাইকে হত্যা করবে।'

'কোথায় সে?'

'তার জাহাজে, জিম্মিদের সঙ্গে। পুরো গ্রীক নৌবহর পাল তুলতে প্রস্তুত। একজন সৈনিকও শহরে নেই।'

'এত কিছু ঘটার সময় আমাদের নৌ-পুলিশ কথায় ছিল?'

'ওদের উপর রাগ করে লাভ নেই। মেনেলাউস আচমকা আক্রমণ করেছে।'

'মা'য়েরর কাছে খবর নিয়ে গেছে কেউ?'

'নেফারতারি আর হেলেনের সঙ্গে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।'

সেটি'র বিধবা স্ত্রী, রামেসিসের অর্ধাঙ্গিনী আর মেলেনাউসের অনিচ্ছুক স্ত্রী-তিন মহিলাকেই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। টুইয়া সোনার গিলটি করা একটা নিচু চেয়ারে বসে আছেন, নেফারতারি চৌকিতে বসে আছেন। শীর্ষভাগে পদ্ম আঁকা একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হেলেন।

রানির দর্শনকক্ষ ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক। কামরার বাতাসে সূক্ষ্মভাবে আনন্দায়ক সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। ফারাও-এর সিংহাসনের ফুলের স্তবক সাম্রাজ্যের অধিপতির অনুপস্থিতির কথা জানান দিচ্ছে।

রামেসিস মা'কে বাউ করল। এরপর স্ত্রীকে আলতো চুমু খেয়ে হেলেনকে অভিবাদন জানালো।

'কতটুকু জানো তুমি?' টুইয়ার প্রশ্ন।

'শুধু জানি যে, পরিস্থিতি গুরুতর। কতজন জিম্মি?'

'প্রায় পঞ্চাশজন।'

'একজনের জীবনও হারাতে রাজি নই আমি।'

রামেসিস হেলেনের দিকে ঘুরলেন। 'আমরা আক্রমণ করলে, মেনেলাউস কি সত্যি সত্যি জিম্মিদের খুন করবে?'

'নিজ হাতে ওদের গলা কাটবে সে।'

'নিরপরাধ মানুষের রক্তে হাত রাঙাতে পারবে সে?'

'আমাকে ফেরত চায় সে। আমাকে না পেলে, নিজে মরার আগে জিম্মিদের হত্যা করবে।'

'এটা তো বর্বরতা।'

'মেনেলাউস একজন যোদ্ধা। তার কাছে সবাই হয় বন্ধু নয়তো শত্রু।'

'আর তার নিজের লোকজন... ও কি বুঝতে পারছে না জিম্মিদের হত্যা করলে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না?

'নিজেদের সম্মান অক্ষত রাখার মানসে তারাও বীরের মতো মরবে।'

'বীর বলছেন? আসলে তো নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষের খুনি!'

'মেনেলাউস একটা আইন-ই জানে: মারো নয়তো মরো।'

'গ্রীক বীরদের জন্য পরপারে নিশ্চয়ই বিশেষ নরক সংরক্ষিত আছে।'

'শুনতে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে, ওদের ভেতর বেঁচে থাকার চেয়ে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা বেশি তীব্র।'

নেফারতারি রামেসিসের কাছে সরে এলো। 'কী করবে তুমি?'

'নিরস্ত্র অবস্থায় মেনেলাউসের জাহাজে গিয়ে ওর সঙ্গে দর কষাকষির চেষ্টা করব।'

'আপনি নিশ্চয়ই মজা করছেন!' হেলেনের ঠোঁটে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল।

'অন্ততপক্ষে চেষ্টা তো করতে পারি।'

'ও তোমাকেও জিম্মিদের দলে নিয়ে নেবে।' নেফারতারি বলে উঠল।

'নিজেকে এমন বিপদে ফেলার কোনও অধিকার নেই তোমার,' টুইয়া তাকে বললেন। 'সোজা গিয়ে ওর ফাঁদে পড়বে তুমি।'

'ও তোমাকে নিয়ে গ্রীসে পালাবে,' নেফারতারি ভবিষ্যদ্বাণী করল। 'আর এই সুযোগে অন্য কেউ ফারাও হবে। এমন কেউ, যে হেলেনকে ব্যবসার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে।'

রামেসিস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মা'য়ের দিকে তাকাল। তাকে নেফারতারির সঙ্গে একমত মনে হলো।

'মেনেলাউসকে বুঝাতে না পারলে, আমাদের সহিংসতার আশ্রয় নিতে হবে,' যুবরাজের উদ্দেশ্যে বললেন হেলেন।

'না,' সে বলল, 'আপনাকে ওর হাতে তুলে দিতে পারি না আমরা। অতিথিকে রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব।'

'রামেসিস ঠিকই বলেছে,' তাকে সমর্থন জানালেন বিধবা রানি। 'তোমার স্বামীর অন্যায় আবদারের কাছে হার মানার মানে হলো, মা'ত-এর নিয়ম ভঙ্গ করা। এতে মিশরের উপর শুধু দুর্ভাগ্যই নেমে আসবে।'

'কিন্তু এ সব কিছুর জন্য আমি-ই দায়ী আর...'

'না, হেলেন। আমাদের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছো তুমি। তাই তোমাকে নিরাপত্তা প্রদানে বাধ্য আমরা।'

'একটা না একটা উপায় খুঁজে বের করবই আমি।' সেটি'র পুত্র আলোচনার উপসংহার টানলেন।

প্রয়াত ফারাও-এর পররাষ্ট্র সচিব, মেবা উত্তেজিত এবং ঘর্মাক্ত দেহে বন্দরের ঘাটে দাঁড়িয়ে গালাগালি করে মেনেলাউসের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছেন। ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে আছেন, যেকোনও মুহূর্তে হয়তো কোনও গ্রীক তীরন্দাজের তীর তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। তবে স্পার্টান রাজার কাছ থেকে একটা ছাড় আদায় করতে পেরেছেন তিনি। হেলেনের সম্মানে বিদায়ী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য রামেসিস এক রাত সময় পাবে!

মেনেলাউস শর্ত দিয়েছে যে, হেলেন জাহাজে ওঠার আগ পর্যন্ত জিম্মিদের কোনও খাবার দেয়া হবে না। তাকে বন্দর ছাড়তে দেয়ার পর এবং কোনও মিশরীয় যুদ্ধজাহাজ তার নৌবহরের পিছু নিচ্ছে না, এটুকু নিশ্চিত হবার পর জিম্মিদের মুক্তি দেবে সে।

গ্রীক সৈনিকদের বিদ্রুপ উপেক্ষা করে মেবা অক্ষত দেহে জাহজের কাছ থেকে সরে গেলেন। সফল একটা দরাদরির জন্য রামেসিসের প্রশংসাই তার জন্য সামান্য সান্ত্বনা।

রাজপুত্র এবার জিম্মিদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা আঁটার জন্য মূল্যবান কয়েক ঘন্টা সময় পেলেন।

আট

সাধারণ উচ্চতা, ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী দেহ, মিশমিশে কালো চুল ও চামড়ার অধিকারী সাপুড়ে সেটাউ তার কমনীয় নুবিয়ান স্ত্রী, লোটাস'কে উন্মত্তের মতো আদর করছে। লোটাসের ক্ষীণ কটির ভাঁজে ভাঁজে যেন কামনা মদির আমন্ত্রণ। মেমফিসের কেন্দ্র থেকে দূরে, মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত ওদের বিরাট বাড়িটা একইসঙ্গে গবেষণাগার আর ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাড়িটার কয়েকটা কামরা বিভিন্ন আকৃতির বোতল আর শিশিতে ভর্তি। এগুলো ছাড়াও সাপের বিষ থেকে ওষুধ তৈরি করতে যে-সব অদ্ভুত যন্ত্র ব্যবহার করে, সেগুলোও আছে ওসব কামরায়।

লোটাস তার স্বামীর বিভিন্ন রকম অন্তহীন গবেষণায় দুর্দান্তভাবে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। শুধু তা-ই না, এসব গবেষণায় সক্রিয় অংশগ্রহণও কওে সে। বিছানায় নিজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়ার পর, সরীসৃপ সম্পর্কে তার গভীর ও প্রখর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বামীকে অবিরত বিস্মিত করে চলেছে। সাপের প্রতি স্বামী-স্ত্রী'র উন্মাদনা, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের দিকে নিয়ে গেছে ওদের। আর পরবর্তীতে ব্যাপক গবেষণার পর, নতুন ওষুধ উদ্ভাবন করতেও সক্ষম হয়েছে ওরা দু'জন।

বউয়ের ফুলের কুঁড়ির মতো কমনীয় স্তনে হাত বুলিয়ে আদর করছে সেটাউ। এমন সময় ওদের পোষা গোখরা উপস্থিত হয়ে দরজার দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'কেউ আসছে।' সেটাউ বলল।

লোটাস চমৎকার সরীসৃপটার উপর নজর বোলাল। প্রাণিটার নড়াচড়া দেখে বুঝে নিল অতিথি ওদের বন্ধু নাকি শত্রু। আজ রাতে কোনও বিপদ আসবে না মনে হচ্ছে।

সেটাউ উষ্ণ বিছানা থেকে পিছলে নেমে গিয়ে একটা লাঠি আঁকড়ে ধরল। গোখরাটার বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থা আছে তার। তবুও রাতের এই সময়ে সতর্ক থাকাই ভালো।

দ্রুতবেগে ধাবমান একটা ঘোড়া বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল।

'রামেসিস! মাঝরাতে এখানে কী করছ তুমি?'

'আশা করি তোমাদের বিরক্ত করছি না...'

'আমি আর লোটাস মাত্র...'

'দুঃখিত, কিন্তু তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

ওরা দু'জন রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। কিন্তু সেটাউ চিরাচরিত প্রশাসনিক কর্মজীবনের লোভ ত্যাগ করে সর্পবিদ্যায়, বিশেষ করে সাপের জীবন এবং মৃত্যু রহস্য জানতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। কৈশোরে রামেসিসকে মরুভূমির

প্রভূ, বিষাক্ত প্রজাতির গোখরার সামনে দাঁড়াতে সাহস যুগিয়েছিল ও। সেটাউ সাপের ছোবল থেকে নিরাপদ থাকলেও, তখন রাজপুত্রের তখন সেই ক্ষমতা ছিল না। সে যাত্রা কেমন করে যেন টিকে গিয়েছিলেন রামেসিস! আর সেটাউ এখন রামেসিসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত বন্ধুদের একজন।

'দেশ কি বিপদের মুখে?'

'মেনেলাউস অসহায় কিছু মানুষকে জিম্মি করেছে আর হুমকি দিচ্ছে হেলেনকে ওর হাতে তুলে না দিলে সবাইকে খুন করবে।'

'চমৎকার। তাকে মেনেলাউসের হাতে তুলে দিচ্ছ না কেন? এই মহিলার কারণে একটা শহর পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'আতিথেয়তার নিয়ম ভঙ্গ করলে গ্রীকদের সাথে আমাদের আর তফাত রইল কোথায়?'

'বর্বরগুলোকে নিজেদের মধ্যেই ব্যাপারটা সমাধান করতে দাও।'

'হেলেন একজন রানি। তিনি মিশরে থাকতে চান। তাকে মেনেলাউসের থাবা থেকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।'

'সত্যিকার একজন ফারাও-এর মতো কথা বলছো তুমি। এটাই তোমার নিয়তি। কিন্তু কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এ কাজ করতে চাইবে না।'

'জিম্মিদের ক্ষতি না করে ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে মেনেলাউসের জাহাজ দখল করতে চাই আমি।'

'তুমি সবসময় অসম্ভব উদ্ভট সব কাজ করতে পছন্দ করো।'

'মেমফিসে সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল কোনও কর্মকর্তা একটি কার্যকর বুদ্ধিও দিতে পারেনি। ওদের প্রস্তাব মেনে চললে... রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে!'

'অবাক হয়েছ নাকি?'

'না। এজন্যই তো তোমার কথা ভাবলাম।'

'তোমার ধারণা আমি গ্রীকদের যুদ্ধ জাহাজের দখল নিতে পারব?'

'তুমি না... তোমার সাপগুলো পারবে।'

'আগে পরিকল্পনাটা শুনি।'

'ভোরের আগে সাপভর্তি ব্যাগ দিয়ে জাহাজে সাঁতারু পাঠাবো। তারা জিম্মিদের পাহারা দিচ্ছে যে-সব প্রহরী, তাদের কাছাকাছি সাপগুলোকে ছেড়ে দেবে। অল্প কিছু প্রহরীকে সাপে কামড়াবে। গোলমালের ভেতর আমার লোকেরা জিম্মিদের উদ্ধার করতে পারবে।'

'দারুণ বুদ্ধি। কিন্তু খুব ঝুঁকিপূর্ণ। নিশ্চিত হলে কীভাবে, গোখরাগুলো গ্রীকদেরই কামড়াবে?'

'জানি, খুব ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আমরা?'

'তুমি আর আমি আক্রমণের নেতৃত্ব দেবো।'

'তুমি আশা কীভাবে করো একজন গ্রীক মহিলার জন্যে আমি জীবনের ঝুঁকি নেব! এমন একজনের জন্য, যার সঙ্গে আমার কখনও দেখাই হয়নি?'

'নাহ, হেলেনের জন্য নয়। যেসব মিশরীয় জিম্মির সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি, তাদের জন্য নেবে।'

'আমি মারা গেলে আমার বউ আর সাপগুলোর কী হবে?'

'ওদের দেখাশোনা করা হবে।'

'না, কাজটাতে অনেক বেশি ঝুঁকি। রক্তপিপাসু বিদেশিগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমার কাছ থেকে কয়টা সাপ আশা করো তুমি?

'তোমাকে তিনগুণ টাকা দেয়া হবে। এছাড়াও তোমার গবেষণাগারকে রাষ্ট্রীয় গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করব।'

সেটাউ লোটাসের দিকে ফিরে তাকাল। গ্রীষ্মের অন্ধকারে ওকে অসাধারণ আবেদনময়ী লাগছে।

'অনেক কথা হয়েছে। সাপগুলো ব্যাগে ভরো।'

মেনেলাউস অস্থিরচিত্তে জাহাজের ব্রিজে পায়চারি করছিল। প্রহরীরা নদীর তীরে কোনও অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখেনি। তার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। মিশরীয়রা রক্তপাতকে প্রচণ্ড ভয় পায়। কাপুরুষের দল জিম্মিদেও উদ্ধারের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। একদল মানুষকে জিম্মি করাটা দৃষ্টিকটু, কিন্তু এতে কাজ হয়েছে। টুইয়া আর নেফারতিতির আশ্রয় থেকে হেলেনকে ফেরত দেয়া ছাড়া ওদের হাতে আর কোনও উপায় নেই।

জিম্মিরা কান্নাকাটি আর কাতরানি বন্ধ করেছে। পিছমোড়া করে হাত বেঁধে জাহাজের পেছনের ডেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওদের। দশজন সৈন্যে ওদের পাহারা দিচ্ছে। দু'ঘন্টা পর পর নতুন দশ জনের দল পাহারা দিতে আসছে।

মেনেলাউসের সেনাপতি ব্রিজে এলো।

'আপনার কি মনে হয় ওরা আক্রমণ করবে?' মেনেলাউসের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

'এতে হিতে বিপরীত হবে। আমাদের তখন জিম্মিদের হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার হয়ত ভুলে যাচ্ছেন, আমাদেরও বাঁচার কোনও উপায় থাকবে না।'

'সাগরে ফেরত যাওয়ার আগে আমরা অসংখ্য মিশরীয়কে হত্যা করব... কিন্তু চিন্তা করো না, ওরা নিরপরাধ জিম্মিদের জীবনের ঝুঁকি নেবে না। ভোরে হেলেনকে ফিরে পাব আমি। তারপর দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।'

'জায়গাটার কথা মনে পড়বে আমার।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি?'

'আপনার কি মনে হয় না মেমফিসের জীবন ভালো ছিল? শান্তিময়।'

'আমাদের জন্ম যুদ্ধ করার জন্য। প্রাসাদের চারপাশে অলসভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়।'

'দেশে ফিরে কতটা নিরাপদ থাকবেন আপনি? ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সিংহাসনের অনেক দাবিদার গজিয়েছে।'

'আমি এখনও তলোয়ার ধরতে পারি। হেলেনকে আমার সঙ্গে দেখলে ওরা বুঝবে ক্ষমতা কার হাতে।'

রামেসিস তার সেরা ত্রিশ জন সৈনিক বাছাই করেছে। সবাই দক্ষ সাঁতারু। সেটাউ ওদের শিখিয়ে দিল, কীভাবে সাপের ছোবল না খেয়ে সেগুলোকে ছাড়তে হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। রাজপুত্র ওদের উদ্দেশ্যে অগ্নিগর্ভ বক্তব্য দিলে যে কী হত, তা বলা মুশকিল। সেটাউ-এর স্পষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে রামেসিসের দৃঢ় শক্তি যোদ্ধাদের বিশ্বাস করাল যে, আজ ওরাই জয়ী হবে।

রামেসিস তার মা এবং স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু লুকাতে পছন্দ করেন না। কিন্তু তাদের কেউই চাননি, তিনি এই অভিযানে অংশ নিন। কারণ তাদের আশঙ্কা, তিনি চরম বিপদে পড়বেন। ঝটিকা আক্রমণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তার বিশ্বাস, তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই ফারাও হবার যোগ্য হয়ে থাকেন তো ভাগ্য তার সহায় হবেই।

সেটাউ থলের ভেতরের সাপগুলোকে শান্ত রাখতে ওগুলোর সঙ্গে কথা বলছে আর মন্ত্র পড়ছে। লোটাস তাকে এমন সব শব্দ শিখিয়েছে যেগুলো সরীসৃপের উপরে জাদুর মতো কাজ করে।

গোপন অস্ত্রগুলো প্রস্তুত হয়ে যাবার পর আক্রমণকারীরা গ্রীকদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, বন্দরের দূরবর্তী প্রান্তে চলে গেলো।

সেটাউ রামেসিসের কবজি স্পর্শ করল।

'দাঁড়াও... আমিই উল্টাপাল্টা দেখছি, নাকি মেনেলাউস সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে?'

রামেসিসও তাই দেখলেন! 'এখানেই থাকো,' এক থলি ভাইপার নামিয়ে রেখে বললেন তিনি। তারপর মেনেলাউসের জাহাজের উদ্দেশ্যে দৌড় দিলেন। চাঁদের রূপালি আলোতে দেখা গেল, হেলেনকে নিয়ে যোদ্ধা রাজা গলুইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

'মেনেলাউস!' রামেসিস চিৎকার করে উঠলেন।

দু'টো ব্রেস্টপ্লেট আর সোনার চাকুসহ একটা হার্নেস পরা গ্রীক তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের গলার আওয়াজ চিনতে পারল।

'রামেসিস! আমাকে বিদায় জানাতে এসেছো তুমি। আমার আর হেলেনের জন্য এটা দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা। ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ওকে আফসোস করতে হবে না। বিশ্বাস করো, দেশে রাজকীয় অভ্যর্থনাই পাবে ও!' হো-হো করে হেসে উঠল মেনেলাউস।

'জিম্মিদের ছেড়ে দিন!'

'ভয় পেও না, ওদের জ্যান্ত ফেরত পাবে।'

রামেসিস দুই পালের ছোট একটা নৌকায় করে গ্রীক নৌবহরের পিছু নিলেন। সূর্যোদয়ের পর, মেনেলাউসের সৈন্যরা তাদের ঢালে তলোয়ার আর বর্শার বাড়ি মেরে আওয়াজ তুলল।

রাজপুত্র আর রাজমহিষীর আদেশে মিশরীয় নৌবাহিনী কোনও বাধা সৃষ্টি করল না। গ্রীকদের ভূমধ্যসাগরের দিকে যেতে দিল ওরা। মেনেলাউস উত্তর অভিমুখে রওনা দিল।

এক মুহূর্তের জন্য রামেসিস ভাবলেন, তাকে বোকা বানানো হয়েছে। স্পার্টার রাজা হয়তো বন্দিদের খুন করে ফেলেছে! কিন্তু তখনই জাহাজ থেকে একটি নৌকা নামিয়ে দেয়া হলো। জিম্মিরা একটা দড়ির মই বেয়ে নৌকাটিতে উঠে পড়ল। সমর্থ পুরুষরা দাঁড় তুলে বাইতে শুরু করল। ভাসমান জেলখানা থেকে যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যেতে লাগল ওরা।

স্বামীর জাহাজের গলুইয়ে দাঁড়িয়ে গোলাপি আলখাল্লা, সাদা নেকাব, এবং সোনার কলার পরিহিত হেলেন এক দৃষ্টিতে মিশরের উপকূলের দিকে তাকিয়ে আছেন। এখানে অল্প কয়েক মাস থাকার সময় জেনেছেন সুখ কাকে বলে। এখানে মেনেলাউস নামের দুঃস্বপ্নের কবল থেকে মুক্তির অলীক স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

জিম্মিরা গ্রীক তীরন্দাজদের আওতার বাইরে চলে যাবার পর, হেলেন ডান হাতের ছোট্ট নীলকান্তমণির শিশিটা মুচড়ে খুলে ফেললেন। তারপর শিশির সবটুকু তরল গলায় ঢেলে দিলেন। মেমফিসের গবেষণাগার থেকে চুরি করেছেন তিনি বিষটুকু। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কখনও স্বামীর ক্রীতদাসী হবেন না। মেনেলাউসের প্রাসাদে অত্যাচারিত আর অপমানিত হয়ে জীবন কাটাতে অস্বীকার করেছেন তিনি। তার মৃতদেহ নিয়ে যখন ফিরবে, কুৎসিত-হৃদয় ট্রয়বিজয়ী বীর স্বামীর উপহাসের পাত্র হবে।

গ্রীষ্মের রোদে তার চোখে স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠলো। তিনি প্রার্থনা করলেন, তার সুন্দর ত্বক যেন মিশরীয় তামায় পরিণত হয়। তার নতুন বন্ধুদের মতো মুক্ত জীবন পাবার আকুতি ফুটে উঠল তার চোখে। যাকে ইচ্ছে ভালবাসার স্বাধীনতার এবং পরিতৃপ্ত দেহ আর আত্মার আকুতি ফুটে উঠল তার গভীর চোখে!

হেলেন শান্তভাবে নিচে পড়ে গেলেন। তার স্থির, খোলা চোখ দু'টো উজ্জ্বল নীল আকাশে নিবদ্ধ।

নয়

আহসা দক্ষিণ সিরিয়ায় গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় তথ্য সংগ্রহের কাজে। সেখান থেকে থেকে ফিরতে ফিরতে মেমফিসে চল্লিশটি শোকার্ত দিন পেরিয়ে গেছে। পরদিন টুইয়া, রামেসিস, নেফারতারি, আর প্রধান রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ থিবসে রওনা হবেন। সেখানে সেটি'র মমি চিরনিদ্রায় শায়িত হবে। তারপর নতুন রাজা এবং রানি সিংহাসনে অভিষিক্ত হবেন।

আহসা ধনী, অভিজাত পরিবারের একমাত্র সন্তান। রুচিশীল, লম্বা সুন্দর মুখশ্রীর অধিকারী সে। তার গোঁফ পেন্সিলের ন্যায় সরু। চোখ দুটো প্রাণবন্ত, সেখানে বুদ্ধির ঝিলিক। আত্মবিশ্বাসী, কখনও কখনও উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলে। আহসাও রামেসিসের সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। আহসা রামেসিসের সঙ্গে একটু দূরত্ব এবং নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলে। তারপরও রামেসিস তাকে বন্ধু এবং সমালোচক বলেই মনে করেন। আহসা বেশ কয়েকটা ভাষা জানে। শৈশব থেকেই ভিনদেশি সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশুনা করতে এবং ভ্রমণ করতে ভালোবাসে। তাই কূটনীতিকে যে সে পেশা হিসেবে নেবে এতে কারও সন্দেহ ছিল না। আর কয়েকটা সংকটপূর্ণ অবস্থায় গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাকে বিস্ময় বালকের স্বীকৃতি দিয়েছে। তেইশ বছর বয়সেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একজন শীর্ষ এশিয়া বিশেষজ্ঞ সে। নিজের কাজে সে অসাধারণ দক্ষ আর প্রকৃতি-প্রদত্ত বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী। একজন মানুষের ভেতর এ দু'টো গুণের সমন্বয় দুর্লভ। কয়েকজন সহকর্মী তাকে ভবিষ্যতদ্রষ্টা বলে ডাকে। যাহোক, এই মুহূর্তে হিট্টি সাম্রাজ্যের অভিসন্ধি সঠিকভাবে নিরূপণ করার ওপর মিশরের নিরাপত্তা নির্ভরশীল।

মেবা'র কাছে তদন্তের রিপোর্ট পেশ করার সময় সে লক্ষ করল, তার কথায় মন নেই বৃদ্ধের। রামেসিসের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব দেখা করার চেষ্টা করবেন-এই বলে দায়সারাভাবে পাশ কাটিয়ে গেলেন।

যুবরাজের ব্যক্তিগত সহকারী, আহমেনি প্রবেশ করল আহসা'র কামরায়। দুই পুরনো সহপাঠী বন্ধু পরস্পরকে উষ্ণ অভিবাদন জানাল।

'এখনও নলখাগড়ার মতো শুকনো তুমি।' আহসা মন্তব্য করল।

'আর তোমার পরনে একদম নতুন পোশাক, সবসময়ের মতো।'

'আমরা এখন প্রাপ্তবয়স্ক। তাই নিজের বদ-অভ্যাস বেছে নেয়ার ক্ষমতা আছে আমার! তোমার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে দেখে ভালো লাগলো, আহমেনি।'

'আমার সম্পূর্ণ আনুগত্য রামেসিসের কাছে সঁপে দিয়েছি।'

'বুদ্ধিমানের কাজ। দেবতারা বিমুখ না হলে, রামেসিসের সিংহাসনে আরোহণের আর বেশিদিন বাকি নেই।'

'তারা বিমুখ হবেন না। শুনেছো, ওকে ইতিমধ্যে একবার খুন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল? আমাদের গ্রীক অতিথি মেনেলাউস, তার সাঙ্গপাঙ্গ পাঠিয়েছিল রামেসিসকে খুন করতে।'

'মেনেলাউস একটা মূর্খ রাজা এবং বদমাশ।'

'সে নিরীহ একদল মানুষকে জিম্মি করে হুমকি দিয়েছিল, হেলেনকে তার হাতে তুলে না দিলে সবাইকে হত্যা করবে।'

'রামেসিস কী করেছিল?'

'সে আতিথেয়তার আইন ভাঙতে চায়নি। বরঞ্চ পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল।'

'ঝুঁকিপূর্ণ।'

'আর কী করতে পারত সে?'

'দরাদরি, তারপর আরও দরাদরি। যদিও স্বীকার করছি মেনেলাউসে মতো নীতিহীন দুর্বৃত্তের সাথে এ পরিকল্পনা কোনও কাজে লাগত না। যাকগে, তার পরিকল্পনা কাজে লেগেছিল নিশ্চয়?'

'না, হেলেন রামেসিসকে না জানিয়ে নিজেই মেনেলাউসের হাতে ধরা দেন। জিম্মিদের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করেছিলেন তিনি। জিম্মিদের ছেড়ে দিয়ে যখন মেনেলাউসের জাহাজ সাগরের দিকে মুখ ঘোরাল, তখন তিনি আত্মহত্যা করেন।'

'বিশাল আত্মত্যাগ, তাই না?'

'মজা করছ নাকি!'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, সবকিছু নিয়ে মজা করলে, আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায়।'

'হেলেনের মৃত্যু তোমার উপর কোনও প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না।'

'মেনেলাউস আর তার লোকজনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, এটাই বেশি। মিশরের যদি গ্রীসের মিত্রতা কখনও দরকার হয়, তাহলে একটু ভালভাবে দরাদরি করতে পারব এবার।'

'হোমার থেকে গেছেন!'

'রামেসিসের বুড়ো কবি,' একটা হাসি দিয়ে বলল আহসা। 'এখনও ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনি লিখছে?'

'তার বিবৃত কাহিনি লেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তার পদ্য বিয়োগান্তক, কিন্তু তাতে সাহিত্যগুণের কোনও খামতি নেই।'

'সাহিত্য তোমার অধঃপতন ঘটাবে আহমেনি! রামেসিস ফারাও হবার পর, তোমাকে নিয়ে কী করবে তা কিছু জানো?'

'নাহ। তবে এখন যে কাজে আছি, তা নিয়েই সন্তুষ্ট আমি।'

'এর চেয়ে বেশি কিছু তোমার প্রাপ্য।'

'বাদ দাও। তোমার কী পরিকল্পনা তাই বলো?'

'আমার প্রথম চিন্তা রামেসিসের সঙ্গে দেখা করা।'

'খুব জরুরী কোনও কাজ?'

'কিছু মনে করো না, কথাটা শুধু ওকেই বলতে চাই।'

আহমেনি বিব্রত হলো। 'দুঃখিত। আস্তাবলেই পাবে ওকে। যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবে সে।'

রামেসিসকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। রাজপুত্র রাজকীয় এবং আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিমায় নিখুঁত দক্ষতায় রথ চালাচ্ছেন।

ফারাও সেটি'র নিবিড় পরিচর্যায় সেই লম্বা কিশোরটি আজ শক্তিশালী যুবকে পরিণত হয়েছে। আহসা লক্ষ্য করল, রামেসিসের মধ্যে এখনও এক ধরনের হঠকারিতা এবং তাড়াহুড়ো রয়েই গেছে। এ হঠকারিতা তাকে ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিলেও দিতে পারে। কিন্তু কথা হলো, যার মাঝে এমন শক্তি আছে, সে কি আর নিজেকে সামলাতে পারে!

আহসা'কে দেখার সাথে সাথে রাজপুত্র দিক পরিবর্তন করলেন। ঘোড়াগুলো তরুণ কূটনীতিকের ঠিক সামনে এসে থেমে গেল।

'দুঃখিত, আহসা! এই তরুণ ঘোড়াগুলোকে সামলানো একটু কষ্টকর।'

রামেসিস লাফিয়ে নামলেন। দু'জন সহিসকে ডেকে ওদের হাতে ঘোড়ার লাগাম দিলেন। তারপর আহসার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করলেন।

'এশিয়ায় আরও সমস্যা গজিয়ে উঠছে?'

'আমার তা-ই ধারণা, মহামান্য।'

'মহামান্য! এখনও ফারাও হইনি আমি!'

'একজন ভালো কূটনীতিক সব সময় ভবিষ্যতের কথা মাথায় রাখে। তাহলেই শুধু নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।'

'একমাত্র তুমিই এভাবে চিন্তা করতে পারো।'

'এতে বিরক্ত হও তুমি?'

'এশিয়া, বন্ধু। আমি তোমাকে এশিয়া সম্পর্কে বলতে বলছি।'

'বাইরে থেকে দেখলে সব কিছুই শান্ত মনে হয়। আমাদের অধিকৃত রাজ্যগুলো তোমাকে ফারাও হিসেবে স্বাগতম জানাতে প্রস্তুত। আর হিট্টিরাও নিজেদের ভূখণ্ড বাড়াবার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।'

'বাইরে থেকে বললে যে?'

'আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান থেকে এমন ধারণাই হয়।'

'কিন্তু তুমি তা ভাবছো না...'

‘ঝড় আসার পূর্ব মুহূর্তে সবকিছুই শান্ত হয়ে যায়...কিন্তু কতক্ষণের জন্য?’

‘এসো, আমার সঙ্গে পান করো।’

রামেসিস আহসার সঙ্গে একটি ঢালু ছাদের নিচে বসল। এখান থেকে মরুভূমি দেখা যায়। একজন চাকর তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা বিয়ার আর সুগন্ধি তোয়ালে নিয়ে হাজির হলো।

‘তোমার কি ধারণা, হিট্টিরা শান্তি চায়?’

সুস্বাদু বিয়ার পান করতে করতে প্রশ্নটা ভেবে চিন্তে দেখল আহসা। ‘হিট্টিরা যোদ্ধা এবং বিজয়ী। ওদের কাছে শান্তি শব্দটা কোনও অর্থই বহন করে না।’

‘তার মানে, ওরা মিথ্যে কথা বলছে।’

‘ওদের আশা, একজন তরুণ, শান্তিপ্রিয় নেতা নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর কম জোর দেবে। ফলশ্রুতিতে দেশ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে।’

‘আখেনাতেন-এর মতো।’

‘খুব ভালো উদাহরণ দিয়েছ।’

‘ওরা কি এখনও অস্ত্র বানাচ্ছে?’

‘সত্যি বলতে কি, উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছে।’

‘তোমার কি ধারণা, যুদ্ধ অনিবার্য?’

‘একজন কূটনীতিকের দায়িত্ব যুদ্ধ থামানো।’

‘ওদের থামাবে কীভাবে তুমি?’

‘এ প্রশ্নের উত্তর নেই আমার কাছে। আমার বর্তমান পদ এই বিপদ প্রতিরোধে পাল্টা-ব্যবস্থা কী হতে পারে, সেই পরামর্শ দিতে অক্ষম।’

‘তুমি এরচেয়ে দায়িত্বশীল পদ চাও?’

‘সেটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়।’

রামেসিস দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির দিকে তাকালেন।

‘যখন বালক ছিলাম, আহসা, পিতার মতো ফারাও হবার স্বপ্ন দেখতাম আমি। কেননা আমি মনে করতাম ক্ষমতাই সবকিছু। তারপর একদিন সেটি আমাকে বুনো ষাঁড়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে চূড়ান্ত ক্ষমতার বিপদগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আর তারপর আমি আরেকটা স্বপ্নরাজ্যের সন্ধান পেলাম: আমার পিতার ছায়ায় জীবন কাটিয়ে দেয়া, তার শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। এখন তার মৃত্যু আমার সামনে রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতার বোঝা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করেছি আমি। আর দেবতাদের কাছে দৈব সঙ্কেতের খোঁজ করেছি। জানো, মেনেলাউস আমাকে খুন করার জন্য লোক পাঠিয়েছিল? আমার সিংহ, কুকুর আর দেহরক্ষীর জন্য রক্ষা পেয়েছি। সেই মুহূর্তে, স্রোতের বিরুদ্ধে না সাঁতরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। সেটি যা ঠিক করে দিয়েছেন, তা আপনাআপনিই ঘটবে।’

'রয়্যাল অ্যাকাডেমি ছেড়ে চলে যাবার আগের রাতের কথা মনে আছে? যেদিন সেটাউ, মোজেস, আর আহমেনির সঙ্গে সত্যিকার ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা?'

'অবশ্যই। আহমেনির মতে নিজের দেশের সেবা করা, মোজেসের দৃষ্টিতে ভাস্কর্য গড়া, সেটাউ-এর মতে সর্পবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করা ছিল আসল ক্ষমতা। আর তোমার দৃষ্টিতে কূটনৈতিক বিভাগে যোগ দেয়াই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা।'

'আর এখন, তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হবে।'

'না, আহসা। অধীকারী বোলো না। ক্ষমতাটা আমার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে। আমার হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু অপব্যবহার করলে সাথে সাথে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

'মিশরের জন্য বেঁচে থাকা... ভীষণ চড়া মূল্য।'

'আমার আর নিজের ভাগ্য নিজে ঠিক করার অধিকার নেই।'

'ভয়ঙ্কর।'

'তুমি কি মনে করো, আমি কখনও ভয় পাই না? আমার পথে যে বাধাই আসুক না কেন, পিতার কাজ চালিয়ে নেব আমি। মিশরকে অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে সুন্দর আর শক্তিশালী করে যাব আমি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে, আহসা?'

'অবশ্যই হ্যাঁ, মহামান্য।'

দশ

শানার মনমরা হয়ে আছে।

গ্রীকরা ওকে হতাশ করেছে। হেলেনের চিন্তায় বিভোর মেনেলাউস ওর আসল লক্ষ্য, রামেসিসকে উচ্ছেদ করার কথা ভুলেই গিয়েছিল। একমাত্র সান্ত্বনা, শানার ওর ভাইকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে ও জড়িত ছিল না। অন্তত মন্দের ভালো তো। মেনেলাউস আর তার লোকেরা মিশর ত্যাগ করেছে। তাই কেউ শানারের দিকে আঙুল তোলার সাহস পাবে না এখন।

কিন্তু রামেসিস সিংহাসনে বসবে। সম্পূর্ণ মিশর একা শাসন করবে ও... আর সে, সেটি'র জ্যেষ্ঠ পুত্র, তার ভাইয়ের সামনে মাথা নত করে চলতে বাধ্য হবে! না, ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস মেনে নিতে পারছে না সে।

এ কারণেই সে তার শেষ একজন মিত্রের সঙ্গে গোপন বৈঠকের আয়োজন করেছে। এই লোক রামেসিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সবার সন্দেহের ঊর্ধ্বে সে। সে হয়তো তাকে রামেসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করবে। সাহায্য করবে রামেসিসের ক্ষমতায় চির ধরাতে।

সন্ধ্যা নেমেছে। তবে কুমারদের দোকানে বেচা-কেনা এখনও বন্ধ হয়নি। পথচারীরা দোকানে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন আকৃতির ও দামের ফুলদানি দেখতে দেখতে হাঁটছে। সরু গলির মুখে পানি-ফেরিওয়ালা তার তৃষ্ণা-নিবারক তরল নিয়ে বসে আছে।

গলির মুখে আহসা অপেক্ষা করছিল। সাধারণ বেশভূষায় ওকে চেনা যাচ্ছে না। শানারও সযত্নে ছদ্মবেশ নিয়েছে। ওরা দু'জন একটা পানির মশক কিনল। তারপর একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সাধারণ কৃষকের মতো এক থোকা আঙুর দু'জনে ভাগাভাগি করে খেতে শুরু করল।

'রামেসিসের কাছে গিয়েছিলে তুমি আবার?' শানার প্রশ্ন করল।

'এখন আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করি না আমি। সরাসরি আমাদের ভবিষ্যৎ ফারাও-এর কাছে রিপোর্ট করি।'

'মানে?'

'পদোন্নতি।'

'কীসের?'

'এখনও নিশ্চিত নই। রামেসিস ওর সরকার গঠন করছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মোজেস, আহমেনি, আর আমার উঁচু কোনও পদ পাওয়ার কথা।'

'তোমরা তিনজন ছাড়া আর কে কে আছে?'

'ওর আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেটাউ। কিন্তু সেটাউ ওর প্রিয় সাপগুলোকে প্রচণ্ড ভালবাসে। ওগুলোকে ছেড়ে কখনও শহরে আসবে না ও।'

'ক্ষমতা পাবার পর, রামেসিসের মাঝে কোনও পরিবর্তন এসেছে বলে মনে কর?'

'রামেসিস বুঝতে পেরেছে যে, বিশাল এক দায়িত্ব বর্তেছে ওর কাঁধে। আর এ-ও স্বীকার করেছে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয় ও। কিন্তু এখন আর হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না। ফারাও হবার ব্যাপারে ওর মত বদলে যাবে, এমন আশা করবেন না ভুলেও।'

'ও কি আমনের প্রধান পুরোহিতের সাথে কথা বলেছে?'

'না।'

'ভালো। তার মানে, সে লোকটার ক্ষমতা অবহেলা করছে। লোকটা তার বিশাল ক্ষতি করতে পারে। এটা বুঝতে পারছে না আমার ভাই।'

'শুনেছি বুড়ো লোকটাকে রাজ পরিবার থেকে ভয় দেখানো হয়েছে।'

'সেটি'কে ভয় পেত বুড়ো... কিন্তু রামেসিসের বয়স কম। ক্ষমতার লড়াইয়ের কোনও অভিজ্ঞতা নেই ওর। এখন, আহমেনির সাহায্য ছাড়া আমার কোনও আশা নেই। অসুবিধা একটাই-রামেসিস যে পথে হেঁটে যায়, সে পথেরও পূজা করে সে। ওর চেয়ে মোজেসের সঙ্গে হাত মিলানো সহজ হবে আমার জন্য।'

'মোজেসকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছেন?'

'সে একজন দিকভ্রান্ত পথিক। সব সময় সত্যের সন্ধানে ছুটছে। তার এই অনুসন্ধান রামেসিসের বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে শেষ হবে হয়তোবা। আমার বিশ্বাস, ঠিক প্রস্তাব পেলে ছেলেটা দল বদলাবে।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

'মোজেসের উপর তোমার প্রভাব আছে, আহসা?'

'না। তবে সময় পেলে ওর দুর্বল জায়গা বের করে ফেলব।'

'আর আহমেনি?'

'আপাতদৃষ্টিতে আপাদমস্তক বিশ্বস্ত মনে হয় ওকে,' আহসা মন্তব্য করল, 'কিন্তু কে জানে সময় গড়ানোর সাথে সাথে ওর মত বদলে যায় কি না! যদি তা-ই হয়, ওর কানে ফুসমন্তর দেবার জন্যে হাজির হয়ে যাব আমরা।'

'রামেসিস জাঁকিয়ে বসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি।'

'আমিও রাজি না, শানার। কিন্তু ধৈর্য ধরতেই হবে আমাদের। মেনেলাউসের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত আপনার। সফল পরিকল্পনায় অনুমানের কোনও স্থান নেই।'

'কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে?'

'রামেসিসকে সিংহাসনে কিছুদিন বসার সময় দিতে হবে। যখন দেখবে সবকিছুর কেন্দ্র ও, তখন মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। তার ওপর এশিয়া বিষয়ে পরামর্শদাতাদের একজন আমি। আমার কথাই সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও।'

'তোমার পরিকল্পনা কী, আহসা?'

'আপনি সিংহাসন চান, তা-ই তো?"

'এটা আমার জন্মগত অধিকার। আমি জানি কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়।'

'সেজন্যে রামেসিসকে হয় পরাজিত করতে হবে নয়তো হত্যা করতে হবে।'

'আর কোনও উপায় দেখছি না আমি।'

'আমাদের সামনে দু'টো রাস্তা খোলাঃ অভ্যুত্থান অথবা আক্রমণ। প্রথম পথে হাঁটতে গেলে, বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে দলে ভেড়াতে হবে। এই দায়িত্বের বেশিরভাগ আপনাকেই নিতে হবে। দ্বিতীয় পথে হাঁটতে হলে, হিট্টিদের সঙ্গে রামেসিসের সংঘর্ষ বাঁধাতে হবে। এমনভাবে কাজটা করতে হবে যেন রামেসিস ধ্বংস হয় কিন্তু মিশর অক্ষত থাকে। দেশ বিধ্বস্ত হলে, হিট্টি রাজা মিশরের দুই সাম্রাজ্যের দখল নেবে।'

শানারের অসন্তুষ্টি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। 'খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

'রামেসিস কোনও সহজ লক্ষ্যবস্তু না। ঝুঁকি তো নিতে হবেই।'

'হিট্টিরা যুদ্ধে জয়ী হবে কিন্তু দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে না! নাহ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এটা সম্ভব। আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'তুমি কি জাদু জানো?'

'জাদু না, রামেসিসের জন্য ফাঁদ পাতব আমরা। এই ফাঁদ থেকে আমাদের দেশ মুক্ত থাকবে। যদি সে বেঁচে যায়, তাহলে পরাজয়ের জন্যে দোষী করা হবে ওকে। সেক্ষেত্রে সে আর দেশ শাসনের জন্য যোগ্য থাকবে না। তখনই দেশের ত্রাতা হিসেবে দৃশ্যপটে আপনি পদার্পণ করবেন।'

'শুনতে তো খুব সহজ লাগছে।'

'ঠিকঠাক ভবিষ্যদ্বাণী করে সুনাম কামিয়েছি আমি। যখনই জানতে পারব, সরকারে আমার অবস্থানটা ঠিক কী, আমার কাজ শুরু করে দেব। অবশ্য আমি শুরু করার আগেই আপনি থেমে যেতে চাইলে ভিন্ন কথা।'

'কক্ষনো না! মৃত অথবা জীবিত, রামেসিসকে আমার পথের বাইরে চাই।'

'পরিকল্পনাগুলো ঠিকঠাক কাজ করলে, সমস্যা হবে না। আশা করি, নিজেকে অকৃতজ্ঞ প্রমাণ করবেন না আপনি।'

'ভেবো না। আমার ডান হাত উপযুক্ত পুরস্কারই পাবে।'

'আমি কি সত্যি সত্যি নিশ্চিত হতে পারি?'

শানার ফিরে তাকাল, 'আমাকে বিশ্বাস করো না?'

'বিন্দু পরিমাণও না।'

'কিন্তু কেন...'

'এমন ভান করবেন না, যেন আকাশ থেকে পড়েছেন। আমি এত বোকা হলে, আমার কবল থেকে অনেক আগেই মুক্তি পেতেন আপনি। আপনার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক নিজের কথা রাখবে, এমনটা কারও বিশ্বাস করা উচিত না। এমন মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের স্বার্থ হাসিল করা।'

'তুমি কি পাগল, আহসা?'

'আমি বাস্তববাদী। ফারাও হবার পর, সময়ের দাবি অনুযায়ী নিজের সরকার গঠন করবেন আপনি। আমার মতো যারা আপনাকে সিংহাসনে বসার পথ করে দিয়েছে, তাদের জন্যে সেখানে কোনও জায়গা না-ও থাকতে পারে।'

শানার হাসল। 'অসাধারণ বুদ্ধিমান তুমি, আহসা।'

'ভ্রমণ করার সময়, অনেক দেশের সংস্কৃতি দেখেছি আমি। মিশেছি অনেক ধরনের মানুষের সঙ্গে। কিন্তু যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি, যোগ্যরাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে।'

'মিশরে যোগ্যরা সম্মান পায় না।'

'সেটি মৃত। আর পেশীর জোর বাড়াতে রামেসিসের তর সইছে না। সঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের সন্ধান দিতে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন তার।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি নগদ পুরস্কার চাইছো?'

'এবার আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হচ্ছে আমাকে।'

'আমার কাছে ঠিক কী চাও তুমি, বল তো!'

'আমার পরিবার ধনী। কিন্তু ধনের আশা কার কবে মিটেছে? যেহেতু সব সময় ভ্রমণ করি আমি, কয়েকটা বাড়ি হলে আমার খুব উপকার হতো। মাঝে মাঝে একটু-আধটু আমোদ ফুর্তিও করতে পারতাম। মিশরের উচ্চরাজ্য এবং নিম্নরাজ্যে, মানে দুই সাম্রাজ্যে দু'টো বাড়ি চাই আমার। ডেল্টা'তে তিনটা, দু'টো মেমফিসে, দু'টো মধ্য-মিশরে, দু'টো থিবসের কাছাকাছি, একটা আসওয়ান-এ।'

'প্রচুর খরচ পড়বে আমার।'

'খুব সামান্য, শানার। আপনার জন্য যা করব আমি, সেসবের তুলনায় খুবই সামান্য।'

'আমার ধারণা, তুমি মূল্যবান ধাতু আর রত্নও চাও।'

'সে কথা আর বলতে।'

'তোমাকে কখনও এতটা অর্থলিপ্সু মনে হয়নি আমার, আহসা।'

'সবকিছুতেই সবচেয়ে ভালোটা চাই আমি। আপনার মতো ফুলদানি সংগ্রাহক নিশ্চয়ই বুঝবে আমি কী বলতে চাইছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এতগুলো বাড়ি...'

'শুধু বাড়ি না। বলুন সুসজ্জিত বাড়ি, চমৎকার সব আসবাবপত্রের জন্যে উপযুক্ত! এই বাড়িগুলো হবে আমার স্বর্গ।'

'আমরা কাজ শুরু করব কখন?'

'এখনই।'

'তোমাকে এখনও ঠিকমতো নিয়োগ দেয়া হয়নি।'

'আমি নিশ্চিত, ভালো কোনও পদ পাব। আপনাকে যেন ভালোভাবে সেবা দিতে পারি, সেজন্যে উৎসাহ দিন আমাকে, শানার।'

'কোথা থেকে শুরু করবো আমরা?'

'উত্তরপুব ডেল্টায়, সীমান্তের কাছে একটা বাড়ির মাধ্যমে। বড়সড় একটা জমি, একটা ছোট হ্রদ, আর একটা আঙুর বাগান থাকবে বাড়িটাতে। চাকর-বাকরসহ, অবশ্যই। বছরে অল্প কয়েকটা দিন ওখানে কাটালেও রাজপুত্রের মতো যত্ন-আত্তি চাই আমি।'

'ব্যবস্থা করবো। আর কিছু?'

'বেশ, নারী। কাজে নামলে সবসময় ফল না-ও পেতে পারি। সেজন্য নিজেকে চাঙ্গা করার দরকার হবে আমার। তবে আকর্ষণীয় আর ইচ্ছুক নারী হতে হবে। কোত্থেকে জোগাড় হবে, তা আপনি জানেন।'

'মেনে নিলাম তোমার সব শর্ত।'

'আপনাকে হতাশ করব না আমি, শানার। ও হ্যাঁ, আর একটামাত্র জিনিস: আমরা কঠোর গোপনীয়তার সাথে দেখা করব। আমাদের সাক্ষাতের কথা কাকপক্ষীকেও জানাবেন না আপনি। রামেসিস যদি আমাদের চুক্তির কথা ঘুণাক্ষরেও টের পায়, আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

'তোমার ভালোতেই আমার ভালো, আহসা।'

'বন্ধুত্ব টেকাবার জন্য এর চাইতে বড় কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিদায়, শানার।'

যুবক কূটনীতিক মানুষের ভিড়ে মিশে গেল। রামেসিসের বড় ভাই ভাবল, ভাগ্য এখনও ওকে ছেড়ে যায়নি। আহসা অসম্ভব ভালো সঙ্গী। কাজ উদ্ধারের পর ওকে খুন করতে কষ্ট লাগবে শানারের।

এগারো

মেমফিস থেকে থিবসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে রাজকীয় নৌবহর। নৌবহরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মৃত ফারাও-এর স্ত্রী, প্রাক্তন রাজমহিষী টুইয়া। থিবসের একদম শেষ প্রান্তে রাজাদের উপত্যকা অবস্থিত। সেটি'র মমি সেখানেই সমাধিস্থ করা হবে। নেফারতারি রানির এই দুঃসময়ে সর্বদা তার পাশে পাশে থেকেছেন। মহান রাজার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো সময় নেফারতারিকে শিখিয়েছে, এমন নিষ্ঠুর দুঃসময়ে একজন রানির নিজেকে সামলে কীভাবে সব কাজকর্ম চালিয়ে নিতে হয়। আবার ভবিষ্যৎ রাজমহিষী নেফারতারির সৌম্য উপস্থিতিও টুইয়ার জন্য শক্তিশালী সান্ত্বনা হিসেবে কাজ করেছে। তাদের কেউই নিজেদের দুঃখ মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। হৃদয় দিয়ে পরস্পরকে অনুভব করেছেন।

নৌবহর নীল নদে পড়তেই রামেসিস কাজ শুরু করলেন।

আহমেনি একগাদা নথিপত্রের স্তূপ তৈরি করেছে। এ স্তূপের ভেতরে পররাষ্ট্রনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ, জনসেবা-যার ভেতর পরিখা ও খাল খননও অন্তর্ভুক্ত, এবং আরও অনেক সরল-জটিল বিষয় আছে।

রামেসিস তার দায়িত্বের ব্যাপ্তি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। সরকারি চাকুরীজীবীদের একটা বাহিনী তাকে সাহায্য করবে। তারপরও প্রত্যেক মন্ত্রণালয় কীভাবে কাজ করে তা জানা দরকার তার। তাছাড়া সরকার কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তাও শিখে রাখা দরকার। অন্যথায় মিশর হালবিহীন নৌকার মতো ডুবে যেতে বাধ্য। সময় ভাবী-ফারাও-এর প্রতিকূলে। যে মুহূর্তে তিনি ক্ষমতায় বসবেন, সেই মুহূর্ত থেকে মিশরের দুই রাজ্যের শাসক হিসেবে তার কাছ থেকে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত এবং কাজের আশা করা হবে। রাজ্য শাসনে গুরুতর ভুল করার আশঙ্কা তাকে আতঙ্কিত করে তুলল।

একজন মূল্যবান মিত্র, মায়ের কথা মনে পড়তে তার মন ভালো হয়ে গেল। টুইয়া তাকে যেকোনও বাধা মোকাবেলা করতে সাহায্য করবেন। শিখাবেন কী করে ক্ষমতার লড়াই করতে হয়। ইতিমধ্যে অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

আহমেনির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করার পর, রামেসিস সাধারণত নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া উপভোগ করেন। এই অলস মুহূর্তগুলোতে তার মনে হয়, সমগ্র মিশর তার...সেই নীলের অববাহিকা থেকে শুরু করে নুবিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত! তিনি কি পারবেন মিশরকে সন্তুষ্ট করতে?

এরপর খাবার টেবিলে মোজেস, সেটাউ, আহসা, আর আহমেনি তার সঙ্গে যোগ দেয়। কাপ-এ পড়াশুনা করার সময়কার পুরোনো দিনগুলো যেন ফিরে এসেছে। তবে ওদের এই আনন্দময় পুনর্মিলনীও সেটি'র মৃত্যুর বিষাদ দূর করতে অক্ষম। ওরা প্রত্যেকে মিশরের উপর সমাগত কঠিন দিনগুলোর গন্ধ পাচ্ছে।

'এবার,' মোজেস রামেসিসকে বলল, 'তোমার স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে।'

'স্বপ্নটা আর স্বপ্ন নেই। এটা এখন বিভীষিকাময় দায়িত্ব।'

'কী?' তার উদ্দেশ্যে বলল আহসা। 'তুমি তো কোনকিছুকে ভয় পাও না!'

'এই শেষ, এরপর যদি আর তোমার কোনও কাজ করেছি...' বিড় বিড় করে বলল সেটাউ

'পিতা আমাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আমি যদি পিছিয়ে যাই, ব্যাপারটা কেমন দেখায়?'

'কথা তো ভালোই বলছো। এখন কাজেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে হয়! নয়ত তোমার পিতার শেষকৃত্যই এবারকার একমাত্র অনুষ্ঠান না-ও হতে পারে।' মন্তব্য করল সাপুড়ে।

'মানে কী? নতুন কোনও ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছ?' আহমেনি ছটফট করে উঠল।

'হুম। সেজন্যই তো সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারী নিয়ে এসেছি!'

'প্রহরী সাপ,' ফোড়ন কাটল আহসা, 'নিরাপত্তা ব্যবস্থার সর্বশেষ সংযোজন।'

'অন্তত আমার অবদান খালি চোখে দেখা যায়।' পাল্টা জবাব দিল সেটাউ।

'কূটনীতিকে খাটো করছ, তাই না?'

'তোমার ওই কূটনীতি সবকিছুকে জটিল বানিয়ে ফেলে। অথচ জীবন খুব সহজ-রসল। একপক্ষে দেবতা, অন্যপক্ষে শয়তান। মাঝখানে আর কিছু নেই।'

'সবকিছুকে সহজ করে দেখাই তোমার সমস্যা।' প্রতিবাদ করল আহসা।

'আমার কাছে কথাটা ঠিক বলেই মনে হয়,' ওদের কথায় ছেদ টানল আহমেনি। 'হয় তুমি রামেসিসের পক্ষে অথবা বিপক্ষে।'

'যদি রামেসিসের বিপক্ষ শিবিরের আকার বড় হয়?' মোজেসের প্রশ্ন।

'আমার অবস্থান কখনও বদলাবে না।'

'খুব তাড়াতাড়ি রামেসিস মিশরের ফারাও হয়ে যাবে। তখন কেবল আমাদের বন্ধু থাকবে না সে। আমাদেরকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করবে।'

মোজেসের কথাগুলো উদ্বেগজনক। সবাই রামেসিসের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'মোজেস ঠিক বলেছে। এই বোঝা যেহেতু আমার ওপর পড়েছে, এর দায় স্বীকার করছি আমি। আর তোমরা যেহেতু আমার বন্ধু, তাই তোমাদের কাছে সাহায্য চাইব আমি।'

'আমাদের কী কাজে লাগাবে তুমি?'

'তোমরা চারজন ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছো। মিশরের বৃহত্তর স্বার্থে আমার সঙ্গে নতুন এক সফরে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদের।'

'তুমি আমার অবস্থান জানো,' সেটাউ ঘোষণা দিল। 'যে মুহূর্তে তুমি নিরাপদে সিংহাসনে বসবে, আমি মরুভূমিতে ফিরে যাব।'

'আমি এখনও আশা করে আছি, আমার সঙ্গে কাজ করবে তুমি।'

'সময় নষ্ট কোরো না। এই নিরাপত্তা অভিযান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ফিরে যাব। মোজেস তোমার দক্ষ স্থপতি হতে পারবে। আহসা পররাষ্ট্রনীতির নেতৃত্ব দিতে পারবে। লাগলে আরও দায়িত্ব দিতে পারো, হতাশ করবে না কেউ!'

'এসো সুরা পান করি,' আহসা প্রস্তাব করল। 'দুষ্প্রাপ্য আঙুর দিয়ে তৈরি।'

'রামেসিসের সুস্বাস্থ্য, আর দীর্ঘ, দেবতাদের অনুগ্রহে অর্থপূর্ণ আনন্দময় জীবনের কামনায়,' আহমেনি বলল।

শানার রামেসিসের সঙ্গে এক জাহাজে যায়নি। চল্লিশজন কর্মচারীসহ আরেকটা জমকালো জাহাজে রওনা হয়েছে। প্রথামত সে সঙ্গী হিসেবে একদল নামী-দামী ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যাদের বেশিরভাগই রামেসিসের বন্ধু না। সেটি'র জ্যেষ্ঠ পুত্র সযত্নে ওদের সামনে রামেসিসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। শুধুমাত্র মনে মনে ভবিষ্যৎ সমর্থকদের একটা তালিকা সাজিয়ে নিচ্ছে সে। সভাসদরা রামেসিসকে দায়িত্ব পালনের জন্য বেশি অনভিজ্ঞ ও অল্প-বয়স্ক মনে করেন।

শানার আত্মতৃপ্তি নিয়ে লক্ষ্য করল, তার নিজের সুনাম অক্ষতই আছে। তবে তার ভাইকে প্রতিনিয়ত সেটি'র সঙ্গে তুলনা করে যন্ত্রণা দেয়া হবে। এরই মাঝে তার ভিতে ফাটল ধরেছে। ধীরে ধীরে চক্রান্তের জাল আরও বিস্তৃত করা হবে, যার ফলে নতুন ফারাও-এর ক্ষমতার ভিত আরও নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

শানারের অতিথিদের জোজবা, ফল আর বিয়ার পরিবেশন করা হলো। মার্জিত ব্যবহার আর মিষ্টি কথায় সভাসদদের মন জয় করে নিল সে। তাছাড়া রাজ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্যের সঙ্গে খোশালাপ করার সুযোগ পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল সভাসদরা। এটাও শানারকে ওর জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করল।

এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এক লোক শানারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটার উচ্চতা গড়পড়তা, চিবুকে সুবিন্যস্ত দাড়ি। এবং পরনে উজ্জ্বল ডোরাকাটা টিউনিক। তাকে দেখলেই বিনয়ী, অনুগত, সৌম্য, শান্ত মনে হয়।

একটু অবসর পেতেই শানার লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। সশ্রদ্ধ বাউ করে লোকটা এগিয়ে এলো।

'তুমি কে?'

'আমার নাম রাইয়া। আমার বাড়ি সিরিয়া, কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে মিশরে ব্যবসা করছি আমি।'

'কীসের ব্যবসা?"

'শুকনো মাংস আর সেরা সব এশিয়ান ফুলদানির।'
একটা ভুরু তুলল শানার। 'ফুলদানি?'
'জ্বি, মাননীয় যুবরাজ। একমাত্র আমিই খুব চমৎকার ফুলদানি বিক্রি করি।'
'তুমি জানো, আমি একজন সংগ্রাহক?'
'কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছি। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ফুলদানি দেখাবো বলে এখানে এসেছি আমি।'
'তুমি কি চড়া মূল্য রাখো?'
'সেটা নির্ভর করে।'
শানার প্রশ্ন করল, 'কীসের উপর?'
একটা শক্ত কাপড়ের থলে বের করল রাইয়া। থলে থেকে একটা ছোট্ট, সরু, খাঁটি রূপোর তৈরি পেলমেটো'র, মতো একটা ফুলদানি টেনে বের করল। 'এটা কেমন হবে বলে মনে হয় আপনার, মাননীয় যুবরাজ?'
শানারের চোখ দু'টো বড় বড় রসগোল্লার মতো হয়ে গেল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। হাতের তালু ঘর্মাক্ত হয়ে ভিজে গেল।
'মাস্টারপিস... অবিশ্বাস্য একটা মাস্টারপিস। এটার মূল্য কত?'
'উপহার। মিশরের ভবিষ্যৎ ফারাও-এর জন্য সামান্য এক উপহার।'
শানার কি ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে? 'আমার মনে হয় তুমি দুই রাজপুত্রকে গুলিয়ে ফেলছো। আমার ভাই, রামেসিস ভবিষ্যৎ ফারাও। আমি নই। তাই দামটা বলুন।'
'আমি আপনার কাছেই এসেছি। আপনিই আমার যুবরাজ। আমার পেশায় ভুলের করার কোনও সুযোগ নেই, জনাব।'
অসাধারণ ফুলদানিটার ওপর থেকে অনেক কষ্টে চোখ সরাল শানার। 'কী বলতে চাও তুমি?'
'শুধু এতটুকু-অনেকেই রামেসিসের প্রতি অসন্তুষ্ট।'
'অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সিংহাসনে বসবে ও।'
'হয়তো বসবেন। কিন্তু তাতে কি অসন্তুষ্টি শেষ হয়ে যাবে?'
'কে তুমি, ব্যবসায়ী?' শানার চাঁচাছোলা প্রশ্ন করল।
'নাম তো আগেই বলেছি-রাইয়া। আমি এমন একজন মানুষ, যে আপনার ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আর আপনাকে মিশরের সিংহাসনে দেখতে চাই আমি।'
'ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমার মনের ইচ্ছা জানো তুমি?'
'জানি যে, আপনি বিদেশি ব্যবসার বিস্তার ঘটাতে চান। মিশরের সঙ্কীর্ণ চিত্ত আরও উদার করতে চান। আর এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন চান।'
'মানে... হিট্টিদের সঙ্গে?'
'আমরা একে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারি।'
'আহ। তুমি একজন গুপ্তচর। আর তোমার প্রভুরা আমার নীতি পছন্দ করে?'
রাইয়া সায় জানিয়ে মাথা দোলাল।

'তোমার প্রস্তাব কী?' শানার উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, যেন তাকে আরেকটি দুর্লভ ফুলদানি দেয়া হচ্ছে।

'রামেসিস অপরিণামদর্শী এবং যুদ্ধ-প্রিয়। পিতার মতো তিনিও মিশরের পেশীশক্তি বাড়াতে চান। মাননীয় যুবরাজ, আপনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ। বিদেশি পরাশক্তিদের সামলানোর জন্য রামেসিসের চেয়ে উপযুক্ত আপনি।'

'রাইয়া, মিশরের সাথে বিশ্বাঘাতকতা করার অর্থ জানো? এর অর্থ আমি নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি!'

শানারের মনে পড়ল, হিট্টিদের সঙ্গে চুক্তি করার কারণে তুতেনখামনের বিধবা স্ত্রীকে কীভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। যদিও তুতেনখামেনের স্ত্রী সিংহাসন রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

'উপরে উঠতে হলে ঝুঁকি নিতেই হয়।'

শানার চোখ বুজল। হিট্টি...স্বাভাবিকভাবেই সে রামেসিসের বিরুদ্ধে ওদেরকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার সেই আকাঙ্ক্ষা গোপন ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন, আচমকা, সেই নীল নকশা নিরীহ-দর্শন এক ব্যবসায়ীর রূপ ধরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'আমি নিজের দেশকে ভালবাসি...'

'এ নিয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের চেয়ে ক্ষমতাকে বেশি ভালবাসেন আপনি। একমাত্র হিট্টিদের সঙ্গে মৈত্রীই আপনার হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারে সেটা।'

'আমার সময় প্রয়োজন।'

'দুঃখিত। আপনাকে তা দিতে পারছি না।'

'এই মুহূর্তে আমার উত্তর চাও তুমি?'

'আমার নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে। আপনি এখন আমার পরিচয় জানেন।'

'আর যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি না হই আমি?'

রাইয়া জবাব দিল না।

শানারের নিজেকে বোঝাতে কষ্ট হচ্ছিল যে, কাজটা সম্ভব। সে তার নতুন ক্ষমতাবান বন্ধুকে সযত্নে সামলাতে পারবে। মিশরকে বিপদের না ফেলেই হিট্টিদের ব্যবহার পারবে। আহসা'কে এ বিষয়ে কিছু জানানো যাবে না, যদিও সে অনেক কাজে লাগতে পারত।

'আমি রাজি, রাইয়া।'

ব্যবসায়ী দুর্বল হাসি উপহার দিল।

'নিজের সুনাম বজায় রেখেছেন আপনি, মাননীয় যুবরাজ। সময় সময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব আমি। এখন থেকে আপনার সংগ্রহের জন্য ফুলদানি সরবরাহ করব আমি। তাই আপনার কাছে আসার উপযুক্ত কারণ আছে আমার। দয়া করে এই ফুলদানিটা নিন। আমাদের চুক্তির স্মারক হিসেবে ফুলদানিটা আপনাকে দিলাম আমি।'

শানার রূপোর খাঁজগুলোতে হাত বোলাল। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

বারো

রামেসিস শুষ্ক, পাথুরে রাজাদের উপত্যকা'র প্রতিটি ইঞ্চি মনে রেখেছেন। পিতার সঙ্গে ভ্রমণ করা প্রথম 'মহান জায়গা' এটি। সেটি রামেসিসকে তার পিতামহ, প্রথম রামেসিসের সমাধি দেখিয়েছিলেন। প্রথম রামেসিস উনিশতম রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। সন্তানহীন হোরেমহেব-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে তার বৃদ্ধ উজির, প্রথম রামেসিসকে মনোনীত করা হয়েছিল। মাত্র দুই বছর রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে মিশরের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব পুত্র, সেটি'র উপর অর্পণ করে যান তিনি। সেই ক্ষমতা এখন দ্বিতীয় রামেসিসের উপর অর্পিত।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। দাবদাহে সেটি'র সমাধির জন্যে বিভিন্ন আসবাব বহনকারী চাকরদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু গরম রামেসিসের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। বিষণ্ণ রামেসিস মিছিলের অগ্রভাগে পিতার মমি বইছেন। ধীর পদক্ষেপে এগোচ্ছেন পিতাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করার জন্য।

কেন যেন জায়গাটার ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ হচ্ছে তার। এই সেই জায়গা, যা তার পিতাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। নিঃসঙ্গ বানিয়ে দেবে তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘটল বিস্ময়কর ঘটনাটি। রামেসিস বুঝতে পারলেন, এই উপত্যকা মৃত্যু নয়, অন্য এক ধরনের জীবন দান করে।

পাথুরে নীরবতা বাঙময় উঠল। জেগে উঠলেন যেন শতাব্দী প্রাচীন ফারাওরা। তারা আলোর কথা বললেন। বললেন এক রূপ থেকে অন্য রূপ ধারণ, আর পুনরুজ্জীবনের কথা। যেখান থেকে সব জীবনের উৎপত্তি, সেই স্বর্গীয় পৃথিবীর জন্য পূজা আর শ্রদ্ধাও দাবি করলেন।

উপত্যকার গভীরে সেটি'র বিশাল, দীর্ঘ সমাধিতে প্রথম বারের মতো পা রাখলেন রামেসিস । ঠিক করে করলেন, ফারাও হবার পর আদেশ দেবেন, কোনও সমাধির আকার যেন স্বাভাবিকের চাইতে বড় না হয়।

বারোজন পুরোহিত মমি বয়ে নিয়ে এলেন। চিতার চামড়া পরিহিত রামেসিস শেষবিচার এবং পুনর্জন্ম সংক্রান্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেন। সমাধির দেয়ালের ধর্মীয় লেখাগুলো তার পিতাকে পরবর্তী জীবনের দিকনির্দেশনা দেবে আর তার আত্মাকে অনন্তকাল সেবা করবে।

সেটি'র মমিটাকে মমি-শিল্পের এক মাস্টারপিস বলা চলে। তাকে এতই প্রশান্ত মনে হচ্ছিল যেন যেকোনও মুহূর্তে তার চোখ দু'টো খুলে যাবে। ঠোঁট দু'টো নড়ে উঠবে... সোনায় মোড়া এই সমাধিতে দেবী আইসিস তার আলকেমির মাধ্যমে

ফারাও-এর মরণশীল দেহকে যেন অমরত্ব দান করতে পারেন, সেজন্য পুরোহিতরা শবাধারের ঢাকনি লাগিয়ে দিল।

'সেটি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন,' রামেসিস বিড়বিড় করল। 'তিনি মা'ত-এর আইন মেনে চলেছিলেন আর আলো'র প্রিয় ছিলেন।'

আনুষ্ঠানিক শোকপালনের সমাপ্তি ঘটায় দাড়ি কামাবার ধুম পড়েছে। মিশরজুড়ে নাপিতদের নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়। মহিলারা আবার চুল বাঁধতে শুরু করেছে। অভিজাত মহিলারা তাদের চুল সাজিয়ে দেবার জন্যে কেশ বিন্যাসকারীদের ডেকেছে।

রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে, রামেসিস এবং নেফারতারি গুরনাহ-এর মন্দিরে প্রার্থনা করলেন। এখন থেকে এখানেই সেটি'র আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর এই যুগল কারনাক মন্দিরে গেলেন, ওখানকার প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ওদের দু'জনকে শীতল অভ্যর্থনা জানালেন। রাত্রি রেলা পরিমিত আহার গ্রহণের পর, স্ত্রীকে নিঁয়ে রাজপুত্র আমনের মন্দিরের পাশে অবস্থিত রাজকীয় বাসভবনে চলে এলেন।

রামেসিসের মনে হয়, পিতা সব সময়ই তার কাছে কাছে আছেন। চিরকালের মতো তার জীবন বদলে যাবার আগের এই উদ্বিগ্ন মুহূর্তগুলোতে পিতার অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করছে তিনি। ফারাও হবার পর, তার নিজের জীবন বলতে কিছু থাকবে না। তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হবে, জনগণের কল্যাণ আর জাতির উন্নতি।

আরও একবার তার মাথায় সেই চিন্তাটা খেলে গেল।

ইস, এই প্রাসাদটাকে যদি একটা মন্দিরে পরিণত করে ফেলতে পারতেন তিনি। বড় ইচ্ছা করছে হারিয়ে যাওয়া সেই তারুণ্যে ফিরে যেতে। সুন্দরী ইসেটের সঙ্গে কাটানো উদ্দাম আনন্দময় সেই দিনগুলো ফিরে পেতে। কিন্তু তিনি যে এখন সেটি'র মনোনীত উত্তরাধিকারী এবং নেফারতারি'র স্বামী। মিশরের ভবিষ্যৎ ফারাও! ভয়কে তাই জয় করতে হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসার আগের এই রাতটা টিকে থাকতে হবে তাকে।

সূর্যের পুনর্জন্মের ঘোষণা দিয়ে, আঁধার কেটে সকাল এলো। আরও একবার অন্ধকার পিশাচ অ্যাপোফিসের সাথে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন রা। বাজ এবং আইবিসের সাজে সজ্জিত মুখোশ পরিহিত দু'জন পুরোহিত রামেসিসের উভয়পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আইবিস রাজকীয়তার রক্ষক, দেবতা হোরাস-এর প্রতীক। আর বাজ

হায়রোগ্লিফ ও পবিত্র জ্ঞানের দেবতা, থোট-এর প্রতীক। লম্বা দু'টো পাত্রের তরল রাজপুত্রের নগ্ন দেহে ঢেলে, তারা তার দেহ থেকে মানুষের সীমাবদ্ধতা বিশোধন করল। এরপর তার সমস্ত দেহে নয় ধরনের প্রলেপ লাগিয়ে তাকে দেবতার রূপ দেয়া হলো। এর ফলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি খুলে যাবে এবং অন্যান্য মানুষদের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করবেন তিনি।

আচার পালনের জন্য পরিহিত পোশাকও তার নতুন এবং অনন্য পরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করল। পুরোহিত দু'জন প্রথম ফারাও-এর মতো তাকেও সাদা ও সোনালি রঙের কিল্ট, পরিয়ে দিল। স্যাশ.-এর সাথে রাজকীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে ষাঁড়ের লেজ বেঁধে দেয়া হলো। ষাঁড়ের লেজটা পিতার উপস্থিতিতে একটা বুনো ষাঁড়ের সাথে তার লড়াইয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল রামেসিসকে। তার সাহসের পরীক্ষা নেবার জন্যে পিতা লড়াইটার আয়োজন করেছিলেন। এখন তিনি নিজেই ষাঁড়ের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই ক্ষমতা রামেসিসকে সযত্ন অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে।

তারপর আচার পালনকারীরা গলার চারপাশে সাত সারি রঙিন রত্নসম্বলিত লম্বা অলঙ্কৃত কলার পরিয়ে দিল। কব্জি এবং ঊর্ধ্ববাহুতে পরালো তামার বালা। তারপর তাকে সাদা চটি পরিয়ে দিল। রামেসিসকে তারা সাদা-মুগুর উপহার দিল। এ মুগুর দিয়ে রাজা শত্রুদের নিধন করবেন। আর অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করবেন। তার মাথায় সিয়া নামের সোনালি বন্ধনী বেঁধে দেয়া হলো। সিয়া শব্দের মানে 'অন্তর্দৃষ্টি'।

'ক্ষমতার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আপনি?' হোরাস-রূপী পুরোহিত প্রশ্ন করল।

'প্রস্তুত।'

হোরাস আর থোট হাত ধরে রামেসিসকে আরেকটি কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে একটি সিংহাসনের উপর মিশরের দুই রাজ্যের মুকুট রাখা। দেবতা সেট-এর মুখোশ পরিহিত একজন পুরোহিত সেগুলো আগলে রেখেছিলেন।

দুই ভাই, হোরাস এবং সেট আলিঙ্গন করল। থোট একপাশে সঙ্গে দাঁড়াল। দুই ভাইয়ের অনন্ত শত্রুতা সত্ত্বেও, ফারাও-এর দেহে তারা এক সুতোয় বাঁধা।

হোরাস মিশরের নিম্নরাজ্যের লাল মুকুটটা তুলে নিল। মুকুটটা দেখতে ঝুড়ির মতো, সামনের অংশে আগুনের মতো সর্পিলাকৃতির। নিম্নরাজ্যেও মুকুটের উপরে মিশরের উচ্চরাজ্যের কন্দ-সদৃশ সাদা যুদ্ধ-মুকুট বসিয়ে দিল দেবতা সেট।

'আপনার ভেতর দুই ভূমির শক্তি একীভূত,' থোট ঘোষণা দিল। 'আপনি কালো ভূমি এবং লাল ভূমি শাসন করবেন। আর এ দুই ভূমিকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন। দক্ষিণের বাতাস এবং উত্তরের মৌচাক আপনি। দুই ভূমিকে সবুজ করে তুলবেন আপনি।'

'এই দুই মুকুটের ওপর শুধু আপনার অধিকার,' সেট বলল। 'এ দুই মুকুটে যেকোনও অত্যাচারীকে পরাজিত করার শক্তি বিদ্যমান।'

হোরাস নতুন ফারাওকে দুটো রাজদণ্ড দিল। প্রথমটার নাম 'ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক'। এ দণ্ড আশীর্বাদ করতে ব্যবহৃত হয়। 'জাদু' নামক অপর দণ্ডটি মেষপালকের ছড়ি। এ দণ্ড ভেড়ার মতো জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখে।

'সময় হয়েছে,' থোট ঘোষণা করল।

দেবতা-রূপী পুরোহিত তিনজনের পিছু পিছু ফারাও মন্দিরের গোপন কক্ষ ছেড়ে, মন্দির-সংলগ্ন বিশাল আভ্যন্তরীণ আঙিনার উদ্দেশ্যে চললেন। সেখানে অল্প কয়েকজন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ জমায়েত হয়েছে।

একটা মঞ্চের নিচে বেদিতে কাঠের তৈরি সোনালি একটা সিংহাসন রাখা ছিল। সেটি'র সিংহাসন এটি। রাজকীয় অনুষ্ঠানে এই সিংহাসন ব্যবহার করতেন তিনি।

পুত্রের দ্বিধা বুঝতে পেরে, টুইয়া তিন কদম এগিয়ে মাথা নিচু করে বাউ করলেন।

'মহামান্য ফারাও নতুন সূর্যের মতোই উদিত হোন এবং নিজের সিংহাসনে আসন গ্রহণ করুন।'

ফারাও-এর বিধবা স্ত্রী, তার মা'কে রামেসিস মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পূজা করবেন। মায়ের কাছ থেকে এই আমন্ত্রণ পেয়ে গভীরভাবে বিচলিত বোধ করলেন ফারাও রামেসিস।

'যা হচ্ছে তা দেবতাদের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। সেটি'রও এই ইচ্ছাই ছিল। তার সময়ে এই রীতি বহাল ছিল, তোমার সময়েও বহাল থাকবে। তারপর তোমার উত্তরাধিকারীদের সময়েও বহাল থাকবে।' টুইয়া রামেসিসের হাতে একটা চামড়ার বাক্স তুলে দিলেন। বাক্সটাতে দেবতা থোট-এর নিজের হাতে লেখা একটি প্যাপিরাস আছে। সৃষ্টির শুরুতে ফারাওকে মিশরের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে এ প্যাপিরাসটি লিখেন থোট।

'এই পাঁচটি তোমার রাজকীয় নাম,' পরিষ্কার, দৃঢ় গলায় বলে চললেন টুইয়া।

' শক্তিশালী ষাঁড়, মা'ত-এর প্রিয়পাত্র,
মিশরের রক্ষাকর্তা, বিদেশি ভূমি দখলকারী,
সেনায় সমৃদ্ধ, বিজয়ে শক্তিশালী,
আলোর প্রভু কর্তৃক নির্বাচিত, শাসনে শক্তিশালী,
রা-বেগট-হিম: আলোর পুত্র।

উপাধিগুলো পড়ার সময় চারপাশে পিনপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। এমনকি শানারও অনুভব করছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষ তার ভেতর থেকে দূর হয়ে গেছে।

'রাজ-দম্পতি দুই ভূমি শাসন করে,' টুইয়া এবার বললেন। 'সামনে এসো, নেফারতারি। রাজার পাশে তার রাজমহিষী এবং মিশরের রানি হিসেবে তোমার জায়গা নাও।'

অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যেও রামেসিস তার স্ত্রীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। নেফারতারিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে তার। সোনালি কলারের লম্বা

লিনেন গাউন, পান্নার কানের দুল, এবং জ্যাসপার-এর চুড়ি পরিহিত নেফারতারি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করলেন:

'হোরাস এবং সেট'কে এক আত্মা বলে মেনে নিচ্ছি আমি। আপনার নাম জপি আমি, ফারাও। আপনিই অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ। আপনার কথাতেই বাঁচি আমি। আপনাকে শয়তান এবং বিপদ থেকে দূরে রাখব।'

'উত্তর, দক্ষিণ এবং সমস্ত ভূমির রানি হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করছি আমি। তুমি সবচেয়ে মিষ্টি নারী, যে দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখে। তুমি দেবতার মা এবং স্ত্রী। তোমার কাছে আমার ভালোবাসা গচ্ছিত আছে।'

রামেসিস নেফারতারির মাথায় একটি মুকুট পরিয়ে দিলেন। মুকুটের দু'টো পালক তাকে রাজমহিষী এবং সহকারী শাসক হিসেবে ঘোষণা করল।

সূর্যের বুকে একফোঁটা দাগের মতো, নতুন রাজা-রানির মাথার চারপাশে একটা বাজ পাখা মেলল। তারপর আচমকা তাদের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিল। ঘটনাটা এত আচমকা ঘটল যে, কোনও তীরন্দাজ প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পর্যন্ত পেলো না।

দর্শকদের ভেতর থেকে একটা আতঙ্কিত এবং অবিশ্বাসের চিৎকার ছুটে এলো। বাজটি নতুন ফারাও-এর কাঁধে থাবা ডুবিয়ে বসল। রামেসিস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, নেফারতারিও তার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

অলৌকিক ঘটনাটির সাক্ষী সভাসদরা অভিভূত হয়ে গেল। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। বাজ সাম্রাজ্যের রক্ষক, দেবতা হোরাসের প্রতীক। এই লোকটিকে সত্যি সত্যি মিশর শাসনের জন্য বাছাই করা হয়েছে!

বাজটি ফিরে গেল।

গ্রীষ্মের তৃতীয় মাসের সাতাশ'তম দিনে এই আনন্দময় ঘটনাটি ঘটলো। পাখিটি রামেসিসের রাজত্বের প্রথম বছরের ঘোষণা দিল।

তেরো

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর, রামেসিস কাজের চাপে পিষ্ট হয়ে গেলেন।

থিবসে প্রধান খানসামা ফারাও-এর ব্যক্তিগত প্রাসাদের দেখাশোনা করে। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি থাম, মোজাইক, আর পদ্মফুল, প্যাপিরাস, এবং বিভিন্ন ধরনের পাখির ছবি অলঙ্কৃত দেয়াল-সংবলিত জাঁকালো অভ্যর্থনা কক্ষ ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত দর্শনকক্ষ, লিপিকারদের অফিস, আনুষ্ঠানিক উপস্থিতির জন্য ব্যালকনি, ব্যালকনির জানালার উপর পাখা-সংবলিত সৌর চাকতি দিয়ে সজ্জিত তার প্রাসাদ। মাঝরাতে বা দিনে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেলে খাবার জন্য ফুল ও ফলের ঝুরিভর্তি খাবার কক্ষও আছে। রঙিন বালিশ আর বিছানা সহ শয়নকক্ষ, টাইল করা শৌচাগার-এসব তো আছেই।

রামেসিসকে তার কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। গোপন আচার পালনের জন্য নিযুক্ত পুরোহিত, জীবনের প্রাসাদ-এর লিপিকারগণ, চিকিৎসকদের দল, ব্যক্তিগত কামরাগুলোর তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে পরিচিত হলেন রাজা। এছারাও রাজকীয় বার্তা বিভাগের প্রধানসহ রাজ-কোষাগার, শস্যভাণ্ডার, গবাদিপশু ইত্যাদি বিভাগের প্রধানসহ আরও অনেকে এসেছে তার সঙ্গে পরিচিত হতে। সবাই নতুন ফারাও-এর সঙ্গে দেখা কণ্ডে তার প্রতি নিজেদের গভীর আনুগত্যের কথা জানাতে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

'আর এ হচ্ছে...'

রামেসিস নিজের পায়ের দিকে তাকালেন। 'এ-ই শেষ। আর না।'

'মহামান্য!' হড়বড় করে বলল প্রধান খানসামা। 'এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ...'

'আমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণও?'

'ক্ষমা করবেন, আমি তা বলতে চাইনি...'

'রান্নাঘরে নিয়ে চলো আমাকে।'

'ওটা আপনার জায়গা না।'

'কোনটা আমার জায়গা, সেটা আমার চেয়ে ভালো জানো তুমি?'

'মাফ করবেন, আমি...'

'তুমি কি অজুহাত খুঁজেই নিজের সময় কাটাও? উজির আর আমনের প্রধান পুরোহিত আমাকে সম্মান জানাতে আসেননি কেন, জানতে চাই আমি।'

'আমি জানি না, মহামান্য। এসব আমার আওতার বাইরে।'

'তাহলে, চলো রান্নাঘরে যাই।'

কসাই, রুটি প্রস্তুতকারী, কেক প্রস্তুতকারী, পানীয় প্রস্তুতকারী, সবজি কর্তনকারী, শুকনো খাবার প্রস্তুতকারী-বিশেষভাবে দক্ষ এই কর্মীদের পরিচালনা করে প্রাসাদের প্রধান বাবুর্চি, রোমাই। হাসিখুশি, গোলগাল গাল, মন্থর-গতির লোক রোমাই। নিজের ভাঁজ-পড়া চিবুক আর বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তাও নেই তার। অবসর নেবার পর ওসব নিয়ে ভাবা যাবে। এই মুহূর্তে নিজের রাজত্ব কঠোর হাতে শাসন করার দিকে তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ। সুস্বাদু এবং ক্রটিমুক্ত খাবার তৈরি করতে, আর প্রধান মহিলা কর্মচারীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান এখন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং তাজা খাবার তার চাহিদায় অগ্রাধিকার পায়। রোমাই নিজে তার রান্নাঘরে প্রস্তুত সবগুলো খাবার চেখে দেখে। ফারাও আর তার সভাসদরা থিবসে থাকুন আর না-ই থাকুন, প্রধান বাবুর্চি মানের সাথে কখনও আপস করে না।

প্রধান খানসামা যখন টাউ এবং ধবধবে সাদা কিল্ট পরিহিত এক যুবককে নিয়ে উপস্থিত হলো, রোমাই মনে মনে গুঙিয়ে উঠল। খানসামা নিশ্চয়ই আরেকটা অকর্মণ্য কর্মচারীকে চাকরি দেবার সুপারিশ নিয়ে এসেছে। বিনিময়ে হয়তো যুবকের পরিবারের কাছ থেকে কোন সহযোগিতার আশ্বাস পাবে সে।

'এই যে রোমাই! এসো পরিচয় করিয়ে দেই...'

'পরিচয় অনুমান করতে পারছি আমি।'

'তাহলে বাউ করছ না কেন?'

'এই না হলে ধনী!' বিশাল কোমরে হাত রেখে অট্টহাসি দিল রোমাই। 'আমি কেন এই যুবককে বাউ করতে যাব? প্রথমে তো জানতে দাও, এই ছেলে বাসনটা পর্যন্ত ধুতে পারে কি না।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় খানসামা রাজার দিকে ফিরল। 'ক্ষমা করবেন...'

'বাসন ধুতে পারি আমি,' রামেসিস বললেন। 'কিন্তু তুমি রান্না করতে জানো তো?'

'রান্না? আমি প্রাসাদের প্রধান বাবুর্চি! নিজেকে কি ভাবো তুমি, অ্যাঁ?'

'রামেসিস, মিশরের ফারাও।'

রোমাই জমে গেল। ভাবছে ওর চাকরির আজ এখানেই ইতি। সাথে সাথে পরনের চামড়ার অ্যাপ্রন খুলে ফেলে ভাঁজ করে নিচু একটা টেবিলে রেখে দিল। রাজাকে অপমান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ঘটনাটা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে ওর খবর আছে।

'দুপুরের খাবার কী?' রামেসিস প্রশ্ন করলেন।

'তিতির,' কোনমতে জবাব দিল রোমাই। 'তিতিরের রোস্ট। সবজির ঝোল দিয়ে তৈরি নীল থেকে ধরা মাছ। ডুমুরের তরকারি। মধু দিয়ে তৈরি পিঠা।'

'লোভনীয়। কিন্তু শুনতে যতটা লাগছে খেতেও কি এমন সুস্বাদু হবে?'

'নিজের সুনাম বাজি রাখছি!' রোমাই প্রতিবাদ জানাল।

'তোমার সুনামের কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। কিছু খাবার চেখে দেখি আগে।'

'আমি খাবার কক্ষে নিয়ে আসছি।' প্রধান খানসামা গদগদ গলায় বলল।

'তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। এখানেই খাব আমি।'

রামেসিসের কাঠখোট্টা জবাব খানসামাকে আতঙ্কিত করে তুলল।

'অসাধারণ,' খবার পরখ করে তিনি ঘোষণা করলেন। 'তোমার কি কোনও নাম আছে, বাবুর্চি?

'রোমাই, মহামান্য।'

'রোমাই। "পুরুষ"। একদম উপযুক্ত নাম। ঠিক আছে রোমাই। এখন থেকে তুমি আমার প্রধান খানসামা, পানীয় সরবরাহকারী, এবং সারাদেশের রাজকীয় রান্নাঘরের প্রধান বাবুর্চি। আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব।'

সদ্য সাবেক হতবাক প্রধান খানসামা তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'মহামান্য? মাফ করুন, তবে আমি কোথায়...'

'অদক্ষ আর সঙ্কীর্ণচিত্ত লোকদের কোনও প্রয়োজন নেই আমার। রান্নাঘরে বাসন-ধৌতকারীদের স্বল্পতা আছে।'

রাজা আর রোমাই ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলে গেলেন।

'আমার ব্যক্তিগত সহকারী, আহমেনির কাছে রিপোর্ট করবে তুমি। সে দেখতে শুকনো পাটকাঠির মতো। খাওয়াদাওয়া নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। তবে কাজ নিয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সে আমার বিশ্বস্ততম বন্ধু।'

'আমি বাবুর্চির কাজ করে অভ্যস্ত,' রোমাই খোলাখুলি বলল। 'আপনি কি নিশ্চিত এত সব দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত আমি?'

'নিজের সহজাত প্রবৃত্তি ব্যবহার করে মানুষকে বিচার করতে শিখিয়েছেন আমার পিতা। মানুষ চিনতে ভুল হলে, সে দায় আমার নিজের। আমি বিশ্বস্ততা চাই। তোমার কি মনে হয় দরবারে সেটা পাব আমি?'

'সত্যি বলতে কি...'

'সেটাই বলো, রোমাই। সব সময় সত্যি কথাটাই চাই আমি।'

'তাহলে মহামান্য, একটা কথাই বলার আছে আমার দরবার নিয়ে। জায়গাটা একদল ভণ্ড আর ষড়যন্ত্রকারী দিয়ে ভর্তি। আসলে, ওখানকার লোকজন এমন ভাব দেখায় যেন জায়গাটা তাদের বাপ-দাদার। আপনার পিতা ওদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যেতে না যেতেই শয়তানগুলো নিজেদের আসল রঙ দেখাতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের পর মরুভূমির ফুলের যে অবস্থা হয় আরকি।

'ওরা আমাকে ঘৃণা করে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওরা কী আশা করে?'

'আপনি অনবরত ভুল করতে করতে একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, রোমাই, তবে জেনে রাখো, তোমার আনুগত্যটুকুই আমার চাই।'

'আপনার সহজাত প্রবৃত্তি কী বলে?'

'ভালো বাবুর্চি ফেলনা নয়। একজন প্রতিভাবান প্রধান বাবুর্চির কাছ থেকে সবাই খাবার বানাতে শিখতে চায়। তার রান্নাঘরে গুজব উড়ে বেড়ায়। আর তাকে সেগুলো থেকে ছেঁকে আসল খবর বের করে আনতে হয়। ঠিক যেভাবে তাকে তরিতরকারির যত্নও নিতে হয়। বল তো, মূলত কাদের ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে?'

'প্রায় পুরো দরবার আপনার বিপক্ষে। সাধারণ মতামত হচ্ছে, ফারাও সেটি'র গুণাবলীর তুলনায় যে কেউ ভুগবে। একজন উপযুক্ত এবং যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত তারা আপনাকে একজন অন্তর্বর্তীকালীন শাসক হিসেবে দেখছে।'

'এখানে নিজের একটা রাজত্ব গড়ে তুলেছ। সেটাকে ঝুঁকিতে ফেলে খুশী মনে আমার প্রাসাদ চালানোর দায়িত্ব নেবে তুমি?'

রোমাই প্রশস্ত হাসি উপহার দিল। 'আরামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও আছে জীবনে। আমাকে রান্না করতে দিলে, আপনার প্রস্তাব মানতে কোনও আপত্তি নেই। তবে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গেই বলছি, মহামান্য, আপনার কোনও সুযোগ নেই।'

'কীসের ভিত্তিতে এ-কথা বলছো তুমি?'

'আপনি অল্প-বয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ। আমনের প্রধান পুরোহিত আর দরবারের একাংশ আপনাকে তাদের হাতের পুতুল বানাতে চেষ্টা করবে। বড় কঠিন প্রতিপক্ষ।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ফারাও-এর হাতে খুব বেশি ক্ষমতা নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে। এজন্যই তো সবাই তাকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। একদল মানুষের বিরুদ্ধে একলা একজন মানুষ কী করতে পারে?'

'ফারাও'কে ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী হওয়া উচিত।'

'বুনো ষাঁড়ও কিন্তু পাহাড় সরাতে পারে না, মহামান্য।'

'আমি কি ধরে নেব, ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছ তুমি আমায়? তাও আমার রাজ্যাভিষেকের দিনে?'

'আমি একজন বাবুর্চি মাত্র। আমি কী ভাবলাম, তা দিয়ে কারও কিছু আসে যায় না।'

'তুমি এখন প্রধান খানসামা, তাই না?'

'আমি যদি কয়েকটা পরামর্শ দেই, মহামান্য, শুনবেন?'

'সেটা নির্ভর করে, তুমি কী উপদেশ দিচ্ছ তার উপর।'

'সবচেয়ে ভালো খাদ্য বা পানীয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। বাজে খাবার গ্রহণ করার মানে হলো, আপনার শেষের শুরু হয়ে যাওয়া। এখন, আপনি কিছু মনে না করলে, নিজের কাজে ফিরে যেতে চাই। এখানে, থিবসে, অনেক কাজ করতে হবে।'

রামেসিস ভুল করেননি। রোমাই-ই এ কাজের উপযুক্ত।

নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি প্রাসাদের বাগানের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলেন।

চৌদ্দ

নেফারতারি কান্না ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

অবশেষে তার এতদিনের ভয় সত্যি হয়েছে আজ। মেয়ে হিসেবে, শান্ত, নিরিবিলি জীবনের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। অথচ আজ পরিণত হয়েছেন জনগণের সম্পত্তিতে। রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে তাকে রামেসিসের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। রাজার সঙ্গিনী হিসেবে তাকে প্রথমবারের মতো মন্দির, বিদ্যালয়, এবং তার অর্থায়নে চলা সেলাই সমিতিতে উপস্থিত হতে হয়েছে।

টুইয়া নেফারতারিকে রানির বিভিন্ন এস্টেটের ম্যানেজারদেও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যেখানে যুবতী মহিলাদের শিক্ষাদান কর হয় সেই হারেমের পরিচালক, রানির জন্যে নিযুক্ত লিপিকার, কর আদায়কারীর সঙ্গেও তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। সৃজনশীল আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী, 'দেবতার সঙ্গিনী' হিসেবে প্রতিদিন তার নামে পূজা পরিচালনাকারী পুরুষ ও মহিলা পুরোহিতদের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন টুইয়া।

শত শত লোকের সঙ্গে দেখা করা, অনবরত হাসিমুখে থাকা, প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিকঠাকভাবে কথা বলা, এক মুহূর্তের জন্যও মুখে অবসাদের ছাপ পড়তে না দেয়া- এসব কঠোর পরিশ্রমের ভেতরেই নেফারতারি টানা কয়েকদিন কাটিয়ে দিলেন।

প্রতিদিন সকালে কেশবিন্যাসকারী, প্রসাধনকারী, হাত ও নখের পরিচর্যাকারী, পায়ের পরিচর্যাকারী তাকে আগের চেয়ে আরও সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করে। স্বামীর ক্ষমতার পাশাপাশি, তার সৌন্দর্যের ওপরও মিশরের কল্যাণ নির্ভর করে। নেফারতারির অভিজাত, কোমর-বন্ধনীযুক্ত লিনেনের গাউনে আর কোনও রানিকে তার চেয়ে সুন্দর দেখাতে পারত না।

পরিশ্রান্ত হয়ে সরু একটা বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। সান্ধ্যকালীন ভোজ বা আরও কয়েক পাত্র সুগন্ধি প্রলেপন নিজের গায়ে মাখতে হবে-এসব অপ্রীতিকর চিন্তায় অসুস্থ বোধ করছেন।

ঘনায়মান সন্ধ্যার আলোতে টুইয়ার কৃশ দেহ তার দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি কি অসুস্থ, নেফারতারি?'

'নড়াচড়া করার শক্তি নেই আমার।'

সেটি'র বিধবা স্ত্রী বিছানার প্রান্তে বসলেন। যুবতী রানির ডান হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিলেন তিনি।

'আমি জানি, তোমার উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমারও একই অবস্থা হয়েছিল। দু'টো জিনিস তোমাকে সাহায্য করবে: বিশেষ একটা ওষুধ আর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রামেসিসের চুম্বকের মতো শক্তি।'

'রানি হবার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার।'

'রামেসিসকে ভালবাস তুমি?'

'নিজের চেয়েও বেশি।'

'তাহলে তোমাকে ওর পাশে দাঁড়াতে হবে। সে একজন রানিকে বিয়ে করেছে। আর রানি রাজার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে।'

'হতে পারে না, ও ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছিল?'

'না। তোমার কি মনে হয় না, তোমার মতোই আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম? রাজমহিষীর দায়িত্ব সাধারণ মহিলার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সব সময়ই এমন ছিল, সব সময়ই এমন থাকবে।'

'সবকিছু ছেড়ে দেয়ার কথা চিন্তা করেননি আপনি?"

'প্রথম প্রথম দিনে শতবার চিন্তা করেছি। সেটি'কে অনুরোধ করেছিলাম অন্য কাউকে প্রধান স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে। আর আমাকে উপপত্নী হিসেবে রাখতে। সব সময় একটাই উত্তর ছিল তার: আমাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতেন তিনি। তবুও আমার উপর থেকে কাজের চাপ কমানোর জন্যে কিছুই করেননি তিনি।'

'নিজের দায়িত্ব পালন করতে না পারলে, রামেসিসে বিশ্বাসের যোগ্য হবো কীভাবে আমি?'

'এই তো চাই, নেফারতারি। শুধু শুধু আত্মতৃপ্তিতে ভোগ না তুমি। এখন মন দিয়ে শোনো। দ্বিতীয়বার আর এ কথাগুলো বলব না আমি।'

নতুন রানির দু'চোখে অনিশ্চয়তা ঘনিয়ে এলো। টুইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'মিশরের রানি তুমি। তুমি নেফারতারি। যাবজ্জীবন এক শাস্তি এটা। নিয়তির সাথে লড়াই কোরো না। স্রোতের অনুকূলে গা ভাসাও।'

রামেসিসের দিকনির্দেশনায় থিবসের সরকার নিয়ন্ত্রণে আনতে রোমাই আর আহমেনির তিন দিনও সময় লাগল না। মেয়র থেকে প্রধান খেয়া-পারাপারকারীসহ, অসংখ্য কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন ফারাও। মেমফিস থেকে দূরত্ব আর বিগত ফারাও সেটি'র উত্তরে স্থায়ী-আবাস গাড়ার কারণে, দক্ষিণ রাজধানী দিনে দিনে স্বাধীন হয়ে উঠছিল। আমনের প্রধান পুরোহিত মন্দিরের বিশাল সম্পত্তির কারণে নিজেকেই রাজা বলে মনে করছিলেন। স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামেসিস বুঝতে পারলেন, পরিস্থিতি গুরুতর। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে, মিশরের উচ্চ

এবং নিম্নরাজ্য দুই বিরোধী দেশে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর এই বিভাজন ডেকে আনবে ধ্বংস।

প্রথম থেকেই আহমেনি আর রোমাই একসঙ্গে কাজ করছে। তাদের দু'জনের শারীরিক এবং মানসিক বৈপরীত্য একে অন্যের পরিপূরক। তারা দু'জনই রামেসিসকে গভীর শ্রদ্ধা করে। ওরা বিশ্বাস করে, তিনি সঠিক পথেই এগোচ্ছেন। সংকীর্ণমনা সভাসদদের কথায় কান না দিয়ে, সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছে তারা। রাজার অনুমতিক্রমে একের পর এক কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলে যাচ্ছে।

সিংহাসনে বসার দু'সপ্তাহ পর, থিবস ক্রোধে ফেটে পড়ল। কয়েকজন আমলা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, নতুন ফারাও অযোগ্য প্রমাণিত হবে। অন্য কয়েকজন তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে অমনোযোগী, নারীলোভী রাজপুত্র ভাবত। কিন্তু পিতার উদ্যম আর কর্তৃত্ব নিয়ে রামেসিস প্রাসাদে একের পর এক সভার আয়োজন করতে থাকলেন। সেই সাথে আদেশের পর আদেশ জারি করে চললেন।

রামেসিস কড়া কোনও প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! কারও কাছ থেকে সেই প্রতিক্রিয়া এলো না। মনে হচ্ছে, থিবস নীরবতায় হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

রাজার তলব পেয়ে দক্ষিণের উজির সশ্রদ্ধভাবে মহামান্য রাজার নির্দেশনা টুকে নিলেন। তৎক্ষণাৎ সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

আহমেনির বালকসুলভ উত্তেজনা কিংবা রোমাই-এর সন্তুষ্টি-রামেসিস কোনটাই উপভোগ করেন না। তার শত্রুরা হয়তো অবাক হয়ে গেছে, তাই কিছু করছে না। কিন্তু তাদের পরাজয় এখনও বহু দূর। নিশ্চিতভাবেই তারা আবার দলবদ্ধ হবে। আগের চেয়েও শক্তিশালী রূপে ফিরে আসবে। গোপন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার চেয়ে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করা রামেসিসের জন্যে অনেক সহজ। কিন্তু তাই বলে তো আর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা না শিখে বসে থাকলে চলবে না!

সাধারণত তিনি সবসময় সূর্যাস্তের ঠিক পূর্বমুহূর্তে প্রাসাদের বাগানে হাঁটাহাঁটি করেন। প্রশান্ত সন্ধ্যায় বিশজন মালী গাছ আর ফুলের ঝোপগুলোতে পানি দেয়। বামপাশে কুকুর, প্রহরী, আর ডানপাশে হালকা চালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা বিশালদেহী পোষা সিংহ, যোদ্ধা তার সঙ্গী হয়। আর প্রবেশপথে একটা কুঞ্জবনের নিচে সতর্ক এবং প্রস্তুত অবস্থায় রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান, সার্ডিনিয়ান সেরামানা বসে থাকে।

সিকামোর, ডালিম, পার্সিয়া, ডুমুর, এবং অন্যান্য গাছ বাগানটাকে এক টুকরো স্বর্গে পরিণত করে তার মনকে তৃপ্ত কওে তলে। গাছগুলোর প্রতি রামেসিস গাঢ় মমতা অনুভব করেন। প্রায় দিনই তার ইচ্ছে হয়, সমগ্র মিশরকে এই স্বর্গের মতো করে বানাতে। যেখানে সবাই মিলেমিশে বাস করবে।

এক সন্ধ্যায় রামেসিস মাটি আলগা করে এবং যত্ন করে পানি দিয়ে, সিকামোরের বীজ লাগাচ্ছিলেন।

'আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আরেক জগ পানি দেয়া উচিত, মহামান্য। প্রায় ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দিলে সবচেয়ে ভালো হয়।'

দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই এমন কোনও মালীর চেহারা দেখতে পাবে ভেবে উপরের দিকে তাকালেন রামেসিস। সাথে সাথে একটা গলা নজরে পড়ল তার। গলাটা দাসত্বের চিহ্ন বহন করে চলছে। মালীর কাঁধের দুই প্রান্ত থেকে দু'টো পোড়ামাটির তৈরি পানির পাত্র ঝুলছে।

'দারুণ উপদেশ,' রামেসিস বললেন। 'নাম কী তোমার, মালী?'

'নেদজেম।'

'মানে, বিনয়ী। তুমি কি বিবাহিত, নেদজেম?'

'বলতে পারেন, এই বাগানকে বিয়ে করেছি। এই যে গাছ, চারা, আর ফুল দেখছেন? এরাই আমার পরিবার, পূর্বসূরি আর উত্তরাধিকারী। যে সিকামোর লাগালেন আপনি এইমাত্র, সেটা আপনার চেয়ে বেশিদিন বাঁচবে। এমনকি আপনি যদি একশো দশ বছরও বাঁচেন, তবুও ওকে হারাতে পারবেন না। আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা সাধারণত এর বেশি বাঁচেন না।'

'আমি তাহলে তেমন বিশেষ কেউ না।' হাসি দিয়ে বললেন রামেসিস।

'একইসঙ্গে রাজা এবং জ্ঞানী হওয়া সহজ না। মানুষ প্রজাতিটা বড়ই নষ্ট আর শঠ।'

'তুমিও এ প্রজাতির সদস্য। তোমার মাঝে এসব ত্রুটি নেই?'

'অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, মহামান্য।'

'কোনও যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছ, তুমি?'

'সেই দায়িত্ব পরিচালকের, আমার না।'

'সে কি তোমার চেয়ে ভালো মালী?'

'কীভাবে জানব? সে কখনও এখানে আসে না।'

'তোমার কি মনে হয় মিশরে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছ আছে?'

'গাছ এমন একটা জিনিস যার সংখ্যা কখনও-ই বেশি হতে পারে না।'

'তোমার সঙ্গে একমত আমি।'

'গাছ আশীর্বাদ,' মালী জোর দিয়ে বলল। 'সারাজীবন ধরে গাছ আমাদের ছায়া, ফুল এবং ফল দিয়ে যায়; মৃত্যুর পর দেয় কাঠ। গাছদের ধন্যবাদ। ডালে ডালে কোমল বাতাস বয়ে যায় বলে আমরা খেতে পাই। বাড়িঘর বানাতে পারি, নিজেদের আশীর্বাদপুষ্ট ভাবতে পারি।'

'প্রত্যেক প্রদেশে গাছ লাগাতে চাই আমি,' রামেসিস ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 'প্রত্যেক গ্রামে গাছের শীতল ছায়া থাকবে। যেখানে সবাই মিলিত হবে। আর তরুণরা গুরুজনদের কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শুনবে।'

'দেবতারা আপনার সহায় হোন, মহামান্য। এর চেয়ে উপকারী কোনও সরকারি কাজ হতে পারে না।'

'এ কাজ বাস্তবায়নে আমাকে সাহায্য করবে তুমি?'

'আমি! কীভাবে...?'

'কৃষি বিভাগ পরিশ্রমী লিপিকারে ভর্তি। ওদের সঠিক দিকনির্দেশনার দেবার জন্যে আমার লোক দরকার। প্রকৃতি ভালবাসে এবং তার গোপন রহস্য জানে, এমন একজনকে দরকার আমার।'

'আমি সামান্য এক মালী, মহামান্য। একজন...'

'খুব ভালো সহকারী হবার যোগ্যতা আছে তোমার। কাল আমার অফিসে এসে আহমেনির সঙ্গে দেখা করবে। সে তোমাকে কাজ বুঝিয়ে দেবে।'

বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় নেদজেমকে রেখে রামেসিস চলে এলেন। রাজার মনে হলো, বাগানের শেষ প্রান্তে, দু'টো ডুমুর গাছের মাঝখানে একটা সরু, সাদা একটা অবয়ব দেখল যেন। স্বর্গের মতো এই জায়গাটিতে কি এইমাত্র কোনও দেবী দেখা দিলেন?

তিনি তাড়াহুড়ো করে ছায়ামূর্তিটির দিকে এগোলেন।

শেষ বিকেলের সোনালি আলোয় তিনি মিশমিশে কালো চুল আর লম্বা একটা গাউন দেখতে পেলেন। একজন মহিলা কীভাবে এত সুন্দর, উদাসীন আর মোহনীয় হতে পারে?

'নেফারতারি...'

দৌড়ে রামেসিসের বাহুডোরে চলে এলেন রাজমহিষী। 'আমি পালিয়ে এসেছি,' স্বীকার করলেন তিনি। 'তোমার মা আজ রাতের সঙ্গীতের আসরে আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকতে রাজি হয়েছেন। আমাকে ভুলে গেছ তুমি?'

'তোমার মুখ ফুটন্ত পদ্ম। তোমার ঠোঁট থেকে নিঃসৃত মিষ্টি কথা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। তোমাকে চুমু খাওয়ার জন্য মরমে যাচ্ছি আমি।'

চুম্বন ওদেরকে যেন পুনর্জীবন দান করল। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নিজেদের মনের আর্গল খুলে দিলেন তারা।

'তোমার চুলের জালে আটকে যাওয়া বুনো পাখি আমি,' রামেসিস বললেন। 'হাজার ফুলের সুগন্ধি বাগান তুমি। আমাকে তুমি মোহাচ্ছন্ন করে তোলো...'

রামেসিস নেফারতারির কাঁধ থেকে লিনেনের জামা নামিয়ে দিলেন। নেফারতিতি চুল খুলে দিলেন। শান্ত গ্রীষ্মের বাতাসে মিষ্টি সুগন্ধের রেণু উড়ে বেড়ানো উষ্ণ রাতে তারা দু'জন মিলিত হলেন।

পনেরো

প্রথম সূর্যকিরণে জেগে উঠলেন রামেসিস। স্ত্রীর লোভনীয় পিঠে হাত রেখে তার গ্রীবায় চুমু খেলেন তিনি। স্বামীর স্পর্শ টের পেয়ে চোখ না খুলেই নেফারতারি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বামীর শক্তিশালী দেহের সঙ্গে নিজের কোমল দেহ মিশিয়ে দিলেন।

'আমি খুব সুখী।'

'আমার সুখ তো তুমি, নেফারতারি।'

'কথা দাও, আর কখনও এত দীর্ঘ সময় আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে না।'

'এর নিয়ন্ত্রণ যে আমাদের হাতে নেই।'

'নিজেদের জীবনও আর আমাদের নেই?'

রামেসিস ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন।

'তুমি উত্তর দিচ্ছ না,' নেফারতারি অভিমানী গলায় বললেন।

'কারণ উত্তরটা তোমার জানা, নেফারতারি। তুমি রাজমহিষী, আর আমি ফারাও। এই সত্য থেকে স্বপ্নেও পালাতে পারব না আমরা।'

রামেসিস উঠে জানালার কাছে গেলেন। থিবান গ্রাম, গ্রীষ্মের রোদে বেড়ে উঠা চোখ জুড়ানো সবুজ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, নেফারতারি। তবে দেশের প্রতিও নিবেদিত আমি। দেশটাকে উর্বর আর সমৃদ্ধ রাখতে হবে। মিশরের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারব না।

'আরও অনেক কাজ বাকি?'

'যতটুকু ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি। ভুলে গিয়েছিলাম, শুধু দেশ না, কিছু মানুষকেও চালাতে হবে আমার। তা না হলে, মা'ত-এর আইন ওলট-পালট হয়ে যেতে কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় লাগবে না। সেটি আর আমাদের পূর্বপুরুষদের সব কাজ পণ্ড করতেও সময় লাগবে না। ঐক্য সবচেয়ে নাজুক সম্পদ। সতর্কতায় ঢিল দিলে মিশর পাপ আর অনাচারে ভেসে যাবে।'

নেফারতারি তার মুখোমুখি হলেন। নিজের নগ্ন দেহটা হেলিয়ে দিলেন রামেসিসের গায়ে। স্ত্রীর সুগন্ধময় শরীরের আলতো স্পর্শও রমেসিসকে বলে দিচ্ছে, তারা দু'জন দু'জনের মন পড়তে পেরেছেন।

শয়নকক্ষের দরজায় হালকা আঘাতের শব্দ হলো। উত্তর দেবার আগেই খুলে গেল দরজা। চোখে বুনো দৃষ্টি নিয়ে আহমেনি কামরায় প্রবেশ করল। রানির দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিল সে।

'গুরুতর ব্যাপার, রামেসিস। ভয়াবহ গুরুতর।'

'পাগলের মতো চেঁচানোর জন্যে সময়টা বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না?'

'আমার সঙ্গে এসো। নষ্ট করার মতো সময় নেই।'

'হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দেবার মতো সময়ও নেই?'

'আজ সকালে নেই।'

রামেসিস সবসময় আহমেনির কথা গুরুত্বের সঙ্গে নেন। তার এই বন্ধুটির মাথা খুব ঠাণ্ডা। কারণ ছাড়া বিশেষ উত্তেজিত হয় না সে। তাই আহমেনি যখন বিচলিত হয়ে ওঠে, তখন আরও বেশি গুরুত্ব দেন তার কথায়।

তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার জন্য ফারাও তার দুই-ঘোড়ার রথটা ছোটালেন। সেরামানা আর একজন তীরন্দাজ আরেকটা রথে তাকে অনুসরণ করছে। রথ ভ্রমণের ফলে গুলিয়ে উঠল আহমেনির পেট। কিন্তু রামেসিস এত দ্রুত রথ ছুটিয়েছেন বলে খুশিও হয়েছে সে। কারনাকের একটা মন্দিরের সামনে থামল ওরা। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে হায়রোগ্লিফে লিখিত স্মৃতিফলকটা পড়ল। যেকোনও শিক্ষিত পথিক ফলকটা পড়তে পারে।

'দেখো,' আহমেনি বলল। 'এখানে, তৃতীয় লাইনের নিচে।'

তিনটি পশুর চামড়ার চিত্র ভুলভাবে আঁকা। এগুলো রামেসিসকে আলোর পুত্র হিসেবে ঘোষণা করে। এই ভুলের কারণে লেখাগুলোর নিরাপত্তামূলক জাদুকরি ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। আর ফারাও-এর পরিচয় ভুলভাবে লিখিত হয়েছে।

'আমি খোঁজ নিয়েছি,' বিধ্বস্ত আহমেনি জানাল, 'পুরো শহরের সবগুলো মূর্তি আর ফলকে একই ভুল। কাজটা ইচ্ছাকৃত, রামেসিস!'

'এমন কাজ কে করতে পারে?'

'আমনের প্রধান পুরোহিত আর তার পাথর খোদাইকারীরা। তোমার রাজ্যাভিষেকের সব অভিলিখন ওরাই করেছে। নিজের চোখে না দেখলে, আমার কথা কখনও বিশ্বাসই করতে না তুমি।'

রাজকীয় নাম বিকৃত করা একটা গুরুতর ঘটনা।

'পাথর খোদাইকারীদের ডাকো,' রামেসিস আদেশ দিল। 'আর সমস্ত ফলকের ভুলগুলো সংশোধন করো।'

'এই অপকর্ম যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না?'

'কী ব্যবস্থা নেব? ওরা শুধু আদেশ পালন করছিল।'

'আমনের প্রধান পুরোহিত অসুস্থ। এজন্য তিনি তোমাকে সম্মান জানাতে আসেননি।'

'এই কাজের পিছনে যে তার হাত আছে এমন কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে? উপযুক্ত কারণ ছাড়া একজন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নেতাকে আক্রমণ করতে পারি না আমি।'

'সব সূত্র তার দিকেই নির্দেশ করে!'

'নিরেট প্রমাণ লাগবে, আহমেনি!'

'নিরেট প্রমাণ নেই বলে লোকটাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না! যত ধনী আর ক্ষমতাবানই হোক না কেন, সে তোমার অধীনস্ত!'

'তার সমস্ত সম্পত্তির একটা তালিকা দাও আমাকে। বুঝেছ?'

নতুন দায়িত্বে পালনে রোমাই-এর কোনও আপত্তি নেই। প্রথমে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে নতুন একজন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। তারপর সে রাজকীয় চিড়িয়াখানায় হানা দিল। চিরিয়াখানায় তিনটি বুনো বিড়াল, দু'টো গজলা-হরিণ, একটা হায়েনা, এবং দু'টো ছাইরঙা সারস আছে।

যাহোক, একটা প্রাণিকে সে পোষ মানাতে পারেনি। ফারাও-এর হলুদ কুকুর, মানে প্রহরীর রাজপ্রাসাদের পুকুর থেকে মাছ খাবার অভ্যাস আছে। এই অপকর্মে রাজার সিংহ তার সঙ্গে থাকে। তাই ওদের এই দৈনিক অভিযান বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভোরে রোমাই আহমেনিকে এক বাক্স প্যাপিরাস টানতে সাহায্য করছিল। যে ভেবে পায় না, এই পুঁচকে ছোঁড়া এত শক্তি পায় কোথা থেকে? খাওয়া দাওয়া তো বলতে গেলে করেই না, রাতে সাকুল্যে তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমায়ও না। তার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের ডেস্কে কাগজের স্তূপের উপর হুমড়ি খেয়ে। অথচ, এ কাজে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অবসাদ দেখা যায় না।

রোমাই চলে গেলে, রান্নাঘরে তার দৈনন্দিন কাজ নিয়ে রামেসিসের সঙ্গে আলাপ করতে বসল আহমেনি। ফারাও-এর সুস্বাস্থ্য নিয়ে তার উদ্বেগের কথাও রামেসিসকে জানাল আহমেনি।

আহমেনি একটা টেবিলে কিছু প্যাপিরাস স্ক্রোল বিছালো।

'কারনাক সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে এতে,' ঈষৎ গর্বের সুর তার কথায়।

'তথ্যগুলো যোগাড় করতে খুব কষ্ট হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আবার না। বুঝতেই পারছ, আমাকে দেখে কিংবা আমার প্রশ্ন শুনে মন্দির প্রশাসন খুব একটা খুশি হয়নি। তবে আমার কাজে বাধাও দেয়নি।'

'কারনাক কি আমরা যতটা অনুমান করেছিলাম তেমনই ধনী?'

'আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি ধনী। আশি হাজার কর্মচারী, মন্দিরের বাইরে ছেচল্লিশটি ভবন, চারশো পঞ্চাশটি বাগান, ফলবাগান, এবং আঙুরবাগানের মালিক ওরা। এছাড়া চার লাখ বিশ হাজার গবাদিপশু, নব্বইটি নৌকা, এবং বিভিন্ন আকৃতির পঁয়ষট্টিটি জমি প্রত্যক্ষভাবে মিশরের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির দখলে আছে। প্রধান পুরোহিত আক্ষরিক অর্থেই লিপিকার এবং কৃষকদের এক সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করেন। আমন দেবতার সম্পত্তি পুরোহিতরা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের দখলে থাকা মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ষাট লাখ। একই সংখ্যক ছাগল, এক কোটি বিশ লাখ গাধা, আশি লাখ খচ্চর, এবং লাখ দশেক মোরগ-মুরগিও আছে তাদের দখলে।'

'আমন বিজয়ের দেবতা এবং সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পুরোহিতরা তো মানুষ বৈ কিছু নয়। তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ লোভের কাছে তাদের পরাজয়ের প্রমাণ বহন করে। এর বেশি তদন্ত করার সময় পাইনি। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।'

'নির্দিষ্ট কোনও কিছুর কথা বলছ?'

'ক্ষমতাবানরা তোমাকে উত্তরে পাঠানোর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাদের মতে তুমি দক্ষিণের বর্তমান পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলেছ। ওরা সবাই নিজেদের আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানাতে চায়। আর কারনাককে রাষ্ট্রের ভেতর আরেকটা রাষ্ট্র বানাতে চায়। ওরা আশা করছে, যতদিন না আমনের প্রধান পুরোহিত নিজেকে দক্ষিণের রাজা ঘোষণা করছেন এবং সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, ততদিন তোমাকে অন্ধকারে রাখতে পারবে।'

'কিন্তু এই ঘোষণার মানে হবে মিশরের মৃত্যু, আহমেনি!'

'আর জনগণের দুর্ভোগ।'

'আমার নিরেট প্রমাণ প্রয়োজন। ষড়যন্ত্র যে পাকানো হচ্ছে, এর অকাট্য প্রমাণ চাই। হাতে নিরেট প্রমাণ ছাড়া প্রধান পুরোহিতের মুখোমুখি হতে পারব না।'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, রামেসিস।'

সেরামানা সহজে বিশ্রাম নেয় না। মেনেলাউসের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরই সে বুঝে গিয়েছিল যে, রামেসিসের প্রাণ ঝুঁকিতে আছে। গ্রীকরা দেশ ছেড়ে গেলেও, হুমকি রয়েই গেছে।

থিবসের যে জায়গাগুলো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে তার ধারণা সেগুলোর উপর সতর্ক নজর রাখে সে। এ জায়গাগুলোর মধ্যে আছে সেনা ঘাঁটি, প্রাসাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার আর প্রহরীদের ব্যারাক। বিদ্রোহ হলে, এই তিন জায়গার যেকোনও একটা থেকে হবে। বিশালদেহী এই সার্ড তার জলদস্যু-সুলভ ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করে। তালিকাভুক্ত লোকজন আর অফিসারদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে সে।

বিশাল বপু নিয়েও সেরামানা বিড়ালের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সে ছায়ায় থেকে আড়ি পাততে এবং নজর রাখতে পছন্দ করে। যত গরমই পড়ুক না কেন, ধাতব ব্রেস্টপ্লেট ছাড়া কেউ তাকে কখনও দেখেনি। কোমরে একটা খঞ্জর আর একটা ছোট, ধারালো তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিশাল গোঁফ আর কোঁকড়ানো চিপ তার চেহারাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। আর এই ভয়ঙ্কর চেহারাকে কাজে লাগাতে তার কোনও আপত্তি নেই।

সেনা কর্মকর্তা, যাদের বেশিরভাগ এসেছে অভিজাত পরিবার থেকে, সেরামানাকে ঘৃণা করে। তারা ভেবে পায় না, রামেসিস কেন এই বর্বরকে দেহরক্ষীদের প্রধান বানিয়েছেন। এই সার্ড ওদের পুরোপুরি উপেক্ষা করে। জনপ্রিয়তা নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। জনপ্রিয়তা তাকে একজন ভালো নেতার সেবায় নিয়োজিত সেরা যোদ্ধা হতে কোনও সাহায্য করবে না।

আর রামেসিস একজন ভালো নেতা, বিশ্বাঘাতক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ এক জাহাজের ক্যাপ্টেন।

অল্প কথায়, একজন সার্ডিনিয়ান যে ধরনের কাজ করার স্বপ্ন দেখে তার চাকরিটা ঠিক সে-রকম। আর এই চাকরিতে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে সে বদ্ধপরিকর। বাড়তি হিসেবে প্রাপ্ত বিশাল বাড়ি, চমৎকার খাবার, আর আপেলের মতো লোভনীয় বুকের মিশরীয় সুন্দরীদের সান্নিধ্য সে উপভোগই করে। কিন্তু এসব তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট না। যুদ্ধে নিজেকে প্রমাণ করার যে রোমাঞ্চ, তার সাথে কোনও কিছুরই তুলনা চলে না।

প্রতি মাসের এক, এগারো, এবং একুশ তারিখে প্রাসাদের প্রহরী বদলানো হয়। তারা খাবার ও সুরা পায়। আর বেতন দেয়া হয় শস্য দিয়ে। প্রতিবার পাহারাদাদের দল বদলানোর সময়, সেরামানা নিজে নতুন আসা প্রত্যেকটি পাহারাদারকে খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। কোনও ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ বা পাহারায় ঢিলেমির শাস্তি হলো চাবুকপেটা এবং তাৎক্ষনিক বহিষ্কার।

বিশালদেহী সার্ড ধীরে ধীরে এক সারি সৈনিকদের দেখছিল। হঠাৎ উজ্জ্বল চুলের অধিকারী এক ছেলের কাছে এসে থেমে গেল। ছেলেটাকে একটু বিচলিত দেখাচ্ছে।

'কোথা থেকে এসেছো তুমি?'

'ব-দ্বীপের এক গ্রাম থেকে, জনাব।'

'তোমার সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র কোনটি?'

'তলোয়ার।'

'নাও, পান করো। তোমার বোধহয় তেষ্টা পেয়েছে।'

সেরামানা ছেলেটির হাতে মৌরীর সুগন্ধিযুক্ত সুরার পাত্র ধরিয়ে দিল। সে দ্রুত দুই ঢোক গিলে নিল।

'প্রাসাদের অফিসের প্রবেশপথে তোমার পাহারা।'

'জ্বি, হুজুর।'

সেরামানা সৈনিকদের অস্ত্র দিল, তাদের উর্দি পরখ করল। তারপর সৈন্যদের সঙ্গে হালকা আলাপ করে যার যার কাজে পাঠিয়ে দিল।

প্রাসাদের নকশাকার জানালাগুলো অনেক উঁচুতে বানিয়েছিল, যেন প্রচণ্ড গরমের রাতেও করিডর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসতে পারে।

এই মুহূর্তে সবকিছু শান্ত। কেবল বাইরে থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে।

সেরামানা চুপিসারে টাইল করা হলওয়ে ধরে রামেসিসের অফিসের দিকে এগোচ্ছে। তার সন্দেহই সত্যি হয়েছে। ব-দ্বীপ থেকে আসা ছেলেটি নিজের জায়গায় নেই।

তার বদলে দরজার খিল দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। সার্ড তাকে ঘাড় ধরে বিড়াল ছানার মতো তুলে ফেলল।

'গ্রীক, অ্যাঁ? একমাত্র গ্রীকরাই নিঃসঙ্কোচে মৌরীর সুরা গিলতে পারে। তুমি কোন দলে, ছেলে? মেনেলাউসের ফেলে যাওয়া দলের কেউ, নাকি নতুন কোনও ষড়যন্ত্র? বলো!'

উজ্জ্বল-চুলের ছেলেটি হালকা গা মোচড়ামুচড়ি করল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

গ্রীকটা দুর্বল হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে, দেহরক্ষী তাকে মাটিতে নামাল। ঘাড় ছিঁড়ে যাওয়া পুতুলের মতো ধুপ করে মেঝেতে পড়ে গেল ছেলেটি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেরামানা ছেলেটির ঘাড় ভেঙে ফেলেছে।

ষোলো

লিখিত প্রতিবেদন দেয়া সেরামানার কাজ না। সে শুধু আহমেনির কাছে মুখে মুখে ঘটনার বিবরণ দেয়। আহমেনি সেসব তথ্য প্যাপিরাসে টুকে নেয়। তারপর রামেসিসকে সতর্ক করে দেয়। দেখা গেল, কেউ যুবক গ্রীকটার সম্পর্কে কিছুই জানে না। ছেলেটি তলোয়ারে দক্ষতার জন্য বাহিনীতে সুযোগ পেয়েছিল। তার নৃশংস মৃত্যু আসল হোতাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব করে তুলল। এদিকে সেরামানার সতর্কতার জন্য তার প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতা আগের চেয়ে বেড়ে গেল কয়েকগুণ। এ কারণেই তিনি আর দেহরক্ষীকে তিরস্কার করলেন না।

আর এবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা হয়েছিল ফারাও-এর অফিসে। তার মানে এখন লক্ষ্য ফারাও না, বরং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে। কেউ একজন গোপন দলিল চুরি করে নতুন রাজার ভবিষ্যৎ রাজ্য-শাসননীতি জানতে চায়।

মেনেলাউসের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া। কিন্তু আজকের ঘটনার কারণ অনেক গভীরে প্রোথিত। গ্রীক যুবকটিকে কে পাঠিয়েছিল তথ্য চুরির জন্যে? আর কে-ই বা রাজ্য শাসনের শুরুতেই রামেসিসকে পিছন থেকে ছুরি মারতে চায়? নিশ্চয়ই এ কাজের পেছনে শানারের হাত আছে। অদ্ভুতভাবে রাজ্যাভিষেকের পর থেকে বেশ কিছুদিন ধরে সে চুপচাপ বসে আছে। সে কি এ ঘটনার পেছনে অতীতের চেয়েও বেশি কার্যকরভাবে কলকাঠি নেড়েছে?

রোমাই রাজাকে বাউ করল। 'মহামান্য, আপনার দর্শনপ্রার্থী এসেছে।'

'তাকে বাগানে নিয়ে যাও।'

রামেসিস শুধু সাধারণ একটা কিল্ট আর ডান কব্জিতে একটা ব্রেসলেট পরে আছেন। তিনি এক মুহূর্ত নিজের চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিলেন। মিশরের ভবিষ্যৎ এই সাক্ষাতের উপর নির্ভর করছে।

বাগানের একটা উইলো গাছের ছায়ায় কাঠের তৈরি অভিজাত প্যাভিলিয়নটি অবস্থিত। নিচু একটা টেবিলে রূপালি সবুজ আঙুর আর তরতাজা ডুমুর রাখা। গ্রীষ্মের তাপদাহে প্রদীপাধার আর সেই সাথে তাজা বিয়ার এক স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আমনের প্রধান পুরোহিত আরামদায়ক গদিমোড়া আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। একটি চরণপাত্রে পা তুলে দিয়েছেন তিনি। তার মাথার পরচুলাটা উজ্জ্বল

রঙের। পরনে লিনেনের আলখেল্লা। গলায় মুক্তো এবং **নীলকান্তমণির হার, হাতে** রূপার বালা।

রাজাকে দেখে প্রধান পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করলেন।

'আশা করি আপনার কোনও কষ্ট হচ্ছে না,' রামেসিস বলল।

'মহামান্য, এই বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনার কি শরীর ভালো নেই?'

'আমার বয়সে... থাক, আপনি ওসব বুঝবেন না।'

'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম, আমাদের কখনও দেখা হবে না।'

'ঈশ্বর! তা কি হয় নাকি, মহামান্য! আপনার সঙ্গে দেখা করতে দেরি করার একটা কারণ হচ্ছে, বেশ কিছুদিন আমাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। আরেকটা কারণ হচ্ছে, উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের উজিরদের আর নুবিয়ার রাজপ্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম।'

'দারুণ বাছাই! তারা কি আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে?'

'প্রথমে করেনি, পরে না করে দিয়েছে।'

'তাদের এই হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ?'

'তারা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা... মহামান্যকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না। তবে ওরা সঙ্গে থাকলে আমার কথা হয়তো আরেকটু গুরুত্ব পেত।'

'আপনার কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন। ভয়ের কিছু নেই।'

'আপনার কি মনে হয়, আমার কথা সঠিক হবে?'

'মা'ত-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত নেব আমি।'

'আমি খুব উদ্বিগ্ন, মাননীয়।'

'আপনার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে কী করতে পারি, বলুন?'

'আপনি কারনাকের সম্পদের হিসেব চেয়েছেন।'

'পেয়েও গেছি।'

'আপনার সিদ্ধান্ত কী?'

'আপনি দারুণ প্রশাসক।'

'এটা কি উপহাস বলে ধরে নেব?'

'অবশ্যই না। আমাদের পূর্বপুরুষরা কি শেখাননি যে, পার্থিব এবং অপার্থিব কল্যাণ আসে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে? ফারাও মিশরের সেবা করেন আর আপনারা মিশরকে ধনী করেন।'

'আমি এখনও আপনার কথায় উপহাসের গন্ধ পাচ্ছি, মাননীয়।'

'আরে না। বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা বরং আপনার দুশ্চিন্তা নিয়ে কথা বলি না কেন?'

'লোকজন বলাবলি করছে, কারনাকের সম্পদ আর যশ মহামান্যকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। আপনি নাকি কারনাকের কিছু বিশেষ সুবিধা পুনর্বিন্যস্ত করতে চান।'

'এসব কোথায় শুনেছেন আপনি?'

'লোকে বলাবলি করছে।'

'আর আপনি এসব গুজব বিশ্বাস করে বসে আছেন?'

'গুজব যখন স্থায়ী হয়, তখন তাতে সত্যের বীজ থাকতে পারে।'

'যদি সে সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকি, তাহলে সে ব্যাপারে আপনার কী মত?'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও রকম পরিবর্তন না আনাটাই আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে, মহামান্য। আপনার শ্রদ্ধেয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রয়োজনীয় অনেকগুলো সংস্কার সাধনের আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

'কারনাকের কোনও সংস্কার প্রয়োজন নেই।'

'সেটা আপনার মতামত।'

'তার মানে আমার দুশ্চিন্তা অমূলক নয়।'

'হয়তো আমার দুশ্চিন্তাটাও অমূলক নয়!'

'আপনার? মহামান্য, আমি...'

'আমনের প্রধান পুরোহিত কি এখনও ফারাও-এর বিশ্বস্ত সেবক?'

পুরোহিত চোখ নামিয়ে নিলেন। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে, তিনি একটা ডুমুর মুখে দিলেন। তারপর গলায় কিছু বিয়ার ঢাললেন। রাজা যাজককে একেবারে সরাসরি অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা করে ফেলেছেন। বৃদ্ধ অমন আচমকা প্রশ্নের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। যা হোক যুবক ফারাও তাকে কোণঠাসা না করে সাহস ফিরে পাবার জন্যে কিছু সময় দিলেন।

'আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ করেন কীভাবে, মহামান্য?' অবশেষে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন প্রধান পুরোহিত।

'আহমেনির তদন্তের কারণে।'

'ওই ছিঁচকাঁদুনে পুঁচকে লিপিকারটা। ওই চোর, ইঁদুর, ওই...'

'আহমেনি আমার বন্ধু। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা মিশরের সেবা করা। তাকে কোনও ধরনের অপমান করা হলে সেটাকে আমি অবমাননাকর বলে ধরে নেব।'

'মাফ করবেন, মাননীয়,' পুরোহিতের কথা আটকে গেল। 'কিন্তু তার পদ্ধতি...'

'সে কি অবৈধ বল প্রয়োগ করেছে?'

'না, কিন্তু প্রয়োজন হলে করত। শেয়ালের চেয়ে খারাপ একটা মানুষ সে!'

'সে বিবেকবান এবং নিজের কাজ করতে পছন্দ করে।'

'কিন্তু অনুসন্ধান করে কি গলদ কিছু পেয়েছে? নিশ্চয়ই না!'

রামেসিস পুরোহিতের মুখের দিকে তাকালেন। 'নিশ্চয়ই?'

প্রধান পুরোহিত আবারও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

'মিশর এবং মিশরের সমস্ত কিছুর মালিক ফারাও, তাই না?' প্রশ্ন করল রামেসিস।

'দেবতাদের নিয়ম অনুসারে।' যন্ত্রের মতো বললেন প্রধান পুরোহিত।

'কিন্তু যারা নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করেছে, তাদেরও সম্পদ দিতে পারেন ফারাও।'

'রীতি অনুসারে।'

'প্রধান পুরোহিত কি ফারাও-এর পরিবর্তে তার জায়গায় দায়িত্ব পালন করার অধিকার রাখেন?'

'প্রধান পুরোহিত কারনাকে ফারাও-এর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।'

'আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয় তাকে।'

'আমি...'

'আপনি মানুষজনকে জমির মালিকানা দিয়ে নিজের আজ্ঞাবহ বানিয়েছেন। যেমন, সেনা কর্মকর্তাদের সম্পদ দিয়েছেন। নিজের ব্যক্তিগত রাজ্য রক্ষা করতে সেনাবাহিনী প্রয়োজন আপনার, তাই না?'

'মহামান্য! আপনি ভাবতে পারেন না...'

'মিশরে তিনটি প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র আছে। হেলিওপলিস আলোর দেবতা, রা-এর শহর। মেমফিস শিল্প এবং বিজ্ঞানের দেবতা, টাহ-এর পূজা করে। থিবস লুক্কায়িত দেবতা, আমন-এর বাসস্থান। আমার পিতা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। যেভাবেই হোক, থিবসকে অন্যায্য গুরুত্ব দেবার আপনার যে নীতি, সেটা তাদের ভারসাম্য নষ্ট করেছে।'

'মহামান্য! আপনি কি আমনকে তুচ্ছ করে দেখছেন?'

'মোটেও না। আমার আপত্তি আমনের পার্থিব সম্পদ নিয়ে। আজ থেকে আপনাকে আমি প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি, যেন ধর্মীয় আচার পালনে আরও মনোযোগ দিতে পারেন।'

নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে পুরোহিতের।

'আপনি খুব ভালো করেই জানেন আমি সেটা করতে পারি না।'

'কেন?'

'কারণ আপনার মতোই আমাকেও পার্থিব এবং অপার্থিব-দুই দায়িত্বই পালন করতে হয়।'

'কারনাকের মালিক ফারাও।'

'তা ঠিক, কিন্তু মন্দির পরিচালনা করতে লোক প্রয়োজন।'

'আমি একজন প্রশাসক নিয়োগ করব।'

'আমার জায়গায়? মহামান্য, সিদ্ধান্তটা আবার বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি আপনাকে। আমনের পুরোহিতদের চটানো বোকামি হবে।'

'হুমকি দিচ্ছেন?'

'একজন যুবক সম্রাটের প্রতি অভিজ্ঞ এক নেতার উপদেশ।'

'আপনার কি মনে হয়, আপনার উপদেশ মেনে চলব আমি?'

'ঠিক জায়গা থেকে সমর্থন পাওয়া যেকোনও রাজার জন্যেই বড় জরুরি। বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে আপনার আদেশ মেনে চলব আমি। তা সে আদেশ যা-ই হোক না কেন।'

প্রধান পুরোহিতকে ক্লান্ত দেখালেও দু'পায়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

'হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়বেন না, মাননীয়। আপনি এ খেলায় নতুন। আপনি ভাবছেন রাতারাতি সবকিছু বদলে দিতে পারবেন আপনি, কিন্তু তা অসম্ভব। মনে রাখবেন, দেবতারা সহজে ক্ষমা করেন না। থিবসকে চটানোর ফলে আখেনাতেন-এর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা ভুলে যাবেন না যেন।'

'শক্ত জাল পেতেছেন আপনি,' রামেসিস তাকে বললেন, 'কিন্তু-বাজের ঠোঁট সেই জাল ছিঁড়ে ফেলতে পারে।'

'শক্তির অপচয় করছেন জনাব! আপনার ঠিকানা মেমফিস, এখানে নয়। আমাদের সীমান্ত থেকে শত্রুদের তাড়াতে আপনার শক্তির প্রয়োজন মিশরের। থিবস আমার হাতে ছেড়ে দিন, আপনার পিছনে থাকব আমি।'

'ভেবে দেখব।'

প্রধান পুরোহিত হাসলেন। 'আমি জানতাম আপনি যুক্তি বুঝবেন। যেরকম উদ্যম নিয়ে কাজ করেন, তেমন বুদ্ধিও যদি থাকে মাথায়, তাহলে মহান এক ফারাও হবেন আপনি, রামেসিস।'

সতেরো

প্রত্যেক থিবান রুই-কাতলাদের মনে একটাই চিন্তা: কীভাবে নতুন রাজার সামনে নিজের স্তব গাওয়া যায়। রামেসিস তাদের কাছে একেবারে অপরিচিত এক মুখ। নির্দিষ্ট কোনও দলকে পাত্তা দেন না তিনি। কে জানে তার সঙ্গে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলা সভাসদকেও কোনও অপ্রীতিকর চমক দিয়ে বসেন কি না? কিন্তু ফারাও-এর সঙ্গে দেখা করতে হলে আহমেনির অনুমতি প্রয়োজন। সে নিজের এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করে না, রমেসিসের সময় নষ্ট করার তো প্রশ্নই উঠে না।

রামেসিস সকালের বাকি সাক্ষাতগুলো বাতিল করে দিলেন। এমনকি আহমেনির সুপারিশ করা পরিখা পরিদর্শনকারীর সঙ্গে সাক্ষাতও স্থগিত করলেন। তার ভার আহমেনির উপরই ছেড়ে দিলেন তিনি। রাজার এই মুহূর্তে রাজমহিষীর সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

ঝরঝরে একটা স্নানের পর, তারা দু'জন নগ্ন দেহে সরোবরের পাড়ে রোদ পোহাতে বসলেন। সিকামোর গাছের ডালপালার দঙ্গল চুইয়ে চুইয়ে সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়ছে তাদের নগ্ন শরীরে। নেদজেম'কে কৃষি বিভাগের প্রধান করার পর প্রাসাদের বাগানের সৌন্দর্য আগের চেয়ে আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

'অবশেষে আমনের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হলো!' রামেসিস বললেন।

'কোনও অগ্রগতি?'

'একটুও না। সে আমাকে তার কাছে নতি স্বীকার করতে কিংবা সরাসরি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যে যেকোনও একটা বেছে নিতে জোরাজুরি করছে।'

'কী চায় সে?'

'কারনাককে মিশরের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মন্দির হিসেবে থাকতে দেয়ার আদেশ। সে দক্ষিণের রাজ্য শাসন করবে আর আমার জন্য উত্তর রাজ্য ছেড়ে দেবে।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

রামেসিস সবিস্ময়ে নেফারতারির দিকে তাকালেন। 'আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি আমাকে সমঝোতা করতে বলবে!'

'সমঝোতা যদি দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলে তার কোনও মূল্য নেই। প্রধান পুরোহিত শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে চাচ্ছে। মানুষের কল্যাণ নিয়ে তার

কোনও মাথাব্যথা নেই। এমনকি সে ফারাও-এর উপর ছড়ি ঘোরানোর স্বপ্নও দেখছে। তুমি যদি হার মেনে নাও, তাহলে সেটি তোমার জন্য যা রেখে গেছেন, তার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

নেফারতারি ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছেন। তার কণ্ঠ কোমল। শান্ত, এমনকি দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট এবং দৃঢ়।

'তার সঙ্গে সরাসরি ঝামেলায় যাওয়া বিপজ্জনক হবে,' রামেসিস তাকে বললেন।

'তোমাকে দৃঢ়ভাবে এসবের মোকাবেলা করতে হবে। না হলে সবাই তোমাকে দুর্বল শাসক ভাববে। আমনের প্রধান পুরোহিত বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেবে; এটুকু নিশ্চিত।'

'আমি তার মোকাবেলা করতে প্রস্তুত, কিন্তু...'

'তুমি ভয় পাচ্ছ। কারণ ভাবছ, তোমার এই বিরুদ্ধাচারণ ব্যক্তিগত স্বার্থে।'

'মানুষের মন পড়তে পারো নাকি তুমি?'

'আমি তোমার স্ত্রী।'

'তুমি কী ভাবছ, বলো, নেফারতারি। আমি কি অহংকারের বশে কাজ করছি?'

'একজন ফারাও জীবনের চেয়েও মহান। যা কিছু উদার, উদ্যমী, এবং সবল তা-ই তুমি। এই গুণগুলোর ওপর নির্ভর করে কাজ করছো তুমি...একজন শাসকের মতোই।'

'কিন্তু আমি কি এই যুদ্ধে ঠিক পথে আছি?'

'প্রধান পুরোহিত মিশরকে দ্বিখণ্ডিত করে দখল করতে চায়। গৃহযুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই হতে পারে না। ফারাও হিসেবে তাকে দমন করা তোমার কর্তব্য।'

রামেসিস নেফারতারির বুকে মাথা রাখলেন। নেফারতারি তার চুলে কোমল হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ফুরফুরে বাতাসে তাদের চারপাশে আবাবিল পাখি উড়ছে।

বাগানের ফটকে চেঁচামেচির আওয়াজ নীরবতা ভেঙে দিল। এক মহিলা প্রহরীদের সঙ্গে উচ্চস্বরে তর্ক করছে।

রামেসিস দ্রুত হাতে কিল্ট পরে নিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'কী হচ্ছে এখানে?'

প্রহরীরা একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রহরীরা সরে দাঁড়াতে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের কুঁড়ির মতো প্রাণোচ্ছল সুন্দরী ইসেটকে দেখতে পেলেন রাজা।

'মাননীয়!' মেয়েটি চিৎকার করে বলল। 'তোমার সঙ্গে শুধু একবার কথা বলতে চাই আমি।'

'তোমাকে কখনও না করেছি আমি?'

'না, কিন্তু তোমার প্রহরীরা করেছে। আর তোমার সহকারী, এবং...'

'আমার সঙ্গে এসো, ইসেট।'

ইসেটের আঁচলের পিছন থেকে ছোট একটা ছেলে বেরিয়ে এলো। 'আমাদের ছেলে, রামেসিস।'

'খা!' রামেসিস ওকে তুলে কোলে নিলেন। ভীত বাচ্চাটা কেঁদে ফেলল।

'ও খুব লাজুক,' ইসেট বলল।

রাজা বাচ্চাটাকে তার কাঁধে বসালেন। শীঘ্রই খা ভয় কাটিয়ে হাসতে শুরু করল।

'চার বছর বয়স... ও বড় হয়ে যাচ্ছে! ওর শিক্ষকরা কী বলে?'

'ও খুব মনোযোগী। খা বেশি খেলাধুলা করে না। পড়তে বেশি পছন্দ করে ও। এর মাঝেই অনেকগুলো হায়ারোগ্লিফ শিখে ফেলেছে; কিছু কিছু লিখতেও জানে।'

'ও তো আমাকে ধরে ফেলবে!-এসো দীঘির পাশে বসি। খাঁকে সাঁতার শেখাব আমি।'

'সে কি... নেফারতারি কি তোমার সঙ্গে আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এত ঝামেলা পোহাতে হলো কেন আমার? আমার সঙ্গে অপরিচতের মতো আচরণ করা উচিত না তোমার। আমি না থাকলে অনেক আগেই মারা যেতে তুমি।'

'কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আমি তোমাকে বিদ্রোহ সম্পর্কে সতর্ক করে ওই চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম।'

'কোন চিঠির কথা বলছো তুমি?'

ইসেট মাথা নামিয়ে ফেলল। 'বেশ, স্বীকার করছি, একটা সময় থিবসে একা থাকার কথা চিন্তা করে আমার রাগ হতো। কিন্তু কখনও তোমাকে ভালোবাসা থামাইনি আমি। আর তোমার পরিবারের যারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের সঙ্গে হাত মিলাতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছি আমি।'

'আমি তোমার কোনও চিঠি পাইনি।'

ইসেটের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'তার মানে তুমি ভেবেছিলে, আমিও তোমার বিরুদ্ধে?'

'আমি কি ভুল ভেবেছিলাম?'

'হ্যাঁ, তুমি ভুল ভেবেছিলে! ফারাও-এর নামে শপথ করছি, কখনও তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আমি!'

'তোমার কথা বিশ্বাস করব কেন আমি?'

ইসেট রামেসিসের হাত ধরল। 'তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলা...অসম্ভব!'

তখনই তারা নেফারতারিকে দেখতে পেল। তার সৌন্দর্য ইসেটের দম বন্ধ করে দিল। নেফারতারির অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য চারপাশের মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন রাজমহিষী। কেউ তার সমতুল্য না।

ইসেটের সমস্ত ঈর্ষা, সমস্ত বিদ্বেষ এক লহমায় উবে গেল। নেফারতারি শান্ত গ্রীষ্মের আকাশের মতো ঝলমলে। তার মহত্ত্ব শুধু শ্রদ্ধাই জন্ম দেয়।

'ইসেট! তোমাকে দেখে যে কী খুশি হয়েছি!'

উপপত্নী হিসেবে ইসেট ওকে বাউ করল।

'দোহাই লাগে, এসব কোরো না। এসো সাঁতার কাটি। আজ প্রচণ্ড গরম পড়েছে।'

ইসেট স্বপ্নেও এমন অভ্যর্থনা আশা করেনি। বিনা প্রতিবাদে সে নেফারতারির আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। কাপড় খুলে সেও নেফারতারির সঙ্গে নীল জলে লাফিয়ে পড়ল।

রামেসিস ওর ভালোবাসার দুই নারীকে সাঁতার কাটতে দেখছেন। ওদের দু'জনের প্রতি ওর আবেগে ভিন্নতা থাকার পরও সেই আবেগ এত তীব্র আর আন্তরিক হয় কীভাবে? নেফারতারি তার জীবনের ভালোবাসা। অনন্য এবং গুণবতী, রানি। সুন্দরী ইসেট তার উদ্দাম যৌবন...তার আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অনুরাগ। তারপরও সে তার সঙ্গে মিথ্যে বলেছে। এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ওকে সাজা না দিয়ে রামেসিসের কোনও উপায় ছিল না।

'আমি কি সত্যিই আপনার ছেলে?' খা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, তুমি আমার ছেলে।'

'ছেলের হায়রোগ্লিফ হচ্ছে হাঁসের ছবি।' বাচ্চা ছেলেটি খুব যত্ন নিয়ে বালিতে আঙুল দিয়ে একটা হাঁসের ছবি আঁকল।

'ফারাও-এর হায়রোগ্লিফ জানো তুমি?'

খা প্রথমে একটা বাড়ি আঁকল, তারপর একটা স্তম্ভ।

'বাড়িটা নিরাপত্তা বোঝায়, স্তম্ভটা বিশালত্বের প্রতীক। শব্দটার আসল অর্থ *পের-আহ*, বিশাল বাড়ি। তুমি জানো ওরা আমাকে ফারাও বলে ডাকে কেন?'

'কারণ আপনি সবার চেয়ে বড় আর এই বড় বাড়িটিতে থাকেন।'

'সেটা ঠিক আছে, বাবা। তবে এই বাড়িটা সমগ্র মিশরের প্রতীক। প্রত্যেকে এই বাড়িতে নিরাপত্তা পাবে।'

'আপনি আমাকে আরও হায়রোগ্লিফ শিখাবেন?'

'অন্য কিছু খেলতে চাও না তুমি?'

খা ঠোঁট উল্টে অস্বীকৃতি জানাল।

'ঠিক আছে তাহলে,' রামেসিস বললেন। বাচ্চাটির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাগানের বালিময় পথে রাজা একটা বৃত্ত রচনা করলেন। বৃত্তের কেন্দ্রে একটা বিন্দু আঁকলেন।

'এটা সূর্য,' তিনি ব্যাখ্যা করলেন। 'সূর্যের নাম রা। মুখ এবং হাত-দুই হায়ারোগ্লিফ দিয়েই তার নাম বোঝায়, কারণ সূর্য দেবতা কথা এবং কাজ দু'টোরই প্রতীক। এখন তুমি আঁকো।'

বাচ্চাটা পরপর কয়েকটা সূর্য আঁকল, প্রত্যেকটা আগেরটার চেয়ে নিখুঁত। সাঁতার শেষ করে ইসেট আর নেফারতারি খা'র হায়রোগ্লিফ পর্যবেক্ষণ করতে এলো।

'বয়সের তুলনায় ও অনেক এগিয়ে আছে,' রানি বললেন।

'ও আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়,' ইসেট বলল। 'শিক্ষকরা বুঝতে পারে না, ওকে কীভাবে পড়াবে!'

'তাহলে ওর জন্য নতুন শিক্ষক দরকার,' রামেসিস বললেন। 'আমার ছেলেকে নিজের প্রতিভার উন্নতি করতে হবে। ওর বয়সী অন্যান্য বাচ্চারা যা খুশি করুক। ওর মেধা দেবতাদের উপহার। ওকে বাধা দেয়া উচিত না আমাদের। এখানে অপেক্ষা করো।'

রাজা বাগানের মাঝখান দিয়ে হেঁটে প্রাসাদের দিকে চলে গেল।

খা কাঁদতে শুরু করল। ওর আঙুল কেটে গেছে। 'ওকে কোলে নেব আমি?' নেফারতারি ইসেটের কাছে অনুমতি চাইল।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

নেফারতারি কোলে নেয়ার প্রায় সাথে সাথে বালক শান্ত হয়ে গেল। নেফারতারির চোখ স্নেহে আর্দ্র। মথার ভেতর অনবরত খুঁচিয়ে চলা প্রশ্নটা করার সাহস পেল ইসেট।

'এক মেয়ে হারানোর পর কি তুমি আরও সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা করছো?'

'আসলে, আমার মনে হয়, আবারও গর্ভবতী আমি।'

'আহ...বাচ্চা জন্ম দেয়ার দেবতা তোমার উপর খুশি হোন।'

'ধন্যবাদ, ইসেট। তোমার সান্ত্বনা আমাকে সাহস জোগাবে।'

ইসেট তার হতাশা লুকাল। নেফারতারিকে রামেসিসের রানি হিসেবে মেনে নিতে তার কোনও আপত্তি নেই। তার রাজমহিষী পদটার সঙ্গে আসা পর্বতসম দায়িত্বকেও ইসেট হিংসা করে না। ও শুধু একটা জিনিসই চায়-তার গর্ভে রামেসিসের সন্তান। আরও অনেকগুলো সন্তান, এবং তাদের মা হওয়ার গর্ব। এই মুহূর্তে সে রামেসিসের

প্রথম সন্তানের মা। কিন্তু নেফারতারি ছেলে সন্তানের জন্ম দিলে, তাকে হয়তো খা-এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

রামেসিস লিপিকারদের ছোট স্লেট নিয়ে এলেন। তার সাথে লাল আর কালো রঙের দুই তাল কালিও এনেছেন। আর এনেছেন বাচ্চাদের জন্য তৈরি তুলি। এগুলো যখন তিনি ছেলের হাতে তুলে দিলেন, বালকের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খা অমূল্য জিনিসগুলো বুকে চেপে ধরল।

'আপনাকে আমি ভালবাসি, বাবা!'

ইসেট আর খা চলে যাবার পর রামেসিস আবার নেফারতারির সঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

'আমার বিশ্বাস বিদ্রোহে ও জড়িত।'

'তুমি ওকে জিজ্ঞেস করেছ?'

'ও স্বীকার করেছে, আমার উপর রাগান্বিত ছিল। কিন্তু দাবি করছে, আমাকে সতর্ক করতে চেষ্টা করেছে। যদি করেও থাকে, আমি কখনও ওর বার্তা পাইনি।'

'ওকে বিশ্বাস করো না কেন?'

'আমার মনে হয় না তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমাকে ক্ষমা করেছে ও।'

'তুমি ভুল বুঝেছ।'

'ওর অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত।'

'কীসের অপরাধ? ফারাও ক্ষণিকের আবেগের বশে শাস্তি দিতে পারে না। ইসেট তোমাকে চমৎকার এক ছেলে উপহার দিয়েছে। ও তোমার ক্ষতি চায় না। যদি কখনও কোন অপরাধ করেও থাকে, ক্ষমা করে দাও। আর শাস্তির কথা ভুলে যাও।'

আঠারো

সেটাউ-এর অদ্ভুত পোশাক-আশাক ওকে প্রাসাদের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তার অ্যান্টিলোপের চামড়ায় তৈরি মোটা টিউনিকের কাপড় সে সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরি করতে ব্যবহার করে। জরুরী মুহূর্তে টিউনিক ছিঁড়ে, পানিতে ভিজিয়ে সাপের কামড়ের জন্য সন্তোষজনক প্রতিষেধক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে।

'এটা মরুভূমি নয়,' রামেসিস তাকে বললেন। 'মেমফিসে তোমার এই ভ্রাম্যমাণ দাওয়াখানার দরকার পড়বে না।'

'নুবিয়ার চেয়েও এই জায়গা বেশি বিপজ্জনক। সব জায়গায় সাপ আর বিছা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমবার দেখে ওদের চিনতে পারবে না। যাই হোক, তুমি প্রস্তুত?'

'তোমার কথামতো আমি উপবাস করছি।'

'এখন পর্যন্ত চিকিৎসা ভালোই চলেছে। প্রায় সবধরনের সাপের কামড়ের বিরুদ্ধে নিজের শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছও। এমনকি গোখরার কামড়ের বিরুদ্ধেও লড়তে পারবে এখন তোমার শরীর। তুমি কি আসলেই এই বাড়তি নিরাপত্তা চাও?'

'আগেই বলেছি, হ্যাঁ।'

'কাজটাতে ঝুঁকি আছে।'

'চলো দেখি কী ধরনের ঝুঁকির সামনে পড়তে হয়।'

'নেফারতারির অনুমতি নিয়েছ এ ব্যাপারে?'

'তুমি লোটাসের অনুমতি নিয়েছ?'

'ও বলে, আমার মাথায় নাকি একটু-আধটু ছিট আছে। কিন্তু এ কাজে আমাদের দু'জনেরই মত আছে।'

চারকোণা মুখের অধিকারী সেটাউ দাড়ি গোঁফে ক্ষুর চালায়নি। এমনকি পরচুলা পরতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে। সাধারণ কোন রোগী হলে সেটাউকে দেখেই ভেগে যেত।

'ওষুধের পরিমাণ সামান্য এদিক ওদিক হলেও...' বন্ধুকে সতর্ক করে দিল সে।

'আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।'

'তাহলে এটা পান করো।'

রামেসিস এক চুমুক তরল গিলে নিলেন।

'কী মনে হচ্ছে?'

'ভালো স্বাদ।'

'বুদ্ধিটা কাজে না লাগলে,' বন্ধুকে সতর্ক করে দিল সে, 'একদম জীবন্মৃত হয়ে যেতে হবে তোমাকে। বিয়ার দিয়েছি তো, এজন্য খেতে ভালো লেগেছে। অন্য ওষুধগুলো এত সুস্বাদু না। বিভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত পোকামাকড়ের বিষ আর গোখরার তরলীকৃত বিষ গিলতে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। এখন তুমি যেকোনও বিষাক্ত প্রাণির কামড় থেকে নিরাপদ। এখন তোমার শুধু প্রতি ছ'মাস অন্তর একবার করে এই ওষুধ খেলেই চলবে।'

'সেটাউ, আমার জন্য কাজ করতে আসবে কবে থেকে?'

'কখনওই না। আর তুমি এমন অবুঝের মতো কাজ করা বন্ধ করবে? আমি তোমাকে এখনই বিষ দিতে পারতাম।'

'তুমি খুনি নও।'

'তুমি তো দেখছি অতীত-ভবিষ্যত সব জেনে বসে আছ!'

'মেনেলাউসের কাছ থেকে কিছু জিনিস শিখেছি আমি। তাছাড়া সেরেমানা, আমার সিংহ, আর কুকুর তোমার ওপর নজর রেখেছে।'

'ত্রিমুখী আক্রমণ। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো, থিবস তোমাকে এখানে চায় না। আর বেশিরভাগ রুই-কাতলাই তোমার পতন চায়।'

'ওদের জন্য কি আমি থেমে যাব?'

'মানুষের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমার কাছে কোনও গোপন ওষুধ নেই। মানুষ সাপের চেয়েও অনেক বেশি বিপদজনক।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সুন্দর এবং একতাবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে চাইলে, ফারাওকে মানুষের সাথেই কাজ করতে হবে।'

'হাহ! তুমি স্বপ্ন দেখছো। জেগে ওঠো, বন্ধু। তোমার চারপাশে চক্রান্তকারী আর দুর্বৃত্তের মেলা। তারপরও তোমার একটা সুবিধা আছে: আমি যখন গোখরাগুলোকে নিয়ে কাজ করি, তুমিও নিজের ভেতর আমার মতো একই ধরনের রহস্যময় শক্তি অনুভব করো। এই শক্তির কারণেই নেফারতারিকে পেয়েছো তুমি। একজন রাজার সবচেয়ে যোগ্য সঙ্গিনী ও। আমার মনে হয়, তুমি সফল হবে।'

'তোমার সাহায্য ছাড়া কঠিন হবে।'

'তোমার মুখে তোষামোদি মানায় না। আমি এখন এক চালান বিষ নিয়ে উত্তরে যাবো। ভালো থেকো, রামেসিস।'

ফারাও হিসেবে ভাইয়ের প্রাথমিক শক্তি প্রদর্শনের পরও শানার উৎসাহ হারায়নি। কে বলতে পারে, আমনের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে লাগতে গেলে যুবক ফারাও-এর ভাগ্যে কী ঘটবে? রামেসিসের ভিত দুর্বল করে দেয়ার মাধ্যমে বাজিমাত করে হয়তো খেলাটার সাঙ্গ ঘটবে। তার কথা সেটি'র কথার মতো গুরুত্ব বহন করে না।

শানার তার ভাইকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

একটা মুখোমুখি আক্রমণ? ব্যর্থতা নিশ্চিত। রামেসিস নিজেকে তো রক্ষা করবেই, উপরন্তু এ ঘটনাকে নিজের সুবিধায় কাজে লাগাবে। তার চেয়ে ফাঁদ পাতা, চালবাজি, মিথ্যে, আর বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিলেই ভালো হবে। রামেসিস যতক্ষণ অদৃশ্য শত্রুর পরিচয় বের করার ব্যর্থ চালাবে, ততক্ষণে সে ছায়ার মতো নিজের শক্তি বাড়িয়ে নেবে। অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর, শানার কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকবে।

নতুন ফারাও যখন রাজসভা গঠনে এবং থিবসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যস্ত, তার ভাই তখন চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছে। দেখে মনে হয় এসবে তার কোনও আগ্রহ নেই। তবে শীঘ্রই তাকে দৃশ্যপটে আসতে হবে। না হলে তাকে আড়ালে থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বোনার জন্য সন্দেহ করা হবে।

অনেক চিন্তাভাবনার পর, শানার সিদ্ধান্ত নিল, রামেসিসকে বোকা বানাতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হবে। ওকে এমন ভয়ঙ্করভাবে বোকা বানাতে হবে যেন নতুন ফারাও তার দিকে একেবারে তেড়েফুঁড়ে আসে। ফারাও যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, তার ভাই তার কাছ থেকে ঠিক এমন প্রতিক্রিয়াই আশা করছে। যদি ছোট এই পরীক্ষাটা সফল হয়, শানার নিশ্চিত হতে পারবে যে, রামেসিসকে বিপথে নেয়া সম্ভব।

আর তাহলে শানার ওকে যতভাবে সম্ভব, বিপথে নিয়ে যাবে।

দশম বারের মতো রামেসিস প্রহরী'কে মাছ চুরির জন্য তিরস্কার করছেন। *প্রাসাদের পুকুর থেকে মাছ চুরি ভালো দেখায় না। যোদ্ধা'র সাথে মিলে কাজ করাটা ভালো, কিন্তু ওরা কি যথেষ্ট খাবার পায় না?* হলুদ কুকুরটা মন দিয়ে শুনছে। তারপরও তার ভাবভঙ্গিই রাজাকে বলে দিচ্ছে যে, তিনি শুধু শুধু শক্তি নষ্ট করছেন। প্রহরী জানে, সিংহটা সাথে থাকলে সে খুন করেও পার পেয়ে যাবে।

রামেসিসের কার্যালয়ের দরজায় সেরামানার দীর্ঘ দেহের আবির্ভাব হলো।

'আপনার ভাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু তিনি তল্লাশি চালাতে দিচ্ছেন না।'

'তাকে আসতে দাও।'

সেরামানা একপাশে সরে দাঁড়াল। শানার ওর দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'মহামান্য কি আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করবেন?'

হলুদ কুকুরটা সেরামানার পিছু পিছু চলে গেল। সেরেমানা সবসময়ই কুকুরটার জন্য কোনও না কোনও খাবার রাখে।

'তোমার সঙ্গে অনেকদিন ধরে কথা হয় না, শানার।'

'তোমার হাতে অনেক কাজ। তাই বিরক্ত করতে চাইনি।'

রামেসিসের অনুসন্ধিৎসু চোখ ভাইয়ের উপর ঘুরে এলো।

'কী দেখছ?' শানার উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল।

'তুমি শুকিয়ে গেছো, ভাই আমার।'

'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খাওয়াদাওয়া কমানোর চেষ্টা করছি।'

খাবার নিয়ন্ত্রণের পরও শানারের দেহ ঢলঢলে। তার ছোট কুতকুতে কালো চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে। ফোলা গাল আর পুরু ঠোঁট দু'টোই বলে দেয় সে একজন সত্যিকার ভোজন রসিক।

'দাড়ি রেখেছো কেন?'

'আমি কখনও সেটি'র শোক কাটিয়ে উঠতে পারব না,' সে বলল। 'এত অল্প বয়সে আমাদের পিতাকে হারানো...'

'তোমার শোক আমি অনুভব করতে পারছি,' রামেসিস আবেগী গলায় বললেন।

'আমি জানি। কিন্তু এটাও জানি, দায়িত্ব তোমাকে শোক পালনের সময় দেয় না। আমার দায়িত্বের কোনও ঝামেলা নেই, তাই ইচ্ছেমত শোক পালন করতে পারছি।'

'আজ তোমার এখানে আসার কারণ কী?'

'তুমি আমাকে আশা করছিলে, তাই না?'

রাজা কোনও মন্তব্য করলেন না।

'আমি তোমার বড় ভাই এবং আমার সুনাম চমৎকার। আমি আমাদের মধ্যকার বিভেদ ভুলে গিয়েছি। সিংহাসনের জন্য আমাকে নির্বাচন করা হয়েছিল, এ সত্যিটা হজম করে থাকতে পারব আমি। কিন্তু দেশের কোনও কাজে না লেগে, রাজপ্রাসাদের দর্শনীয় এক বস্তু হয়ে থাকতে চাই না আমি।'

'আমি তোমার আবেগটা বুঝতে পারছি।'

'প্রটোকল প্রধানের কাজ আমার জন্য আর যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে নতুন প্রধান পরিচারক, রোমাই যখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন তো নয়-ই।'

'তুমি কী চাও, শানার?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করার আগে অনেক ভেবেছি আমি। নিজের অহঙ্কার গিলে ফেলতে হয়েছে আমাকে।'

'ভাইদের মধ্যে অহঙ্কার নামক কোন বস্তু থাকা উচিত নয়।'

'আমার দাবি পূরণ করবে তুমি?'

'আগে শুনি তোমার চাহিদা কী।'

'আমার দাবি শুনবে তুমি?'

'বলো।'

শানার কথা শুরু করল। 'আমি কি উজির পদের দাবি জানাতে পারি? অসম্ভব। তাহলে তোমাকে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে। পুলিশ বাহিনীর প্রধান? আমলাতন্ত্র বড্ড জটিল। প্রধান রাজকীয় লিপিকার? অনেক বেশি দায়িত্ব, আমার হাতে অত সময় নেই। তোমার নির্মাণ প্রকল্পের দেখাশোনা করা? না, আমার অভিজ্ঞতা নেই। অর্থনীতি? সেটা তোমার নিজের দায়িত্বে রেখেছো। তুমি মন্দিরগুলো সংস্কারের পরিকল্পনা করেছ, কিন্তু ধর্মীয় জীবনে কোনও ভক্তি নেই আমার।'

'তাহলে তোমার হাতে কী রইল?'

'আমি যে কাজের উপযুক্ত: পররাষ্ট্র সচিব। বাণিজ্য সম্পর্কের ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা তুমি জানো। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের দিকে নজর না দিয়ে, আমাদের প্রতিবেশী, - এমনকি আমাদের ওপর নির্ভরশীল রাজ্যগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য কাজ করতে চাই আমি।' অবশেষে শানার বিরতি নিল। 'আমার প্রস্তাবে কি ধাক্কা খেয়েছো তুমি?'

'বিশাল দায়িত্ব নিতে চাইছ।'

'আমার প্রধান উদ্দেশ্য হবে হিট্টিদের সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানো। কেউ রক্তপাত চায় না। আমি সবসময় শান্তির জন্য কাজ করেছি। তুমি কি আমাকে শান্তির জন্য কাজ করার সুযোগ দেবে?'

রামেসিস চিন্তায় ডুবে গেলেন। 'আমি তোমার অনুরোধ রাখব,' অবশেষে ভাইকে জানালেন তিনি। 'কিন্তু একা এ কাজ করতে পারবে না। তোমার সাহায্য দরকার হবে, শানার।'

'হ্যাঁ। তুমি কি কারও কথা চিন্তা করেছো?'

'আমার বন্ধু আহসা। পেশাদার একজন কূটনীতিক।'

'তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে?'

'নাহ, সহকর্মী।'

'মহামান্য যা ভালো মনে করেন।'

'ওর সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব দেখা করো। তারপর আমাকে তোমাদের কার্যপরিকল্পনা জানাও।'

প্রাসাদ থেকে বের হবার সময় শানার বহুকষ্টে উল্লাসধ্বনি দমিয়ে রাখল। সে রামেসিসকে নিজের ছোট ছোট আঙুলগুলো দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে।

উনিশ

রামেসিসের বোন তার পা'য়ে লুটিয়ে পড়ল।

'ক্ষমা করো,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সে। 'আমার স্বামী আর আমাকে ক্ষমা করো।'

'ওঠো, ডোলোরা। নিজেকে এভাবে হাসির খোরাক করো না।'

রামেসিসের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। কিন্তু এখনও রামেসিসের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না। দির্ঘাঙ্গিনী, হতোদ্যম ডোলোরাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেকোনও মুহূর্তে মূর্ছা যাবে।

'আমাদের মাফ করো, রামেসিস। নিজেরাও জানতাম না আমরা কী করিলাম!'

'তোমরা আমাকে মারতে চেয়েছিলে। তোমার স্বামী আমাকে দু'বার খুন করার চেষ্টা করেছে। সেই সারী, যে আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে!'

'ওর ভুল হয়েছে, বিরাট ভুল হয়েছে। ওকে কখনও সমর্থন দেয়া উচিত হয়নি আমার। আমরা খুব সহজে প্রভাবিত হয়ে পরেছিলাম।'

'কার দ্বারা, বোন আমার?'

'কারনাকের প্রধান পুরোহিত। সে আমাদের কুমন্ত্রণা দিয়েছিল যে, তুমি ভালো রাজা হতে পারবে না। দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে।'

'তার মানে, আমার উপর তোমাদের কখনও ন্যূনতম আস্থাও ছিল না।'

'আমার স্বামী তোমাকে আবেগপ্রবণ মনে করে। ও ভাবত, তুমি সবসময় যুদ্ধ বাঁধানোর তালে থাকো। এখন ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে... তুমি যদি জানতে আসলেই কতটা অনুতপ্ত হয়েছে ও!'

'আর আমার প্রিয় ভাইও কি তোমাদের ষড়যন্ত্রে সহযোগী ছিল?'

'না,' ডোলোরা মিথ্যে বলল। 'ওর কথা শোনা উচিত ছিল আমাদের। পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমাকে মেনে নেয়ার পর, শামার তোমার সবচেয়ে একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হয়েছে। তার এখনকার একমাত্র চিন্তা হচ্ছে মিশরের সেবা করা।'

'সারী আসেনি কেন তোমার সঙ্গে?'

ডোলোরা মাথা নামিয়ে ফেলল। 'ভয় পাচ্ছে, ফারাও-এর কোপানলে পড়বে ও।'

'ভয় পাওয়াই উচিত। কিন্তু তোমাদের দু'জনেরই সৌভাগ্য, মা আর নেফারতারি তোমাদের মাফ করে দিতে বলছেন। তারা সেটি'র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবারের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে চায়।'

'আমাদের ক্ষমা করছো, তুমি?' তার বোন আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমাকে থিবসের হারেমের অবৈতনিক অধ্যক্ষা হিসেবে নিয়োগ করছি। বিশাল পদবি, তবে তোমার জন্য উপযুক্ত। নিজের কাজকর্মের দিকে খেয়াল রেখো, ডোলোরা।'

'আর... আমার স্বামী?'

'সে কারনাকের ইট ভাঁটা পরিচালনা করবে। সেটি'র শুরু করা মন্দিরের সংস্কারকাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই তাকে অনেক কাজ করতে হবে। কিছু নির্মাণকাজ করার সময় হয়েছে তার।'

'কিন্তু সারী একজন লিপিকার, অধ্যক্ষ। ও এসব কায়িক শ্রম করতে পারবে না!'

'যুগ যুগ ধরে শেখানো কথাগুলো ভুলে যেও না, ডোলোরা। হাত এবং মনকে একসঙ্গে কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। নইলে মানুষ শয়তানে পরিণত হয়। এখন দ্রুত নিজেদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দাও, দু'জনেই। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

প্রাসাদ থেকে বের হয়ে ডোলোরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। শানারের অনুমান মতোই সে আর সারী বেঁচে গেছে। সদ্য ক্ষমতায় বসে, এখনও মা আর বউ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে রামেসিস দয়ালু হয়ে উঠেছেন।

শারীরিক পরিশ্রম সারীর জন্য সত্যিকার শাস্তি। কিন্তু কোন মরুভূমিতে গৃহবন্দী হয়ে থাকা কিংবা নুবিয়ার বনে নির্বাসনে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। সারী'কে ওর অহম ভালোই ভোগাবে। কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারত। সে তুলনায় ইট প্রস্তুতকারক হওয়া অনেক ভালো।

ওদের বেশিদিন এই অসম্মান সহ্য করতে হবে না। শানারের মিথ্যে ওকে রাজার সমর্থক এবং ভাই হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা এনে দিয়েছে। নতুন দায়িত্বে মগ্ন রামেসিস ভাববে ওর ভাই এবং বোনসহ পুরানো শত্রুরা সোজা হয়ে গেছে।

কারনাকে ফিরতে পেরে মোজেস আনন্দে আত্মহারা। সেটি'র জন্য শোক পালনের সময় শেষ হবার পর, রামেসিস তার পিতার বিশাল হাইপোস্টাইল হল নির্মাণের কাজ আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মোজেসের দল ওখানে একশো'র বেশি স্তম্ভ দাঁড় করাচ্ছিল। এই যুবক হিব্রু সুঠাম দেহ, চওড়া কাঁধ, ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারী। আর তার ভাঙাচোরা মুখভর্তি দাড়ি। তার অধীনস্থ পাথর-কাটুরে আর হায়রোগ্লিফ খোদাইকারীরা তাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে।

রামেসিস তাকে প্রধান নির্মাতার পদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোজেস সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সে নিজেকে ওই পদের উপযুক্ত মনে করে না। হ্যাঁ, সে একটি প্রকল্পের সমন্বয় এবং শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু দক্ষ স্থপতিদের মতো স্থাপত্য বিষয়ক আঁকাআঁকি করতে পারবে না।

রুক্ষ কাজের পরিবেশ এবং কঠোর দৈহিক পরিশ্রম তার মনকে নিষ্প্রাণ করে তুলেছে। প্রতিটি নির্ঘুম রাতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে সে ভাবে, কী কারণে তার মন এত বিচলিত হয়ে থাকে সবসময়য়। সে ধনী দেশে বাস করে, সম্ভাবনাময় পেশায় কর্মরত, এবং ফারাও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে চাইলেই যেকোনও নারীকে পাবে। ভালো বেতন পায়... অথচ যত ধনসম্পদই থাকুক না কেন, এগুলো কোনও কাজে লাগছে না তার। কেন সবসময় নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে হয়? কেন সবসময় এত বিশ্রামহীন আর অসুখী সে?'

সকালে কর্মক্ষেত্রের কর্মব্যস্ততা, হাতুড়ি আর বাটালির ঠং ঠং শব্দ, আর্দ্র ঢালের ওপর দিয়ে কাঠের স্লেজে করে বিশাল পাথর গড়িয়ে নেয়ার দৃশ্য, প্রতিনিয়ত বিপদের আশঙ্কা, একটা স্তম্ভ দাঁড় করানোর সন্তুষ্টি তাকে স্বস্তি দেয়।

সাধারণত গ্রীষ্মের গরম সময়ে নির্মাণকাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু সেটি'র মৃত্যু সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। দার এল-মেদিনা'র বিভিন্ন শ্রমিক দলের নেতা আর নকশা প্রস্তুতকারী প্রধান নির্মাতার সঙ্গে আলোচনা করে মোজেস একটা পরিকল্পনা করেছে। প্রতিদিন দুই ধাপে কাজ করা হবে। প্রথম ধাপে ভোর থেকে মধ্য-সকাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় ধাপে শেষবিকেল থেকে রাত নামার আগ পর্যন্ত। শ্রমিকদের প্রচণ্ড গরম থেকে রেহাই দিতে আর বিশ্রামের সুযোগ দিতে এভাবে কার্য-পরিকল্পনা সাজিয়েছে সে। এছাড়া ছায়া দেয়ার জন্য চাঁদোয়াও টাঙানো হবে।

মোজেস সবেমাত্র গার্ড পোস্ট পেরিয়েছে। এই সময় প্রধান পাথর-কাটুরে তার দিকে এগিয়ে এলো।

'এ পরিস্থিতে কাজ করতে পারবে না কেউ।' ভাবলেশহীন গলায় বলল লোকটা।

'কী বলছো! এখনও গরম পড়েনি ভালো করে।'

'আমি গরমের কথা বলছি না। ইট প্রস্তুতকারকদের কথা বলছি। ওদের সদ্য নিযুক্ত প্রধান সমস্যা করছে।'

'নতুন? ওকে আমি চিনি?'

'তার নাম সারী। ফারাও-এর বোন, ডোলেন্টা'র স্বামী। এ কারণে সে ভাবছে, যা খুশি করতে পারবে!'

'তা, ওকে নিয়ে সমস্যা কী?'

'ও খুব বাজে ব্যবহার করছে। সে তার দলের কাছ থেকে অন্যান্য দিনগুলোর মতো রিপোর্ট চায়। কিন্তু দুপুরে কোনও বিরতি বা বাড়তি পানি সরবরাহ করতে

অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। সে কী ভাবে? নিজের লোকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করতে পারবে? এটা মিশর। গ্রিস বা হিট্টিদের কোন রাজ্য না। আমি ইট প্রস্তুতকারীদের সমর্থন করছি!'

'তোমার দোষ দেখছি না। সারী কোথায়?'

'চাঁদোয়ার নিচে বসে আছে,' লোকটা শ্রমিকদের নেতার তাঁবুর দিকে ইশারা করল।

সারীকে একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে। যে অমায়িক, নধরবপু অধ্যক্ষকে চিনত মোজেস, সে এখন তিরোহিত। বাঁ কব্জিতে তামার ব্যান্ড লাগিয়ে বিরস বদনে বসে আছে সে। গেঁটেবাতে আক্রান্ত ডান পা'য়ের বিশাল পাতায় মলম মাখিয়েছে। পরনের সাদা লিনেনের আলখাল্লা তার পূর্বজীবনের একমাত্র নিদর্শন। আলখাল্লাটা সফল লিপিকারদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক।

একগাদা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সারী ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছিল। মোজেস তাঁবুতে প্রবেশ করলে সে অন্যমনস্কভাবে সেদিকে একবার তাকাল।

'সারী! তুমি এখানে কেন?'

'মোজেস। জানতাম না, এখনও কারনাকে পড়ে আছো তুমি! ফারাও-এর আত্মীয়দের জন্যে জায়গাটা চমৎকার। তবে আমি ভেবেছিলাম তোমার মতো বন্ধুদের জন্য আরও ভালো কিছু কপালে জুটবে।'

'আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

'তোমাকে রামেসিসের পদোন্নতি দেয়া উচিত।'

'বিশাল বিশাল ভাস্কর্য নির্মাণই আমার স্বপ্নের কাজ।'

'হাহ্! আমার কাছে ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো। গরম, ধুলো, ঘাম আর খাটুনি, বিশ্রী সব আওয়াজ! তার চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে অশিক্ষিত মজুরদের সঙ্গে থাকা... নিজের মেধার অপচয় করছো তুমি, মোজেস।'

'সেটি বিশ্বাস করে আমার উপর এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কাজটা পুরো করব আমি।'

'মহান হৃদয় তোমার। কিন্তু বিরক্ত হয়ে গেলে তোমার সুর পাল্টে যাবে।'

'কারনাকের কী করতে এসেছো তুমি?'

রাগে কালো হয়ে গেল সারীর চেহারা। 'ইট ভাটা পরিচালনা করতে... খুব লোভনীয় কাজ।'

'ইট-প্রস্তুতকারকরা বলিষ্ঠ, শ্রদ্ধেয় মানুষ। আমি ওদের একদল আত্মনিমগ্ন লিপিকারদের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি!'

'তুমি একজন লিপিকার, মোজেস।'

'আমাকে অন্যদের ঘৃণা করতে শিখানো হয়নি।'

'তুমি কি আমাকে উপদেশ দিচ্ছো?'

'দেখো, সারী, এখানে কাজের সময় ঠিক করি আমি। আর আমার ঠিক করা সময় অন্য যেকোনও জায়গায় মতো ইট ভাঁটায়ও প্রযোজ্য। আর আমি চাই তুমিও সেই সময়সূচী মেনে চলবে।'

'আমি আমার নিজের বিভাগ চালাই।'

'সকল শ্রমিক নেতা আমার কাছে রিপোর্ট করে।'

'তোমাকে নিয়ম বদলাতে হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি নিয়ম না মানলে, প্রধান নির্মাতাকে জানাব আমি। সে উজিরকে জানাবে। উজির রামেসিসকে জানাবে।'

'হুমকি দিচ্ছ?'

'যেকোনও রাজকীয় নির্মাণ প্রকল্পে অবাধ্যতা দেখা দিলে সাধারণত এই কাজটাই করা হয়।'

'মনিব হয়ে আনন্দ পাও তুমি, তাই না?'

'আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, এই প্রকল্প যতটা সম্ভব নির্বিঘ্নে চালানো।'

'আমাকে হাসিও না,' সারী বিদ্রূপ করল। -

'কাজটা একসাথে করতে হবে,' মোজেস তাকে বলল। 'পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কাজটা কখনওই শেষ করতে পারব না।'

'রামেসিস তোমাকে ছুঁড়ে ফেলবে। আমাকে যেভাবে অপমান করেছে, ঠিক সেভাবে।'

'শোনো, সারী। তোমার ইট-প্রস্তুতকারীদের ছায়ায় কাজ করতে দাও। দিনের মাঝখানে ওদের কাজে বিরতি দাও। আর ওদের জন্য প্রচুর পরিমাণ পানির ব্যবস্থা করো।'

বিশ

সুরাটা দারুণ, গরুর মাংসটাও সুস্বাদু হয়েছে। আর মটরশুঁটির তরকারি মশলার জন্য খেতে মজা লাগছে। 'শানারকে যা-ই মনে করি না কেন,' মনে মনে ভাবলেন মেবা, 'লোকটা আনন্দ দিতে জানে।'

'খাবার পছন্দ হয়েছে আপনার?' রামেসিসের বড় ভাই জানতে চাইল।

'অসাধারণ! প্রিয় বন্ধু, মিশরের সবচেয়ে ভালো রান্নাঘরটি তোমার দখলে।'

জীবনের দীর্ঘ একটা সময় পররাষ্ট্র সচিব কাটিয়ে দিলেও, খাবারের প্রশংসা করার সময় মেবা কূটনীতির আশ্রয় নিচ্ছেন না। শানার আসলেই তার অতিথিদের সর্বোচ্চ আপ্যায়ন করে।

'রাজার রাজনীতি গোলমেলে লাগে না তোমার কাছে?' প্রবীণ কূটনীতিক জানতে চাইলেন।

'তাকে বোঝা সহজ নয়।'

শানারের এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি মেবাকে সন্তুষ্ট করল। তার চওড়া, সদয় মুখে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। শানার যে রামেসিসের পক্ষে চলে যায়নি, সেটা নিশ্চিত হবেন কেমন করে তিনি? রামেসিসের পক্ষ নিলে শান্তি এবং নিজের রাজপুত্র পদটা রক্ষা করতে পারবে সে। তাই তাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন মেবা। তবে তার মুখ থেকে সদ্য নিঃসৃত কথাগুলো মেবাকে চিন্তামুক্ত করল। না, শানার রামেসিসের পক্ষে চলে যায়নি।

'আমি তার এই নতুন নিয়োগগুলো মেনে নিতে পারছি না। সুদক্ষ সরকারি চাকুরীজীবীকে বরখাস্ত করে তাদের যেভাবে অপমান করছেন নতুন রাজা, আমার কাছে কাজগুলো হঠকারী মনে হচ্ছে।'

'আপনার সঙ্গে একমত আমি, মেবা।'

'একটা মালীকে কৃষির দায়িত্ব দেয়া, কী হাস্যকর! আমার মন্ত্রণালয়ে রামেসিস কী করবে, সে চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'আপনার সঙ্গে এ বিষয়েই আলোচনা করতে চাইছিলাম আজ।'

মেবা কাঁধ উঁচিয়ে দামী পরচুলাটা ঠিকঠাক করে বসলেন।

'আমাকে কিছু বলতে চাইছ?'

'প্রথমে আপনাকে সবকিছু খুলে বলছি, যেন আমার অবস্থাটা ঠিকমতো বুঝতে পারেন। গতকাল রামেসিস আমাকে আচমকা ডেকে পাঠায়। সবকিছু ফেলে তড়িঘড়ি

করে প্রাসাদে ছুটতে হয় আমাকে। ভাবতে পারেন, তারপরও ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে!'

'তুমি... প্রতিবাদ করোনি?'

'করেছি। প্রতিবাদ করাতে ওর সার্ডিনিয়ানটা আমার উপর চোটপাট দেখিয়েছে।'

'তুমি, রাজার ভাই...তোমার সাথে এই আচরণ! পরিস্থিতির তাহলে এমনই অবনতি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মেবা।'

'রাজার কাছে অভিযোগ করোনি তুমি?'

'ওরা আমাকে করতে দেয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পরিবারের চেয়ে ওর নিরাপত্তা বেশি অগ্রাধিকার পায়।'

'সেটি থাকলে এসব সহ্য করতেন না!'

'দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি আর আমাদের মাঝে নেই।'

'মানুষ আসে, আবার চলে যায়, টিকে থাকে শুধু প্রতিষ্ঠান। তোমার মতো একজন রাজপুত্র একদিন নিশ্চয়ই রাজা হবে।'

'সেটা দেবতাদের হাতে, মেবা।'

'আমার মন্ত্রণালয় নিয়ে কথা বলতে চাইছিলে না?'

'সে কথায় আসছি। দেহরক্ষী তল্লাশি চালানোর পর রাগে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে আরও বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছিল। ভেতরে ঢুকতেই রামেসিস আমাকে পররাষ্ট্র সচিব ঘোষণা করে!'

মেবার চেহারা পাংশুটে হয়ে গেল। 'তুমি, আমার জায়গায়? পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন।'

'বুঝিয়ে বলছি। ও আমার প্রত্যেকটা কাজে নজরদারি রাখার পরিকল্পনা করেছে। ও আপনাকে বাগে আনতে পারবে না, মেবা। কিন্তু আমাকে পুতুল বানিয়ে রাখতে পারবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের ভাইয়ের উপর দিয়েছে দেখে আমাদের মিত্ররা খুশি হয়ে ভাববে, রামেসিস পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভালোই মাথা ঘামায়। ওরা বুঝবে না যে, আমি স্রেফ একটা দম দেয়া পুতুল।'

মেবার চেহারায় হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। 'আমার জন্য এটা বিশাল এক ধাক্কা...'

'আমার জন্যেও। যতটা দেখাচ্ছে তার চেয়েও বড় ধাক্কা।'

'এই রাজা একটা দানব।'

'অন্যান্য কর্মকর্তারা দ্রুত জেনে ফেলবে। তাই আমাদের এত হতাশ হওয়া চলবে না।'

'তোমার পরামর্শ কী?'

'আপনার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় অবসর নিতে পারেন, কিংবা আমাকে এ যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন।'

'রামেসিসের কাজে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারি আমি।'

'ভান ধরুন সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আর আমার নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করুন।'

'রামেসিসের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যখন পেয়েছ, তখন ওর বারোটা বাজাবার অনেক সুযোগ পাবে।'

'বয়স হলেও বুদ্ধির ধার বিন্দুমাত্র কমেনি আপনার। এখন আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, এতগুলো বছর মন্ত্রণালয়টা কোনও ধরনের ঝামেলা ছাড়া চালিয়েছেন কীভাবে?'

মেবা শানারকে কূটনীতি সম্পর্কে সবকিছু বুঝিয়ে বললেন।

শানার মেবা'কে রামেসিসের আরেকটা ভুল পদক্ষেপের কথা বলেনিঃ আহসা'কে রামেসিস নিজের ডান হাত ভেবেছে। রামেসিসের বন্ধুর সঙ্গে তার চুক্তির কথা কাকপক্ষীকেও টের পেতে দেয়া যাবে না।'

লিটা'র হাত ধরে জাদুকর ওফির, দেবতা আতেন-এর শহরের প্রধান সড়কে ধীর পদক্ষেপে হাঁটছে। পরিত্যক্ত এই শহরে ধর্মচ্যুত ফারাও আখেনাতেন তার স্ত্রী, নেফারতিতিকে নিয়ে রাজত্ব করত। শহরের দালানগুলো এখনও অক্ষত। কিন্তু খোলা দরজা-জানালা দিয়ে মরুভূমির বালি ঢুকে পড়েছে ঘরগুলোর ভেতর।

আতেন-এর এই রাজত্ব পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে ভুতুড়ে শহর হয়ে আছে। আখেনাতেনের মৃত্যুর পর রাজসভা তার এই জমকালো মধ্য-মিশরীয় রাজধানী ত্যাগ করে প্রায় তিনশো মাইল দূরবর্তী আমনের ধর্মকেন্দ্র, থিবসে ফিরে যায়। আখেনাতেনের সূর্য দেবতা, আতেন-এর পূজা করা বেশিরভাগ প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী ছিল।

ওফিরের মতে আখেনাতেন ব্যর্থ। সূর্যের পূজা করার ব্যাপারটা পুরোপুরি হাস্যকর। ঈশ্বরের কোনও প্রতিকৃতি হয় না, তার কোনও প্রতীক নেই। ঈশ্বরের বাস স্বর্গে, মানুষের বাস পৃথিবীতে। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে, তাদের দেবতারা পৃথিবীতে বাস করে। তারা এক ঈশ্বরের মতবাদকে নাকচ করে দিয়েছে। এজন্য মিশরকে ধ্বংস করে দিতে হবে।

ওফিরের পূর্বপুরুষ আখেনাতেনের উপদেষ্টাদের একজন ছিল। জাতিতে লিবিয়ান সেই পূর্বপুরুষ রাজার সাথে আধ্যাত্মিক কবিতা লিখে আর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাত। পরবর্তীতে সে এই কবিতাগুলো পুবের এলাকায় বিতরণ করে। এমনকি সিনাই উপদ্বীপের বাসিন্দাদের মাঝেও বিতরণ করে, বিশেষ করে হিব্রুদের কাছে।

জেনারেল হোরেমহেব ওফিরের প্রপিতামহকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। কালো জাদু চর্চা এবং আখেনাতেনকে রাজার কর্তব্য ভুলিয়ে বিপথগামী করার

অভিযোগ এনেছিল হোরেমহেব তার বিরুদ্ধে। আখেনাতেনের জামাতা এবং উত্তরাধিকারী তুতেনখামন অল্প বয়সে মারা যাবার পর, জেনারেল হোরেমহেব ক্ষমতার দখল নেয়। তারপর উত্তরাধিকারী হিসেবে তার ঘনিষ্ঠ এক সেনা কর্মকর্তাকে নির্বাচন করে। সেই উত্তরাধিকারী হলেন রাজা প্রথম রামেসিস।

এ কথা সত্যি যে, ওফিরের প্রপিতামহ তার দেশের মানুষকে যে অপমান করা হয়েছে এবং তাদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, সেসবের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। তাই আখেনাতেনের ভগ্ন স্বাস্থ্যের সুযোগ নিয়ে রাজ্যের প্রতিরক্ষা নীতিতে চির ধরানোর জন্য নানা ধরনের কুপরামর্শ দিতে তিনি। প্রায় সফলও হয়ে গিয়েছিলেন।

আজ ওফিরের কাঁধে তার প্রপিতামহের দায়িত্ব। উত্তরাধিকারসূত্রে জাদুবিদ্যায় সে তার প্রপিতামহের দক্ষতা এবং প্রতিভা পেয়েছে। সেই সাথে পেয়েছে মিশরের প্রতি অদম্য ঘৃণা। এই ঘৃণা তার ধ্বংসাত্মক ক্রোধের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। মিশরকে নিজের পায়ের তলায় আনতে হলে ফারাওকে পরাজিত করতে হবে...রামেসিসকে হারাতে হবে।

লিটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তবু ওফির তাকে প্রতিটি দালান, দোকান, আখেনাতেনের দুর্লভ প্রাণি সংগ্রহশালা দেখাচ্ছে। তারা ইতিমধ্যে এই বিরান প্রাসাদে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ফেলেছে। রাজা আখেনাতেন আর নেফারতিতি তাদের ছয় মেয়ের সঙ্গে এখানে এখানে সময় কাটাতেন। নেফারতিতির ছয় মেয়ের একজন ছিল লিটা'র দাদী।

ওফির লক্ষ্য করছিল, এই ভ্রমণে লিটা আগ্রহী হয়ে উঠছে। যেন বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অবশেষে সচেতন হচ্ছে ও। সে আখেনাতেন আর নেফারতিতির শয়নকক্ষে অনেকক্ষণ কাটাল। একটা শূন্য দোলনায় ধপ করে বসে কেঁদে ফেলল।

কান্না শেষ হলে, ওফির তার হাত ধরে একজন ভাস্করের কাজের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা ঝুড়িতে মহিলা মূর্তির মাথা, আর পাথর খুদে মূর্তি তৈরির জন্য কিছু মডেল পড়ে আছে।

জাদুকর সেগুলো একে একে টেনে বের করতে লাগল।

আচমকা লিটা এক মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল। ওটার অনিন্দ্য সুন্দর মুখে হাত বোলাল। 'নেফারতিতি,' ফিসফিস করে বলল সে।

তারপর তার হাত তুলনামূলক ছোট আরেকটা পেলব চেহারার মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল।

'মেরিট-আতেন, "আতেন-এর প্রিয়", আমার দাদী। আর তার বোন... আর তার অন্য বোনেরা... আমার হারিয়ে যাওয়া পরিবার! অবশেষে আমার পরিবার খুঁজে পেয়েছি আমি।'

লিটা পলেস্তারার মাথাগুলো নিজের বুকে চেপে ধরল। একটা মাথা ওর হাত ফসকে নিচে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ওফির আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু লিটা নিঃশব্দে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাকি মাথাগুলো হাত থেকে নামিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। ভাঙা টুকরোগুলো পা'য়ের নিচে পিষে ফেলল।

'অতীত মৃত। মৃত অতীতকে কবর দিয়ে দেব আজ,' ফাঁকা দৃষ্টিতে বলল সে।

'না,' জাদুকর প্রতিবাদ করল। 'অতীত কখনও মারা যায় না। তোমার দাদী আর মা আতেনের পূজা করতেন বলে তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, লিটা। নির্বাসন আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছি আমি।'

'ঠিকই বলেছ, এবার আমার মনে পড়েছে... আমার দাদী আর মা'কে পাহাড়ে কবর দেয়া হয়েছে। আমিও অনেক আগেই তাদের সঙ্গে যোগ দিতাম। কিন্তু পিতার মতো আমাকে আগলে রেখেছ তুমি।'

'প্রতিশোধ নেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, লিটা। শৈশবে যে কষ্ট ভোগ করেছো, তার কারণ ছিল সেটি। সেটি মৃত। কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচার করার জন্য নিজের ছেলেকে রেখে গেছে সে। রামেসিসের পতন ঘটাতেই হবে। ওকে সাজা দিতে হবে তোমার।'

'আমার শহরে হাঁটতে চাই আমি।' লিটা বলল।

এবার ও আগ্রহ নিয়ে মন্দিরের ফটক, বাড়িঘরের দরজা ছুঁয়ে দেখছে। যেন বিরান শহরটার দখল নিচ্ছে। সূর্যাস্তের সময় নেফারতিতির প্রাসাদের টেরেসে বসে তার বিরান রাজ্য নিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল।

'আমার আত্মা শূন্য ওফির। তোমার বুদ্ধি সেই শূন্যতা পূরণ করবে।'

'আমি চাই তুমি রানি হও, লিটা। যেন এক ঈশ্বরকে তার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পারো।'

'ঘৃণা, ওফির। শুধু ঘৃণা। ঘৃণা তোমাকে পরিচালনা করে। আমি সেটা অনুভব করতে পারি। তোমার অন্তরে পাপ।'

'আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করছো?'

'আমার আত্মা শূন্য। সেই শূন্য আত্মা তুমি নিজের ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছো। ধীরে ধীরে আমার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন ঢেলে আমাকে তৈরি করেছো তুমি। আমার আত্মা এখন তোমার আর আমার প্রতিশোধের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত।'

তার প্রার্থনায় সাড়া দেবার জন্য ওফির নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

একুশ

থিবান সরাইখানায় আনন্দ উপচে পড়ছে। এ আনন্দের উৎস এক দল নাচিয়ে, ব-দ্বীপ থেকে আগত অপ্সরীর মতো সুন্দরী নারী এবং আবলুস কাঠের মতো মিশমিশে চামড়ার কয়েকজন নুবিয়ান। তালের রস থেকে প্রস্তুত সুরার পাত্রে চুমুক দিতে দিতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কামরায় নজর বোলাল মোজেস। কঠিন আরেকটা দিনের শেষে জনারণ্যে একা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল তার।

ওর কাছেই অদ্ভুত এক যুগল বসে আছে।

উজ্জ্বল চুল ও গায়ের রঙ, ভরাট বুক এবং নিতম্ব, আর আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারিণী এক যুবতী। যুবতীর সঙ্গের লোকটির বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি। রোগা লোকটা বিরক্ত মুখে যুবতীর পাশে বসে আছে। সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়ালের হাড়, খাড়া নাক, অস্বাভাবিক পাতলা ঠোঁট, আর শক্ত চিবুকের জন্য লোকটাকে শিকারি পাখির মতো দেখাচ্ছে। চেঁচামেচির কারণে মোজেস তাদের আলাপ শুনতে পারছে না। মাঝে মাঝে শুধু বয়স্ক লোকটার দুয়েকটা অর্থহীন কথা কানে আসছে।

নুবিয়ানরা আশেপাশের অন্যদের আমন্ত্রণ করছে উৎসবে যোগ দিতে। এক মধ্যবয়স্ক মাতাল, যুবতীর কাঁধে হাত রেখে তাকে নাচের আমন্ত্রণ জানাল। মেয়েটা চমকে গিয়ে কাঁধ থেকে লোকটার হাত সরিয়ে দিল। লোকটা জোরাজুরি করতে থাকায়, মেয়েটার চিল-চক্ষু সঙ্গী ডান হাত বাড়াল। সাথে সাথে মাতাল লোকটা ত্বরিত গতিতে পিছিয়ে গেল, যেন মুখে কেউ সজোরে ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে। বিড়বিড় করে ক্ষমা চেয়ে সটকে পড়ল।

লোকটার হাত নাড়ানোর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত এবং বাধাহীন ছিল। তবে নিজের দর্শন ক্ষমতার উপর আস্থা আছে মোজেসের। জানে, ও ঠিক দেখেছে। আকর্ষণীয় এই চরিত্রে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী সে।

এই যুগল সরাইখানা থেকে বের হতে, মোজেস ওদের পিছু নিল। শ্রমিকদের কুঁড়ে, সরু গলির ভেতর দিয়ে ওরা থিবসের দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, ওদের হারিয়ে ফেলেছে। তারপরই সে লোকটার দৃঢ় পদশব্দের আওয়াজ শুনতে পেল।

রাতের শেষভাগে সারা রাস্তা এখন নির্জন। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। বাদুরের দল ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। যত এগোচ্ছে, মোজেসের আগ্রহ ততই বাড়ছে। ছোট ছোট কুঁড়েগুলোর মাঝখান দিয়ে মানুষ দু'জনকে এগিয়ে যেতে দেখল সে। কুঁড়েগুলো ভেঙে এখানে শীঘ্রই নতুন স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। এজন্য আশেপাশের সব বাসিন্দা বাড়িঘর খালি করে চলে গেছে।

যুবতীটি একটা দরজায় ধাক্কা দিল। তীক্ষ্ণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে রাতের নীরবতা খান খান করে দিয়ে দরজাটা খুলে গেল। লোকটাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মোজেস ইতস্তত করল।

তার কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ওদের পরিচয়, এখানে কী করছে, এসব জানতে চাওয়া উচিত? সে উপলব্ধি করল,মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোটা খুব হাস্যকর দেখাবে। কারণ সে পুলিশের লোক নয়। কোন কুক্ষণে যে ওদের পিছু নিতে গিয়েছিল! নিজের উপর রেগে গিয়ে ও ঘুরে দাঁড়াল, একেবারে চিল-চক্ষু লোকটার মুখোমুখি।

'আমাদের পিছু নিয়েছো, মোজেস?'

'তুমি আমার নাম জানো কীভাবে?

'সরাইখানায় জিজ্ঞেস করতেই তোমার পরিচয় বলে দিয়েছে। ফারাও-এর বন্ধু হবার সুবাদে বেশ বিখ্যাত তুমি।'

'তুমি কে?'

'আগে বলো আমাদের পিছু নিয়েছিলে কেন?'

'এমনি, কোনও কারণ নেই...'

'দুর্বল অজুহাত।'

'হয়তো, কিন্তু এটাই সত্যি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, আমি যাই।'

লোকটা সামনের দিকে হাত বাড়াল।

মোজেসের সামনে, ধূলিময় রাস্তা কেঁপে উঠল। ভয়ানক হিস্‌হিস্ শব্দ তুলে একটা বিষধর ভাইপার গড়িয়ে চলে গেল।

'জাদুবিদ্যা!' মোজেসের গলায় প্রতিবাদ।

'সাপটাকে কাছে আসতে দিও না। ওটার কিন্তু অস্তিত্ব আছে; আমার জাদুতে হাজির হয়নি।'

হিব্রু মোজেস ঘুরে দাঁড়াল। ওর পিছনে আরেকটা সাপ হাজির হয়েছে।

'নিজের জীবন যদি তোমার কাছে মূল্যবান হয় তাহলে আমার সঙ্গে এসো।'

ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করতে থাকা দরজাটা খুলে গেল।

এই সরু গলিতে সরীসৃপগুলোর হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। সেটাউ এখন কোথায়? এখন ওকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মোজেস নিচু ছাদওয়ালা একটা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটার মেঝেতে ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে। লোকটা তার পিছু পিছু ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

'পালানোর চেষ্টা করো না। ভাইপারগুলোর কাছ থেকে পালাতে পারবে না। সময় হলে ওগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।'

'কী চাও তোমরা?'

'কথা বলতে চাই।'

'এক ঘুসিতে তোমাকে শুইয়ে দিতে পারি আমি।'

লোকটা হাসল। 'তোমার জায়গায় থাকলে আমি এ চেষ্টা করতাম না। সরাইখানায় কী হয়েছিল, মনে আছে?'

যুবতীটি একটা কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে ঘরের এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে।

'ও কি অসুস্থ?'

'ও অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। সূর্য উঠলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার কাছ থেকে কী আশা করছো, বলবে?'

'আমার নাম ওফির। জন্ম লিবিয়ায়। আমি জাদুবিদ্যা চর্চা করি।'

'কোন্ মন্দিরের অনুমতি নিয়েছো?'

'কোনওটির অনুমতি নেইনি।'

'তার মানে, তোমরা ধর্মচ্যুত!'

'আমার অল্পবয়স্ক সঙ্গিনী আর আমি অপরাধীর মতো জীবন যাপন করি। আজ এক জায়গায় থাকি তো কাল আরেক জায়গায়।'

মোজেস হতবুদ্ধি হয়ে গেল। 'আমি আসলে বুঝতে পারছি না...'

'এই দুর্বল যুবতীর নাম লিটা। ও মহান আখেনাতেনের ছয় কন্যার একজন, মেরিট-আতেনের নাতনী। তিনি মারা গেছেন, পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে। তার রাজধানী পরিত্যক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে তার নাম...এসবের একটাই কারণ, তিনি মিশরের মানুষকে একমাত্র দেবতা হিসেবে আতেনের পূজা করাতে চেয়েছিলেন।'

'তার কোনও অনুসারীকে শাস্তি দেয়া হয়নি!'

'না, সবাই ওদের কথা ভুলে গেছে। এটা আরও ভয়াবহ শাস্তি। তার মেয়ে এবং তুতেনখামনের বিধবা স্ত্রী, আনখেসেনামন'কে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

তারপর হোরেমহেব আর তার জোচ্চোর উত্তরাধিকারীরা মিশরের দুই রাজ্যের ক্ষমতার দখল নেয়। যদি ন্যায়বিচার থাকত, তাহলে লিটা হতো মিশরের রানি।'

'রামেসিসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাও তোমরা?'

ওফির আবারও হাসল। 'আমি কেবল এক বুড়ো জাদুকর। লিটা দুর্বল আর হতাশ। মিশরের ক্ষমতাবান ফারাও-এর জন্য আমরা কোন হুমকি নই। কিন্তু একটা শক্তি আছে, যা তাকে টলিয়ে দিতে সক্ষম।'

'কী সেই শক্তি?'

'আসল ঈশ্বর, মোজেস। সত্যিকারের ঈশ্বর, শীঘ্রই তারা তার রোষানলে পড়বে, যারা তাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে!'

ওফিরের গম্ভীর, গমগমে গলার আওয়াজে কুঁড়েঘরের দেয়াল উঠছে। মোজেস ভয় এবং মুগ্ধতার এক অস্বস্তিকর দোটানায় পড়েছে।

'তুমি একজন হিব্রু, মোজেস।'

'আমি মিশরের নাগরিক।'

'তোমার আর আমার মাঝে কোনও তফাত নেই, দু'জনই নির্বাসিত। আমরা দু'জনই পবিত্র ভূমির সন্ধান করে চলছি, যে ভূমি একগাদা দেবতার ভিড়ে ক্লেদাক্ত থাকবে না। তুমি একজন হিব্রু, মোজেস। তোমার স্বজাতি দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। তারা তাদের পিতাদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে চায়, আখেনাতেনের মহা পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে চায়।'

'হিব্রুরা মিশরে সুখে আছে, ওদের পর্যাপ্ত বেতন এবং খাবার দেয়া হয়।'

'ওদের পার্থিব চাহিদা হয়তো মিটেছে, কিন্তু এটুকুই ওদের জন্য যথেষ্ট না।'

'তুমি যদি এত নিশ্চিত হও, তাহলে নিজেই ওদের নবী হচ্ছো না কেন?'

'আমি কেবল একজন লিবিয়ান। তোমার মতো বিশ্বাস কিংবা প্রভাব কোনটাই অর্জন করতে পারিনি।'

'তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ, ওফির। হিব্রুদের রামেসিসের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার মানে হলো, ওদের ধ্বংস ডেকে আনা। বিদ্রোহ করে দেশ ত্যাগ করার কোন ইচ্ছে নেই ওদের। আমাকে দেখো, আমি রামেসিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'তোমার ভেতর একটা ছাইচাপা আগুন জ্বলছে, আখেনাতেনের মতো। এখনও তার অনুসারী আছে। আমরা তাদের একজন একজন করে খুঁজে বের করতে শুরু করব।'

'তার মানে, তুমি আর লিটা একা নও?'

'আমাদের খুব সতর্ক থাকবে হবে। তবে দিন দিন আমাদের বিপ্লবের আকৃতি বাড়ছে। আখেনাতেনের পথই আগামীর ধর্ম।'

'রামেসিস রাজি হবে কিনা, এ ব্যাপারে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।'

'তুমি ওর বন্ধু, মোজেস। ওকে আলোর পথ দেখাতে পারবে তুমি।'

'আমি নিজেই কি সেই পথের দেখা পেয়েছি?'

'তোমার নেতৃত্বে হিব্রুরা এক ঈশ্বরে তাদের যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে।'

'উদ্ভট চিন্তা!' মোজেস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল।

'শুধু অপেক্ষা করে দেখো না কী হয়।'

'রাজার বিরুদ্ধে যাবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

'ওকে আমাদের পরিকল্পনার বাইরে রাখো। ওর কোনও ক্ষতি হবে না।'

'বাকোয়াজ বন্ধ করে লিবিয়া ফিরে যাও, ওফির।'

'যে নতুন ভূমির কথা বললাম সেটার কোন অস্তিত্ব নেই এখন পর্যন্ত। তুমিই হবে সেই ভূমির স্থপতি।'

'দুঃখিত। আমার অন্য পরিকল্পনা আছে।'

'তুমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তাই না?'

মোজেস বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। 'এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই আমার।'

'নিজের নিয়তি থেকে পালিও না।'

মোজেস দরজার দিকে পা বাড়াল। ওফির ওকে থামালো না। 'সাপগুলো গর্তে ফিরে গেছে,' জাদুকর ঘোষণা দিল।

'বিদায়, ওফির।'

'দেখা হবে, মোজেস।'

বাইশ

দিনের আলো ফুটে ওঠার বেশ কিছুক্ষণ আগেই নিজের ঘর ত্যাগ করল বাখেন। পুরোহিত ছেলেটা ন্যাড়া মাথা আর দেহ ধুয়ে গায়ে চড়ালো সাদা কিল্ট। একটা পানি নেবার পাত্র তুলে নিয়ে রওনা দিল পবিত্র লেকের দিকে, যেখানে সোয়ালোরা উড়ে উড়ে নতুন এক দিনের আগমনী ঘোষণা দিচ্ছে। প্রশস্ত লেকটা প্রতিনিধিত্ব করে নান-এর পানির, যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে সমস্ত প্রাণ। অল্প একটু নিয়ে নিল বাখেন, নানা ধরনের কাজে আসবে এই পানিটুকু। বিশেষ করে পরিশুদ্ধকরণে।

'বাখেন? আবার দেখা হলো আমাদের!'

ঘুরে দাঁড়াল পুরোহিত, কথাটা কে বলেছে তা দেখতে চায়।

'রামেসিস...'

'যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম, তুমি ছিলে আমার প্রশিক্ষক। যতদূর মনে পড়ে, আমরা একবার লড়াই করেছিলাম। অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছিল সেই লড়াই।'

বাউ করল বাখেন। 'সেই অতীত এখন আর আমার সঙ্গী নয়, মহামান্য। এখন আমার মালিক কেবল কারনাক।'

রাজকীয় আস্তাবলের প্রাক্তন পরিদর্শক আর প্রখ্যাত ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা বাখেনের দেহ অবিকল আগের মতোই আছে। সেই একই রুক্ষ অবয়ব, চারকোনা চেহারা, কর্কশ কণ্ঠ। এছাড়া অবশ্য লোকটাকে দেখলেই মনে হয়, এ একজন পুরোহিত।

'কারনাকের মালিক কে? ফারাও নন?' জানতে চাইলেন রামেসিস।

'এটা আবার কেমন প্রশ্ন!'

'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত বাখেন। কিন্তু আমার জানাটা খুব জরুরী যে, তুমি কি শত্রু না মিত্র?'

'ফারাও-এর শত্রু হতে যাব কোন দুঃখে?'

'আমন-এর প্রধান পুরোহিত আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, শোননি?'

'ক্ষমতার রাজনীতি...'

'এড়িয়ে যেও না, বাখেন। এক বনে দুই সিংহ থাকতে পারে না।'

অবাক দেখাল পুরোহিতকে।

'আমি কেবল আমার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছি। আমি...'

'যদি আমাকে বন্ধু ভেবে থাকো, তাহলে আমার সাথে যোগ দাও।'

'আমি আপনার এমন কী উপকারে আসতে পারি!'

'এই দেশের অন্য সব মন্দিরের মতোই, কারনাকেরও সততার প্রতীক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা উচিত। কী বলো? কিন্তু যদি তা না হয়? কী করবে তখন?'

'আগে যেমন ঘোড়াগুলোকে চাবকাতাম, তেমনি অপরাধীদের চাবকাব!'

'আমার এই উপকারটাই তুমি করতে পার, বাখেন। প্রমাণ করে দাও যে কারনাকের কেউ মা'তের আইন অমান্য করছে না।'

এই বলে চলে গেলেন রামেসিস। তৎক্ষণাৎ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বাখেন। কারনাক এতো দিনে ওর দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু তবুও, ভাবল সে, ফারাও-এর আদেশ মানতে পারাটাকে সবার উপরে স্থান দেয়া উচিত।

সিরিয়ান ব্যবসায়ী রাইয়া, থিবস বাজারের সবচেয়ে লোভনীয় জায়গাটায় দোকান বসিয়েছে। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের ব্যক্তিগত রাঁধুনিদের কাছে ওর বিক্রি করা মাংসের খুব চাহিদা। আর মহিলারা তো তার আমদানি করা নিত্য নতুন এশিয়ান ফুলদানি বলতে পাগল।

বাধ্যতামূলক শোক দিবস পালন শেষ হবার সাথে সাথে আবার নবদ্যোমে শুরু হয়েছে ব্যবসা। ভদ্রতার প্রতিমূর্তি রাইয়ার সুনামও আছে বেশ। আর তাই, দিনে দিনে ওর গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েই চলছে। কর্মচারীদেরকেও ভালো অংকের টাকা বেতন দেয় সে, কাজের প্রশংসাও করে। তাই তারাও রাইয়ার স্তুতিতে পঞ্চমুখ।

নাপিতকে বিদায় দিয়ে, সুন্দর করে ছাটা দাঁড়িতে হাত বুলালো ব্যবসায়ী। এরপর মন দিল হিসাব নিকাশের কাজে। আগেই সবাইকে বলে রেখেছে, ওকে যেন বিরক্ত না করা হয়।

গরম পড়েছে প্রচণ্ড, হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অনুভব করল রাইয়া। আসলে সময়টাই ওর ভালো যাচ্ছে না। এমনকি যে গ্রীক যুবককে সে ভাড়া করেছিল, সে-ও রামেসিসের অফিসে অনুপ্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। সিরিয়ান ব্যবসায়ী আসলে চাচ্ছিল রামেসিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারনা পেতে। কপাল মন্দ, বেশ কড়া সেই ব্যবস্থা। সঠিক খবর পেতে হলে সম্ভবত ঘুষ প্রদান করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

অফিসের দরজায় কান ঠেসে ধরল ব্যবসায়ী। নাহ, কোনও আওয়াজ নেই। কেউ ওর উপর নজর রাখছে বলেও মনে হয় না। নিশ্চিত হবার জন্য একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়াল সে, আগে থেকে করে রাখা ছোট একটা ছিদ্রের উপর চোখ রাখল।

নিশ্চিত হয়ে, দক্ষিণ-সিরিয়া থেকে আমদানী করা ফুলদানি ভর্তি স্টোররুমটাতে প্রবেশ করল রাইয়া। দক্ষিণ সিরিয়ার আর মিশর মিত্রপক্ষ। ওর গ্রাহিকারা এই সব ফুলদানীর বড় ভক্ত। তাই একবারে একটার বেশি বাইরে বের করে না ব্যবসায়ী

লোকটা। এই মুহূর্তে বিশেষ একটা ফুলদানি খুঁজছে সে। ওটার কানার নিচে একটা ছোট লাল ফোঁটা আঁকা। ভেতরে ফুলদানিটার দাম আর বিবরণ খোদাই করা একটা কাঠ রয়েছে। এই কাঠটাই ওর লক্ষ্য।

ওখানে খোদাই করা লেখা গুলো আসলে কোড, আর কোডটা পড়াও খুব সহজ। রাইয়ার হিট্টি প্রভুরা খুব সহজে বোঝা যায় এমন একটা ম্যাসেজ দিয়েছেঃ রামেসিসের বিরুদ্ধাচারণ করো আর শানারকে সমর্থন দাও।

'দারুণ জিনিস।' উহ আহ করতে করতে বলল শানার। হাতে রাইয়ার দেখানো ফুলদানি ধরে আছে।

'কাজটা এক বৃদ্ধ শিল্পীর করা। যে তার সব জ্ঞান আর কাউকে না দিয়েই কবরে যেতে চায়।'

'এর বিনিময়ে তোমাকে দিতে পারি, প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় এমন ছয়টা গাভী, একটা আবলুস কাঠের তৈরি খাট, আটটা চেয়ার, বিশ জোড়া স্যান্ডেল আর একটা ব্রোঞ্জের আয়না।'

'আপনার অনেক দয়া, মহামান্য। কষ্ট করে আপনার সীলটা আমার খাতায় ব্যবহার করলে, চুক্তি পাকা করে ফেলা যেত।' বাউ করে বলল ব্যবসায়ী, পথ দেখিয়ে রাজপুত্রকে নিয়ে গেল নিজ অফিসে। এখানে বসে 'আসল' চুক্তির ব্যাপারে কথা বলা যাবে।

'সুখবর আছে,' দরজা বন্ধ হতে না হতেই বলে বসল সে। 'আমাদের বিদেশী বন্ধুরা আপনার পরিকল্পনা যেন প্রীত হয়েছেন। তারা আপনাকে সমর্থন দিতে চান।'

'কীসের বিনিময়ে? শর্তগুলোও বলো।'

'কোনও শর্ত নেই।'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এই মুহূর্তে আমরা নাহয় শুধু মুল বিষয়টা নিয়েই একমত হই। সেটাই তো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে অভিনন্দন জানাই মাননীয়। আমার তো এখনই মনে হচ্ছে যে আমি পরবর্তী ফারাও এর সাথে বসে আছি, কথা বলছি!'

শানারের অনুভূতিও অনেকটা সেরকম। তবে কিনা হিট্টিদের সাথে গোপন এই চুক্তি যেমন কার্যকর তেমনি ভীতিকর, ঠিক যেন কোনও মারাত্মক বিষের মতো। মিশরের বা নিজের কোনও ক্ষতি হতে না দিয়ে কী করে এই চুক্তিটাকে কাজে

লাগানো যায়, সেই উপায় ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। কাজটা খাদের উপরে টান টান করে পেতে রাখা রশি দিয়ে হাটার মতোই কঠিন আর সূক্ষ্ম।

তবে জানে, কাজটা সে করতে পারবে!

'আপনার উত্তর?' জানতে চাইল রাইয়া।

'আমার ধন্যবাদ জানাও, আর বলো এদিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই চলছে...তবে নতুন স্বরাষ্ট্র সচির হিসেবে বেশ ব্যস্ত আমি।'

'দারুণ!' সিরিয়ানকে দেখেই বোঝা গেল যে সে আশ্চর্য হয়েছে।

'হুম, যদিও নজরদারীতে আছি।'

'আমি ও আমার বন্ধুরা আশা করব, পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করবেন আপনি।'

'তোমার বন্ধুদের যেটা করা উচিত, তা হলো মিশরের বশ্যতা স্বীকার করেছে এমন দূর্বলমনা রাজকুমার আর শাসকদের কিনে নেয়া। আর যতটা সম্ভব, যত দ্রুত সম্ভব মিথ্যা গুজব রটানো।'

'কী ধরনের গুজব?'

'ভাবী আক্রমণের আশংকা, সিরিয়ার পুরোটা মিশরের হাতছাড়া হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, লেবানিজ পোতাশ্রয় গুলো দখলে নেয় ইত্যাদি। এসব খবর পেলে রামেসিস মাথা গরম না করে পারবে না।'

'স্বীকার করতেই হয়, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণে বেড়ে গেল!'

'বুদ্ধির অভাব নেই আমার, রাইয়া। তোমার বন্ধুদের আমাকে বেছে নেবার জন্য আফসোস করতে হবে না।'

'আশা করি আমার দিকটাও মহামান্যের নজরে থাকবে।'

'ফুলদানির জন্য যা যা দিব বলেছি, তার সাথেও এক থলে ভর্তি নুবিয়ান স্বর্ণ পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

কথা সেরে বাইরে চলে এলো শানার, ওর অবস্থানের একজন মানুষের কোনও ব্যবসায়ীর অফিসে বেশি সময় কাটানোটা শোভা পায় না। তাছাড়াও, মনের মাঝে নানা ধরনের চিন্তা ঘোরাফেরা করছে।

আহসাকে কি মিশরের চিরশত্রুর সাথে গাঁটছড়া বাধার কথা জানানো উচিত হবে? না, হবে না। ডান হাত কী করছে না করছে, তা বাম হাতকে জানানোর কী দরকার!

সিকামোরের মিষ্টি ছায়ায় বসে, রাজমাতা টুইয়া তার স্বামীর স্মৃতিচারণা করছিলেন। সেটি'র রাজত্বের সময়টুকুতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিবস এসেছিল, সেগুলো লিখে

রাখছেন। স্বামীর প্রতিটা কথা, প্রতিটা কাজ তার এখনও মনে আছে। এককথায় বলতে গেলে, এই ক্ষীণকায় মহিলার মাঝেই বেঁচে আছেন সেটি।

রামেসিসকে এগিয়ে আসতে দেখলেন তিনি, ছেলেটার মাঝে ওর পিতার ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে। অধিকাংশ পুরুষের মাঝে যে দুর্বলতাগুলো থাকে, তা তার এই সন্তানের মাঝে নেই। বরঞ্চ অবিলিস্কের মতো হার না মানা এক মনোভাব নিয়ে ঝড়ের মাঝেও দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আছে। যৌবন আর মানসিক শক্তি তো আছেই।

মা'র হাতে চুমো খেয়ে তার ডান পাশে বসে পড়লেন রামেসিস।

'তুমি সারাদিন লেখালেখি করো।'

'সারা রাতও লিখি। যদি কিছু বাদ দেই, তাহলে তো তুমিই আবার ধরে বসবে! কিন্তু সে কথা থাক, তোমাকে দেখে চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

এক নজর দেখেই সন্তানের অবস্থা বুঝে ফেলতে পারেন টুইয়া।

'আমনের প্রধান পুরোহিত আমার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করছে।'

'সেটি এমন আন্দাজই করেছিলেন। দুশ্চিন্তা করো না, আজ না হয় কাল এমনটা হতোই।'

'তিনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন?'

'তিনি কী করতেন তা তুমি জানো। আসলে এ পরিস্থিতিতে করার মতো একটা কাজই আছে।'

'নেফারতারিও তাই বলল।'

'সে তো মিশরেরই রানি, মা'তের আইন প্রতিষ্ঠা তারও একমাত্র লক্ষ্য।'

'মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে বেশি ভালো হত না?'

'যেখানে রাষ্ট্রের কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে, সেখানে একচুল পরিমাণ ছাড় দেয়া যায় না।'

'আমনের প্রধান পুরোহিতের বিরুদ্ধে কিছু করলে তার প্রতিক্রিয়া হবে চরম।'

'তোমাদের মাঝে মাত্র একজনই দেশ শাসন করতে পারে। কে হবে সেই একজন? তুমি? নাকি আমনের পুরোহিত?'

তেইশ

দলনেতার পিছু পিছু মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল গাধার দল। বয়স্ক গাধাটার অবশ্য রাস্তা মুখস্ত। অন্যদেরকে ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলল সে।

পুরো চালানটাই এসেছে। বাখনকে অন্য একজন পুরোহিতের সাথে পাঠানো হয়েছে মাল বুঝে নেবার জন্য। প্রতি প্রস্থ লিলেনের সাথে ট্যাগ থাকার কথা। সেগুলো একটা খাতায় টুকেও রাখতে হবে। বিশেষ করে ওগুলো কোথা থেকে এসেছে আর ওগুলোর মান কেমন, তা।

'ভালো জিনিস,' মন্তব্য করল বাখেনের সঙ্গি। শেয়ালের সাথে কেমন যেন অদ্ভুত এক সাদৃশ্য আছে লোকটার চেহারায়। 'কারনাকে অনেক দিন ধরে আছ নাকি?'

'কয়েক মাস তো হবেই।'

'কেমন লাগছে?'

'যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমনটাই।'

'আর কিছু করো না?'

'নাহ, এখন আমি শুধু একজন পুরোহিত।'

'আমি একেকবারে দুই মাস দায়িত্ব পালন করি। এরপর গিয়ে কয়েকদিন ফেরি পরিদর্শক হিসেবে কাজ করি। এখানকার মতো অতোটা করা না শহরের জীবন!'

'তাহলে কেন এখানে আসো?'

'সে কথা নাহয় গোপনই থাক। ভালো কথা, আমি সবচেয়ে ভালো লিলেনটা বেছে নিচ্ছি। তুমি বাকিগুলো খাতায় তুলে ফেল।'

সবগুলো গাধার পিঠ থেকে বোঝা নামাবার পর, শ্রমিকেরা লিলেনগুলো একটা স্লেজের উপর শোয়ালো। কাপড় দিয়ে স্লেজটা আগেই ঢেকে দেয়া হয়েছে। ভালো মতো পরীক্ষা করে বাখন একে একে কাঠের একটা বোর্ডে তোলা শুরু করল, এমনকি কবে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে, তা-ও তুলতে ভুলল না। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছিল, ওর সঙ্গি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। লিলেন দেখার চাইতে চারপাশের প্রতি তার অধিক মনোযোগ।

'আমি তৃষ্ণার্ত,' বলল লোকটা। 'দুই-এক ঢোক হয়ে যাক?'

'কেন নয়?'

শেয়াল মুখো পুরোহিত স্টোররুম থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের কাঠের টুকরাটা একদম সামনের গাধার পিঠে রেখে গেল। কী লেখা আছে ওতে, তা দেখতে বাখেনের বেগ পেতে হলো না।

যা লেখার কথা, তার কিছুই নেই। বরঞ্চ অর্থহীন কিছু হায়ারোগ্লিফ দিয়ে ভর্তি কাঠের টুকরাটা।

কিছুক্ষণের মাঝেই ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে ফিরে এলো পুরোহিতটা, ততক্ষণে বাখেন আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে।

'এই নাও...এত গরমে আমাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে! একদম অমানবিক।'

'গাধারা কিন্তু কোনও আপত্তি জানাচ্ছে না।'

'হাসাচ্ছে।'

'আচ্ছা, তোমার কাজ তো প্রায় শেষ। তাই না?'

'আরে না! এখনও এই কাপড় গুলে তুলে রাখা বাকি আছে।'

'আমাদের এই কাষ্ঠ খণ্ডের কী হবে?'

'তোমারটা তুমি আমাকে দিয়ে দেবে। আমি আমারটার সাথে এক করে প্রধান অফিসে দিয়ে আসব।'

'অফিসটা কি এখান থেকে দূরে?'

'হাঁটা দূরত্বে, কিন্তু একেবারে কাছেও বলা যায় না।'

'তুমি তো আমার চেয়ে পুরনো লোক। আমিই নাহয় হাঁটা হাটির কষ্টটুকু করলাম।'

'দরকার নেই। তোমাকে ওরা চিনবেই না।'

'তাহলে তো নিজেকে পরিচিত করার জন্য হলেও যাওয়া উচিত।'

'তুমি তো কীভাবে কী করতে হবে তা জানো না। আর প্রধান অফিসের ওরা সময় নষ্ট করা পছন্দ করে না।'

'একদিন না একদিন তো শিখতেই হবে।'

'প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু থাক, আমিই নিচ্ছি দায়িত্বটা।'

কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হলো লোকটাকে। সরে দাঁড়ালো সে, যেন বাখেন তার কাঠের লেখা পড়তে না পারে।

'হাতে টান লেগেছে?' বাখেন জানতে চাইল।

'নাহ, আমি ঠিক আছি।'

'আরেকটা প্রশ্ন: তুমি কি আসলে লিখতে জানো?'

যুদাংদেহী মনোভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পুরোহিত। 'মানে?'

'তোমার কাষ্ঠখণ্ড আমি দেখেছি।'

'নাক গলানোর স্বভার আছে দেখছি!'

'কে নাক না গলিয়ে থাকবে? কেননা তুমি বলতে গেলে সারাদিন কোনও কাজই করো নি। যদি চাও, তোমার হয়ে আমিই নাহয় সব টুকে নিচ্ছি। তা না হলে তো বিপদে পড়বে।'

'আমার সাথে ন্যাকামি করো না, বাখেন।'

'ভুল কিছু বললাম নাকি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। ভাগ চাচ্ছ তো? দিলাম নাহয়, তাই বলে কাজের একদম প্রথম দিনেই?'

'পুরোটা খুলে বলো।'

শেয়াল মুখো লোকটা কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'মন্দিরের পয়সার অভাব নেই। আসলে সারা মিশরে এমন ধনী মন্দির আর নেই। অথচ পুরোহিতদের কিচ্ছু দেয়া হয় না। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরকেই করে নিতে হয়। এক দুই প্রস্থ লিলেন হারিয়ে গেলে কারনাকের কিছু যাবে আসবে না। বুঝতে পারছ?'

'অফিসের ওরা এসব জানে?'

'এক লিপিকার আর গুদামের দুই ফোরম্যান আমাদের সাথে আছে। আমরা যে লিলেন নিয়ে বিক্রি করি, ওগুলো টোকা থাকে না। তাই ভয়েরও কিছু নেই।'

'যদি ধরা পড়?'

'বললাম না, ভয়ের কিছু নেই?'

'তবুও, যদি কেউ মুখ খোলে।'

'খুললেই বা কি? এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না। এখন বলো, তুমি কতটুকু অংশ চাও?'

'লিপিকার যা নেয়। আসলে আমি সবচেয়ে বেশি ভাগ চাইছি।'

'সাহস আছে তোমার! আমার মনে হয়, আমরা একসাথে কাজ করতে পারব। এভাবে চললে কয়েক বছরের মাঝেই আমাদের হাতে যথেষ্ট জমে যাবে, এতো খাটুনি খাটতে হবে না। যাক, এসো, এবারের চালানের কাজ শেষ করি।'

নড করে কাজে ফিরে গেল বাখেন।

সূর্য ফারাও-এর বেডরুমে উঁকি দিয়ে দেখল, নেফারতারি স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে। দুজনেই প্রত্যেক সকালের এই অলৌকিকত্বকে উপভোগ করেন। সূর্যকে পুজা করতে ভোলেন না।

'আমার প্রয়োজন তোমার জাদুর, নেফারতারি। দিনটা খুব একটা সহজে কাটবে না।'

'রাজমাতা তাহলে কারনাকের ব্যাপারে আমার সাথে একমত?'

'আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমরা দুজন যুক্তি বুদ্ধি করে কাজ করো!'

'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক।' হাসতে হাসতে বলল রাজমহিষী।

'তোমরা দুজনে মিলে আমাকে বোঝাতে পেরেছ। আজকে আমনের প্রধান পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হবে।'

'এতোদিন অপেক্ষা করলে কেন? কী দরকার ছিল?'

'আমার অব্যস্থাপনার প্রমাণ দরকার ছিল।'

'পেয়েছ?'

'বাখেনকে কাজে লাগিয়েছিলাম। ও একটা চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে। গুদামের একদল কর্মীরা লিলেন চুরি করে বিক্রি করত। এর মানে হয় প্রধান পুরোহিত নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত আর নয়ত কারনাকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা তিনি জানেন না। যেটাই হোক, তাকে সরে যেতেই হবে।'

'বাখেনকে বিশ্বাস করা যায়?'

'বয়স কম, তবে কারনাকের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এই ঘটনায় দারুণ নাড়া খেয়েছে সে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, আরেকজনের ঘাড়ে পা দিয়ে উপরে উঠতে চাওয়ার মতো লোক সে নয়।'

'প্রধান পুরোহিতের সাথে কখন দেখা করতে যাবে?'

'আজ সকালের প্রথম কাজই এটা। আমি নিশ্চিত যে সব এই চক্রের সাথে জড়িত থাকার কথা সরাসরি অস্বীকার করবে। উল্টো আমাকে মিথ্যা অপবাদ দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে।'

'প্রমাণ যদি হাতে থাকেই, তাহলে এমন ইতস্তত করছ কেন?'

'আমার ভয় হচ্ছে, সে খাদ্য বন্টন নিয়ে ঝামেলা পাকাবে। গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্য এই ঝুঁকি নিতে হচ্ছে এখন আমাকে।'

স্বামীর কণ্ঠের বিষাদ মুগ্ধ করল নেফারতারিকে। এই কণ্ঠ কোনও স্বৈরশাসকের নয়, যে ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে বিপক্ষকে সাজা দিচ্ছে। বরং এই কণ্ঠ এমন এক ফারাও-এর, যার উদ্দেশ্য মিশরের উচ্চ আর নিম্নভূমির সংরক্ষণ।

'একটা দোষ স্বীকার করতে চাই।' স্বপ্নাতুর চোখে বললেন তিনি।

'কী? কারনাকের ব্যাপারে সব কথা আমাকে বলোনি?'

'ওসব কিছু না।'

'তাহলে আমার মা তোমাকে তার দূত হিসেবে ব্যবহার করেছেন!'

'তা-ও না।'

'কথাটা কি কোনওভাবে প্রধান পুরোহিতের সাথে সম্পর্কযুক্ত?'

'নাহ, তবে ব্যাপারটা এই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎকে নাড়া দিলেও দিতে পারে।'

'বলে ফেল না! আর কতক্ষণ এই অত্যাচার চালাবে?'

'আরও কয়েকটা মাস। রামেসিস, আমি গর্ভবতী।'

আলতো করে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করলেন রামেসিস। 'দেশের সেরা চিকিৎসকদের এখনই তোমার পাশে থাকার আদেশ দিচ্ছি।'

'এতটা দুশ্চিন্তা করো না তো!'

'না করেই বা উপায় কী? সন্তান চাই, মানছি। কিন্তু আমার কাছে তোমার জীবন আর স্বাস্থ্যের দাম আরও অনেক বশি।'

'যতটা শুশ্রূষা সম্ভব, তা আমি এমনিতেও পাব।'

'এক কাজ করি, তোমার জনসম্মুক্ষে বের হবার পরিমাণ কমিয়ে দেই?'

'না, আমি তোমার পার্টনার। মনে নেই?'

অস্থির হয়ে উঠছেন রামেসিস। প্রধান পুরোহিত এরইমাঝে এত বেশি দেরি করে ফেলেছেন যে, ব্যাপারটাকে খুব সহজেই অপমান বলে ধরে নেয়া যায়। এই দেরি করার এমন কী অজুহাত থাকতে পারে? যদি সে বাখেনের অনুসন্ধানের ব্যাপারে জেনে ফেলে, তাহলে সম্ভবত তাতে বাগড়া দিতে চেষ্টা করছে। হয়তো এই মুহূর্তে সব প্রমাণ ধ্বংস করছ, দায়ী লোকদের একটা ব্যবস্থা করছে। অবশ্য তাতে কোনও লাভ হবে না।

সূর্য মধ্যগগনে উঠলে আমনের চতুর্থ পুরোহিত ফারাও-এর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইল। পেয়েও গেল সাথে সাথেই।

'প্রধান পুরোহিত কোথায়?' জানতে চাইলেন ফারাও।

'তিনি দুপুরের কিছু আগে মৃত্যু বরণ করেছেন, মহামান্য।'

চব্বিশ

ফারাও এর আদেশে একটা কনক্লেভের, আয়োজন করা হলো। এতে উপস্থিত ছিল আমনের মন্দিরের দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ পুরোহিত। সেই সাথে দেশের অন্যান্য প্রধান মন্দিরের পুরোহিত ও যাজিকারাও ছিলেন। ছিলেন না শুধু ডেনডেরা আর আথ্রিবিসের প্রধানেরা। ডেনডেরার পুরোহিত প্রধান এতটাই অশক্ত হয়ে পড়েছেন যে ভ্রমণ করাটা তার জন্য অসম্ভব। পরেরজন এত অসুস্থ যে ডেলটার আবাস ছাড়া বেরোতেই পারছেন না। তবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছেন দুজনেই।

কারনাকের একটা হলে এসে জড়ো হলেন সবাই। সাধারণত এই হলটাতেই আমনের প্রধান পুরোহিতকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়, সেই সাথে তার করণীয় কী তাও জানানো হয়।

'আমি আপনাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।' ঘোষণা করলেন রামেসিস। 'এই মহান প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রধান কে হতে পারেন, সেই বিষয়ে আলোচনা।'

সমর্থনের সুরে কথা বলে উঠল সবাই। হয়ত লোকমুখে যতটা শোনা যায়, ততটা পাগলাটে নন এই তরুণ ফারাও!

'আমার জানা মতে, দ্বিতীয় পুরোহিত পদাধিকার বলেই সেই দায়িত্ব পান।' মেমফিসের প্রধান পুরোহিত বললেন।

'আমার কাছে শুধু বয়সটাই আসল যোগ্যতা বলে মনে হয় না।'

'আমি কী মহামান্যকে অনুরোধ করতে পারি? আশা করি তিনি বয়স আর অভিজ্ঞতাকে একেবারে বাদ দিয়ে দেবেন না।' আমনের তৃতীয় পুরোহিত বলে উঠলেন। 'অন্য কোনও জায়গায় হয়ত বাইরে থেকে একজনকে এনে প্রধান বানিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু কারনাকের কথা ভিন্ন। অভিজ্ঞ আর সম্মানিত-'

'সম্মান! সম্মানের প্রসঙ্গ যখন আসলোই, তখন বলি-এই পবিত্র চার দেয়ালের মাঝে, এই মন্দিরেরই কর্মচারীরা যে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত, তা কি আপনারা জানেন?'

রাজার কথা শুনে আঁতকে উঠল সবাই।

'দোষীদের অবশ্য গ্রেফতার করে সাজা শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার আর কোনও মন্দিরে পা রাখার সৌভাগ্য ওদের হবে না।'

'আমাদের মৃত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি...তিনিও কি এই পাপ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন?'

'সাক্ষ্য প্রমাণে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, তবে বুঝতেই পারছেন আপনারা। তার কাছের কোনও লোককে আমি নিয়োগ দিতে চাচ্ছি না।'

ফারাও-এর মন্তব্য শুনে বিস্ময়ে সবাই হতবাক হয়ে গেল।

'মহামান্যের মনে কি কারও কথা আসছে?' হেলিওপলিসের প্রধান পুরোহিত জানতে চাইলেন।

'আমি চাই এই কনক্লেভ একজন যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করুক।'

'আমাদের হাতে কতটুকু সময় আছে?'

'রীতি অনুযায়ী, এখন আমার কিছু বিশেষ শহর আর মন্দির পরিদর্শন করার কথা। ফিরে এলেই আপনাদের মুখ থেকে একটা নাম শুনতে চাইব।'

মিশর ভ্রমণে বের হওয়াটা যেকোনও ফারাও এর প্রথম বর্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ রীতি। এতে ফারাও এর সাথে থাকেন রাজমহিষী আর সভার কয়েকজন সদস্য। তবে কাজটা করার আগে রামেসিস প্রথমে থিবসের পশ্চিম তীরে অবস্থিত গুরনাহ মন্দিরে গেলেন। এখানে সেটি'র *কা* সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

একটা জায়গায় রামেসিস দেখতে পেলেন, সেটি'র মতো দেখতে একজন পুরুষকে দেবতার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখানো হচ্ছে। সেটি'র আত্মা যেন পাথর ফুরে বেড়িয়ে আসবে, অবশ্য রামেসিস সেটাই চান। কেননা পিতার ছায়াশূন্য প্রতিটা ক্ষণ, প্রতিটা দিন তার কাছে বড় কঠিন বলে মনে হচ্ছে। সেটি'র না থাকাটা একই সাথে ওর জন্য পরীক্ষা আর সাবধানবানী।

কেননা একজন জ্ঞানী আর দয়ালু শিক্ষকের পরামর্শ ছাড়া সব কিছু করা তো পরীক্ষাই! আর সেই সাথে সাবধানবাণী, কারণ মৃত পিতার আওয়াজ তাকে বারবার সতর্ক করে দিচ্ছে। বলছে-যা-ই ঘটুক না কেন, সামনে যা-ই আসুক না কেন পিছু হটা যাবে না।

থিবসের জাঁকালো সব ভিলা থেকে শুরু করে, খুচরা দোকানদারদের দোকান পর্যন্ত একটা বিষয় নিয়েই সব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। আর তা হলো, নিজেদের সঙ্গে কোন কোন সভাসদকে নিয়ে যাবেন রামেসিস আর নেফারতারি?

শোনা যাচ্ছে, রাজকীয় নৌ-বাহিনী প্রথমে দক্ষিণে, আসওয়ানের দিকে যাবে। এরপর নীল নদ ধরে এগোবে ব-দ্বীপের দিকে। নাবিকদের আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে, চোখ ধাঁধানো গতিতে এগোবে জলযান। পারতপক্ষে বিরতি জুটবে না

কপালে। জনসাধারণ অবশ্য খুশি। মা'তের নিয়ম সমুন্নত রাখতে হলে এর বিকল্প নেই।

নৌকা ছাড়া মাত্র একগাদা কাগজের নিচে রামেসিসকে চাপা দিল আহমেনি। নয়জন প্রাদেশিক প্রধানের সাথে দেখা করার আগে, এই সব কাগজ পড়তে হবে ফারাওকে। প্রাদেশিক প্রধানদের সাথে ছাড়াও দেখা করতে হবে মন্দিরের প্রশাসক আর নানা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মেয়রদের সাথে।

গুরুত্বপূর্ণ যত জনের সাথে দেখা হতে পারে যাত্রাপথে, তাদের সবার জীবনী রামেসিসকে পড়ে শোনাল আহমেনি। তাদের পেশাগত উন্নতির ধাপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরিবার আর অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা সাথে সম্পর্কও বাদ গেল না। যে সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শক্তভাবে সমর্থিত তথ্য পাওয়া গেল না, তাদের নাম টুকে রাখল আহমেনি।

'সোনার খনি পেয়ে গেলাম মনে হচ্ছে!' অবাক কণ্ঠে বললেন রামেসিস। 'কত দিন লাগিয়ে এসব সাজিয়েছ?'

'হিসাব রাখিনি। আমার মাথা ব্যথা একেবারে সঠিক তথ্যটা বের করে আনার ব্যাপারে। তথ্য ভুল হলে, সরকার চলবে?'

'তোমার রিপোর্টে একনজর বুলিয়েই বুঝতে পারলাম, শানারের অনেক ধনী আর প্রভাবশালী সমর্থক আছে।'

'অবাক হচ্ছ?'

' আন্দাজ করতে পারিনি, সংখ্যাটা এতো বেশি হবে।'

'তাতে কী? পটানোর মতো আরও কিছু সংখ্যক মানুষ পেয়ে গেলে।'

'তুমি আসলে সব পরিস্থিতিকেই হালকাভাবে নাও।'

'মিশরের ফারাও-এর নাম রামেসিস, আর রামেসিসের জন্মই হয়েছে মিশরকে শাসন করার জন্য। বাকি সব কথা একেবারে ফালতু।'

'একমুহূর্তের জন্যও কি অন্য কিছু করার, এমনকি বিশ্রাম করার চিন্তাও তোমার মাথায় আসে না?'

'মরলে পরে বিশ্রাম নেবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। যতদিন তোমার পাদুক বহনকারী হিসেবে কর্মরত আছি, নিজের জান দিয়ে হলেও তোমার রাস্তা মসৃণ করে যাব। আমার কাজই তো তাই, ঠিক না? এখন এই টুলে বসে দেখাও তো।'

ফারাও-এর ভাঁজ করা যায়, এমন বসার টুলটা বেশ শক্তপোক্ত, চামড়ার গদিও আছে।

'আমি তোমার সহকারীদের ভালোমতো সব বুঝিয়ে দিয়েছি। সবকিছু যেন ঠিকভাবে হয়, তা ওরা দেখবে। তোমার খাবারও প্রাসাদের মানের হবে।'

'খাবার! খাওয়া-দাওয়াও বাদ দাওনি?'

'প্রথম কথা, ভালো খাবার খাওয়া মানে জীবনকে প্রলম্বিত করা। আর দ্বিতীয় কথা, খাবার আর মদ উপযুক্ত পরিমাণে খেলে, মনোযোগ আর শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমি আগেই দূত পাঠিয়ে আমরা যেসব স্থানে থামব, সেখানকার মেয়রদের খবর

পাঠিয়েছি। আমাদের দলের প্রতিটা সদস্যের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তবে তুমি এবং রাণি থাকবে প্রাসাদে।'

'নেফারতারির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?'

'কি মনে হয়?' কপট রাগে গাল ফোলাল আহমেনি। 'তোমার স্ত্রী'র বর্তমান অবস্থা নিয়ে সারা জাতি মাথা ঘামাচ্ছে। তার কেবিনে যথেষ্ট পরিমাণ আলো বাতাস আসবে। যতটা সম্ভব কম বিরক্ত করা হবে তাকে। পাঁচজন চিকিৎসককে বলা আছে, তোমাকেও প্রতিদিন খবর পাঠানো হবে। ছোট একটা সমস্যা হলেও...'

'সমস্যা? নেফারতারিকে নিয়ে সমস্যা?'

'নাহ। নৌকা যেখানে থামবে, সেই জায়গা নিয়ে সমস্যা। খবর পেয়েছি, কিছু কিছু পোতাশ্রয়ের নাকি অবস্থা খারাপ। তবে আমার সন্দেহ আছে। দেখ গে প্রাদেশিক গভর্নররা এই সুযোগে তোমার কাছ থেকে বাড়তি কিছু আদায় করে নিতে চাইছে। তবে তোমার কিন্তু চাপের সামনে মাথা নত করা যাবে না।'

'দুই উজিরের সাথে আমাদের কেমন সম্পর্ক?'

'তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব খারাপ, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব ভালো। দুজনেই একটু অতি মাত্রায় সাবধানী, চাকরী খোয়াবার আশঙ্কায় থাকে সব সময়। ওদেরকে রেখে দিলেই ভালো করবে। তোমার বিরুদ্ধে যাবার কল্পনাও তারা করবে বলে মনে হয় না।'

'আমি ভাবছিলাম...'

'আমাকে উজির বানাতে চাও? আশা করি চিন্তাটা ঝেটিয়ে দূর করবে। আমার এই পদটাই তোমাকে সাহায্য করার জন্য সবচাইতে বেশি উপকারী।'

'রোমাই-এর কী খবর?'

'খুব ভালো। এমনভাবে কাজ চালাচ্ছে, যেন জন্ম থেকেই সে তোমার খানসামা। ভালো লোক বেছে নিয়েছ।'

'নেদজেমের কাজের অগ্রগতি কেমন?'

'নিজ দায়িত্বটাকে বেশ গুরুত্বের সাথেই নিয়েছে সে। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ওর নানা প্রশ্নের জবাব দিতেই কেটে যায় আমার।'

'আর আমার প্রিয় ভ্রাতা?'

'শানারের নৌকাটাকে ভাসমান প্রাসাদ বললে কম বলা হয়। রামেসিসের ভবিষ্যৎ মিশর নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস জানাবার জন্য প্রায় প্রতিদিন ভোজোৎসব দিচ্ছে।'

'ওর ধারনা, আমি এতো অল্পে ভুলব?'

'ভান বলে মনে হয় না। ওকে তো আগ্রহী বলেই মনে হচ্ছে।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ, শানার আমাকে সমর্থন জানাবে?'

'মনের গভীরে ও কখনোই তোমাকে মেনে নেবে না। কিন্তু মানুষটা আসলেই বুদ্ধিমান, নিজের সীমা জানে।'

'প্রার্থনা করো, আসলেই যেন তাই হয়।'

'বিশ্রাম নেবার সময় হয়েছে। কালকে অনেক লম্বা একটা দিন যাবেঃ কমপক্ষে দশজনের সাথে দেখা করতে হবে আর তিনটা অনুষ্ঠানেও যেতে হবে। তোমার বাঙ্ক আরামদায়ক তো?'

'বাঙ্ক?' ভাবলেন রামেসিস। একটা মাথা রাখার স্থান, দারুণভাবে বানানো মাদুর, আর সেই সাথে নানা সুবিধা দিয়ে বানানো শোবার জায়গাকে শুধু 'বাঙ্ক' বললে কম হয়।

'আরও কয়েকটা বালিশ লাগবে।' মন্তব্য করল ফারাও-এর পাদুকা-বহনকারী।

'একটাই যথেষ্ট।'

'আরে না!' প্রতিবাদ করল আহমেনি। 'এই জিনিসকে বালিশ বললে...' বলতে বলতে বালিশটা টেনে সরালো সে।

সাথে সাথে আঁতকে উঠে পিছিয়ে এলো। কেননা বালিশের নীচ থেকে একটা কালো বিষাক্ত বিছা নড়ে উঠেছে!

পঁচিশ

সেরামানাকে কোনওভাবেই শান্ত করা যাচ্ছে না। ফারাও-এর কেবিন কালো বিঁছা পাওয়াটাকে সে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছে। এমনকি চাকর বাকরদের বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও লাভ হলো না।

'চাকরদের কেউ কাজটা করেনি,' সার্ড লোকটা ফারাওকে জানালো। 'আপনার প্রধান খানসামার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

রোমাই অবশ্য সেরামানাকে নিয়ে তেমনভাবে মাথাই ঘামায়নি। অবশ্য ফারাও যখন ওকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন আপত্তিও করল না।

'তোমার ক'জন লোক ফারাও-এর শোবার ঘরে প্রবেশ করতে পারে?' জানতে চাইল দেহরক্ষী।

'পাঁচ। মানে স্থায়ী কর্মচারীদের মাঝে পাঁচ জন।'

'মানে?'

'মাঝে মাঝে আমার অস্থায়ী মানুষ ভাড়া করতে হয়।'

'আমরা যে এই পর্যন্ত এলাম, এর মাঝে কাউকে ভাড়া করেছ?'

'স্থানীয় ধোপাখানায় নোংরা লিলেন নিয়ে যাবার জন্য একজনকে করেছিলাম।'

'নাম?'

'খাতায় লেখা আছে।'

'ওই নাম দেখে লাভ নেই,' ফারাও বললেন। 'ছদ্মনাম দিয়েছে নিশ্চয়, আর তাছাড়া এখন আর পেছনে যাবার সময় নেই।'

'আমাকে কেউ বাইরের মানুষ ভাড়া করার কথা জানায়নি! তুমি তো আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মশকরা করলে!'

'কেন, কিছু হয়েছে?' জানতে চাইল রোমাই।

'ওসব তোমার না জানলেও চলবে। তবে আমি চাইব সামনে থেকে, মাননীয়র জাহাজে পা রাখা প্রত্যেকটা মানুষের যেন আগা-পাশতলা পরীক্ষা করে তবেই উপরে ওঠার অনুমতি দেয়া হয়। তা সে জেনারেল বা পুরোহিত বা অন্য যে কেউ হোক না কেন।'

রোমাই রামেসিসের দিকে তাকাল, ফারাও উপওে নিচে মাথা ঝাঁকালেন।

'খাবারের কী হবে?' জানতে চাইল সে।

'আমার পরিদর্শনে তোমার কোনও এক রাঁধুনি আগে মুখে দেবে।'

'তোমার যেমন ইচ্ছা।'

রোমাই কেবিন থেকে বেড়িয়ে গেলে, রাগে ফেটে পড়ল সেরামানা। এতো জোরে কাঠের থামে ঘুষি বসাল যে কেঁপে উঠল ওটা! চির দেখা গেল।

'ওই বিছাটা আপনাকে মেরে ফেলতে পারত না, মহামান্য।' দানবটা বলল। 'কিন্তু অসুস্থ বানিয়ে দিত।'

'হুম, আমাকে যাত্রা বন্ধ করে ফিরে যেতে হতো। মানুষজন সেটাকে দেখতে দেবতাদের অভিশাপ হিসেবে। অন্তত কেউ কেউ তো সেভাবেই প্রচারণা চালাত।'

'এমনটা আর হবে না।' প্রতিজ্ঞা করল যেন দেহরক্ষী।

'আসলে, আমরা না চাইলেও এমনটা বার বার হবে। থামাতে হলে, এই ঘটনার জন্য দায়ী লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সেরামানা।

'কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?' জানতে চাইলেন ফারাও।

'পুরুষ মানুষ যতটা কৃতজ্ঞভাব দেখায়, সবসময় ততটা হয় না।'

'খুলে বলো তো।'

'রোমাই এই কাজের জন্য একদম উপযুক্ত পদ দখল করে আছে...হয়তো বাইরের লোক ভাড়া করার কথাটা মিথ্যা।'

'অনুসন্ধান করে দেখ।'

'আমার কাজই তাই।' বলল সেরামানা।

ফারাও আর তার রানির ভ্রমণ সবার নজর কেড়ে নিল। রামেসিসের ব্যক্তিত্ব আর নেফারতারির মাধুর্য প্রতিটি প্রাদেশিক গভর্নরকে মুগ্ধ হতে বাধ্য করল। বাদ গেল না পুরোহিত, মেয়র আর সম্ভ্রান্ত বংশের সদস্যরাও। ভাই শানারের উপস্থিতি কমাবার কোনও চেষ্টাও করলেন না তিনি। এতে লাভ হলো দুটো। এক, মানুষজনকে বোঝানো গেল যে দুই ভাইয়ের মাঝে কোনও ঝামেলা নেই। আর দ্বিতীয় লাভটা হলো, তিনি শানারের ভালো জানাশোনার সুবিধা নিতে পারলেন।

এক সময় আবিডোসের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন তারা, ওসিরিসের অনুসারীদের অধিকাংশ ওখানেই থাকেন। নিজের জাহাজে বন্ধু আহসাকে আসতে আদেশ করলেন ফারাও।

'আসতে পেরে ভালো লাগছে, আহসা?'

'মহামান্য ফারাও নিজের প্রজাদের সবার মন জয় করে নিচ্ছেন। এটাই আমার ভালো লাগা।'

'ফারাওকে কে না ভালবাসে!' বিদ্রুপের সুরে বললেন রামেসিস।

'দ্বিচারীরা কিন্তু আপনার ক্ষমতার সামনে মাথা নত করছে।'

'শানারের নতুন পদের ব্যাপারে তোমার কী মত?'

'সচরাচর এমন পদে অমন মানুষ আসনে না।'

'অন্য ভাষায়, ব্যাপারটা তোমাকে অবাক করেছে!'

'ফারাও-এর সিদ্ধান্ত শিরধার্য।'

'আচ্ছা, তুমি কী আমার ভাইকে অদক্ষ বা অযোগ্য মনে করো?'

'বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির হিসেবে বলতে হয়, কূটনীতির জন্য বিশেষ দক্ষতা দরকার।'

'এমন কে আছে, যে মিশরের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে পারে?'

'এখানে আপনার সফলতা যেন হিট্টিদের ওপর থেকে মনোযোগ না সরিয়ে ফেলে, সেই অনুরোধ থাকবে। শত্রু জানে, আপনি ওদেও বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ নিবেন। হয়ত ওরাই আগে আক্রমণ করে বসবে।'

'এমন কোনও জোরালো প্রমাণ পেয়েছ?'

'নাহ, এটা কেবল আমার অনুভূতি।'

'দেখ আহসা, আমার ভাই বেশ ভালো একজন দূত। প্রতিটা উৎসব আর অনুষ্ঠানে মুখপাত্র হিসেবে দারুণ কাজ করে। বিদেশি কূটনীতিকদের ওর কথা শুনে ভালো লাগবে। কে জানে, হয়ত নিজের প্রচার করা আদর্শে সে নিজেই বিশ্বাস করে বসবে! তবে যাই হোক, ওর এই হঠাৎ পরিবর্তন কেন জানি আমার পছন্দ হচ্ছে না। আর সেজন্যই তোমাকে দরকার।'

'আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আমি তোমাকে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করছি। বুঝতেই পারছ, দেশের সব ধরনের খবরাখবর তোমার হাতের নীচ দিয়েই যাওয়া আসা করবে...শানারের গুলোও।'

'আপনি কি আমাকে তার উপর নজর রাখার আদেশ দিচ্ছেন?'

'তোমার অনেক দায়িত্বেও মাঝে তাও থাকবে।'

'শানার যদি আমাকে সন্দেহ করে?'

'আমি ওকে আগেই বলে দিয়েছি যে, ওর উপরে নজর রাখা হবে।'

'যদি আমাকে এড়াবার কোনও উপায় সে খুঁজে বের করে?'

'তোমাকে এড়াবার? মনে হয় না বন্ধু।'

অ্যাবিডোসের পবিত্র স্থানের দিকে এগোবার সময়, মন খারাপ হয়ে গেল রামেসিসের। এখানকার প্রতিটা জিনিস তাকে পিতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। যে দেবতার নামে তার নাম ছিল, সেট, তিনি তার ভাই ওসিরিসকে খুন করেছিলেন। সেজন্যই হয়ত সেটি এমন অসাধারণ একটা মন্দির বানিয়েছেন ওসিরিসের সম্মানে।

নদীর তীর থেকে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই। পবিত্র জায়গায় হলেও, ফারাওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কেউ আসবে না, তা ভাবাই যায় না!

নৌকা থেকে নামা প্রথম লোকটাই ছিল সেরামানা, হাতে তলোয়ার আর সাথে অন্যান্য রক্ষীদেরকে নিয়ে। 'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।' বিড়বিড় করল সার্ড।

রামেসিস একদম কাছেই ছিল। একটু সামনেই, একসারি লম্বা অ্যাকাসিয়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে ওসাইরিসের মন্দির।

'সাবধান,' সতর্ক করল সেরামানা। 'আগে আমাকে দেখতে দিন।'

অ্যাবিডোস ফারাও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? অসম্ভব!

'রথগুলো আনো,' আদেশ দিলেন রামেসিস। 'আমিই আগে যাচ্ছি।'

'কিন্তু মহামান্য...'

বলতে বলতেই থেমে গেল সার্ড, বুঝতে পারছে প্রতিবাদ জানিয়ে লাভ নেই। এমন এক অযৌক্তিক সম্রাটের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

ফারাও-এর রথ ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলো। রামেসিস অবাক হয়ে দেখতে পেলেন, বাইরের দরজাটা একদম খোলা।

দুশ্চিন্তা সাথে নিয়েই খোলা মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন তিনি।

মন্দিরের বর্হিভাগটা রাজমিস্ত্রিদের ভারা দিয়ে ভর্তি। মাটিতে শুয়ে আছে তার পিতার একটা মূর্তি। এখানে সেখানে আরও কিছু যন্ত্রপাতি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোনও কর্মচারীকে দেখা যাচ্ছে না।

অবাক হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন ফারাও। বেদীতে কোনও নৈবদ্য নেই, কোনও পুরোহিত মন্ত্র পড়ছে না। মনে হচ্ছে মন্দিরটা পরিত্যক্ত।

রেগে ফেটে পড়লেন ফারাও, সেরামানাকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত করলেন।

'এখানকার নির্মাণকাজের প্রধানকে খুঁজে বের করো।'

করার মতো কিছু একটা পেয়ে, সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ল দানব।

তরুণ ফারাও-এর রাগ বেড়েই চলছিল ধীরে ধীরে। সেরামানা তার দল নিয়ে মন্দিরের সব পুরোহিত, প্রশাসক, কর্মচারী আর নির্মাণ শ্রমিকদের জড়ো করল। ফারাও-এর সামনে এসে বাউ করল তারা, হাঁটু গেঁড়ে বসে মাটিতে নাক ঠেকালো। ভয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সবাই।

কোনও অজুহাত কানেই তুললেন না রামেসিস। সেটি'র মৃত্যুর কারণে মন্দিরের দৈনন্দিন কাজ বন্ধ আছে, এই কথা বলেও লাভ হলো না। কেননা তাহলে প্রতিটা সমস্যাকে দায়ী দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মন্দির বন্ধ করে দেয়ার একটা প্রথা খাড়া হয়ে যাবে!

তবে সবাই যে কড়া শাস্তির আশঙ্কা করছিল, তাও এলো না। বরঞ্চ রামেসিস আদেশ দিলেন, তার পিতার *কা*-এর জন্য যেন সচরাচরের দ্বিগুণ নৈবদ্য দেয়া হয়। সেই সাথে আরেকটা ফলের বাগান বানানো, বেশ কিছু নতুন চারা লাগানো, মন্দিরের দরজাগুলো গিল্ট করা, নির্মাণ কাজে ফিরে যাওয়া আরদৈনন্দিন পুজা পরিচালনা করার নির্দেশ দিলেন। ঘোষনা দিলেন, ওসাইরিসের রহস্য উদযাপনের জন্য নতুন একটা বার্ক নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া মন্দিরের জমিতে কাজ করা কৃষকদের আর সরকারকে খাজনা হবে না। মন্দিরও নতুন করে অর্থ সাহায্য পাবে, যেন আজকের মতো করুণ অবস্থা আর না হয় কখনও।

অ্যাবিডসের মানুষেরা চুপচাপ সামনের প্রাঙ্গণে জড়ো হলো, ফারাও-এর মহানুভবতার কারণে কৃতজ্ঞ। সেই সাথে আবার যেন এমন অপরাধ না হয়, সেই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

রাগ কমে এলে, রামেসিস প্রধান চ্যাপেলে প্রবেশ করলেন। সেখানে পিতার আত্মার সাথে এক হবার প্রয়াস চালালেন। মহান ফারাও সেটি'র আত্মা সূর্যের সাথে এক হয়ে অন্ধকারের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

ছাব্বিশ

শানারের আনন্দ বাধ মানতে চাচ্ছে না।

নাহ, বিছার ব্যর্থতা ওর আনন্দে বাধা দিতে পারছে না। অবশ্য সারীর এই ষড়যন্ত্র কাজে লাগবে, এমন আশাও ওর ছিল না। আসলে ফারাও-এর প্রাক্তন শিক্ষক রাগে অন্ধ হয়ে গেছে, কোনও কাজই চিন্তা-ভাবনা করে করছে না। রামেসিসকে বাগে আনা অতটা সহজ হবে না, উপলব্ধি করল শানার। তবে অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে, একেবারে নির্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাতেও ছিদ্র থাকে!

যাই হোক, শানারের বর্তমান আনন্দের কারণ আহসার মুখ থেকে শোনা সুখবর। দারুণ সফল এক ডিনার পার্টির শেষে নিজে থেকে এসে খবরটা জানিয়েছে আহসা। ততক্ষণে মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন অতিথি ডেকে বসে বসে মদ্যপান করছিল। এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বমি করতে শুরু করায়, তার সেবায় ব্যস্ত ছিল জাহাজের চিকিৎসক। আর অন্যরা ব্যস্ত ছিল তা দেখায়। তাই জাহাজের স্টার্ণে স্বচ্ছন্দেই কথা বলতে পারছিল দুজন।

'গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান...স্বপ্ন দেখছি না তো!'

'শুধু তাই না, এখন থেকেই দ্বায়িত্ব পালন করতে হবে।'

'আমার ওপর নজর রাখাও নিশ্চয় সেই দায়িত্বের মাঝে পরে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সবাই জানবে যে, আমার আসলে কর্মক্ষেত্রে কোনও স্বাধীনতা নেই।'

'রামেসিসের অন্তত তা-ই ধারনা।'

'তাহলে তো আহসা, ওকে একেবারে অন্ধকারে রেখেই আমরা কাজ সারতে পারব! আমি আমার অংশটুকু ঠিকভাবেই সামলাবো। তুমি তো মনে হয় হিট্টিদের ব্যাপারে ফারাও এর প্রধান পরামর্শদাতাও হতে যাচ্ছ?'

'খুব সম্ভবত।'

'আমাদের চুক্তি নিয়ে কোনও আপত্তি নেই তো?'

'একদম না। আমার মনে হচ্ছে, রামেসিস আসলে অত্যাচারী এক শাসক। নিজেকে নিয়ে একদম ডুবে আছে। ওর অহংকার আমাদের দেশকে ডুবিয়ে ছাড়বে।'

'আমারও তাই মনে হয়। তাহলে তোমার সমর্থনের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারি?'

'একেবারে নিশ্চিত।'

'রামেসিসকে এতো অপছন্দ করো কেন, আহসা?'

'কারণ সে রামেসিস!'

সবুজ গ্রামীণ পটভূমিতে অবস্থিত ডেনডেরা মন্দিরের সৌন্দর্য যেমন পার্থিব দিক থেকে অসাধারণ, তেমনি এখানে তার সাথে সমন্বয় ঘটেছে ঐশ্বরিক আবহের। প্রেম আর আনন্দের দেবী, হাথোরের উপসনার জন্য বানানো হয়েছে এই মন্দির। লম্বা লম্বা সিকামোর লাগানো হয়েছে তার দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে। দেয়ালের মাঝে রয়েছে প্রধান মন্দির আর তার অন্যান্য দালানগুলো, সেই সাথে মিশরখ্যাত গান আর নাচের একটা বিদ্যালয়ও আছে। হাথোরের যাজিকাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নেফারতারি খুব আগ্রহ নিয়ে মন্দির পরিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। মনে আশা, মন্দিরে অন্তত কয়েকঘন্টা ধ্যান করার সুযোগ পাবেন। অ্যাবিডোসের ঘটনাটার কারণে, রাজকীয় নৌ-বাহিনী দক্ষিণ দিকে রওনা দিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু রানি ডেনডেরা বাদ দেয়ার প্রস্তাব কানেই তোলেননি।

রামেসিসকে কেন জানি অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। 'কী ভাবছ এতো?' নেফারতারি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমনের নতুন প্রধান পুরোহিত নিয়ে ভাবছিলাম। আহমেনি কয়েকজনের নাম জানিয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ আসলে আমার মনের মতো নন।'

'রাজমাতার সাথে আলোচনা করেছ?'

'তিনি আমার সাথে একমত। ওদেরকে অযোগ্য মনে করতেন আমার পিতা, ওরা চায় আমি সেটা ভুলে যাই।'

পাথরে খোদিত, হাথোরের মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে ছিল নেফারতারি। হঠাৎ করে যেন উজ্জ্বল এক আলো দেখতে পেল সে।

'নেফারতারি...'

এত তন্ময় হয়েছিলেন রানি, যে উত্তরই দিলেন না। রামেসিস তার হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। ভয় পাচ্ছিলেন, হয়ত চিরতরে তাকে ছেড়ে যাচ্ছেন স্ত্রী। হয়ত মহামান্য হাথোর তার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন স্বর্গে। কিন্তু না, কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে ফিরে পেলেন নেফারতারি।

'অনেক...অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। এক আলোর সমুদ্র দেখতে পাচ্ছিলাম, কেউ একজন... কেউ একজন কথা বলছিল আমার সাথে।'

'কী বলল?'

'বলল, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে না এগোতে। নতুন পুরোহিতকে আমাদের নিজেদের খুঁজে বর করতে হবে।'

'আমার হাতে সে সময় কই?'

'তোমার আগে অন্যান্য ফারাওরা যা করতেন-কান পেতে রও। ঈশ্বরই তোমাকে শুনিয়ে দেবেন।'

রাজপরিবারের সম্মানে মন্দিরের বাগানে আয়োজনকৃত অনুষ্ঠানে তন্ময় হয়ে মেয়েদের নাচ দেখছেন আর গান শুনছেন নেফারতারি। তবে রামেসিসকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি অধৈর্য হয়ে আছেন। আমনের প্রধান পুরোহিত নির্বাচনের জন্য কি এখন তাকে অলৌকিক কোনও ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

এখানে থাকার চাইতে, জাহাজে গিয়ে আহমেনির সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু তার হাত-পা বাঁধা। পুরো মন্দির তাকে পরিদর্শন করতেই হবে। বাদ দেয়া যাবে না ওয়ার্কশর্প আর গুদামগুলোও।

বেশ কিছুক্ষণ পর, পবিত্র লেকের পাড়ে এসে একটু শান্তি পেলেন রামেসিস। কাছেই এক বৃদ্ধ আগাছা পরিষ্কার করছিল, ওগুলো তুলে নিয়ে একটা থলেতে পুরছিল। নড়া চড়া অনেক ধীর হলেও, নিশ্চিত একটা ভাব কাজ করছে তার মাঝে। এক হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে সে, পিঠ ফারাও আর তার রানির দিকে। এই আচরণের জন্য হয়ত শাস্তি পেতে হতো তাকে, কিন্তু নিজের কাজে তাকে এতটা মগ্ন মনে হচ্ছিল যে ফারাও এই বেয়াদবি মাফ করে দিলেন।

'দারুণ সুন্দর আপনার এখানকার ফুলগুলো।' কিছুক্ষণ পর লোকটাকে বললেন নেফারতারি।

'আমি ওদেরকে প্রশংসা শোনাই,' উত্তরে বললেন মালি। 'না হলে ওরা এদিক ওদিক বাঁকা হয়ে বেড়ে ওঠে!'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তাই নাকি? তোমার মতো এক সুন্দরী মেয়ে ময়লা মাটি নাড়ছে, ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে!'

'বাগানে কাজ করতে ভালোই লাগে, তবে সময় পাই কম।'

'সত্যি? তোমার আবার এমনকি কাজ!'

'অনেক কিছুই করতে হয়।'

'কেন? তুমি কি যাজিকা?'

'তা একরকম।'

'কিছু মনে কোরো না। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি। আমার মতো তুমিও ফুল ভালবাসো, এতটুকুই যথেষ্ট।' বলতে বলতে ব্যথায় কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের চেহারা। 'আমার ভঙ্গুর হাঁটু আর বুড়ো কোমর বেশ কষ্ট দেয়। বসা থেকে উঠতে ব্যথা পাই।'

হাত বাড়িয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করলেন রামেসিস।

'ধন্যবাদ, রাজপুত্র। আপনি তো একজন রাজপুত্রই, তাই না?'

'ডেনডেরার প্রধান পুরোহিত কি আপনাকে কায়িক পরিশ্রম করতে বাধ্য করে?'

'তা করে।'

'লোকমুখে শুনলাম, সে বৃদ্ধ আর খিটখিটে মেজাজের। স্বাস্থ্যও খারাপ, ভ্রমণ করতে পারে না।'

'সবই সঠিক। তুমি কি ফুল পছন্দ করো, হে সুন্দরী মেয়ে?'

'গাছ লাগিয়ে অবসর সময় কাটাতে বড় ভালো লাগে আমার। আচ্ছা বুড়া মিয়া, আমি প্রধান পুরোহিতকে কোথায় গেলে পাব, বলতে পার? কথা ছিল।'

'কোন ব্যাপারে?'

'তিনি কেন কারনাকের কনক্লেভে উপস্থিত হলেন না, সেটা জানতে চাই।'

'কী দরকার? দেবতাদের এক বৃদ্ধ সেবককে তার ফুল নিয়ে থাকতে দেয়া যায়-না?'

এতক্ষণে রামেসিস নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন যে এই বৃদ্ধ লোকটাই ডেনডেরার প্রধান পুরোহিত। 'আমার মনে হয় না, কেবল মাত্র একটা ভঙ্গুর হাঁটু আর বুড়ো কোমর তাকে থিবসগামী জাহাজে চড়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।'

'সমস্যা কী আর শুধু এই? এর সাথে আছে পিঠ ব্যথা, কাঁধে সমস্যা-'

'ডেনডেরার প্রধান পুরোহিত কি তার কর্মক্ষেত্র নিয়ে অসন্তুষ্ট?'

'একদম না, বরং উল্টো। তার ইচ্ছা, যে কয়টা দিন বেঁচে আছেন, নির্ঝঞ্ঝাটে যেন কাটিয়ে যেতে পারেন।'

'যদি ফারাও তাকে ব্যক্তিগতভাবে কনক্লেভে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানান?'

'যদি আমাদের তরুণ ফারাও এরইমাঝে মানুষজনের মন পড়তে শিখে থাকেন, তাহলে তিনি তার এক বৃদ্ধ ভৃত্যকে আর কষ্ট দিবেন না। এখন মহামান্য, আপনি কি দয়া করে আমাকে ওই ছড়িটা দেবেন?'

বাগানের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছড়িটা এগিয়ে দিলেন রামেসিস।

'নিজেই দেখুন মহামান্য, এই বেচারা নেবু কতটা দুর্বল। তাকে কেন জোর করে তার সুন্দর বাগানের বাইরে আনতে চাচ্ছেন?'

'অন্তত ডেনডেরার প্রধান পুরোহিত হিসেবে, আপনার ফারাওকে কিছু পরামর্শ তো দেবেন?'

'আমার বয়সে যত কথা কম বলা যায়, ততই মঙ্গল।'

'জ্ঞানী তাহ-হোটেপ কিন্তু তা বলেননি, আর তার বাণীগুলোই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। আপনার জ্ঞানকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। শুধু এতটুকু বলুন, আপনি কাকে আমনের প্রধান পুরোহিত হবার যোগ্য বলে মনে করেন?'

'আমার পুরোটা জীবন কেটে গিয়েছে ডেনডেরায়, কখনও থিবসে আমি পা-ই রাখিনি। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার যোগ্যতা আমার নেই। মাফ করবেন মহামান্য, আমার শোবার সময় হয়ে এসেছে।'

রামেসিস আর নেফারতারি রাতের কিছু সময়য় কাটালেন মন্দিরের ছাদে। রাতের আকাশে দেখা দিয়েছে হাজার হাজার আত্মা, জ্বলজ্বল করে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে তারা। এরপর রাজপরিবার চলে গেলেন একটা প্রাসাদে, তাদের ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায়।

রামেসিসের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন নেফারতারি।

পরদিন সকালে, প্রথমেই প্রাত্যহিক প্রার্থনা সেরে নিলেন তারা। খাবার দাবার আর গোসল সারার পর প্রস্তুতি নিলেন বিদায় নেবার। উপস্থিত সবাই সম্মান দেখালো তাদের। কিন্তু আচমকাই রাস্তা ছেড়ে বাগানে প্রবেশ করলেন রামেসিস।

নেবুকে আবারও হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন তিনি।

'রানিকে কেমন লাগল আপনার, নেবু?'

'সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে? সৌন্দর্য আর বুদ্ধিমত্তার অপুর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে তার আত্মায়।'

'তাহলে তার মতামত আপনার কাছে কিছুটা হলেও দাম রাখে!'

'কোন ব্যাপারে?'

'আমি আপনাকে এখান থেকে দূরে সরাতে চাই না। কিন্তু রানির বিশেষ অনুরোধে আপনাকে আমাদের সঙ্গে থিবসে আসতে হবে।'

'কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি কী করব, মহামান্য?'

'কারনাকের প্রধান পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করবেন।'

সাতাশ

রামেসিসের নৌকা যখন কারনাকে এসে থামল, তখন থিবস জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে! ফারাও-এর অঘোষিত প্রত্যাবর্তনের কারণ জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সবাই। গুজবের পর গুজব রটছে। কেউ কেউ বলছে, ফারাও চান মন্দিরের কিছু কর্মচারীকে বের করে দিয়ে থিবসের মর্যাদা কমিয়ে দিতে। আবার কেউ কেউ বলছে, রামেসিস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আর শান্তিতে মারা যাবার জন্য ফিরে এসেছেন।

হিট্টিদের গুপ্তচর, রাইয়া রাগে কেবলই ফুঁসছে। এতদিন নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সবসময় রামেসিসের অবস্থানের খবর পেত সে। কিন্তু এই আচমকা প্রত্যাবর্তনের কারণ আন্দাজটা পর্যন্ত করতে পারছে না সে। যখন অ্যাবিডোসে থামার কথা-, তখনই থেমেছেন ফারাও। তবে এরপর উত্তরে যাবার কথা থাকলেও, তা না করে ফিরে এসেছেন তিনি।

রামেসিসের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আঁচ করতে পারা অসম্ভব। তিনি মুহূর্তের নোটিশে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, পরামর্শদাতাদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করেন না। রাইয়া টের পেল, শত্রু হিসেবে রামেসিস ভালোই ভোগাবেন। শানারের অনেক কষ্ট হবে। আর যদি প্রকাশ্য ঝামেলা শুরু হয়েই যায়, তাহলে যতটা ভেবেছিল তার চাইতে বড় কঠিন শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন রামেসিস। অপেক্ষা করে লাভ নেই, দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে তাকে। নেটওয়ার্কের দূর্বল অংশগুলোকে কেটে বাদ দিতে হবে।

নীল মুকুট, লিলেনের রোব আর হাতে রাজদণ্ড-সব মিলিয়ে অপরূপ আর অভিজাত দেখাচ্ছে রামেসিসকে। তিনি যখন হলঘরে প্রবেশ করলেন, তখন নীরবতা নেমে এলো চারিদিকে। অথচ কনক্লেভ তখনও চলছে।

'আপনারা কি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'মহামান্য,' হেলিওপলিসের প্রধান পুরোহিত বললেন। 'আমাদের আলোচনা এখনও চলছে।'

'আর দরকার নেই আলোচনার। সবাই কারনাকে আমনের মন্দিরে নব নিযুক্ত প্রধান পুরোহিতকে স্বাগত জানান।'

ছড়িতে ভর দিয়ে হলে প্রবেশ করলেন একজন বৃদ্ধ।

'নেবু!' অবাক কণ্ঠে বলে উঠল সেইস-এর প্রধান পুরোহিত। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি যাত্রা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছ!'

'ঠিক তাই, তবে রামেসিস অসাধ্য সাধন করেছেন।'

'আপনার যে বয়স,' আমনের দ্বিতীয় পুরোহিত প্রতিবাদ জানাল। 'তাতে এখন অবসর নেবার কথা চিন্তা করা উচিত। কারনাক আর লুক্সরের প্রাশাসনিক কর্মকান্ড কিন্তু অনেক বিস্তৃত।'

'আমিও তোমার সাথে একমত, কিন্তু ফারাও এর আদেশ শিরোধার্য।'

'আমার কথাই শেষ কথা,' বললেন রামেসিস। 'আমি এরই মাঝে আদেশ দিয়ে দিয়েছি। কেন, আপনাদের কেউ কি তাকে অযোগ্য বলে ভাবেন?'

আপত্তি করল না কেউ, নেবুর যোগ্যতা নিয়ে উপস্থিত কারও মনেই সন্দেহ নেই।

নেবুকে একটা সোনার আঙটি আর সংকর ধাতুর তৈরি স্টাফ অফ ইলেকট্রাম উপহার দিলেন রামেসিস। এগুলো তার মর্যাদা আর পদের প্রমাণ।

'এখন থেকে আমি আপনাকে আমনের প্রধান পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করলাম। এখানকার ধনাগার আর খাবারের গুদাম এখন থেকে আপনার অধীন। বিবেকবান, সৎ আর সদা সতর্ক হয়ে কাজ করবেন। নিজের জন্য না, বরঞ্চ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সব সিদ্ধান্ত নেবেন। আমন মানুষের আত্মা দেখতে পান, তার চিন্তা-ভাবনা পড়তে পারেন। যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহলে দীর্ঘদিন নিজের সেবা করার সুযোগ দেবেন আপনাকে। আপনি কি মা'তের নিয়ম মেনে চলার এবং নিজের দায়িত্ব পুরণ করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?'

'আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আপনার সব উপদেশই আমি মেনে চলব।'

আমনের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পুরোহিত অপমানিতবোধ করছেন। রামেসিস শুধু প্রধান হিসেবে এক বুড়ো হাবড়াকেই ওদের উপর স্থান দেননি, সেই সাথে অজানা-অপরিচিত কোথাকার কোন বাখেনকে চতুর্থ পুরোহিত হিসেবেও নিয়োগ করেছে!

এই তরুণ নিশ্চয় ওই বুড়োকে সব বিষয়ে সমর্থন দেবে, এক সময়য় নিজেই হয়ে উঠবে ক্ষমতার পেছনের লোক। সামনের বছরগুলোতে, এই মন্দিরের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকবে না। মিশরের সবচাইতে ধনী এলাকাটা তাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। বাখেন আর নেবুর মাঝে পড়ে, অচিরেই অবসর নিতে হবে তাদের। কী করবেন বুঝতে না পেরে, মিত্রের খোঁজে হন্য হয়ে পড়লেন তারা। আর প্রথম যে নামটা তাদের মাথায় এলো, তা হলো শানার।

হারাবার আর কিছুই নেই বুঝতে পেরে, দ্বিতীয় পুরোহিত শানারের সাথে একটা মিটিং এর আয়োজন করলেন। নিজেকে তিনি দেখালো রামেসিসের সিদ্ধান্তে অখুশী

ব্যক্তিবর্গের মুখপাত্র হিসেবে। মিটিঙটা অনুষ্ঠিত হলো একটা গ্রীষ্মকালীন আবাসে। দ্বিতীয় পুরোহিত শানারের সামনে এসে দাঁড়ালে, সে প্যাপিরাস থেকে মুখ তুলে চাইল।

'পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'আমি ডোকি, আমনের দ্বিতীয় পুরোহিত।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আপনি হয়ত আমাকে কাঠখোট্টা মনে করতে পারেন, তবে কিনা আমি এসব ব্যাপারে অনভ্যস্ত।'

'বলে ফেলুন।'

'নেবু নামক এক বৃদ্ধকে অতি সম্প্রতি আমনের প্রথম এবং প্রধান পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।'

'যে পদটার জন্য আপনি নিজেকে অধিক যোগ্য বলে মনে করেন, এই তো?'

'আমাদের সদ্য মৃত প্রধান পুরোহিত তেমনটাই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু ফারাও তার ইচ্ছার কোনও সম্মান দেননি।'

'ফারাও এর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা মারাত্মক অপরাধ।'

'নেবু কখনই কারনাক সামলাতে পারবে না।'

'হুম, আমার ভাইয়ের বন্ধু, বাখেন-ই আসলে ক্ষমতায় থাকবে।'

'ক্ষমা করবেন মহামান্য, সরাসরিই বলি। ব্যাপারটা আপনার কাছে অনৈতিক মনে হচ্ছে না?'

'ফারাও-এর ইচ্ছা আমার জন্য আদেশ।'

দুঃখ পেল ডোকি। যা ভেবেছিল, শানার এখন তার ভাইয়ের সুরে সুর মেলাচ্ছে। বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল সে।

'তাহলে আর বিরক্ত করব না আপনাকে।'

'একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। মনে হচ্ছে, আপনি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না।'

'ফারাও আমনের পুরোহিতদের ছোট করতে চাচ্ছেন।'

'আপনার কি তার বিরুদ্ধাচারণ করার মতো ক্ষমতা আছে?'

'আমি একা নই, আমার মতো আরও অনেকেই আছে।'

'যেমন?'

'প্রশাসনের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ, সেই সাথে অধিকাংশ পুরোহিতও।'

'কাজে নামার জন্য কি আপনারা প্রস্তুত?'

'ক্ষমা করবেন, জনাব। প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করা পুরোহিতদের কাজ নয়!'

'আগে মনস্থির করে তারপর আসুন ডোকি। আপনি কি চান, তা নিজেই জানেন না বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার সাহায্য দরকার।'

'তার আগে প্রমাণ করুন যে আপনি আমার সাহায্যের যোগ্য।'

'কীভাবে?'

'সেটা আপনার কাজ।'

'আমি এক পুরোহিত মাত্র, একজন-'

'হয় আপনি কাজে নামার মতো সাহসী একজন, আর নয়ত আপনি কিছুই নন। যদি পরেরটা হয়ে থাকেন, তাহলে আমার আপনার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই।'

'যদি আমি ফারাও-এর চামচাদের অযোগ্য প্রমাণ করতে পারি?'

'তাহলে প্রথমে তা করুন, এরপর নাহয় কথা বলা যাবে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন। আমাদের মাঝে এসব ব্যাপারে কোনও আলোচনাই হয়নি।'

আনন্দিত মনে শানারের বাড়ি থেকে বিদায় নিল ডোকি। মাথায় এরইমাঝে একগাদা পরিকল্পনা চলে এসেছে। একটায় না একটায় তো কাজ হবেই।

তবে শানার অতটা নিশ্চিত নয়। ডোকি লোকটার মাঝে সম্ভাবনা আছে, তবে সে দ্বিধান্বিত। একবার যখন পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারবে, তখন সম্ভবত পিছিয়ে যাবে সে। কিন্তু তাই বলে কোনও সম্ভাব্য মিত্রকে ফিরিয়ে দেয়া শানাতের ধাতে নেই। দেখাই যাক না, কুমির-মুখো ছোটখাটো লোকটা কী করতে পারে!

রামেসিস, মোজেস আর বাখেন কারনাকের স্থাপত্য কর্ম পরিদর্শন করছে। সেটি'র হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই কর্মযজ্ঞ, শেষ হচ্ছে তার পুত্র রামেসিসের হাত ধরে।

'শ্রমিকদের কী অবস্থা?'

'সারী প্রথম প্রথম একটু ঝামেলা করছিল, তবে এখন আশা করি লাইনে চলে এসেছে।'

'সমস্যা কী ছিল?'

'শ্রমিকদের সাথে বেশ কঠোর আচরণ করছিল। আমার সন্দেহ, ওদের রেশন কমিয়ে দিয়ে বাড়তি টুকু নিজের পকেটে ভরছিল।'

'তাহলে আদালতে তাকে দাঁড় করানো যাক।'

'তার আর দরকার হবে বলে মনে হয় না,' আমোদের সুরে জবাব দিল মোজেস। 'তারচেয়ে ওর ওপর নজর রাখতে পারলেই খুশি হব। একটু বেলাইনে গেলেই, ক্যাঁক করে ধরব।'

'সমস্যা হলো, তুমি যদি ওকে ধরো, তাহলে হয়ত সে-ই তোমার বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ করে বসবে।'

'তা নিয়ে ভাববেন না, মহামান্য। সারীর এতো সাহস নেই।'

'আচ্ছা, তিনি আপনার শিক্ষক ছিলেন না?' মাঝখানে বলে উঠল বাখেন।

'ছিল,' উত্তর দিলেন রামেসিস। 'এবং যথেষ্ট দক্ষ শিক্ষক ছিল। কিন্তু কেন জানি এমন হয়ে গেল! আমার সঙ্গে যা করেছে, তাতে অন্য কেউ হলে সরাসরি মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়ে দিত। আশা করি কঠোর পরিশ্রম তাকে শোধরাতে পারবে।'

'এখন পর্যন্ত অবশ্য কোনও উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মোজেস।

'হবে হবে। তোমার উপর আমার ভরসা আছে। যাই হোক, কয়েকদিনের মাঝেই উত্তরে রওনা দিব আমরা, তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ মোজেস।'

ছেলেটাকে দেখে মনে হলো না সে খুশি হয়েছে। 'এখানকার অনেক কাজ বাকি আছে...'

'বাখেন আমনের চতুর্থ পুরোহিত হিসেবে দায়িত্বে থাকছে। যাবার আগে বুঝিয়ে দিয়ে যেও।'

'আমার উপর আপনার বিশ্বাস দেখে সম্মানিতবোধ করছি মহামান্য।'

'আমি অযোগ্য লোকদের নিয়োগ দেই না বাখেন। নেবু তার কাজ ঠিকভাবেই করবেন, তুমিও করবে। তিনি মন্দির চালাবেন আর তুমি এখানকার স্থাপত্য। কোনও সমস্যা হলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে। এবার কাজে লেগে পড়।'-

মোজেসকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেলেন ফারাও। অন্যদের সামনে তারা ফারাও এবং প্রজা হলেও, নিজের মাঝে সেই আগের সম্পর্কটা অবিকল এক রয়ে গিয়েছে। মা'তের মন্দিরের কাছাকাছি এসে রামেসিস বললেন, 'ধ্যান করার জন্য এখানে আসি আমি। আমার আত্মাকে শান্ত করে তোলে জায়গাটা। পুরোহিতদের আমি ঈর্ষা করি, বুঝলে?'

'আমাকে কারনাক থেকে সরিয়ে দিচ্ছ কেন?'

'এবার আমাদের একত্রে কাজ করার সময় এসেছে। মনে আছে, কাপ-এ থাকতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম? তখন মনে হত, একমাত্র ফারাও এর হাতেই রয়েছে আসল ক্ষমতা। পোকা যেমন আগুনের দিকে ছুটে যায়, আমিও তেমনি ক্ষমতার দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। আমার পিতা যদি আমাকে না সামলাতেন, তাহলে হয়ত পুড়েই যেতাম। যখন আমি বিশ্রাম নেই, তখনই সেই মোহের নড়াচড়া টের পাই নিজের মাঝে। আমাকে বলে নতুন একটা প্রজেক্ট হাতে নিতে।'

'নতুন প্রজেক্ট বলতে?'

'এমন এক প্রজেক্ট যেটা আমি তোমাকে এখনও বুঝিয়ে বলতে পারব না। আরও অনেক ভাবতে হবে। তবে যদি শুরু করি, তাহলে তোমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে।'

'স্বীকার করতেই হচ্ছে, আমাকে অবাক করে দিয়েছ।'

'কেন?'

'আমি তো ভেবেছিলাম বন্ধুদেরকে ভুলে গিয়ে, সভা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে তুমি।'

'তাহলে তো আমাকে ভুল বুঝেছ মোজেস।'

'কিন্তু ক্ষমতা কি মানুষকে পরিবর্তন করে দেয় না?'

'মানুষের পরিবর্তন হয়, তার লক্ষ্যের পরিবর্তনের সাথে। আমার লক্ষ্য ছিল একটাই-মিশরের উন্নতি। আর সেই লক্ষ্য কোনওদিন পরিবর্তিত হবে না।'

আটাশ

রাগে দুঃখে পাগল হবার মতো অবস্থা সারীর। ফারাও এর ভগ্নীপতি, প্রাক্তন শিক্ষক আর রয়াল অ্যাকাডেমির প্রধান কিনা এখন এক 'পাল' ইট-নির্মাতার পরিদর্শক! তার উপর অন্য ছাত্র, মোজেস আঠার মতো তার পিছে লেগেই আছে। যতদিন যাচ্ছে, এই কষ্ট আর বিদ্রুপ সহ্য করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও হিব্রু ছেলেটার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের তাতিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

তবে সারী জানে, মোজেস শুধু আদেশ পালন করে চলছে। শুরু করতে হলে একেবারে মাথা থেকেই শুরু করতে হবে। প্রতিশোধ...প্রতিশোধ চায় সে।

'আমিও ওকে ঘৃণা করি,' একমত হলো তার স্ত্রী ডোলোরা। 'কিন্তু তোমার কথা মতো কাজ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি, তাহলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পরে যাবে।'

'আমাদের হারাবার কিছু আছে?'

'ভয় পাচ্ছি প্রিয়। এমন ষড়যন্ত্র প্রায়শই ভেস্তে যায়।'

'তাতেই বা কি যায় আসে? তুমি এখন সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে আছ। আমাকে দেখ, কাঁদা দিয়ে ঢাকা। এভাবে চলতে পারে না।'

'বুঝতে পারছি, সারী। আসলেই বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার পরিকল্পনাটা একটু বেশিই বেশি হয়ে গেল না?'

'তুমি কি আমার সাথে আছ? নাকি একাই এগোতে হবে?'

'আমি তোমার স্ত্রী।' জবাব দিল ডোলোরা। 'তবে একটা কথা, ভালোভাবে ভেবে দেখেছ তো?'

'গত এক মাস অন্য কিছুই আর আমার ভাবনায় ছিল না।'

'যদি কেউ জানতে পারে-'

'কেউ জানতে পারার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তুমি এত নিশ্চিত কীভাবে?'

'আমি সবদিক ঠিক করেই নেমেছি।'

'তা কী আসলেই সম্ভব?'

'কথা দিলাম তো, কেউ জানতে পারবে না।'

'আর কোনও উপায় নেই-'

'নাহ, ডোলোরা। এখন বলো, আমার সাথে আছ?'

'অবশ্যই।'

নিখুঁতভাবে পোশাক পড়ে, থিবসের নির্দিষ্ট একটা এলাকার উদ্দেশ্য রওনা দিল ওরা দুজন। এখানে সাধারণত বিদেশ থেকে আসা শ্রমিকেরা বাস করে। ভয়ার্তভাবে স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে আছে ডোলোরা, প্রায় প্রতিটা মোড় ঘোরার সময় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আমরা কি হারিয়ে গিয়েছে, সারী?'

'আরে নাহ।'

'পৌঁছে গিয়েছি?'

'এইতো আরেকটু সামনে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছে সবাই। কিন্তু সারীর সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। একগুঁয়ের মতো এগিয়ে চলছে সে।

'এসে গিয়েছি।'

একটা নীচু, লাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দরজার সাথে একটা বিছে পেরেক দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। নক করতেই এক বৃদ্ধা এসে খুলে দিল দরজা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা ছোট, স্যাঁতস্যাঁতে গুহার মতো ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলো দুজন। তেলের প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে, ওতে যতটুকু আলো মেলে, তা দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

'সে আছে,' ঘোষণা করল যেন বৃদ্ধা। 'বসে অপেক্ষা করো।'

বসার সাহস হলো না ডোলোরার, দাঁড়িয়েই রইল। মিশরের আইনানুসারে, কালো জাদু একেবারে নিষিদ্ধ। তবে তারপরেও বেশ কয়েকজন জাদুকর উচ্চ দামে কালো জাদু বিক্রি করে থাকে।

মোটকু আর তুলতুলে লেবানিজ জাদুকর তার গ্রাহকদের দিকে এগিয়ে এলো।

'সবকিছু তৈরি,' ঘোষণা করল সে। 'আপনারা তৈরি তো?'

লোকটার প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন বুঝতে পারল সারী, পকেট থেকে একটা থলি বের করে আনল। দশটা নিখুঁত আকৃতির নীলকান্তমণি আছে ওতে।

'আপনারা যে জিনিসটা কিনলেন, ওটা এই গুহার ভেতরে আছে। তার পাশে দেখবেন একটা মাছের কাঁটাও আছে। যাকে জাদু করতে চান, তার নামটা লিখবেন ওই কাঁটা দিয়ে। যার নাম লিখবেন, সে-ই অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

জাদুকরের কথা শুনতে শুনতে, শালটা দিয়ে নিজদের আরও ভালোভাবে পেঁচিয়ে দিল ডোলোরা। লোকটা যখন কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল, তখন স্বামীর কব্জি আঁকড়ে ধরে বলল, 'চল, চলে যাই! আমি আর সহ্য করতে পারছি না!'

'এইতো আরেকটু, শেষ প্রায়!'

'রামেসিস আমার ভাই!'

'সে তোমার ভাই ছিল। এখন সে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাদেরকে কেউ সাহায্য করবে না, ডোলোরা। নিজেদেরকে নিজেদেরই সাহায্য করতে হবে।'

'আর কোনও পথ নেই?'

'এখন আর ফেরার কোনও উপায় নেই, ডোলোরা।'

গুহার মতো দেখতে ঘরটার ভেতরে একটা বেদী রয়েছে। বিভিন্ন কুৎসিত আর ভয়ংকর চেহারার প্রাণির ছবি আঁকা আছে ওতে। বেদীর ঠিক উপরেই রয়েছে একটা চুনাপাথরের খণ্ড, আর তার পাশে লম্বা, সূচালো একটা মাছের হাড়। দেখে মনে হচ্ছে, চুনাপাথরটা সাপের রক্তের মাঝে চুবিয়ে এনেছে জাদুকর। যেন জাদুটা আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

সারী ধীরে ধীরে রামেসিসের নামের হায়ারোগ্লিফিক আঁকা শুরু করল। এদিকে ডোলোরা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলছে।

'এবার তোমার পালা।' কাজ শেষে আদেশ করল সারী।

'পা...পারব না।'

'বিবাহিত দম্পতির উভয়ে না লিখলে জাদু কাজ করবে না।'

'আমি আমার ভাইকে খুন করতে চাই না!'

'রামেসিস মারা যাবে না, বেঁচে থাকবে। তবে কাজ করতে পারবে না। শানার হবে তার রিজেন্ট। আমরা মেমফিসে ফিরতে পারব।'

'আমি পারব না।'

সারী তার স্ত্রী'র ডান হাতে জোর করে গুঁজে দিল হাড়টা।

'লেখ-রামেসিস।'

কাঁপা কাঁপা হাতটা ধরে বলতে গেলে নিজেই লিখে দিল নামটা। এখন আর মাত্র একটা ধাপ বাকি আছেঃপাথর খণ্ডটাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

ওটাকে তুলে নিল সারী, ডোলোরা আবারও হাত দিয়ে চেহারা ঢাকল। পরবর্তি দৃশ্যগুলো দেখতে চায় না।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও, পাথরখণ্ডটা ভাঙ্গতে ব্যর্থ হলো সারী। চুনাপাথরটা যেন আচমকাই গ্রানাইটে রূপ নিয়েছে! রেগে গিয়ে মেঝে থেকে একটা শক্ত পাথরের টুকরা তুলে নিয়ে চুনাপাথরের উপর আঘাত হানল সে, কিন্তু না। তাতেও কোনও লাভ হলো না।

'আমি বুঝতে পারছি না। চুনাপাথর ভাঙতে পারছি না! এমন পাতলা একটা জিনিস...'

'রামেসিস নিরাপত্তা প্রাপ্ত,' চিৎকার করে উঠল তার স্ত্রী। 'কিছুই ওর ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কালো জাদুও না! চলো, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই।'

অপরিচিত রাস্তা ধরে, যত দ্রুত সম্ভব হাটছে সারী আর ডোলোরা। ভয় খামচে ধরেছে সারীর তলপেট, পথ খুঁজে পাচ্ছে না সে। এদিকে গরমের মাঝেও, শীতে কেঁপে উঠছে ডোলোরা। ওদেরকে দেখা মাত্রই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজাগুলো, তবে ফুটো দিয়ে যে কেউ একজন নজর রাখছে, সেটা পরিষ্কার।

বাজের মতো দেখতে এক চিকন লোক ওদের দিকে এগিয়ে এলো, কালচে সবুজ চোখ জোড়ায় অদ্ভুত এক আলো জ্বলজ্বল করছে।

'পথ হারিয়েছ?'

'না,' উত্তর দিল সারী। 'সামনে থেকে সরো!'

'সাহায্য করতে চাইছিলাম।'

'লাগবে না, আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

'এই রাস্তাগুলো মাঝে মাঝেই বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়।'

'নিজেদের খেয়াল রাখার ক্ষমতা আমাদের আছে।'

'সশস্ত্র দুর্বত্তদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। দামী রত্ন বহনকারী এক জন মানুষের জন্য, এই এলাকায় নানা ধরনের বিপদ হাঁ করে থাকে।'

'আমার কাছে দামি কিছুই নেই।'

'লেবানিজ জাদুকরকে কি নীলা দাওনি?'

ডোলোরা স্বামীকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

'তুমি কি যা শোন, তা-ই বিশ্বাস করো?' উত্তরে বলল সারী।

'তোমার দুজনেই একেবারে অসচেতন। কিছু একটা ভুলে যাচ্ছে তোমরা?' এই বলে লোকটা রামেসিসের নাম লেখা চুনাপাথরের টুকরাটা তুলে ধরল।

ডোলোরা ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বামীর কাঁধে মুখ লুকাল।

'ভালো কথা, মনে আছে তো? ফারাও-এর বিরুদ্ধে কালো জাদু ব্যবহার করার শাস্তি। তবে ভয় পেও না, আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'তুমি কি চাও?'

'সাহায্য করতে, সেকথা তো আগেই বলেছি তাই না? তোমাদের বাঁ দিকে একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছ? ভেতরে যাও। স্ত্রীকে নিয়ে কিছু পান করো।'

বাড়িটার মেঝে মাটির হলেও, পরিষ্কার। এক পৃথুলা সোনালী চুলো মেয়ে ডোলারাকে একটা কাঠের বেঞ্চে শুইতে দিতে, সারীকে সাহায্য করল। মাদুর বেছানো বেঞ্চে মেয়েটাকে শোয়াবার পর পানি আনতে চলে গেল সে।

'আমার নাম ওফির,' বলল শুকনো লোকটা। 'আর এ হচ্ছে লিটা, আখেনাতেনের নাতীর নাতী। মিশরের আসল ফারাও।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সারী। এদিকে ডোলোরাও কিছুটা ধাতস্থ হতে শুরু করেছে।

'ফাজলামো নাকি?'

'নাহ, সত্যি।'

ফর্সা মেয়েটার দিকে ফিরল সারী। 'এই লোকটা মিথ্যা কথা বলছে?'

মাথা নেড়ে না বলল লিটা, এরপর ঘরের এক কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ওর কাজ কর্মে কিছু মনে করো না,' ওফির জানাল। 'স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তাকে।'

'কী হয়েছে ওর?'

'যখন বাচ্চা ছিল, তখন ওকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেই সাথে মার...এমনকী খুন করে ফেলার হুমকীও দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আতেনের উপর থেকে যেন বিশ্বাস সরায় মেয়েটা। আমি সময়মত উপস্থিত না হলে, এতদিনে বদ্ধ পাগল হয়ে যেত বেচারি।'

'তুমি ওকে কেন সাহায্য করছ?'

'কেননা ওর মতো আমার পরিবারকেও অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। এখন শুধু প্রতিশোধের নেশায় বেঁচে আছি আমরা। লিটাকে মিশরের সিংহাসনে আসীন করা আর এদেশ থেকে মিথ্যা দেবতাদের সরিয়ে দেয়ার মাঝেই তা সম্ভব হতে পারে।'

'রামেসিস তোমাদের দুঃখ কষ্টের কারণ হতে পারে না!'

'অবশ্যই পারে। সে এমন এক অশুভ রাজবংশের প্রতিনিধি, যার একমাত্র কাজ হলো মানুষের উপর অত্যাচার করা।'

'তোমরা প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছ কীভাবে?'

'আতেনের উপাসকরা এখনও বেঁচে আছেন। তারাই আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'খুব একটা বেশি বাকি আছে বলে তো মনে হয় না।'

'যত কম ভাবছেন, তত কমও না। তবে যে কজনই আছেন, আত্মগোপন করে আছেন।'

'প্রাচীন এক বিশ্বাস। আজকার কেউ আতেনকে নিয়ে চিন্তাও করে না।' বলল রামেসিসের বোন।

'করা উচিত।' শুধু এতটুকুই বলল ওফির।

'চলো, এখান থেকে চলে যাই,' কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করল ডোলোরা। 'এই মানুষগুলো বদ্ধ পাগল।'

'আমি তোমাকে চিনি।' আচমকা বলে উঠল ওফির।

'না, চেন না!'

'তুমি ডোলোরা, ফারাও এর বোন। আর তুমি সারী, একদা রামেসিসের শিক্ষক ছিলে। তোমাদের দুজনের সাথেই সে খারাপ আচরণ করেছে। এখন তোমরা প্রতিশোধ চাও।'

'তাতে তোমার কি যায় আসে?'

'তোমরা রামেসিসের উপর যে জিনিসটা দিয়ে জাদু করতে চাইছিলে, সেই চুনাপাথরের টুকরাটা আমি নিয়ে এসেছি। চাইলে সেটা উজিরের কাছে দিয়ে তোমাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারি...'

'ব্ল্যাকমেইল করছ!'

'আমাদের সাথে যোগ দাও, সব প্রমাণ হাপিস হয়ে যাবে।'

'আমাদের লাভ?' জানতে চাইল সারী।

'কালো জাদু ব্যবহার করে রামেসিসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু যেন তেন জাদু হলে কাজ হবে না। তোমরা যে জাদু ব্যবহার করতে চাইছিলে, তা সাধারণ মরণশীলের বিরুদ্ধে কাজ করলেও, ফারাও এর বিরুদ্ধে করবে না। অভিষেকের সময়, নিরাপত্তামূলক জাদু দিয়ে ফারাওকে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। সেগুলো একটা একটা করে অকার্যকর করে তুলতে হবে। আমি আর লিটা মিলে তা করতে পারি।'

'বিনিময়ে কি চাও?'

'খাবার আর আশ্রয়। সেই সাথে আমাদের ভাইরা উপাসনার জন্য গোপনে কোথাও জড়ো হতে পারে, এমন কোনও জায়গা।'

'শুনো না,' ফিসফিসিয়ে বলল ডোলোরা। 'এই মানুষটা বিপদজনক। ভালো কোন কাজে আসতে পারবে না।'

সারী জাদুকরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি রাজী।'

উনত্রিশ

তেলের প্রদীপ জ্বেলে *নাওস*, কারনাকের একদম অভ্যন্তরীণ জায়গাটা আলোকিত করলেন রামেসিস। এখানে প্রবেশ করার অনুমতি আছে কেবল তার অথবা তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান পুরোহিতের। আলো জ্বলতেই ছায়ারা সরে গিয়ে পবিত্রদের কাছেও পবিত্রকে দেখতে দিল। আমন, লুক্কায়িত দেবতা, যার আসল চেহারা কোনও মরণশীল মানুষ কোনওদিন জানতে পারবে না, তার দুনিয়াবি প্রতিকৃতি দেখা গেল গোলাপী এক গ্রানাইটের চ্যাপেলে।

দরজায় লেগে থাকা কাদামাটির সীলটা ভেঙ্গে ফেললেন ফারাও, ল্যাচ ধরে টেনে খুললেন দরজা।

'শান্তিতে কাজ করুন, হে প্রাণের জন্মদাতা। আপনার প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয় নিয়ে উপস্থিত আপনারই পুত্রকে আশীর্বাদ দিন। এই পৃথিবী, যা কেবল মাত্র আপনার ভালোবাসার জন্যই টিকে আছে, তার প্রতি সদয় হউন। প্রতিটা জীবনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করে দিন আপনার ঈশ্বরিক ক্ষমতাকে।'

পবিত্র মূর্তিটার উপর আলো ফেললেন ফারাও, রঙ বেরঙা লিলেনের কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন মুর্তিটা। পবিত্র লেক থেকে নিয়ে আসা পবিত্র পানি দিয়ে ভেজালেন কাপড়, এরপর উৎসর্গ করলেন সাথে নিয়ে আসা নৈবদ্যগুলো। কারনাকের সবগুলো পুজোর বেদীতে একই নৈবদ্য চড়াবে পুরোহিতরা। যে প্রথা অনুসৃত হয় মিশরের প্রতিটা মন্দিরে, প্রতিদিন সকালে।

উৎসর্গ চড়ানো শেষ হলে, ল্যাচ টেনে নাওসের দরজা বন্ধ করে দিলেন ফারাও। এরপর থেকে তার হয়ে নেবু এই প্রথা পরিচালনা করবেন।

নাওস ছেড়ে যখন চলে এলেন রামেসিস, তখন পুরো মন্দির জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বেদী থেকে মানুষের খাওয়ার জন্য খাবারের যে অংশটুকু আলাদা করে রাখা ছিল, সেগুলো সরাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুরোহিতরা। মন্দিরের চুলা থেকে একের পর এক রুটি আর কেক বের হচ্ছে, কসাইরা দুপুরের খাবারের জন্য মাংস কাটতে ব্যস্ত। শ্রমিকেরা কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শান্তি আর আনন্দের মাঝেই কাটবে দিনটা।

সেরামানার একদম পিছু পিছু রামেসিসের রথ দ্য ভ্যালি অফ কিংসে'র দিকে গোচ্ছে। সময়টা সকাল সকাল হলেও, এরইমাঝে উত্তাপ ঘিরে ধরেছে সবাইকে। শান্ত মনে ঘোড়া চালাচ্ছে নেফারতারি। তবে গরমটা টের পাচ্ছে। আর তাই ভেজা একটা কাপড় রেখেছে ঘাড়ের উপর।

মেমফিসে ফেরার আগে, পিতার সমাধি আরও একবার দেখে যেতে চান রামেসিস। চান সার্কোফ্যাগাসের পাশে বসে আরেকবার প্রার্থনা করতে।

সরু প্রবেশপথের সামনে এসে থেমে দাঁড়ালো রথ দুটো। স্ত্রীকে নামতে সাহায্য করলেন রামেসিস। এদিকে সেরামানা এরইমাঝে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। শুধু তাই নয়, যে রক্ষী দলকে উপত্যকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাখা হচ্ছিল, তাদের দিকেও কড়া চোখে তাকালো সে। কিন্তু আপত্তিকর কিছু পেল না।

নেফারতারিকে অবাক করে দিয়ে রামেসিস পাশাপাশি অবস্থিত প্রথম রামেসিস বা সেটি, কারও কবরের দিকেই প্রথমে এগোলেন না। বরঞ্চ ডানে চলে গেলেন, যেখানে শ্রমিকেরা পাথরের উপর কাজ করছে।

দার এল-মেদিনার এক দক্ষ নির্মাতা আশেপাশে অনেকগুলো প্যাপিরাসের স্ক্রোল খুলে নিয়ে বসে আছে। রাজ-দম্পতিকে এগোতে দেখে বাউ করল সে।

'এখানে আমি আমার সমাধি বানাচ্ছি।' রামেসিস স্ত্রীকে জানালেন।

'এত জলদি?'

'রাজত্বের একদম প্রথম বছরেই প্রত্যেকটা ফারাও এর এই কাজ করা উচিত।'

দুঃখে কালো হয়ে আসা নেফারতারির চেহারা এ কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে গেল। 'মৃত্যু যে কারও সার্বক্ষনিক সঙ্গী।' একমত হলেন তিনি। 'প্রস্তুতি আগে থেকে নেয়াই ভালো।'

'জায়গাটা ভালো মনে হচ্ছে না?'

ধীরে ধীরে, জায়গায় দাঁড়িয়েই পাক খেলেন নেফারতারি। এরপর একদম স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। চোখ মুদে আছেন।

'এটাই তোমার বিশ্রামের জায়গা হবে।' অবশেষে বললেন।

স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন ফারাও। 'যদিও মা'তের নিয়ম অনুযায়ী তোমার সমাধি হবে ভ্যালি অফ দ্য কুইন'স, কিন্তু জেনে রাখো, আমাদের আত্মা সবসময় একসাথেই থাকবে। তোমার সমাধি হবে সেই পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সবচাইতে সুন্দর সমাধি। আর আমাদের ভালোবাসার গল্প টিকে থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত।' স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে বললেন তিনি।

উপত্যকার শক্তিশালী আবহ আর জাদুময় পরিবেশ যেন এই মুহূর্তেই অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধন তৈরি করে ফেলল ফারাও আর তার রাণির মাঝে।

স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে এবার প্রধান নির্মাতার দিকে এগোলেন রামেসিস।

'আমাকে তোমার পরিকল্পনাটা দেখাও।' আদেশ দিলেন তিনি। মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, 'প্রথম করিডোরটা আরও বড় করা দরকার। আরেকটা চেম্বার যোগ করো। এখানে পাথর আরও বেশি করে খোঁদাই করা হোক, জায়গাটা বের হবে মা'তের হলে।' ব্রাশ হাতে নিয়ে যা যা যোগ করতে হবে, সেটা লাল রঙে এঁকে দিলেন তিনি। 'সেখান থেকে আমরা ডান দিকে একটা ছোট আর সরু প্যাসেজ ধরে গোল্ডেন চেম্বারে চলে যাব আমরা। প্রথম ঘরে চারটা পিলার থাকবে আর এই চেম্বারে আটটা। সার্কোফ্যাগাসটা থাকবে ঠিক মাঝখানে। বেশ কিছু উজ্জ্বল চ্যাপেলও থাকবে। তোমার কী মনে হয়?'

'সম্ভব মহামান্য।'

'সমস্যা হলে আমাকে সাথে সাথে জানিও।'

'আমার কাজই হলো, যেন কোনও সমস্যা না হয় তা দেখা।'

রাজ-দম্পতি ও তাদের সঙ্গীরা দ্য ভ্যালি অফ কিং'স থেকে বের হয়ে নীল নদের দিকে ফেরা আসা শুরু করল। ফারাও সেরামানাকে তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু জানাননি বলে, সর্তক চোখে নজর রাখছে দেহরক্ষী। রামেসিস স্বভাবগত ভাবেই এমন যে, তাকে নিরাপদে রাখা এককথায় অসম্ভব। একদিন না একদিন ঠিক বিপদে পড়তে হবে তাকে!

কৃষিজমি পার হবার ঠিক আগমুহূর্তে ডানে মোড় নিল রাজকীয় রথ। তৃতীয় থুতোমসিসের মন্দিরের সামনে দিয়ে এগোল বাহনটা। এই ফারাও ইতিহাসে নিজের অবস্থান উজ্জ্বল করে রেখেছেন। এশিয়াকে শান্ত আর পূর্বদিকে মিশরের অবস্থান শক্ত করার জন্য তিনি বিখ্যাত।

মরুভূমির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন রামেসিস। এখান থেকে শ্রমিকদের বসতি একদম কাছে। সেরামানা সাথে সাথে তার লোকদের ছড়িয়ে পড়ার আদেশ জানাল। ওদের পেছনের গম ক্ষেতে আক্রমণকারী লুকিয়ে থাকতে পারে।

'এই জায়গার ব্যাপারে তোমার কী মত, নেফারতারি?'

অভিজাত এবং বয়সে তরুণী রানি এরইমাঝে পা থেকে পাদুকা খুলে ফেলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে একটা সমতল পাথরের উপর এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'এখানে ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। ঠিক যে ক্ষমতা লুকিয়ে আছে তোমার হৃদয়ে।'

রামেসিস হাঁটু গেঁড়ে বসে রাণির কোমল পায়ে চুমো খেলেন।

'গতকাল,' আচমকা বলে উঠলেন রামেসিস। 'আমার অদ্ভুত আর ভীতিকর একটা অনুভব হলো।'

'ব্যাখ্যা করতে পারবে?'

'দেখলাম তুমি কেমন যেন একটা পাথরের খোলসে শুয়ে আছ। কেউ একজন সেই খোলসটা ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। চাইতে তোমাকে ধ্বংস করে ফেলতে।'

'কাজ হয়েছে?'

'তারপর, আমার আত্মা সেই অশুভ শক্তির সাথে লড়াই করে তাকে হারিয়ে দিল! খোলসটার কিছুই হলো না।'

'বাজে স্বপ্ন?'

'না, জেগেই ছিলাম। আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু পুরোটা এমন বাস্তব ছিল যে...'

'এখন ঠিক আছো?'

'পুরোপুরি না। এখনও অস্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে আড়ালে লুকিয়ে আছে কেউ, তোমার ক্ষতি করতে চাইছে।'

'আমার শত্রু সংখ্যা কম নয়। তাই অবাক হবার কিছু নেই নেফারতারি! শত্রুরা থামবে না। যাই হোক, সামনেই এগিয়ে যেতে চাই আমি।'

'তাহলে আমার কর্তব্য হলো, তোমাকে সুরক্ষা দেয়া।'

'সেরামানা সেই কাজের জন্য যথেষ্ট দক্ষ।'

'লোকটা তোমাকে শারীরিক আঘাত থেকে রক্ষা করবে, মানি। কিন্তু যে আঘাত দেখা যায় না? ওগুলো থেকে তোমাকে রক্ষা করব আমি, রামেসিস। আমার ভালোবাসা তোমাকে জড়িয়ে রাখবে। কিন্তু শুধু তা-ই যথেষ্ট না। আমাদের আরও দরকার...'

'কী?'

'তোমার নাম আর জীবনকে চিরদিনের জন্য রক্ষিত করে রাখতে পারে এমন কিছু।'

'তাহলে এখানেই বানাবো ওটাকে। এই এখানে...যেখানটা স্পর্শ করে আছে তোমার পা। আমি জানি, তুমিও দেখেছে ওটাকে। পাথরে নির্মিত বিশাল এক রক্ষী। এই জায়গাটাতেই আমি আমার চিরস্থায়ী মন্দির বানাবো-রামেসিয়াম। আমি চাই তোমার সাথে মিলে জিনিসটা বানাতে, একসাথে।'

ত্রিশ

সেরামানা গোঁফে তা দিল প্রথমে, এরপর গাঁয়ে সুগন্ধী লাগিয়ে পরিধান করল বেগুনী টিউনিক। আয়নায় একবার চুলের অবস্থা দেখে নিয়ে, রামেসিসকে কী বলবে তা মনে মনে আবারও আউড়ে নিল। নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন রামেসিস গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শোনেন। অনেক ইতস্তত করা হয়েছে, এখন বলতেই হবে।

ফারাও এর সাজঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো সার্ড।

'ভালো দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল রামেসিস। 'আমার দেহরক্ষীর কাজ ছেড়ে আবার কাপড়ের ব্যবসায় নামতে যাচ্ছ না তো!'

'আমি ভেবেছিলাম...'

'ভেবেছিলে, যেহেতু স্পর্শকাতর ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছ তাই একটু সেজে গুঁজে আসলে মন্দ কী?'

'আপনাকে কে জানাল?'

'কেউ না। আন্দাজ করলাম।'

'আপনি ঠিক বলেছেন মহামান্য!' বলে ফেলল সার্ড।

'মনের কথা বলে ফেল সেরামানা।'

'বিছাটাকে কেউ একজন ইচ্ছা করে আপনার রুমে রেখে দিয়েছিল।'

'তা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'ব্যাপারটা আমার শুরু থেকেই পছন্দ হয়নি। তাই অনুসন্ধান করেছিলাম।'

'যা পেয়েছ, তা পছন্দ হচ্ছে না, তাই তো?'

'জি মহামান্য, পছন্দ হচ্ছে না।'

'ভয় কীসের সেরামানা?'

সার্ডের প্রশস্ত চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল। মিশরের ফারাও বাদে অন্য কেউ এমন অপমান করলে, ঠিক ঠিক তাকে ঘুষি মেরে বসত সে।

'আমি আপনার নিরপত্তার দায়িত্বে আছি, মহামান্য। কিন্তু আপনার কর্মকাণ্ড সবসময় সেটাকে সহজ করে না।'

'আমাকে বোঝা কঠিন বলছ?'

'যদি আরেকটু শান্ত হতেন...'

'তোমার জীবন একঘেয়ে হয়ে পড়ত।'

'যখন জলদস্যু ছিলাম, তখন দায়িত্ব ভালোভাবে সমাধা করতে চাইতাম।'

'করো না, নিষেধ করেছে কে?'

'আপনার রক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাঁধা নেই, কিন্তু...'

'আর পেচিও না, বলে ফেল।'

'আমার সন্দেহ, আপনার কাছের কেউ পুরো ব্যাপারটার সাথে জড়িত। কেননা কাজটা যে-ই করুক, তাকে আপনার কেবিন চিনতে হয়েছে।'

'অনেকেই তো হতে পারে।'

'হতে পারে, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বলছে আমি আসল অপরাধীর দিকে শীঘ্রই আঙুল তুলতে পারব।'

'আঙুল?'

'আমার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে।'

'মিশরীয় সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা। মা'তের নিয়ম অনুযায়ী, ফারাও পর্যন্ত তার উর্ধ্বে নন।'

'অন্য ভাষায় বলতে গেলে, আমাকে কোনও আনুষ্ঠানিক আদেশ দেয়া হচ্ছে না।'

'আদেশ দিলে তা তোমার কর্মকাণ্ডে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না?'

'বুঝতে পেরেছি।' এতক্ষনে হাসি দেখে ফেল সেরামানার চোখে।

'আমার মনে হয় না তুমি বুঝতে পেরেছ, সেরামানা। অন্তরাত্মার অনুসরণ করো, সমস্যা নেই। কিন্তু তাই বলে মানুষজনকে বিরক্ত করতে যেও না।'

'কেউ আহত হবে না।'

'কথা দাও।'

'আপনি কি এই জলদস্যুর কথায় ভরসা রাখতে পারবেন?'

'সাহসী একজন মানুষ নিজের কথা রাখতে যানে।'

'আহত হবার কথা বলে বোঝাতে চাইছি...'

'কথা ঘুরিও না সেরামানা।'

'ঠিক আছে মহামান্য, আমি কথা দিলাম।'

প্রাসাদকে ময়লামুক্ত রাখা রোমাই-এর একটা পাগলামিই বলা চলে। রামেসিসের প্রধান খানসামা হিসেবে, তার আরাম আয়েশের দিকে খেয়াল রাখা ওর কর্তব্য। ঝাড়ুদার, মেয়ে পরিষ্কারকারী এবং অন্যান্য লোকেরা সারাক্ষণ এই কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। প্রত্যেকের কাজ পরীক্ষা করে দেখে রোমাই। কোথাও কোনও সমস্যা পেলে বেতন কাটার হুমকিও দেয়। একাজে সাহায্য করার জন্য একজন লিপিকারকেও রাখা হয়েছে।

বেচারা লিপিকার ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যখন প্রাসাদ ছেড়ে বেরোল, তখন রাত নেমে এসেছে। পছন্দের বিয়ার পাওয়া যায়, এমন এক মদশালায় চলে গেল

সে। সরু রাস্তা ধরে এগোচ্ছে, এমন সময় কেউ একজন তার কলার ধরে টান দিল, টেনে নিয়ে গেল একটা অন্ধকার দোকানে। লিপিকার ঢোকামাত্র তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ভয়ে, আতংকে যেন জমে গেল বেচারা, চিৎকার করতেও ভুলে গেল।

বিশাল দুটো হাত তার গলা চেপে ধরল।

'মুখ খোল হারামজাদা!'

'ছাড়ো! দম নিতে পারছি না।'

হাতের বাঁধনটা একটু নরম করল সেরামানা।

'মনিব আদেশ তো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলিস, তাই না?'

'মনিব?'

'রোমাই।'

'দেখুন, আমার কাজে কোনও ভুল নেই।'

'রোমাই রামেসিসকে ঘৃণা করে, তাই না?'

'আমি জানি না। নাহ, ভুল হলো, আমার তা মনে হয় না।'

'রোমাই নাকি বিছা পোষে?'

'বিছা? ওগুলোকে যমের মতো ভয় পায় সে।'

'মিথ্যা বলছিস।'

'নাহ, প্রতিজ্ঞা করে বলছি। কথাটা সত্যি!'

'তুই ওকে বিছা নিয়ে খেলতে দেখিসনি?'

'একবারও না!'

সন্দেহে পড়ে গেল বেচারা সার্ড। সাধারণত ওর পদ্ধতি কাজে দেয়। লোকটা কি তাহলে সত্য কথাই বলছে?

'আপনি কি বিছা সামলাতে পারে, এমন কাউকে খুজছেন?' নিজে থেকেই বলে উঠল লিপিকার।

'কেন, এমন কাউকে চেন নাকি?'

'ফারাও-এর একজন বন্ধু আছে। সেটাউ নাম...সাপ আর বিছা নিয়েই তার কাজ-কারবার।'

'এই সেটাউ-কে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'মেমফিসের বাইরে, মরুভূমিতে তার গবেষণাগার আছে। তার স্ত্রী নুবিয়ান জাদুকরী।'

সেরামান তার বন্দীকে ছেড়ে দিল। গলা ঘষতে ঘষতে বিদায় নিতে চাইল সে।

'আমি যেতে পারি।'

হাত নেড়ে বিদায় দিল সার্ড। পরক্ষণেই বলে উঠল, 'দাঁড়াও। ব্যথা পাওনি তো?'

'একদম না।

'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু মুখ বন্ধ রাখবে, নইলে...'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল লিপিকার।

সেরামানাও শান্তভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, লিপিকারের বিপরীত দিকে রওনা দিল সে। ওর অন্তরাত্মা ওকে রোমাই-এর দিকেই ইঙ্গিত করছিল। হঠাৎ পদোন্নতি পাওয়া খানসামা অল্পদিনে ফারাও-এর কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছে। চাইলেই তার কোনও ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া, এধরনের মানুষকে অবিশ্বাস করে সেরামানা। তবে হ্যাঁ, ভুল হলেও হতে পারে ওর।

নতুন বেশ কিছু তথ্য মিলেছে লিপিকারের কাছ থেকে। তবে খুব সাবধানে এগোতে হবে। রামেসিসের কাছে সবার উপরে বন্ধুত্বের স্থান। সেটাউ-এর পেছনে লাগাটা ঝুকি পূর্ণ হবে। কিন্তু আত্মমর্যাদা সেরামানাকে বাধ্য করছে কাজটা করতে। মেমফিসে ফেরার সাথে সাথে এই অস্বাভাবিক দম্পতির পেছনে লাগবে সে।

'তোমার বিরুদ্ধে নালিশ এসেছে।' কয়েকদিন পর জানালেন রামেসিস।

'আমি আমার কথা রেখেছি মহামান্য।' জানাল সেরামানা।

'তুমি নিশ্চিত?'

'যতটা হওয়া যায়।'

'কোনও লাভ হলো?'

'এখনও না।'

'নতুন কোনও সূত্র।'

'তেমন জোরালো কিছু মেলেনি।'

'আশা করি হাল ছেড়ে দাওনি।'

'আমার দায়িত্ব হলো আপনাকে সুরক্ষা দেয়া...মানে যতটুকু আমার সামর্থ্যে কুলায়, ততটুকু আরকি।'

'সবকিছু বলেছ তো? কিছু লুকাওনি?'

'আমার কি মনে হয়, আমি সেকাজের যোগ্য মহামান্য?'

'একজন জলদস্যু কী করতে পারে, তা নিশ্চিত করে কে বলতে সক্ষম?'

'প্রাক্তন জলদস্যু। বর্তমান জীবন আমার একটু বেশিই পছন্দ। সেটাকে বিপদের মুখে ফেলতে চাই না।'

চোখ ছোট ছোট করে তাকালেন রামেসিস। 'তোমার প্রধান সন্দেহভাজন নির্দোষ, তাই তুমি পরেরজনকে খুঁজছ!'

সেরামানা না করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'এখন আপাতত সব ধরনের অনুসন্ধান বন্ধ রাখতে হবে।'

দানব সার্ড যে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে তা তার চেহারাতেই ফুটে আছে। 'যেমন কথা দিয়েছিলাম, আসলেই কেউ আহত হয়নি। হবেও না...'

'না, হবে না। কেননা আমরা আগামীকালই মেমফিসে ফিরে যাচ্ছি।'

একত্রিশ

রোমাই-এর দম ফেলাবার সময় নেই। সভা থিবস থেকে মেমফিসে স্থানান্তর নিয়ে সে চরম ব্যস্ত। হ্যাপা তো আর কম না, সম্ভ্রান্ত বংশের নারীদের যেন কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেই সাথে নজর দিতে হবে পুরুষদের আরাম আয়েশের প্রতিও। জাহাজে সরবরাহ করা খাবারের মান হতে হবে প্রাসাদের খাবারের মানের। কিন্তু সবসময়ই ঝামেলা হয়। হয়ত রাঁধুনি অসুস্থ হয়ে পড়ে, নয়ত পরিচারক আসতে দেরি করে, নয়ত...

তবে রামেসিস যখন আদেশ দিয়েই দিয়েছেন, তখন তা রোমাইকে মানতেই হবে। আশা ছিল, দারুণ দারুণ সব রান্নার উপায় আবিষ্কার করে আর সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেই জীবন কাটিয়ে দেবে, কিন্তু এখন আটকা পড়েছে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তরুণ ফারাও-এর কাছে। হ্যাঁ, রামেসিসের খানসামাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি অধৈর্য, যার মাঝে এমন এক আগুন জ্বলছে যা যে কাউকে পুরিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু মাঝে মাঝে এ-ও মনে হয়, তিনি এমন এক বাজপাখি, যে ডানা ছড়িয়ে আসমানকে রক্ষা করছে। রোমাই নিজেকে ফারাও এর কাছে প্রমাণ করতে চায়।

নিজ হাতে এক ঝুরি ভর্তি ফিগ নিয়ে, রাজার জাহাজের গ্যাংওয়েতে এসে দাঁড়াল খানসামা। কিন্তু আর এগোতে পারল না, সেরামানা তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'তল্লাশি করে দেখা এখন বাধ্যতামূলক।'

'কিন্তু আমি মহামান্যের খানসামা!'

'বাধ্যতামূলক!' আবারও বলল দেহরক্ষী।

'ঝামেলা বাঁধাতে চাচ্ছ?'

'তুমি চাচ্ছ? লুকাচ্ছো কিছু?'

রোমাইকে দেখে মনে হলো, বেচারা নাড়া খেয়েছে। 'কী বোঝাতে চাইছ?'

'লুকাচ্ছো নাকি লুকাচ্ছো না?' হুংকার করে উঠল যেন সার্ড।

'দেখ, তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ! এত যখন তোমার নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ব্যথা, তাহলে এই ঝুড়িটা নিজেই ফারাও-এর কাছে নিয়ে যাও। করার মতো আরও হাজারটা কাজ আমার আছে।'

সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল ঝুড়িটা। সেটা তুলে ধরল সেরামানা। এরপর একে একে প্রতিটা ফল আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করল।

সুন্দরী ইসেটকে আগের চাইতেও বেশি অভিজাত দেখাচ্ছে।

রামেসিসের সামনে এসে বাউ করল সে। নিজেকে সভায় সদ্য আগত এক রমনী বলে মনে হচ্ছে।

আলতো করে ওকে উঠে দাঁড়াতে সহায়তা করলেন রামেসিস। 'আগে এমন নাজুক ছিলে বলে তো মনে পড়ছে না।'

'না, মহামান্য।' বলল ইসেট। চেহারায় দুশ্চিন্তা, কিন্তু চোখ দুটো হাসছে।

'দুশ্চিন্তা করছ কিছু নিয়ে?'

'আমি কি গোপনে তোমার সাথে কথা বলতে পারি?'

পাশাপাশি চেয়ারে বসল দুজনে। 'বলো, কয়েক মিনিট সময় আছে হাতে।' বললেন ফারাও।

'কেবল এতটুকুই আমার প্রাপ্য?'

'দেখো, আমার সময় এখন আর আমার নেই, ইসেট। এক দিনে যত কাজ করা যায়া, আমাকে রাত চাইতেও বেশি কাজ করতে হয়।'

'তুমি সভা মেমফিসে সরিয়ে নিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখনও কোনও আদেশ পাইনি। আমি কি তোমার সাথে যাব, নাকি থিবসেই থাকব?'

'তুমি কি আমার নিরবতার কারণ বুঝতে পারনি?'

'চেষ্টা করছি।।'

'সিদ্ধান্তটা তোমার একার, ইসেট।'

'কেন?'

'আমি নেফারতারিকে ভালবাসি।'

'আমাকে? আমাকে ভালবাস না?'

'তোমার আমাকে ঘৃণা করার কথা।'

'তুমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক, কিন্তু মেয়েদের মন সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। নেফারতারি বিশেষ এক মহিলা, আর তা আমিও জানি। কিন্তু তাই বলে আমি কেন তোমাকে ভালবাসতে পারব না? নিজ জীবনে তুমি আমাকে যে অবস্থানেই দাও না কেন, আমি তোমাকে ভালবাসি আর বেসেই যাব। তুমি, তোমার স্ত্রী এমনকি দেবতারাও তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারবেন না। তোমাকে একটু দেখা, একটু কথা বলতে পারা, দিনের অল্প কয়েকটা মুহূর্ত তোমার সাথে কাটানো-এতটুকুই আমার চাওয়া। কেন সেগুলো পূর্ণ হবে না?'

'তাহলে তো তোমার সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নেয়া হয়ে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমি মেমফিসে যাচ্ছি।'

চল্লিশটারও বেশি নৌকা থিবস থেকে রওনা দিল। ঝামেলা ছাড়াই নব নিযুক্ত প্রধান পুরোহিত ক্ষমতা বুঝে নিয়েছেন। মেয়র আর উজিরও যার যার পদে সমাসীন আছে। এদিকে নীল নদের পানিও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। তাই প্রজারাও খুশি।

নিজেকে কিছুক্ষণ বিরতি নেবার অনুমতি দিল রোমাই। ফারাও এর জাহাজে সব কিছু ঠিক মতোই চলছে। অবশ্য সেরামানা একটা মূর্তিমান সমস্যার নাম। মনে হচ্ছে, ওর বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশ আছে সার্জের। এই কদিন আগেই, আচমকা, বিনা নোটিসে সব নাবিক আর কর্মচারীর কেবিন খুঁজে দেখেছে লোকটা। অচিরেই কেউ না কেউ ব্যাটাকে শায়েস্তা করবে। অবশ্য তাতে কারও কোনও আপত্তি আছে বলেও মনে হয় না। সমাজের সম্ভ্রান্তদের প্রতি উদাসীন ব্যবহার, এরিমাঝে তাকে অগণিত শত্রু এনে দিয়েছে। একমাত্র ফারাও এর সমর্থনের কারণেই এখনও টিকে আছে সে। কিন্তু আর কয়দিন?

নিখুঁত হয়ে বিছিয়ে রাখা বিছানার চাদরটা আবারও গোছাল রোমাই, সেই সাথে আর্মচেয়ার আর টেবিলের উপরটা গোছানোও বাদ গেল না। সবশেষে ফারাও এর পোষা প্রাণিদের জন্য ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা করে থামল।

নেফারতারির কেবিনের জানালা দিয়ে সব দেখছেন রামেসিস।

'অবশেষে এমন একজন খানসামাকে পেলাম, যে নিজের কাজটাকে গুরুত্ব দিয়ে নেয়!' মন্তব্য করলেন তিনি।

'সেরামানা তোমার সাথে একমত হবে বলে মনে হয় না। রোমাই আর ও একে অন্যকে অপছন্দ করে।'

অবাক হয়ে গেলেন ফারাও। 'কিন্তু কেন...'

'সেরামানার সন্দেহ, রোমাই কিছু একটা করেছে।'

'আমার তো মাথায় ঢুকছে না। এমন হবার কথা নয়।'

'আমারও তাই প্রার্থনা, এমন কিছু যেন না হয়।'

'তুমি ওকে বিশ্বাস করো না?'

'রোমাই আমাদের সঙ্গী হয়েছে, তা কিন্তু অল্প কয়েকদিনের কথা।'

'কিন্তু আমিই যে ওকে উন্নতি করার সুযোগ দিয়েছি।'

'কিছু দিন পরে হয়ত সে কথা ভুলে যাবে সে।'

'আজকে তোমার কথাবার্তায় কেমন যেন হতাশা জড়িয়ে আছে!'

'আশা করি রোমাই আমাকে ভুল প্রমাণিত করে ছাড়বে।'

'আচ্ছা, ওর বিশ্বাসতাকে সন্দেহ করার মতো কিছু ঘটেছে?'

'নাহ। সেরামানার কথা আসলে আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে।'

'তুমি জান, আমি কেবল তোমার মতামতকেই গুরুত্ব দেই...'

নেফারতারি স্বামীর কাঁধে মাথা রাখলেন। 'তোমার কাছে এলে, মানুষজন নিঃস্পৃহ থাকতে পারে না। হয় তারা তোমার জন্য জীবন দেবে, নয়তো তোমাকে একদম সহ্যই করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমার পিতার ক্ষমতা আমার চাইতেও বেশি ছিল।'

'তোমরা আলাদা। সেটি'র নিজের কর্তৃত্ব বোঝাবার জন্য মুখ দিয়ে কোনও আদেশ উচ্চারণ করতে হতো না। তুমি আলাদা। তুমি অনেকটা আগুনের মতো, স্রোতবান নদীর মতো। সামনে যা-ই থাকুক না কেন, ভেদ করে চলে যান।'

'আমি একটা নতুন পরিকল্পনা করেছি নেফারতারি।'

'মাত্র একটা?'

'এটা আলাদা, অনেক বড়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন। যদি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে মিশরের আপাদমস্তক পরিবর্তন ঘটবে।'

স্বামীর কপালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলেন নেফারতারি। 'পরিকল্পনা, নাকি কল্পনা?'

'কল্পনা হলেও, তাকে একদিন না একদিন বাস্তবে রূপান্তরিত করেই ছাড়ব। শুধু এখন একটা নির্দেশনার অপেক্ষা।'

'আমি তো ভাবছিলাম, কাজটার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত।'

'নিশ্চিত, কিন্তু দেবতাদের আশীর্বাদ ছাড়া এগোতে চাই না।'

'গোপন রাখতে চাও?'

'ভাষায় প্রকাশ করার সাহস হচ্ছে না। তবে তুমি আমার রাজমহিষী। তোমার জানা থাকা দরকার।'

রামেসিসের ব্যাখা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন নেফারতারি। আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিকল্পনা।

'দেবতাদের পক্ষ থেকে নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ।' বললেন রাজমহিষী। 'আমিও তোমাকে সাহায্য করবে।'

'আর যদি এমন কোনও নির্দেশনা না আসে...'

'আসবে, শুধু আমাদেরকে ঠিক মতো পড়তে শিখতে হবে।'

বত্রিশ

সিংহাসনে বসার পর, রামেসিস এই প্রথম মেমফিসে তার পিতার কার্যালয়ে প্রবেশ করলেন। কামরার সাদা দেয়াল শূন্য, জানালা তিনটির খিল আঁটা। কার্যালয়টিতে আরও আছে একটা বিশাল টেবিল, রাজার জন্য একটা আর্মচেয়ার, সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য কয়েকটা বেতের চেয়ার, আর প্যাপিরাস রাখার জন্য একটা আলমারি।

তীব্র আবেগ যেন তার গলায় দলা পাকিয়ে উঠে এলো।

অনাড়ম্বর এই পাঠকক্ষে আজও সেটি'র আত্মা ঘুরে বেড়ায়। অনেক ক্লান্তিকর দিন আর বিনিদ্র রজনী এখানে বসে মিশর পরিচালনা করেছেন তিনি। তার দেশের নিরাপত্তা এবং সুখ নিশ্চিত করেছেন। এই কামরাটা রামেসিসকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয় না, মনে করায় এক অদম্য আত্মার কথা।

প্রথা অনুসারে প্রত্যেক ফারাও-এর নিজস্ব বাসস্থান আর নিজস্ব পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে নেয়া উচিত। সবাই আশা করেছিল, রামেসিস এই দালানটা ভেঙে ফেলতে আদেশ দেবেন। জায়গায়টায় প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত তার নিজেরও তেমন ইচ্ছাই ছিল।

জানালা দিয়ে রামেসিস রাজকীয় রথ রাখার আঙিনাটা দেখতে পেলেন। এরপর তিনি ডেস্কে হাত রাখলেন, খালি প্যাপিরাস রাখা আলমারিটা খুললেন। আর্মচেয়ারটায় বসলেন।

সেটি'র আত্মা তাকে ছেড়ে চলে যায়নি।

পুত্র, পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন। পিতা তার পুত্রকে মিশরের দুই রাজ্যের অধিকর্তা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। রামেসিস এই কার্যালয় অক্ষত রাখবেন। মেমফিসে অবস্থানকালে এখানে বসেই রাজ্য পরিচালনা করবেন তিনি। দালানটা স্মৃতি হিসেবে খন যেমন আছে তেমনই থাকবে।

টেবিলে অ্যাকাশিয়া'র তৈরি দু'টো বেত একত্রে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। মরুভূমির সেই অভিযানে গিয়ে তারা যখন বিপদে পড়েছিলেন, তখন সেটি পানি খুঁজে বের করার সময় এই ডাল দু'টো ব্যবহার করেছিলেন। এ ঘটনা রামেসিসকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, যেগুলো রাজত্ব চালানোর জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেট তাকে দেখিয়েছিলেন যে, ফারাও'কে সৃষ্টির রহস্য জানতে হয়। ফারাও'কে সবকিছুর মূলে যেতে হয় আর সেসবের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক ও ক্ষমতা খুঁজে বের করতে হয়।

ফারাও শুধু একটি রাজ্যের প্রধানই নন, তার চেয়েও বেশি কিছু। অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবেও কাজ করতে হয় তাকে।

কালের থাবায় আড়ষ্ট হয়ে আসা আঙুল দু'টো দিয়ে টিপে টিপে সুগন্ধি সেইজ পাতাগুলো শামুকের খোল দিয়ে তৈরি পাইপের গর্তে ঢুকালেন হোমার। পাইপে ধূমপান করতে করতে তিনি মৌরি এবং ধনেপাতা দিয়ে তৈরি সুস্বাদু সুরায় চুমুক দিচ্ছেন। গ্রীক কবি যখন তার প্রিয় লেবু গাছের ছায়ায় ধূমপান আর সুস্বাদু সুরায় চুমুক দিয়ে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাটা উপভোগ করছেন, তখনই চাকর রাজার আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

রামেসিসের রাজকীয় সাজসজ্জা দেখে হোমার আশ্চর্য হয়ে গেলেন। নিজের পা'য়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হলো।

'উঠবেন না।'

'মাননীয়, আপনি বদলে গেছেন!'

'মাননীয়? আমরা কি একটু বেশি আনুষ্ঠানিক হয়ে যাচ্ছি না?'

'আপনি এখন মিশরের রাজা। আপনার মতো একজন শাসককে সম্মান দেখানো কর্তব্য! আপনার মাঝে আর সেই আগের মাথাগরম যুবককে আমি দেখতে পাচ্ছি না। যাকে আমি উপদেশ দিতাম, সে আর নেই... যদিও আমি আশা করি, ফারাও এখনও আমার কথা শুনবেন।'

'এখনও আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে দেখে ভালো লাগছে। এখানকার থাকার পরিবেশে কি সন্তোষজনক?'

'দাসীটা অবশেষে আমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে। মালীটা শান্ত স্বভাবের, বাবুর্চি তো জাদুকর। আর যে লিপিকার আমার পঙক্তিগুলো লিখে সেও মনে হয় বেশ ভালোই। এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারি আমি?'

কবির সাদা বিড়াল, হেক্টর লাফিয়ে তার কোলে উঠে আদুরে গলায় ঘড়ঘড় করতে লাগল।

অভ্যাসবশত হোমার বিড়ালটার সারা শরীর জলপাই তেল দিয়ে মালিশ করে দিলেন। তার মতে জলপাই তেলের মতো স্বাস্থ্যকর কিংবা সুগন্ধি আর কিছু নেই।

'আপনার কবিতা কেমন এগোচ্ছে?'

'অমরদের উদ্দেশ্যে জিউসের বলা কথাগুলো কীভাবে লিখেছি শুনুন: "*আকাশের সাথে একটা দড়ি বেঁধে দাও, যেন যখন ইচ্ছা তখনই পৃথিবী আর সাগর টেনে তুলে আনতে পারি। দড়িটা দিয়ে অলিম্পাসের চূড়া বেঁধে দাও, এবং পৃথিবীটাকে শূন্যে দোলাতে থাকো।*" খারাপ না, কি বলেন?'

'ঘুরিয়ে বললে, আমি মিশরের সিংহাসনে নতুন। আর মিশর দোদুল্যমান অবস্থায় আছে।'

'নিজের বাগানে বসে এক প্রায় অক্ষম, বৃদ্ধ কবি রাজনীতির খবর জানবে কী করে?'

'আপনার প্রজ্ঞা আর চাকরদের ফিসফাস আপনাকে যথেষ্ট তথ্য যোগাতে বাধ্য।'

হোমার সাদা শ্মশ্রুতে হাত বোলালেন। 'হতে পারে...একঘরের মতো থাকার সুবিধাও কম বা ফেলনা না। যাক, আপনার মেমফিসে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'তার আগে এখানকার নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে আমাকে।'

'আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবে না, আমন মন্দিরের জন্য একজন প্রধান পুরোহিত খোঁজা... খুব দুঃসাধ্য, কিন্তু আপনি সফল হয়েছেন। দুনিয়াদারীর প্রতি নিরাসক্ত এক বৃদ্ধকে নির্বাচন করেছেন আপনি। বয়সের তুলনায় অসাধারণ পরিপক্ক রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন আপনি।'

'আমি তাকে যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন করেছি।'

'আমি তো তা অস্বীকার করিনি। আপনার প্রতি আনুগত্য তার যোগ্যতার মাপকাঠি।'

'উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে মিশর ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আজব এক দেশ, কিন্তু আমার খুব প্রিয়। আপনাদের প্রথায় এত অভ্যস্ত হয়ে উঠছি যে উৎসবে সুরা পান করা শুরু করেছি।'

'নিজের যত্ন নিচ্ছেন তো আপনি?'

'শপথ করে বলছি, প্রত্যেক মিশরীয়'র জন্যে মনে হয় কমপক্ষে দু'জন করে ডাক্তার আছেই আছে! একজন দাঁতের ডাক্তার, একজন চোখের ডাক্তার, আর এক সাধারণ চিকিৎসক এসে আমাকে দেখে গিয়েছে। ওরা আমাকে এতগুলো ওষুধ দিয়েছে যে ঠিকমতো নামগুলোও মনে করতে পারছি না। তবে একটা কথা মানতে হবে, চোখের ওষুধটা আমার দৃষ্টিশক্তির অনেকটাই ফিরিয়ে দিয়েছে। গ্রিসে থাকার সময় এই ওষুধটা পেলে আমার দৃষ্টিশক্তি এতটা নষ্ট হতো না। এখন আর দেশে ফিরে যাব না আমি... এত বেশি লড়াই, ভাঙন, এত এত সেনাপতি এবং রাজারা নিজেদের মধ্যে রেষারেষির পঙ্কিলতায় ডুবে গেছে। লেখার জন্য আমার শান্তি আর নীরবতা প্রয়োজন। মহান এক জাতি গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করুন, মাননীয়।'

'আমার পিতাও এ কাজের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।'

'আমার রচিত একটা লাইন শুনুন: *"অকারণে হাহাকার করে কী হবে, দেবতারা যখন মানুষের জীবন দুঃখে ভরিয়ে দিয়েছেন?"* সাধারণের ভাগ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না আপনি। তবুও আপনার ভূমিকা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি থেকে বেশি। ফারাও আছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিশরের উপর নজর রেখেছেন,

এমন চিন্তা আপনার প্রজাদের সুখে বিশ্বাস করার, সুখের স্বাদ নেয়ার, এমনকি সুখ ভাগাভাগি করে নেয়ার শক্তি যোগায়।'

রামেসিস হাসলেন। 'আপনি মিশরের রহস্যগুলো বুঝতে শুরু করেছেন।'

'পিতার চিন্তায় আর সময় নষ্ট করবেন না। আর তাকে অনুকরণও করবেন না। শুধু তিনি যা ছিলেন সেরকম হোন। নিজেকে এমন একজন মানুষে পরিণত করুন, যার শূন্যতা কখনও পূরণ করা সম্ভব হবে না।'

রামেসিস আর নেফারতারি মেমফিসের প্রতিটি মন্দিরে ধর্মীয় আচার পালন করলেন। শহরের বিখ্যাত শিল্প বিদ্যালয়গুলো দক্ষ হাতে পরিচালনা করার জন্য অকুণ্ঠচিত্তে প্রধান পুরোহিতের প্রশংসা করলেন। এই বিদ্যালয়গুলোতে মিশরের সেরা ভাস্কররা প্রশিক্ষণ দেন এবং কাজ করেন।

এবার রাজা আর রানির এই ভাস্করদের সামনে বসার সময় এলো। ভারি মুকুট আর রাজদণ্ড নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল হয়ে সিংহাসনে বসে থাকতে হয় তাদের। 'জীবনদায়ী' ভাস্কররা পাথরের উপর খোদাই করে এই রাজযোটকের তারুণ্য চিরস্থায়ী করে রাখতে ব্যস্ত। নেফারতারি যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে কঠিন এই পরীক্ষা সহ্য করছেন। তবে রামেসিস সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অধৈর্য হয়ে উঠছেন। দ্বিতীয় দিনে কাজকর্ম ফেলে এভাবে অযথা সময় নষ্ট করা সহ্য করতে না পেরে আহমেনিকে ডাকলেন।

'বন্যার কী অবস্থা?'

'ভালোই,' তার ব্যক্তিগত সহকারী জবাব দিল। 'কৃষকরা আরেকটু বেশি আশা করছিল। তবে পানি সংরক্ষণকারী দলের সর্দাররা আশাবাদী। পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যাবে।'

'আমার নিয়োগ করা কৃষি কর্মকর্তা কেমন কাজ করছে?'

'প্রশাসনিক খুঁটিনাটি কাজকর্মের ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে সে। কখনও নিজের কার্যালয়ের ভেতর পা ফেলে না। দিনরাত জমিতে জমিতে, খামারে খামারে ঘুরে ঘুরে সব ধরনের কৃষি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দেয়। একটা মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তার কাছ থেকে হয়তো এসব আশা করা যায় না, কিন্তু...'

'সে ঠিক কাজই করছে। মজুররা কি ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছে?'

'নাহ, ফসলের ফলন ভালো হয়েছে। ফসলের গোলা ভর্তি শস্য।'

'গবাদিপশুর কী অবস্থা?'

'সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী সংখ্যায় বাড়ছে। নতুন কোন রোগবালাইয়ের খবরও পাওয়া যায়নি।'

'আর আমার প্রিয় ভাইয়ের মন্ত্রনালয়?'

'শানার একজন আদর্শ মন্ত্রীপরিষদ সদস্য। নিজের কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছে সে। তোমার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আর তাদের সবাইকে মিশরের জন্য নিজেদের সেরাটা দিতে বলেছে। সে দায়িত্বটা খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। খুব সকালে কাজ শুরু করে। উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা কওে, নিজের কাজ গুছিয়ে নেয় এবং আহসার জন্য অপেক্ষা করে। তোমার ভাই সরকারের জন্য সম্পদে পরিণত হচ্ছে!'

'মজা করছো নাতো, আহমেনি?'

'পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় হাসিঠাট্টার বস্তু না।'

'শানারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে ও?'

'অমায়িক। তার প্রতি সপ্তাহের কাজের তথ্য আমার কাছে রিপোর্ট করতে বলার পরও কোনও আপত্তি জানায়নি।'

'আশ্চর্য! ওর যা স্বভাব, তাতে ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বের করে দেয়ার কথা।'

'ও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। যতক্ষণ কড়া নজরদারিতে রাখবে ততক্ষণ ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।'

'আমার পক্ষ থেকে ওকে সোজা রেখো, ঠিক আছে?'

'সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছি আমি, মাননীয়।'

রামেসিস উঠে দাঁড়িয়ে, মুকুট আর রাজদণ্ড সিংহাসনে রাখলেন। তারপর ভাস্করকে অর্ধেক পথে থামিয়ে দিলেন। নেফারতারিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাকে অনুসরণ করলেন।

'ভাস্করের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই যন্ত্রণাদায়ক কাজ,' রাজা স্বীকার করলেন। 'আগেই যদি কেউ এই কষ্টের কথা জানিয়ে দিত, তাহলে কখনও রাজি হতাম না আমি। সৌভাগ্যবশত, এই একটা ভাস্কর্যের কাজ শেষ হলেই এ অত্যাচার থেকে মুক্তি পাব।'

'জীবনের প্রতিটা ধাপেই কাঠিন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মহামান্যের কখনও নিজের দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে আসা উচিত হবে না।'

'সাবধানে থেকো, আহমেনি। জ্ঞানী হয়ে গেলে, ওরা তোমারও একটা মূর্তি বানিয়ে ফেলতে পারে।'

'সে সুযোগ নেই। তুমি আমাকে যে দৌড়ের উপরে রাখছো, তাতে তা কখনও সম্ভব না।'

রামেসিস বন্ধুর আরেকটু কাছে সরে এলেন। 'আমার নতুন প্রধান পরিচারক রোমাইকে কেমন মনে হচ্ছে?'

'ভালো লোক, তবে যন্ত্রণাদায়ক।'

'কেমন?'

'ছোটখাটো বিষয়গুলোও তার নিখুঁত থাকা চাই।'

'তার মানে, লোকটা তোমার মতো।'

আহমেনি দু'হাত ভাঁজ করল। 'তাতে কোনও সমস্যা?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'আমি জানতে চাই রোমাই-এর কোনও কাজকর্ম অদ্ভুত লাগে কিনা তোমার কাছে।'

'মোটেও না। তোমার সঙ্গে আরও একশো জন রোমাই থাকলে আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম। ওকে নিয়ে তোমার কি কোনও সমস্যা আছে?'

'এখনও পর্যন্ত হয়নি।'

'রোমাইকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। মহামান্যের যদি আমার সঙ্গে কাজ শেষ হয়, তাহলে আমি কার্যালয়ে ফিরে যেতে চাই।'

নেফারতারি আস্তে করে স্বামীর হাত ধরলেন।

'আহমেনি অতিমানব।'

'ও নিজেই একটা সরকার।'

'একটা সংকেতের কথা বলেছিলে তুমি। ওটা দেখতে পেয়েছো?'

'না, প্রিয়তমা।'

'আমি অনুভব করছি ওটা এগিয়ে আসছে।'

'কীসের রূপ ধরে আসবে ওটা?' রামেসিস জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি ঠিক-জানি না। তবে ওটা দ্রুতবেগে ধাবমান ঘোড়ার মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।'

তেত্রিশ

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে বন্যার পানি পুরো মিশরে ছড়িয়ে পড়ল। মিশরকে একটা বিশাল হ্রদের মতো দেখাতে লাগল। দেখে মনে হয়, সেই বিশাল হ্রদের স্থানে স্থানে পাহাড় চূড়ায় গ্রাম ভেসে উঠেছে। যারা ফারাও-এর প্রকল্পগুলোতে কাজ করতে অনাগ্রহী, তারা আরাম আয়েশ এবং নৌকাভ্রমণ করে সময় কাটায়। পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে বিচালি খেয়ে গবাদি পশুগুলোও মোটা হয়ে উঠছে। মজুররা কদিন আগে চষা জমিতে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে, মেমফিসের ঠিক উপরে নীলনদের বিস্তার প্রায় পনেরো মাইল! আর দক্ষিণ সীমান্তে সে প্রায় দশগুণ প্রশস্ত হয়ে সাগরে পড়েছে।

প্যাপিরাস আর লোটাস গাছ এত ঘন হয়ে জন্মাচ্ছে যেন পুরো দেশ মানবজাতি পৃথিবীতে পদার্পণের আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। পানির আশীর্বাদে মাটি পরিশোধিত হয়ে উঠেছে। শস্যের জন্য ক্ষতিকর বুনো জীবজন্তু ডুবে গেছে, এবং এই ভূমিকে প্রাচুর্য দানকারী পলিমাটি ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একজন প্রকৌশলী মেমফিসের নীলোমিটারের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে নেমে যায়। বার্ষিক বন্যার পরিমাণ আর নদীর উচ্চতা কতটুকু বাড়ল, নীলোমিটারটির গায়ের এক হাত লম্বা মাপকাঠিটি তার হিসেব দেয়। বছরের এই সময়টাতে পানি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত পানির পরিমাণ কমতে থাকে।

মেমফিসের নীলোমিটারটি বড় বড় নিরেট পাথরের তৈরি এক ধরনের সুনির্মিত বর্গাকার ক্ষেত্র। প্রকৌশলী লোকটি পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে খুব সন্তর্পণে ধাপ বেয়ে উঠছে। তার বাঁ হাতে একটি কাঠের লিপিফলক আর মাছের হাড়। হাড়টি সে লেখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ডান হাতে শক্ত করে দেয়াল ধরে রেখেছে।

তার পা পানি স্পর্শ করল।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে সে নিশ্চল হয়ে গেল এবং দেয়ালের চিহ্নগুলো পড়ল। তার চোখ নিশ্চয়ই তাকে ফাঁকি দিচ্ছে। সে পরীক্ষা করল, আবারও পরীক্ষা করল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বাইতে লাগল।

মেমফিস অঞ্চলের জেলা খাল বিভাগের পরিদর্শক বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে নীলোমিটার প্রকৌশলীর দিকে তাকালেন।

'অসম্ভব, এই হিসেব ঠিক হতে পারে না।'

'আমিও প্রথমে তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। হিসেবে কোনও গোলমাল নেই।'

'এটা কোন মাস, সেই খেয়াল আছে?'

'এখন সেপ্টেম্বরের শুরু, আমি জানি!'

'তুমি নির্ভরযোগ্য কর্মী। এমনকি সামনে তোমাকে পদন্নতির দেবার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। তোমার অতীত ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে এ ঘটনা ভুলে যাবো আমি। তবে শর্ত হচ্ছে, ভুল সংশোধন করে আবার আমার কাছে রিপোর্টটা পেশ করতে হবে।'

'হিসেবে কোনও ভুল নেই।'

'তোমার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে ব্যবস্থা নিই আমি, এটাই চাও?'

'দয়া করে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখুন, হুজুর।'

প্রকৌশলীর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তার উপরঅলাকে ঘাবড়ে দিল।

'তুমি যেমন জানো তেমনি আমিও জানি, এই মাপ অসম্ভব!'

'আমিও অস্বীকার করছি না, তবুও এই অসম্ভব ঘটনাই ঘটেছে... পর পর দু'দিন একই পরিমাপ রেকর্ড করা হয়েছে।'

মানুষ দু'জন একসঙ্গে নীলোমিটার পরীক্ষা করতে গেল।

অবশেষে জেলা পরিদর্শক মেনে নিলেন, অস্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটছে: হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে, নীলের পানি ওই বছরে দ্বিতীয়বারের মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ষোলো হাত। পানির জন্য একদম আদর্শ উচ্চতা। ষোলো কিউবিট বা 'নিখুঁত আনন্দ।'

খবরটা সারা দেশে গর্জনরত ছুটন্ত শেয়ালের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র হইচই পড়ে গেল। নিজের রাজত্বের প্রথম বছরেই রামেসিস অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন! আগামী মৌসুমে খরার মাসগুলোতে ফসলের জমিতে পানি দেবার পরও জলাধারগুলো কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকবে। দুই পবিত্র ভূমিতে সুসময়ের ফোয়ারা বইবে। রাজকীয় এই জাদুর প্রতি সবাই কৃতজ্ঞ।

এ ঘটনার মাধ্যমে রামেসিস প্রজাদের মনে সেটি'র জন্য যে জায়গা ছিল, সে জায়গা জয় করে নিলেন। নতুন ফারাও প্রজাহিতৈষী, অতিপ্রাকৃত শক্তির আশীর্বাদপুষ্ট। তিনি প্লাবন নিয়ন্ত্রণে আর দুর্ভিক্ষের অপচ্ছায়া দূর করতে সক্ষম।

ক্রোধে পাগল হওয়ার দশা হলো শানারের। মানুষ এত মূর্খ হয় কী করে! নির্বোধগুলো প্রাকৃতিক একটা ঘটনাকে জাদুর মর্যাদা দিচ্ছে। সেপ্টেম্বরের প্লাবনের ঘটনাটি অবশ্যই অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্যও বটে। এর আগে কোথাও কোনও নীলোমিটারে এমন ঘটনার নজির দেখা যায়নি। কিন্তু এ ঘটনায় রামেসিসের কোনও হাত ছিল না! অথচ এরপর থেকে মিশরের ঘরে ঘরে নতুন ফারাও-এর বন্দনা চলছে! স্তুতিবাক্য ছাড়া তার নামই উচ্চারণ করা হয় না। শত হলেও, সে দেবতাদের সমান...

সহকর্মীদের পরামর্শ মেনে, রাজার বড় ভাই তার সব সাক্ষাৎকার বাতিল করে পুরো মন্ত্রণালয়কে উদযাপনের জন্য এক দিনের ছুটি দিয়ে দিল। তা না হলে সুকৌশলে তিলে তিলে গড়ে তোলা এত দিনের সমস্ত আয়োজনই ভেস্তে যেত।

ভাগ্য কেন সবসময় রামেসিসের পিছু পিছু ছোটে? মাত্র অল্প ক'ঘন্টার ব্যবধানে তার জনপ্রিয়তা সেটি'র চেয়ে বেড়ে গেছে। তার বেশ ক'জন বিরুদ্ধচারণকারী একেবারে মুষড়ে পড়েছে। ওরা ধরেই নিয়েছে, রামেসিসের বিরোধিতা করে কোনও লাভ নেই। তাড়াহুড়ো না করে, শানারকে আরও সাবধানী পদক্ষেপে এগোতে হবে। ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনতে হবে।

এই অধ্যবসায়ের ফল শেষ পর্যন্ত সে পাবেই। নিয়তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আর সে যখন রামেসিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, শানার তখনই তার খেল শুরু করবে। তার আগ পর্যন্ত নিজের অস্ত্র সাবধানে বাছাই করতে হবে তাকে। নির্ভুল নিশানায় শক্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে হবে।

রাস্তা থেকে চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে। শানার ভাবল, রাস্তায় হয়তো মারামারি লেগেছে। কিন্তু চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়তে বাড়তে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো। সারা শহর আনন্দে মেতেছে! রাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব নিজের বাড়ির ছাদে উঠল।

হাজার হাজার মানুষকে দেখে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল শানার।

সারসের মতো দেখতে বিশাল এক নীলরঙা পাখি মেমফিসের আকাশে চক্কর দিচ্ছে।

'ফিনিক্স,' শানার ভাবল। 'অসম্ভব! এটা হতে পারে না... ফিনিক্স ফিরে এসেছে?' উড়ন্ত পাখিটার দিকে চোখ রেখে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল সে। কিংবদন্তী আছে, অসাধারণ কোনও শাসকের আগমন জানান দিতে ফিনিক্স নিজের গুপ্তস্থান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর নতুন যুগ প্রারম্ভের ঘোষণা দেয়।

বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানি গল্প, অলীক ধর্মীয় কল্পনা, সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেবার জন্য এক লোকগাথা! তারপরও পাখিটার অস্তিত্ব আছে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া

সুন্দর নীল পাখিটা মেমফিসকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। যেন নতুন পথে যাবার আগে শহরটা ঘুরে দেখে নিচ্ছে।

তীরন্দাজ হলে, শানার পাখিটাকে তীর ছুঁড়ে পাখিটাকে মেরে প্রমাণ করে দিত এটা কেবল একটা সাধারণ দিকভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট অতিথি জলচর পাখি। কোনও সৈন্যকে কাজটা করার আদেশ দেবে? লাভ নেই, কেউ তার আদেশ মানবে না। লোকজন ভাববে সে পাগল হয়ে গেছে। সারা শহর রুদ্ধশ্বাসে ফিনিক্সটাকে দেখছে। আচমকা নীরবতা নেমে এলো।

শানার সাহস ফিরে পেল। জনগণ জানে, অবশ্যই জানে! নীল পাখিটা ফিনিক্স হলে, মেমফিসের আকাশে উড়েই ক্ষান্ত দিত না। কিংবদন্তী অনুসারে, পাখিটার একটা সুনির্দিষ্ট গন্তব্য থাকত। পাখিটি চলে গেলে তার সাথে মানুষের বিভ্রমও কেটে যাবে। মানুষ তার ভাইয়ের দ্বিতীয় অলৌকিক কাণ্ডের কথা ভুলে যাবে। হয়তো প্রথম ঘটনা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতেও শুরু করবে।

রামেসিসের ভাগ্য ইতিমধ্যে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে! আচমকা নীরবতা নেমে এলো চারপাশে।

বিশাল নীল পাখিটি উড়তে উড়তে আরও উপরে উঠে গেল। বাতাসে পতপত করে কাপড় উড়লে যেমন আওয়াজ, পরিষ্কার বাতাসে পাখিটার ডানা ঝাপটানোর তেমন শব্দ শোনা যাচ্ছে। লোকজনের আনন্দ হতাশায় পরিণত হলো। দারুণ একটা সুযোগ হারিয়েছে তারা। এটি পনেরো শতাব্দী পর পর দেখা দেয়া ফিনিক্স হতে পারে না। নিজের ঝাঁক থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনও সাধারণ সারস পাখি এটি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শানার নিজের কার্যালয়ে ফিরে গেল। আজকের ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো এসব আজগুবি গালগপ্প বিশ্বাস না করে ঠিক কাজই করেছে সে এতদিন। কোনও পাখি, কোনও মানুষ যুগ যুগ বেঁচে থাকতে পারে না। ফারাও-এর মাহাত্ম্য প্রচার করতে কোনও ফিনিক্স উড়ে আসেনি। তবুও এ ঘটনা থেকে একটা জিনিস শিখেছে সে: জনগণের বিশ্বাস নিজের কাজে লাগাতে পারার যে দক্ষতা, সে দক্ষতার গুরুত্ব। মানুষ স্বপ্নের জন্য খাদ্যের মতোই কাতর। জনপ্রিয় হবার জন্য প্রত্যেক শাসকের জন্ম হয়নি, তবে সে আত্মবিশ্বাসী। মায়ার জাল ছড়িয়ে ঠিক সবার মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারবে।

জনতা আরেকবার গর্জে উঠল।

শানার আন্দাজ করল, ক্রুদ্ধ, হতাশ গর্জন হবে হয়তো। কানে এলো রামেসিসের নাম। সম্ভবত নামটা খুব সম্মান আর শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হচ্ছে না...

হন্তদন্ত হয়ে ছাদে ফিরে গেল সে। ফিনিক্সটাকে নগরের সবচেয়ে বড় স্মৃতিস্তম্ভ, পবিত্র অবিলিস্কের উপরে বসতে দেখে বিস্ময়ে তার চোখ দু'টো ছানাবড়া হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে জনতা উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে।

প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মাদ হয়ে শানার স্বীকার করে নিল, দেবতারা নতুন যুগের ঘোষণা দিয়েছেন। রামেসিসের যুগ।

'একটা নয়, দু'টো চিহ্ন,' নেফারতারি পরিসমাপ্তি টানল। 'দ্বিতীয় বন্যা, আর এবার ফিনিক্স। এর চেয়ে ভালো শুরু সম্ভব?'

রামেসিস সদ্য আসা রিপোর্টগুলো পড়ছিলেন। আচমকা নীলের পানি আদর্শ উচ্চতায় উঠে যাওয়া মিশরের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। আর মেম্ফিসের তাবৎ লোকজন বিশাল নীল পাখিটিকে হেলিওপোলিসের মন্দিরে পবিত্র অবিলিস্কের উপর বসতে দেখেছে। পবিত্র পাথরের উপর সূর্যের কিরণ পড়েছে। পাথরটার উপে বসেছে ফিনিক্সটা। বহুদিনের অনুপস্থিতির পর দেবতাদের নির্বাচিত এই ভূমিতে এসছে পাখিটা। তাই গভীর মনোযোগ দিয়ে যেন দেখছে পবিত্র এই দেশটাকে।

'তোমাকে কেমন যেন বিহ্বল দেখাচ্ছে,' রানি বলল।

'এত শক্তিশালী সংকেত, যে কাউকে চিন্তিত করার জন্য যথেষ্ট।'

'তুমি কি মনে করো এসব কোন বিপদবার্তা?'

'না, নেফারতারি। আমার মনে হয়, সংকেতগুলো সব অবিশ্বাসী আর বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।'

'তাহলে এবার তোমার কর্মপরিকল্পনা করার সময় এসেছে।'

রামেসিস স্ত্রীর কোমল হাত দু'টো নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন। 'নীল আর ফিনিক্স তো তা-ই বলে।'

আচমকা দমকা হাওয়ার বেগে কামরায় ঢুকল আহমেনি।

'হাউস অফ লাইফ-এর প্রধান পুরোহিত... তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'উনাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

'সেরেমানা তাকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে... একটা কেলেংকারি না ঘটিয়ে ছাড়বে না ও!'

রামেসিস হুড়মুড় করে পাশের কামরার দিকে ছুটলো। সেখানে পুরোহিতের কামানো মাথা নিয়ে সাদা আলখাল্লা পরিহিত ষাট বছর বয়সী এক লোক তলোয়ারধারী বিশালদেহী সার্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

বৃদ্ধ ফারাও'কে বাউ করলেন। সেরামানা লক্ষ্য করল, রামেসিসকে ঠিক সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না।

'আমার কাছে কেউ ব্যতিক্রম নয়,' মৃদু গর্জন করে বলল লোকটা। 'তা না হলে আপনার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারব না।'

'এখানে কেন আপনি?' পুরোহিতকে প্রশ্ন করলেন রাজা।

'হাউস অফ লাইফ থেকে জরুরী অনুরোধ, মহামান্য। ওখানে আপনাকে প্রয়োজন।'

চৌত্রিশ

সেটি যেবার রামেসিসকে প্রথমবারের মতো হেলিওপোলিস নিয়ে আসেন, সেবার তাকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। সেই পরীক্ষার ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। আজ তিনি ফারাও হিসেবে রা-এর পবিত্র এই মন্দিরের প্রবেশদ্বার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। মন্দিরটা কারনাকের আমন মন্দিরের মতোই বিশাল।

পবিত্র এই ভূমির রয়েছে নিজস্ব খালসহ একটি দালান। মন্দিরের ভেতর আরও আছে পবিত্র পাথরের সমাধি, সিকামোর গাছের ছায়ায় সৃষ্টি দেবতা, আতুম-এর মন্দির; সাকারা'র ধাপ পিরামিডের নির্মাতা জোসারের স্মৃতিস্তম্ভও।

হেলিওপোলিস এক মনোমুগ্ধকর জায়গা। দেবতাদের মূর্তি সংবলিত বাগানের পথটা অ্যাকাশিয়া, উইলো, আর ঝাউ গাছের সারির ভেতর দিয়ে সোজা চলে গেছে। ফল বাগান আর জলপাই বাগান বেশ বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে। মৌয়ালরা বিপুল পরিমাণ মধু সংগ্রহ করে। দুধ সংগ্রহকারীরা উন্নত প্রজাতির গাভী পালে, ভাস্কররা মন্দিরের কারখানায় প্রশিক্ষণ দেয়। একশোটা গ্রাম হেলিওপোলিসের রক্ষণাবেক্ষণ করে। বিনিময়ে মন্দির গ্রামগুলোর নিরাপত্তা দেয়।

এখানে প্রাচীন লোককাহিনীগুলো শোনানো হয় এবং এগুলোকে ধর্মীয় আচারে পরিণত করা হয়। এই পুরাণগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। বিদ্বান, ধর্মীয় আচারে দক্ষ ব্যক্তি, আর জাদুকররা নিভৃতে এবং গোপনে তাদের জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তর করে চলেছেন।

হেলিওপোলিসের এই ধর্মীয় কেন্দ্রকে অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করে। বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে মন্দিরের বাসিন্দারা এখানকার জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

'আপনার পিতা প্রায়ই আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন,' অবশেষে মন্দির প্রধান বললেন রামেসিসকে। 'তার আকুল ইচ্ছা ছিল পুরোহিতবৃত্তি গ্রহণ করার, যদিও তিনি জানতেন তার এ স্বপ্ন কখনও সত্যি হবে না। মাননীয় ফারাও, আপনি তরুণ; উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর। কিন্তু আপনি কি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন?'

রাগ সামলাতে কিছুটা কষ্ট হলো রামেসিসের।

'আমার সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কোনও কারণ খুঁজে পেয়েছেন?'

'দেবতারাই আমার পক্ষে আপনার প্রশ্নটার উত্তর দেবেন। এখন আমাকে অনুসরণ করুন।'

'আদেশ করছেন?'

'দু'চোখ যতদূর যায়, তার সব কিছুর মালিক আপনি। আমি আপনার সামান্য একজন সেবক।'

হাউস অফ লাইফের প্রধান পুরোহিত রামেসিসের চোখ থেকে নিজের চোখ সরালেন না। ফারাও হবার পর থেকে রামেসিস অনেক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু তাদের কেউ এই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে দুর্ধর্ষ ছিল না।

'দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন।'

'পথ দেখান।'

পুরোহিত প্রধান রামেসিসকে পথ দেখিয়ে প্রাচীন পাথরের অভয়ারণ্যের দিকে নিয়ে চললেন। পাথরটা থেকে হায়রোগ্লিফ সংবলিত অবিলিস্ক মাথা তুলেছে। অবিলিস্কটার চূড়ায় একদম স্থির হয়ে ফিনিক্সটা বসে আছে।

'আমি কি আপনাকে পাখিটাকে ভালো করে দেখতে বলতে পারি, মাননীয়?'

মধ্য দুপুরের খর রোদে ফিনিক্সটাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

'আপনার উদ্দেশ্য কী? আমাকে অন্ধ বানানো?'

'সে বিবেচনা আপনার আপনার উপর ছেড়ে দিলাম, মহামান্য।'

'আপনার এই আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করুন।'

'যে নামটা আপনি ব্যবহার করছেন, সেটাই আপনার বৈধতার ভিত্তি। আজকের আগ পর্যন্ত এটা শুধুই একটা নাম ছিল। এটা কি শুধু নাম হয়েই থাকবে, নাকি আপনি নামটার উপর নিজের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তা যত ঝুঁকিই নিতে হোক না কেন?'

রামেসিস সরাসরি সূর্যের দিকে তাকালেন।

সোনালি চাকতিটার প্রখরতা তার দু'চোখে প্রভাব ফেলল না। ফিনিক্সটাকে উড়ে যেতে, ডানা ঝাপটাতে, আর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলেন তিনি। তবুও তরুণ রাজা একদৃষ্টিতে উজ্জ্বল সূর্যটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি সত্যিই রামেসিস, *রা-বেগট-হিম*, আলোর পুত্র। আপনার রাজত্ব অন্ধকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক।'

তরুণ রাজা বুঝতে পারলেন সূর্যকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তার। তিনি পৃথিবীতে সূর্য দেবতার প্রতিনিধি। সূর্য তার শক্তির উৎস।

আর একটি কথাও না বলে পুরোহিত প্রধান উঁচু, পুরু দেয়াল সংবলিত একটি দালানের দিকে এগোলেন। এই দালানটাই হাউস অফ লাইফ। পবিত্র পাথরটি ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ঢিবির উপর ভেড়ার লোমে ঢাকা আছে।

প্রধান পুরোহিত রামেসিসকে পথ দেখিয়ে বিশাল এক গ্রন্থাগারে নিয়ে গেলেন। গ্রন্থাগারটি জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী আর রাজকীয় ইতিহাস সংক্রান্ত অজস্র বইয়ে ভর্তি।

'আমাদের রাজকীয় ইতিহাস অনুসারে,' পুরোহিত প্রধান ঘোষণা করলেন, 'হেলিওপোলিসে সর্বশেষ ফিনিক্স দেখা গিয়েছিল চোদ্দশ একষট্টি বছর আগে। আপনার রাজত্বের প্রথম বছরেই ফিনিক্সের আবির্ভাবের ঘটনা দু'টো জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ক্যালেন্ডারের সাথে মিলে গেছে। একটা স্থির-বর্ষ ক্যালেন্ডার, যাতে প্রতি চার বছরে এক দিন কমে যায়। আরেকটা প্রকৃত-বর্ষ ক্যালেন্ডার, যাতে প্রতি বছর অর্ধেক দিন কমে যায়। একদম ঠিক সময়ে সিংহাসনে বসেছেন আপনি। এ দুই মহাজাগতিক বর্ষ মিলে যাবার সময়টাতে সিংহাসনে বসেছেন আপনি। আপনি যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এ ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করা হবে।'

'আপনার এই আবিষ্কার থেকে শিখার মতো কী পেলাম আমি?'

'দৈব বলে কিছু নেই। আর আপনার নিয়তি দেবতাদের হাতে, মাননীয়।'

সেপ্টেম্বরের অলৌকিক প্লাবন, ফিনিক্সের প্রত্যাবর্তন, একটি নতুন যুগ... সবকিছু অসহ্য লাগছে শানারের। হতবুদ্ধি আর অসহায় হয়ে সে রামেসিসের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুতুলের মতো অভিনয় করে গেল। প্রতিটি সংকেত নবীন শাসকের অধীনে এক নতুন যুগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিষ্কারভাবে দেবতারা তাকে মিশরের দুই রাজ্য শাসনের জন্য বাছাই করেছেন। তাকে দেবতাদের ঐক্য ধরে রাখার ও তাদের সম্মান সমুন্নত রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন।

একমাত্র সেরেমানাই অসন্তুষ্ট। রাজার সুরক্ষা নিশ্চিত করা দিনকে দিন আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। দলে দলে উচ্চপদস্থ আমলারা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, ফারাও মেমফিসের প্রধান সড়কে খোলা রথে চড়ে ঘুরে বেড়ান। প্রজারা তাকে দেখে হর্ষধ্বনি করে ওঠে। নিজের জনপ্রিয়তার মোহে সব কিছু ভুলে গিয়ে দেহরক্ষী প্রধানের সুপারিশকৃত নিরাপত্তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন তিনি।

শহরের বিপদ যথেষ্ট হয়নি ভেবে রাজা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করলেন। গ্রামগুলোর বেশিরভাগই বন্যার পানির নিচে ডুবে আছে। কৃষকরা যন্ত্রপাতি ও হাল ঠিক করে, গোলায় শস্য জমা করে। বাচ্চারা সাঁতার শেখে। আকাশে লাল-কালো ঠোঁটের সারসের দল উড়ে যায়। যুদ্ধরত জলহস্তীর পাল কর্দমাক্ত নদীতে অলস বসে

থাকে। রাতে মাত্র দু'-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে রামেসিস একের পর এক গ্রামে ঘুরে বেড়ান। তিনি প্রাদেশিক প্রশাসক আর মেয়রদের আনুগত্য লাভ করেছেন। এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছেন।

তিনি মেমফিসে ফিরে আসার পর থেকে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। আর কৃষকরা শস্য বোনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'তোমাকে মোটেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না,' নেফারতারি বললেন।

'নিজের প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করে ক্লান্ত হবো কেন? কিন্তু তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তাই না, প্রিয়তমা?'

'ঠিক জানি না আমি...'

'চিকিৎসকরা কী বলছেন?'

'তাড়া আমাকে পূর্ণ বিশ্রামে রেখেছেন।'

'তাহলে বিছানায় নেই কেন তুমি?'

'তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে আমার আর ভালো লাগছিল না।'

'তোমার প্রসবের আগে মেমফিস ছেড়ে যাবো না আমি।'

'তোমার গোপন প্রকল্পের কী হবে?'

রামেসিস ভুরু কুঁচকালেন। 'যদি তুমি অনুমতি দাও, সংক্ষিপ্ত একটা সফর দিতে পারি।'

স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিল নেফারতারির ঠোঁটে। 'তোমার ইচ্ছাই আমার আদেশ।'

'মিশর অসাধারণ রূপবতী, নেফারতারি। এই দেশটা সূর্য আর পানির অলৌকিক সন্তান। হোরাসের শক্তি আর সৌন্দর্যের প্রতীক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই দেশের জন্য ব্যয় করতে হবে আমাদের। তুমি আর আমি মিশরে রাজত্ব করার জন্য জন্মাইনি, সেবা করার জন্য জন্মেছি।'

'আমিও এক সময় একথা বিশ্বাস করতাম।'

'কী বলতে চাইছো?'

'মানুষের অর্জনের মধ্যের সবচেয়ে মহান অর্জন হচ্ছে সেবা। হেম, বা 'সেবক', শব্দটা শুনতে কত সুন্দরই না লাগে। শব্দটা সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক, দেবতা আর তাদের লোকজনের সেবক, ফারাও'কে-ও জালের মতো ঘিরে রেখেছে। রাজ্যাভিষেকের পর থেকে আমি আর এরকম ভাবতে পারছি না। আমাদের দু'জনের কেউই শুধু সেবার জন্য আসিনি। আমাদের দিক নির্দেশনা দিতে হবে, পথ দেখাতে হবে। যেন দিকভ্রান্ত হয়ে না যায়, সেজন্য রাষ্ট্রের হাল ধরতে হবে। আমরা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না।'

রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আমার পিতা যখন মারা যান, তখন সেসব দায়িত্বের বোঝা টের পেয়েছিলাম আমি। একজন পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা, সবল মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। তিনি পাশে থাকলে কোনও বাধাকেই বাধা মনে হতো না। কোনও কষ্টকেই কষ্ট মনে হতো না।'

'প্রজারা তোমার কাছ থেকে এমনটাই আশা করে।'

'সূর্যের দিকে খালি চোখে সরাসরি তাকিয়েছিলাম আমি। আমার চোখের কিছুই হয়নি।'

'সূর্য তোমার ভেতরে, রামেসিস। সেই সূর্যকে প্রাণ দাও। সূর্য সব কিছুতে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত প্রখর হলে নিজেই মরে যেতে পারে।'

'মরুভূমির সূর্য প্রখর, কিন্তু সেখানেও প্রাণ আছে।'

'মরুভূমি হচ্ছে পৃথিবীর অধোভুবন। একজন ফারাও-এর সবচেয়ে বড় প্রলোভন হচ্ছে পার্থিব জীবন ত্যাগ করে মরুভূমিতে নিজের চিন্তায় ডুবে যাওয়া।'

'আমার পিতা মরুভূমির লোক ছিলেন।'

'প্রতিটা ফারাও-এর তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সাথে সবুজ উপত্যকার কথা ভুলে গেলেও চলবে না।'

নিস্তব্ধ সন্ধ্যার সঙ্গে ঐকতান রেখে রামেসিস আর নেফারতারিও চুপ হয়ে গেলেন। ডুবন্ত সূর্যের কিরণে হেলিওপোলিসের পবিত্র অবিলিস্ক চকচক করছে।

পঁয়ত্রিশ

রামেসিসের শোবার ঘরের আলো নিভে যাবার পর সেরেমানা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো। তার নিয়োগ করা প্রহরীরা নিজেদের জায়গামতো আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর চমৎকার কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে সে মেমফিসের ভেতর দিয়ে মরুভূমির উদ্দেশ্যে ছুটল।

মিশরীয়রা রাতের বেলায় বাইরে যেতে পছন্দ করে না। সূর্যের অনুপস্থিতিতে পিশাচরা নিজেদের গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসে অসতর্ক, নিরস্ত্র পথিকদের আক্রমণ করে। বিশালদেহী এই সার্ডিনিয়ান এসব কুসংস্কারকে পাত্তা দেয় না। সে নিজেই একদল দানবের মুখমুখি হবার সামর্থ্য রাখে। একবার মনস্থির করে ফেললে ওকে থামানো অসম্ভব।

সেরেমানা আশা করেছিল সেটাউ রামেসিসের সম্মানে আয়োজিত উৎসবে হাজির হবে। কিন্তু নিজের খামখেয়ালি স্বভাবের প্রতি সুবিচার করে সাপুড়ে নিজ বাড়িতেই থেকে গেছে। বিছা'র দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত করার সময় সার্ড জানতে পেরেছে, কেউ সেটাউ'কে পছন্দ করে না। মানুষজন তার তন্ত্র-মন্ত্রকে ভয় পায়। এমনকি তার সরীসৃপ সঙ্গীদেরও অপছন্দ করে। বিশেষ করে লোকজন যখন থেকে জানতে পেরেছে যে সে দারুণ ব্যবসা করছে, তখন থেকে মানুষের অপছন্দের পরিমাণটা আরও বেড়ে গেছে। ওষুধ বানানোর উদ্দেশ্যে সাপের বিষ বিক্রির মাধ্যমেই তার সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

রোমাইকে সন্দেহের খাতা থেকে অব্যাহতি না দিলেও, সেরেমানা সেটাউকে জোরালো সন্দেহ করছে এখন। এমনও তো হতে পারে, রামেসিসকে বিছা দিয়ে আক্রমণ করার পর থেকে সে রাজার সামনে আসার সাহস পাচ্ছে না। লোকচক্ষুর আড়ালে তার এই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কার্যত তার অপরাধের সাক্ষী।

সেটাউ-এর সঙ্গে সশরীরে দেখা করা দরকার সেরেমানার। প্রাক্তন জলদস্যু সবসময় তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তার সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে অভ্যস্ত। মানুষকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতাই এখন অবধি সেরামানাকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই কোনও ধরনের অঘটন ঘটিয়ে ফেলার আগেই সেটাউ'কে পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। আর লোকটা যেহেতু গর্তে সেঁধিয়েছে, তাই টেনে বাইরে নিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই।

ফসলের ক্ষেত শেষ হয়ে মরুভূমিতে আসতেই সেরেমানা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। পশুটাকে একটা ডুমুর গাছের সঙ্গে বাঁধল। ফিসফিস করে প্রাণিটার কানে কানে আদর করে কিছু কথা বলে শান্ত করল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে বেড়ালের মতো সেটাউ-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করল। চাঁদের আলো প্রায় নেই বললেই চলে। তবে রাতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দূরে একটা হায়েনা হাসছে। হায়েনাটার হাসি শুনে তার এক জাহাজ ভ্রমণের কথা মনে পড়ে গেল।

গবেষণাগারে আলো জ্বলছে। ...সে অতি সন্তর্পণে মাথা নিচু করে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে এগোল।

প্রাক্তন সার্ড জলদস্যু দেয়ালে কান পাতল।

গবেষণাগার থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। সাপুড়ে কি কোন দুর্ভাগাকে অত্যাচার করছে নাকি? সেরামানা দেয়ালের উপর দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে নজর বোলাল। পাত্র, কলসি, ফিল্টার, খাঁচায় বন্দি সাপ আর বিছা, বিভিন্ন আকৃতির ছুরি, ঝুড়ি... সব ধরনের সরঞ্জামাদি তাক আর কাজ করার বেঞ্চে গাদাগাদি করে রাখা আছে।

মেঝেতে একজোড়া নগ্ন দেহ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে। এক সুন্দরী কৃষ্ণাঙ্গী সুখে গোঙাচ্ছে। তার হালকা পাতলা দেহ সুখের আবেশে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। তার শ্যামবর্ণ, চৌকোণা চোয়ালের অধিকারী সঙ্গীটি গাঁট্টাগোট্টা এবং পৌরুষদীপ্ত।

সার্ড দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। নিজে নারীদেহে স্বাদ নিতে উদগ্রীব হলেও, অন্যের যৌনক্রিয়া দেখার মতো নীচু মানসিকতা নেই তার। তবে মানতেই হয়, এই মহিলার সৌন্দর্য ওকে নাড়া দিয়েছে! এমন সময়ে বিরক্ত করা রীতিমতো গর্হিত অপরাধ। তাই সেরামানা অপেক্ষা করতে লাগল। ক্লান্ত সেটাউ'কে জেরা করে কাবু করা সহজ হবে।

আগামীকাল রাতে মেমফিসে এক তরুণীর সঙ্গে রাত কাটাবে সে। সেকথা মনে পড়তে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। মেয়েটির ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছ থেকে জেনেছে, বিশাল, শক্তিশালী পুরুষ পছন্দ তার।

সেরামানা'র বাঁয়ে অদ্ভুত এক শব্দ হতে তার মনোযোগ সেদিকে চলে গেল।

সার্ডিনিয়ান ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বিশাল এক গোখরা ওকে ছোবল মারতে তৈরি হচ্ছে। এই এক প্রতিদ্বন্দ্বী, যার মুখোমুখি হতে চায় না প্রাক্তন জলদস্যু। পিছিয়ে গেল সে। পিছাতে পিছাতে দেয়ালে ধাক্কা খেল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরেকটা গোখরা তার সামনে হাজির হয়ে গেল।

'সরে যা, শয়তানের দল!'

খঞ্জর সাপের বিরুদ্ধে কোনও কাজে আসবে না। সে বুঝতে পারল, একটাকে মেরে ফেললে, অন্যটা তাকে আক্রমণ করবে।

'কী হচ্ছে এখানে?'

হাতে একটা মশাল নিয়ে নগ্নদেহে অনুপ্রবেশকারীর খোঁজ নিতে এসেছে সেটাউ। 'আমার ল্যাবরেটরিতে ডাকাতি করতে এসেছিলে তুমি। কপাল ভালো, আমার প্রহরীগুলো সবসময় সতর্ক থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওদের কামড় আমার ছালবাকলের ওষুধে সারবে না।'

'খুন করে পার পেয়ে যাবে না তুমি, সেটাউ!'

'আমার নামও জানো তুমি! ব্যাপার না। তুমি চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছ। তোমার হাতে খঞ্জর আছে। বিচারক বুঝবেন, আত্মরক্ষার তাগিদে তোমাকে মারতে বাধ্য হয়েছি আমি।'

'আমি সেরামানা। রামেসিসের দেহরক্ষীদের প্রধান।'

'এবার চিনছি তোমাকে। আমার কাছ থেকে চুরি করার কী দরকার তোমার?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। তোমার বাড়িটা ঘুরে দেখতে চেয়েছিলাম। ব্যস।'

'এই সময়ে? আমাকে আর আমার স্ত্রীকে শুধু বিরক্তই করছো না তুমি, মিথ্যাও বলছো।'

'আমি সত্যি বলেছি।'

'হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হলো কেন তোমার?'

'নিরাপত্তার কারণে।'

'মানে?'

'আমার কাজ রাজাকে রক্ষা করা।'

'তোমার কি ধারণা আমি রামেসিসের জন্য হুমকি?'

'সে কথা বলিনি আমি।'

'কিন্তু তুমি তা-ই মনে করো...তা না হলে আমার উপর নজর রাখছো কেন?'

'সব ধরনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হয় আমাকে।'

গোখরা দু'টো সার্ডের আরেকটু কাছে এগিয়ে এলো। সেটাউ-এর চোখ দু'টো রাগে জ্বলে উঠল।

'এগুলোকে ফিরিয়ে নাও।'

'জলদস্যুরা মরতে ভয় পায়?'

'এভাবে সাপের কামড়ে মরতে ভয় পায়।'

'আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে, সেরামানা। কখনও এখানে নিজের চেহারা দেখাতে আসবে না। পরের বার সাপগুলোকে থামাব না আমি।'

সেটাউ-এর ইঙ্গিত পেয়ে সাপ দু'টো পিছিয়ে গেল। বিশালদেহী সার্ড ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সাপ দু'টোর মাঝখান দিয়ে সোজা নিজের ঘোড়ার দিকে হাঁটা ধরল।

একটা চিন্তা তার মনে ঘুরঘুর করছেঃ সেটাউ-এর মাথা শয়তানি বুদ্ধিতে ঠাসা।

'ওরা কী করছে?' ছোট্ট খা জিজ্ঞেস করল। কৃষকদের জমিতে একপাল ভেড়া চড়াতে দেখে প্রশ্নটা করেছে ও।'

'বীজ বোনার পর, ভেড়াগুলো বীজগুলো মাটিতে ভালভাবে বুনতে সাহায্য করে,' নতুন কৃষি সচিব নেদজেম ব্যাখ্যা করল। 'বন্যার পানিতে নদীর তীরে আর জমিতে প্রচুর পলিমাটি জমা হয়। এ মাটি ভালো গম ফলাতে সাহায্য করে।'

'ভেড়াগুলো সাহায্য করে?'

'হ্যাঁ।'

বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। কৃষকরা বীজ বপন করতে জমিতে নেমে গেছে। খুব ভোরে কাজ শুরু হয়। মাটিতে খুব অল্প সময়ের জন্য বীজ বপনের উপযুক্ত আর্দ্রতা থাকে। এই অল্প সময়ই কাজ করা একটু সহজ। নিড়ানি দিয়ে আগাছা উপড়ে ফেলে ভেজা মাটির ডেলা ভেঙে ফেলার পর, জমিতে বীজ ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর মাটি দিয়ে বুজে দেয়া হয়।

'দেশটা সুন্দর,' খা বলল, 'তবে আমি এখনও আমার স্ক্রোল আর হায়রোগ্লিফই বেশি পছন্দ করি।'

'খামারে ঘুরতে যাবে?'

'ঠিক আছে।'

নেদজেম বাচ্চা ছেলেটির হাত ধরল। বয়সের তুলনায় লেখাপড়ার পরিপক্বতা যেমন বেশিত, তেমনি ছেলেটির হাঁটার ধরনটাও একটু গম্ভীর। নরম মনের নেদজেম বাচ্চাটিকে খুব ভালোবাসে। তাই খেলনা আর খেলার সঙ্গীদের প্রতি ওর ওর উদাসীনতা দেখে প্রচণ্ড শঙ্কিত হয়ে সুন্দরী ইসেটের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, যেন তাকে খা-এর শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়। ছোট্ট রাজপুত্রকে তার সোনার খাঁচা থেকে বের করে এনে প্রকৃতির বিস্ময়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় সে।

খামারটিতে পশুদের খাবার সংরক্ষণ করার ঘর, রুটি সেঁকার চুল্লি, একটা সবজি বাগান আছে। প্রবেশদ্বারে নেদজেম আর খা'কেহাত-পা ধোয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলো। খামার মালিক তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাল। এমন গুরুত্বপূর্ণ অতিথি পেয়ে খামার মালিক যারপরনাই আনন্দিত। সে ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খামারের প্রাণিগুলো দেখাল।

'আমার সাফল্যের রহস্য হচ্ছে,' সে স্বীকার করল, 'উপযুক্ত চারণভূমি পাওয়া। এখানে গরমের তীব্রতা কম। ঘাসও আছে প্রচুর।'

'দেবী হাথোর-এর প্রাণি গরু। এজন্য গরু আমাদের এত উপকার করে।'

বিস্ময়ে কৃষকের চোখ দু'টো বড় হয়ে গেল। 'আপনি কীভাবে জানেন, রাজপুত্র?'

'একটা গল্পে পড়েছি।'

'আপনি পড়তে জানেন?'

'একটা কাজ করবে?'

'অবশ্যই।'

'আমাকে এক টুকরো চুনাপাথর আর একটা নলখাগড়ার ডগা এনে দাও।'

'এখনই আনছি।'

কৃষক নেদজেমের দিকে তাকাল। নেদজেম ইশারায় সম্মতি দিল। লেখার সরঞ্জামাদি হাতে নিয়ে বালক গোলাঘরের চারদিকে হাঁটতে লাগল।

এক ঘণ্টা পর যখন ফিরে এসে কৃষককে চুনাপাথরের টুকরোটি ফেরত দিল, তখন সেটি লেখায় ভর্তি।

'আমি গুণে দেখেছি,' খা তাকে বলল। 'তোমার একশো বারোটি গরু আছে।'

বাচ্চাটি চোখ কচলে নেদজেমকে জড়িয়ে ধরল।

'আমার ঘুম পেয়েছে,' জড়ানো গলায় বলল ও।

বৃদ্ধ লোকটি খা'কে কোলে তুলে নিতে নিতে বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়ল। 'রামেসিসের অলৌকিক কাণ্ডগুলোর আরেকটি।' আপনমনে বলল নেদজেম।

ছত্রিশ

রামেসিসের মতোই সুগঠিত দেহ, চওড়া কাঁধ, উঁচু কপাল, ঢেউ খেলানো কালো চুল, আর রোদে পোড়া শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারার অধিকারী মোজেস, হেলেদুলে রামেসিসের দপ্তরে প্রবেশ করল।

রামেসিস বসেছিলেন। বন্ধুকে দেখে উঠে এসে আলিঙ্গন করলেন।

'সেটি তো এখানেই কাজ করতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। এখানে কোনও পরিবর্তন আনিনি আমি। এই দেয়ালগুলোতে তার চিন্তা বেঁচে আছে। সেগুলোকে অনুপ্রেরণা হিসেবে চাই আমি।'

উঁচু জানালা তিনটির ফাঁক গলে আলো এসে পড়ছে ভেতরে। জানালা তিনটি দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া এসে গা জুড়িয়ে দিচ্ছে। শেষ গ্রীষ্মের তেজ কমে এসেছে।

রামেসিস তার রাজকীয় চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে বন্ধুর মুখোমুখি হয়ে একটা আটপৌরে ঘাসের তৈরি জাজিমের উপর বসলেন।

'কেমন আছো তুমি, মোজেস?'

'ভালো। তবে এখন আর আগের মতো ব্যস্ত থাকতে হয় না।'

'অনেকদিন ধরে আমাদের দেখা হয় না। হয়তো আমার দোষেই।'

'তুমি জানো, আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। আমাকে মেমফিসে ডেকেছ কেন? কারনাকে আমার কাজ ভালোই চলছিল।'

'অভিজাত সমাজের সঙ্গ ভালো লাগে না তোমার?'

'সভাসদদের দেখলে বিরক্ত লাগে আমার। সবাই শুধু একটা নামই জপে: রামেসিস, রামেসিস, রামেসিস। কিছুদিন পর তোমাকে দেবতা বানিয়ে দেবে ওরা। যত্তসব ফালতু কাজকর্ম।'

'আমি কি ভুল কোনও পদক্ষেপ নিয়েছি?'

'সেপ্টেম্বরের বন্যা, ফিনিক্স, নতুন যুগ... এ ঘটনাগুলো অস্বীকার করা যাবে না। আর এসব ঘটনা তোমার জনপ্রিয়তার কারণ বোঝাতে সক্ষম। কিন্তু সত্যিই কি অলৌকিক ক্ষমতা আছে তোমার? সত্যিই কি তোমার নিয়তি দেবতারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন? লোকজন তা-ই ভাবে।'

'তুমি ওদের সঙ্গে একমত নও?'

'এগুলো সত্যি হতে পারে। কিন্তু তুমি কোনও দেবতা নও।'

'কখনও কি এমন দাবি করেছি আমি?'

'সতর্ক হও রামেসিস। তা না হলে চাটুকারিতার তোমার মাথা ঘুরে যাবে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, একজন ফারাও-এর ভূমিকা আর কাজ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই তোমার। আমার কাজের কৃতিত্ব দিতে খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না তোমাকে!'

'আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

'তোমাকে সে সুযোগ দিতেই ডেকেছি এখানে।'

আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মোজেসের চোখ দু'টো। 'কারনাকে ফেরত পাঠাচ্ছো আমাকে?'

'তোমার জন্য এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমার কাছে। যদি রাজি হও আরকি।'

'কারনাকের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ?'

রাজা চেয়ার থেকে উঠে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন।

'গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিকল্পনা আছে আমার। পরিকল্পনাটার কথা এখন পর্যন্ত শুধু নেফারতারিকে বলেছি। আগে বাড়ার আগে দেবতাদের কাছ থেকে কোনও লক্ষণ পাবার অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এ বিষয়ে একমত হয়েছিলাম তখন। দ্বিতীয় বন্যা আর ফিনিক্স... অবশেষে দেবতারা আমাকে দু'টো ইঙ্গিত দিয়েছেন। হাউস অফ লাইফ নিশ্চিত করেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসেব অনুসারে ইতোমধ্যে নতুন এক যুগের সূচনা হয়ে গেছে। অ্যাবিডোস আর অন্যান্য সব জায়গায় আমার পিতা যেসব কাজ শুরু করেছিলেন, সেগুলো চালিয়ে যাব আমি। যাকগে, আমি মনে করি নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে একটা নতুন যুগের সূচনা শুরু হওয়া উচিত। এটা কি দম্ভ, মোজেস?'

'ঐতিহ্য অনুসারে, প্রত্যেক ফারাও-এর তা-ই করা উচিত।'

রামেসিসকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। হিট্টিরা স্থায়ী হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ওদের প্রধান লক্ষ্য মিশর। এই সত্যিটাই আমাকে প্রকল্পগুলো চালিয়ে যেতে প্রেরণা যোগাচ্ছে।'

'সামরিক শক্তি বাড়াতে চাইছো?'

'না, মোজেস। দেশের রাজধানী সরাতে চাইছি।'

'তুমি কি বলতে চাইছো...'

'হ্যাঁ, নতুন রাজধানী তৈরি করতে যাচ্ছি।'

হিব্রু মোজেস বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। 'কী? কীভাবে...'

'মিশরের ভাগ্য ঠিক করবে উত্তর সীমান্ত। এজন্য, লেবানন, সিরিয়ার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর লাগতে হবে আমাদের। আর আমাদের আশ্রিত রাজ্যগুলোকেও

রক্ষা করতে হবে। এজন্য আমার সরকারের রাজধানী ব-দ্বীপে সরিয়ে নেয়া উচিত। থিবস আমনের শহর হিসেবেই থাকুক।'

'তাহলে মেমফিসের কী হবে?'

'মেমফিস মিশরের দুই রাজ্যের ভরকেন্দ্র। নীল উপত্যকার সাথে ব-দ্বীপ এখানে মিলিত হয়েছে। মেমফিস আমাদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক রাজধানী থাকবে। কিন্তু আমাদের আরও উত্তর-পুবে সরে যেতে হবে, মোজেস। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না আমরা। তাছাড়া এটা ভুলে গেলেও চলবে না যে, আগেও আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, মিশর অন্যদের জন্য সবসময়ই লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু।'

'দুর্গগুলো কি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট না?'

'বিপদের সময় আমাকে ত্বরিত জায়গা বদলাতে হবে। উত্তর সীমান্তের যত কাছে থাকব, আমার কাছে খবর পৌঁছতে তত কম সময় লাগবে।'

'রাজধানী তৈরি করা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ। আখেনাতেনের ভাগ্যে কী ঘটেছিল ভুলে যেও না।'

'আখেনাতেন কিছু গুরুতর ভুল করেছিল। মধ্য-মিশরের যে জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিল, সেটা প্রথম থেকেই ধ্বংসস্তূপ ছিল। সে প্রজাদের কল্যাণ ভুলে গিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক কল্পনার পিছনে ছুটেছিল।'

'সে আমনের পুরোহিতদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। তুমিও তা-ই করেছো।'

'আমনের প্রধান পুরোহিত যদি আইনের প্রতি বিশ্বস্ত ও রাজার প্রতি অনুগত থাকেন, তাহলে তার সঙ্গে কোনও ঝামেলা নেই।'

'আখেনাতেন একেশ্বরবাদী ছিল। নতুন রাজধানী সেই দেবতার প্রার্থনাস্থলের কেন্দ্রবিন্দু হবার কথা ছিল।'

'তার পিতা, আমেনহোটেপ, তার জন্য প্রাচুর্যমণ্ডিত এক দেশ রেখে যান। আখেনাতেনের রাজত্বকালে বিরোধী শক্তিরা মিশরের অনেক অঞ্চল দখল করে নেয়। তুমি যদি ওর পক্ষে সাফাই গাইতে চাও, তাহলে ব্যাপারটা সহজ হবে না।'

মোজেস ইতস্তত করল। 'তার রাজধানী এখন পরিত্যক্ত।'

'আমার নির্মিত রাজধানী কয়েক প্রজন্ম টিকে থাকবে।'

'তুমি আমাকে মাঝে মাঝে ভয় পাইয়ে দাও, রামেসিস।'

'সাহস রাখো, মোজেস!'

'শূন্য থেকে একটি শহর গড়ে তুলতে কত বছর লাগে?'

রামেসিস হাসলেন। 'আমার রাজধানীর নির্মাণকাজ শূন্য থেকে থেকে শুরু হবে না।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'সেটি'র সহকারী প্রশাসক থাকার সময়, তিনি আমাকে রাজ-বংশের সাথে মূল যেসব প্রকল্পসমূহের সম্পর্ক আছে, সেগুলো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আমার প্রতিটা সফর ছিল একেকটি নতুন শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। যদিও তা তখন বুঝতে পারিনি। এখন আমি আমাদের সেই সময়কার সফরের মানে বুঝতে পারছি। আমরা যে জায়গাগুলো সফর করেছিলাম, অ্যাভারিস সে জায়গাগুলোর একটা।'

'হিকসসদের রাজধানী? তুমি নিশ্চয়ই মজা করছো।'

'সেটির নাম রাখা হয়েছে দেবতা সেট-এর নামের সাথে মিলিয়ে। সেট নিজের ভাই, ওসিরিস'কে হত্যা করেছিলেন। ধ্বংসাত্মক শক্তিকে বশে রেখে, সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করার সামর্থ্য ছিল আমার পিতার।'

'এখন তুমি অ্যাভারিসকে রামেসিসের রাজধানী বানাতে চাও?'

'হ্যাঁ। এটাই আমার পরিকল্পনা। পাই-রামেসিসঃ রামেসিসের শহর। মিশরের রাজধানী।'

'স্রেফ পাগলামি হবে কাজটা!'

'পাই-রামেসিস হবে জমকালো, চিত্তাকর্ষক। কবিরা এ শহরের প্রশংসায় কবিতা লেখবে।'

'শহরটা নির্মাণ করতে কতদিন সময় নেবে?'

'তোমার প্রশ্ন আমি ভুলিনি। আসলে, এটা নিয়ে কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। কাজের দেখাশোনা করার জন্য এবং সময়মতো কাজটা শেষ করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন আমার। যত দ্রুত সম্ভব অ্যাভারিস'কে পাই-রামেসিসে পরিণত করতে চাই আমি।'

'তোমার কি কোনও সময়সীমা আছে?'

'এক বছরের কম।'

'অসম্ভব!'

'না, সম্ভব। ওহ, আরেকটা কথা। কাজটার দায়িত্ব নেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

'তোমার কি ধারণা আমি চিলের ক্ষিপ্রতায় পাথর সরাতে পারি আর শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে বড় বড় পাথর একসাথে জমা করতে পারি?'

'পাথর পারবে না। তবে ইট সরাতে পারবে দ্রুতগতিতে।'

'আমি...'

'দেশের বেশিরভাগ ইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক হিব্রুরা। ওদের যদি একত্র করি, তাহলে ওদের মধ্য থেকে তুমি বিশাল এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য কর্মী বাছাই করতে পারবে।'

'মন্দির নির্মাণের কাজে তো সবসময় পাথর ব্যবহার করা হয়, তাই না?'

'আগের মন্দিরগুলোতে শুধু টুকটাক মেরামত করে বড় করে নেব। সেটা কয়েক বছরে করে ফেলা যাবে। প্রাসাদ, সরকারি কার্যালয়, অভিজাতদের বাড়ি, কামরা ইট দিয়ে বানাব। এক বছরের আগেই পাই-রামেসিস বাসযোগ্য এবং কার্যকর রাজধানী হয়ে উঠবে।'

মোজেসকে চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি এখনও বলছি, কাজটা অসম্ভব। শুধু নীল নকশা দিয়ে...'

'নীল নকশা আমার মাথায় আছে। আমি সেগুলো একটা একটা করে প্যাপিরাসে এঁকে তোমাকে দেব।'

'হিব্রুরা স্বাধীন। প্রত্যেক গোত্রের নিজেদের সর্দার আছে।'

'আমি তোমাকে রাজনৈতিক নেতা হতে বলিনি, শুধু একটা প্রকল্পের প্রশাসক হতে বলেছি।'

'ওদের বিশ্বাস অর্জন করা সহজ হবে না।'

'তোমার উপর বিশ্বাস আছে আমার।'

'এ খবর ফাঁস হওয়া মাত্রই অন্য হিব্রুরা আমার জায়গা নিতে চেষ্টা করবে।'

'ওরা কি সফল হবে?'

এবার মোজেসের মুখে হাসি ফুটল। 'তোমার বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার সামর্থ্য নেই ওদের কারও।'

'আমরা পাই-রামেসিসকে গড়বই, মোজেস। শহরটা পুরো মিশরের ওপর কর্তৃত্ব করবে। কাজে নেমে পড়ো বন্ধু, দেরি করো না।'

সাঁইত্রিশ

ইট প্রস্তুতকারী অ্যাবনার সহ্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। রামেসিসের ভগ্নীপতি বলে সারী ভাবছে, ওদের সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করে পার পেয়ে যাবে! সে ওদের বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত কাজ করায়। এখন আবার রেশন কমিয়ে দিয়েছে। এমনকি ওদের কাজ নিম্নমানের হচ্ছে, এ দাবি করে ছুটি দিতেও রাজি হচ্ছে না।

মোজেস থিবসে থাকার সময়, সে সারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখত। সে চলে যাবার পর, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় সারী নৌকায় দ্রুত ইট তুলতে পারে না বলে পনেরো বছরের এক ছেলেকে প্রচণ্ড মেরেছে।

অনেক সহ্য করেছে ওরা। আর না!

সারী ইটখোলায় পৌঁছে দেখে, পুরো শ্রমিক দল বৃত্তাকারে বসে আছে। একমাত্র অ্যাবনার খালি ঝুড়িগুলোর সামনে একা একা বসে আছে।

'বসে আছো কেন? কাজে যাও!' সারী খেঁকিয়ে উঠল। দিন দিন আরও শুকিয়ে যাচ্ছে সে।

'আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তোমাকে,' অ্যাবনার শান্ত গলায় জানাল।

'আমার কান ঠিক আছে তো?'

'গত রাতে যে ছেলেটাকে মেরছো, সে এখন বাড়িতে, শয্যাশায়ী। ও কোনও ভুল করেনি। ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তোমাকে, আমাদের কাছেও।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি অ্যাবনার?'

'তুমি যতক্ষণ রাজি না হবে, আমরা কাজে ফিরে যাবো না।'

'আমাকে হাসিও না!' ফোঁস করে সজোরে নিঃশ্বাস নিল সারী।

'ঠিক আছে। আমরা তাহলে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি।'

'তুমি একটা গাধা, অ্যাবনার। সেই সাথে মূর্খও। আমি ইতমধ্যে তদন্ত করার জন্য পুলিশ ডেকেছি। ওরা বলেছে, ছেলেটা সম্পূর্ণ নিজের দোষে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আঘাত পেয়েছে।'

'মিথ্যা কথা!'

'আমার উপস্থিতিতে এক লিপিকার ওর বক্তব্য নিয়েছে। ছেলেটা যদি বক্তব্য পাল্টানোর চেষ্টা করে, ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দেয়ার অভিযোগ আনা হবে।'

'সত্যকে এভাবে ঘুরিয়ে দিলে কীভাবে তুমি!'

'তোমরা যদি এখনই কাজে ফিরে না যাও, তাহলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। মেয়রের নতুন বাসভবনের জন্য ইট দেয়ার কথা তোমাদের। আর থিবসের মেয়র কিন্তু দেরি পছন্দ করেন না।'

'কিন্তু আইন...'

'আমাকে আইন শিখাতে এসো না, হিক্রু। ওটা তোমার মাথার ভেতরই রাখো। পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে, তোমার পরিবার আর বন্ধুরা এর ফল ভোগ করবে।'

অ্যাবনার তার কথা বিশ্বাস করল। সে সারীকে ভয় পায়। দলের বাকি সবাইকে নিয়ে কাজে ফিরে গেল সে।

লিবিয়ান জাদুকর ওফিরের অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের প্রতি সারীর স্ত্রী, ডোলোরার মুগ্ধতা দিন দিন বেড়েই চলছে। লোকটার শিকারি বাজের মতো চেহারা সবসময় বিচলিত হয়ে থাকে। তার গলার স্বরে সম্মোহনী শক্তি আছে। আর সূর্য দেবতা আতেনকে নিয়ে কথা বলার সময় তার গলার স্বরে উৎসাহ উপচে পড়ে। ধুরন্ধর এই অতিথি আখেনাতেনের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তা জানাতে এবং এক ঈশ্বরের মতবাদ প্রচার করার জন্য ডোলোরার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে।

ওফির তার আশেপাশের মানুষদের জাদু করে ফেলেছে। তার কথা শোনার পর সবার ভেতরেই পরিবর্তন এসেছে। কেউ তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচলিত, কেউ বা প্ররোচিত। ধীরে ধীরে নিজের জালে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু সুতো লাগিয়েছে সে। প্রতি সপ্তাহে আতেন আর লিটার সমর্থক বাড়াচ্ছে। মিশরের সিংহাসন অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনা হলেও, একটা আন্দোলন গড়ে উঠছে।

লিটা ওদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে সবার কথা শোনে। এই যুবতীর স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, চলাফেরার ধরন, আর সংযম বেশ কিছু বিষয় পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়। ও নিশ্চয় কোনও রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারী। আজ বা কাল, দরবারে লিটার পদ নিশ্চিত।

ওফির কখনও কারও সমালোচনা করে না। কোনও দাবি করে না। নিচু, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে সে আখেনাতেনের প্রগাঢ় বিশ্বাস, আতেনকে সম্মান জানিয়ে তার রচিত কবিতা, সত্যের প্রতি তার ভালোবাসার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে। শান্তি ও ভালোবাসা: এটাই কি নির্যাতিত রাজা আর তার উত্তরাধিকারিণী, লিটার বার্তা নয়? এ বার্তা প্রাচুর্যমণ্ডিত এক মিশরের স্বপ্ন দেখায়। এ বার্তা মিশর আর তার নাগরিকদের উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব, মেবা'র সঙ্গে জাদুকরকে পরিচয় করিয়ে দিল ডোলোরা। কাজটা কওে তার গর্ব হলো। রামেসিস তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; জাদুকর তাকে বেঁচে থাকার অর্থ শিখিয়েছে।

প্রশস্ত চেহারার আপাদমস্তক ভদ্র বৃদ্ধ কূটনীতিক তার অনিচ্ছা গোপনের কোনও চেষ্টা করলেন না।

'আমি শুধু তোমার জন্য কাজটা করছি।' ডোলোরাকে বললেন তিনি।

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, মেবা। এর প্রতিদান আপনি পাবেন।' সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। জাদুকর একটা পার্সিয়া গাছের তলায় বসে কবচ বাঁধার জন্য দু'টো লিনেনের সুতো দিয়ে সরু দড়ি পাকাচ্ছিল।

মেবাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করল।

'মন্ত্রীসভার একজন সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে পারা আমার জন্য বিরাট সম্মানজনক ব্যাপার।'

'আমি এখন মন্ত্রীসভার কেউ না,' তিক্তস্বরে বললেন মেবা।

'যেকোনও সময়, যে কেউ অন্যায়ের শিকার হতে পারে।'

'ওসব গা-জুড়ানো কথায় মন শান্ত হয় না।'

রামেসিসের বোন ওদের কথায় বাধ সাধল। 'মেবা আমাদের বন্ধু। তাকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে বলেছি। উনি হয়তো আমাদের সাহায্য করবেন।'

'নিজদের আর ধোঁকা দিয়ে লাভ নেই, ডোলোরা। রামেসিস আমাকে বিদায় করে দিয়েছে।'

'আপনি প্রতিশোধ চান।' মসৃণ গলায় বলল জাদুকর।

'এবার কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে,' মেবা প্রতিবাদ করলেন। 'আমার এখনও কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধু আছেন যারা...'

'যারা নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত। আপনাকে সাহায্য করার সময় ওদের নেই। আমার আরেকটা উদ্দেশ্য আছে: লিটাকে সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী প্রমাণ করা।'

'দিবাস্বপ্ন দেখছো তুমি। রামেসিস অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে জায়গা ছেড়ে দেয়ার লোক না। তাছাড়া, সাম্প্রতিক অলৌকিক ঘটনাগুলো তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমার কথা বিশ্বাস করো, তোমার স্বপ্ন নিছক মরীচিকা।'

'এটা একটা যুদ্ধ। মানছি, তার সঙ্গে তার নিজের পরিবেশে লড়াই করে পারব না।'

'তাহলে তোমার পরিকল্পনা কী?'

'আগ্রহী?'

'বেশ...' মেবা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন কবচটা।

'সবকিছু খতিয়ে দেখার পর একটা সমাধানই মনে আসছে আমার: জাদু। রামেসিসকে যেসব মন্ত্র রক্ষা করছে, সেগুলো কী করে ভাঙতে হয়, তা আমার জানা আছে। কাজটা অনেক কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। তবে করতে পারব।'

বৃদ্ধ কূটনীতিক বিদ্যুৎ তাড়িতের মতো পিছিয়ে এলেন।

'তোমার সঙ্গে নেই আমি।'

'থাকতে বলছিও না, মেবা। তবে অন্য একটা জায়গায় আপনি কাজ করতে পারেন, তা হলো মানুষের মাঝে একটা বিশেষ বোধকে জাগিয়ে তোলা।'

'বুঝলাম না।'

'আতেনের পূজারীদের একজন শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য নেতা প্রয়োজন। আর আতেন তার কর্তৃত্ব ফিরে পাবার পর, সেই নেতা অগ্রভাগে থাকবেন। পরাজিত, নিঃস্ব, কিংকর্তব্যমিমূঢ় ফারাওকে ছুঁড়ে ফেলবেন তিনি।'

'সর্বনাশ। কাজটা দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ!'

'আখেনাতেনকে অপদস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু আতেনকে কখনও অপমান করা হয়নি। তাকে পূজা করার বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই। এটি একটি উদীয়মান ধর্ম। আর এ ধর্মের অনুসারীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আখেনাতেন যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আমরা সেখানেই সফল হব।'

মেবার হাত দু'টো কেঁপে উঠল। 'ব্যাপারটা ভেবে দেখব আমি।'

'দারুণ হবে না?' ডোলোরা জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের সামনে নতুন পৃথিবীর দুয়ার খুলে যাছে। এমন এক পৃথিবী, যেখানে আমরা নিজেদের অধিকার খুঁজে পাব।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাকে একটু চিন্তা করার সময় দাও।'

সন্তোষজনক সাক্ষাৎ, মেবা চলে যাবার পর ওফির ভাবল। সত্যি বলতে কি, সতর্ক, ভীরু মেবার মধ্যে নেতা হওয়ার কোনও যোগ্যতাই নেই। কিন্তু তিনি রামেসিসকে ঘৃণা করেন। শয়নে স্বপনে নিজের হারানো গৌরব ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখেন। মনস্থির করতে না পেরে তিনি তার মিত্র, শানারের কাছে ছুটে যাবেন। যে লোকটাকে ওফির সত্যিকার অর্থে আকৃষ্ট করতে চায়। ডোলোরা তাকে রাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্র সচিব সম্পর্কে সবকিছু বলেছে। তার সঙ্গে রামেসিসের পুরনো শত্রুতা সম্পর্কেও অনেক কিছু বলেছে। জাদুকর নিশ্চিত, মেবা তাকে এই শক্তিশালী মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।

দীর্ঘ, ক্লান্তিময় দিনের কাজের শেষে সারী'র ডান পা'য়ের পাতা গেঁটেবাতের জন্য ফুলে লাল হয়ে গেছে। বাতের যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে রথ চালাতে জান বেরিয়ে গেছে ওর। সারাদিনে তার একমাত্র সাফল্য, হিব্রুগুলোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত কারণে ব্যবস্থা নিতে পারা। গাধাগুলো শেষ পর্যন্ত বুঝেছে, তার কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কোনও লাভ হবে না। পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ আর থিবসের মেয়রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে কেউ কিছু করতে পারেনি। ইচ্ছেমতো ইটের ভাটার বর্বরগুলোর উপর নিজের সমস্ত ক্ষোভ ঝাড়তে পারে সে।

বাড়িতে অতিথি ওফির আর তার নীরব ধ্যান সারীর স্নায়ুর উপর চাপ ফেলতে শুরু করেছে। অতিথি দু'জন তার কাছ থেকে দূরে থাকে সবসময়। তবে ডোলোরার

উপর ওদের প্রভাব দিনকে দিন বেড়েই চলছে। আতেনের প্রতি ডোলোরার ভক্তি এখন বিরক্তি সৃষ্টি করে। সারা দিন সে প্রার্থনায় কিংবা লিবিয়ানটার পায়ের কাছে বসে ধর্মের কথা শোনে। দাম্পত্যজীবনের যাবতীয় কর্তব্যের কথা ভুলে গেছে সে।

দীর্ঘাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গী ডোলোরা নিস্তেজ দেহে তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

'মলম এনে পা'টা মালিশ করে দাও, জলদি।' বউয়ের উদ্দেশ্যে ঘাউ করে উঠল সারী।

'ইটের ভাটায় কাজের খুব চাপ গেছে?'

'ফালতু মজা কোরো না! যন্ত্রণাটা টেরও পাবে না। হিব্রুগুলোকে নিয়ে আমি একদম হতাশ।'

ডোলোরা আলতো করে তার হাত দু'টো ধরে, শোয়ার কামরায় নিয়ে গেল। সারী একগাদা বালিশে হেলান দিয়ে বসল। ডোলোরা তার পা ধুয়ে তেল লাগিয়ে দিল, ফুলে যাওয়া পা'য়ের পাতায় মলম লাগিয়ে মালিশ করে দিল।

'তোমার জাদুকর কি এখনও ঘুরঘুর করছে?'

'মেবা আজ ওকে ডেকেছিল।'

'তোমার-বাবার পররাষ্ট্র সচিব?'

'ওফিরের কথা শুনতে আগ্রহী ছিল সে।'

'মেবা তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে ভাবছো? ওর কলজেটা মুরগির বাচ্চার কলজের চেয়ে ছোট।'

'সে এখনও গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। তাকে আকৃষ্ট করতে পারলে আমাদেরই লাভ।'

'ওফির আর লিটা তোমার মগজধোলাই করে ফেলেছে।'

'সারী! আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস পেলে কোথায় তুমি!'

'ঠিক আছে, ভুলে যাও।'

'নিজেদের পদের উপর দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ। আর এই বিশ্বাসটা অনেক খাঁটি, অনেক মর্মস্পর্শী... ওফির যখন আতেন সম্পর্কে কথা বলে তখন কি তোমার মন বিগলিত হয়ে যায় না?'

'কে তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তোমার স্বামী নাকি ওই নাক-লম্বা জাদুকরটা?'

'কী? তোমাদের মাঝে তুলনাই আসে না।'

'সারাটা দিন তোমার সঙ্গে কাটায় লোকটা। আর আমাকে একদল আলসে হিব্রুর সঙ্গে কাটাতে হয়। একজনের গায়ের রঙ উজ্জ্বল আরেকজনের শ্যামা-এ দু'জন থেকে একজনকে বেছে নিতে পারে সে। তোমার লিবিয়ান জাদুকর ভাগ্যবান।'

ডোলোরা মালিশ করা থামিয়ে দিল।

'প্রলাপ বকছো তুমি, সারী! ওফির জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ মানুষ। সে নারী নিয়ে ওভাবে ভাবে না...'

'কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি তুমি লোকটাকে নিয়ে ভাবো।'

'তুমি একটা মূর্খ!'

'কাপড় খোলো, ডোলোরা। মালিশ বন্ধ করো না। আমি কোনও পবিত্র মানুষ নই।'

'দাঁড়াও, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী?'

'রাজদরবার থেকে একটা চিঠি এসেছে তোমার জন্যে।'

'দাও ওটা।'

ডোলোরা চিঠিটা আনতে গেল। সারীর পা'য়ের ব্যথা এখন কমেছে। সরকারি চিঠিটায় কী থাকতে পারে? হয়তো কোনও দাপ্তরিক চাকরি, যেখানে ওকে কোনও হিব্রুকে তত্ত্বাবধান করতে হবে না?'

তার স্ত্রী চিঠির স্ক্রোলটি নিয়ে ফিরে এলো। সারী প্যাপিরাসের উপর লাগানো সীলটা ভেঙে, ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল।

চিঠিটা পড়ে সারী কাঁপতে লাগল। মুখ থেকে রঙ সরে গেছে তার।

'খারাপ খবর?'

'নিজের শ্রমিক দল নিয়ে মেমফিসে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে।'

'শুনে মনে হচ্ছে পদোন্নতি হয়েছে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু চিঠিটায় রাজকীয় নির্মাণ প্রকল্পের প্রধান মোজেসের স্বাক্ষর।'

আটত্রিশ

দেশের প্রত্যেক হিব্রু ইট প্রস্তুতকারক সমনের জবাব দিল। মোজেসের চিঠিটার বিস্ময়করভাবে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেল তাদের কাছ থেকে। কারনাকে দায়িত্ব পালনের সময় সারা দেশে মোজেসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে হিব্রুদের অধিকার সমর্থনের জন্য সুপরিচিত। রামেসিসের বন্ধু হওয়ায় এমনিতেই বিশেষ কতগুলো সুবিধা পায় সে। আর এখন তো সবগুলো রাজকীয় নির্মাণ প্রকল্প তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেয়েছে! ওদের মধ্যে নতুন আশা জেগে উঠল। মোজেস নিশ্চয়ই ওদের বেতন আর কাজের পরিবেশের উন্নতি ঘটাবে!

সত্যি বলতে কি, মোজেস নিজেও এমন অভাবিত সাড়া পেয়ে অবাক হয়ে গেল। অল্প কয়েকজন স্থানীয় নেতা গোলমালের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ফারাও-এর আদেশের পর আর কোন কথা চলে না। তারা মোজেরসের কর্তৃত্ব মেনে নিল। মোজেস মেম ফিসের উত্তরে অস্থায়ী শহরে শ্রমিকদের থাকার জায়গা ও পয়-নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঘুরে দেখে আসার পর, তারা ওকে স্বাগতম জানাল।

আচমকা সারী তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'এই তলবের মানে কী?'

'আমি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাব।'

'এই হিব্রুদের সঙ্গে এখানে কেন আমি?'

'তুমি ছাড়া আরও কয়েকজন মিশরীয় শ্রমিক নেতা আছে এখানে।'

'তুমি কি ভুলে গেছ, আমার স্ত্রী ফারাও-এর বোন?'

'তুমি কি ভুলে গেছ, আমি এখন তোমার মনিব?'

সারী ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'আমার দলের হিব্রুগুলো অবাধ্য। প্রয়োজন মনে করলে ওদের বেত মারব আমি। আর একবার বেত মারতে শুরু করলে থামব না।'

'মাঝে মাঝে যে বেতের প্রয়োজন হয়, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু যে লোক বিনা প্রয়োজনে বেত ব্যবহার করে, তার শাস্তি পাওয়া উচিত। সত্যি বলতে কি, শাস্তি যেন প্রয়োগ করা হয় সেটা আমি নিজে নিশ্চিত করব।'

'আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করো না।'

'সাবধানে থেকো, সারী। তোমাকে নিচু পদে নামিয়ে দিতে পারি আমি। ইতিমধ্যে দারুণ ইট প্রস্তুতকারী হওয়া উচিত ছিল তোমার।'

'তোমার সে সাহস হবে না।'

'রামেসিস আমাকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছে। কথাটা মাথায় রেখো।'

মোজেস সারীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সারী পিছন থেকে ঘৃণায় ওর পদাঙ্কের উপর থুতু মারল।

ডোলোরা মেমফিসে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তবে ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নও হতে পারে। রামেসিস আনুষ্ঠানিকভাবে বোনকে স্বামীসহ মেমফিসে ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে আদতে এতে কোনও লাভ হয়নি। তারা ছিমছাম একটা বাড়িতে উঠেছে। ওফির আর লিটাকে ভৃত্য পরিচয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সারীর দুর্বল প্রতিবাদকে পাত্তা না দিয়ে এই ত্রিরত্ন থিবসের মতোই এখানেও ধর্মান্তরকরণ অভিযান চালিয়ে যেতে চায়। এখানে অনেক বেশি বিদেশী মানুষের বাস। তাই এখানে কাজটা দক্ষিণাঞ্চলের চাইতে সহজই হবে। ওদিকের মানুষেরা নতুন ধর্মের ব্যাপারে খুব একটা নমনীয় ছিল না। ডোলোরা মেমফিসে আসার এই তলবকে অনুকূল ইঙ্গিত মনে করছে।

সারী নিজের ভাগ্যের চিন্তায় বিভোর আর উন্মনা হয়ে আছে। হাজার হাজার ক্রুদ্ধ হিব্রুদের সামনে মোজেস কী ঘোষণা দিতে যাচ্ছে, এই চিন্তায় পাগল হবার দশা হলো তার।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশমুখে বিশাল এক গোলাপি বেবুনের আকৃতি নিয়ে দেবতা থোট-এর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞানের দেবতা, থোট পৃথিবীর সমস্ত ভাষা সৃষ্টি করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার পূজা করে। কূটনীতিক হতে হলে প্রথমেই কয়েকটি ভাষার উপর দখল থাকতে হবে। কারণ শুধু হায়রোগ্লিফ জানা থাকলেই বিদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না। কর্মক্ষেত্রে রাজদূত আর সংবাদবাহকরা স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে।

মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মতো আহসাও প্রায়ই প্রবেশদ্বারের বাঁ দিকের মন্দিরে ধ্যান করে আর থোটের প্রার্থনা করতে করতে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। জাতীয় নিরাপত্তার মতো নাজুক বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে জ্ঞানের দেবতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া ভালো।

পূজা করা হয়ে গেলে, মিশরের কূটনীতির উদীয়মান তারকা কয়েকটা কর্মব্যস্ত মন্ত্রণালয় পার হয়ে শানারের বিশাল দপ্তরে প্রবেশ করল।

'অবশেষে এসেছো, আহসা। দেরি হলো কেন?'

'ঘুমটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। গতকাল রাতে একটু আমোদ ফুর্তি করেছিলাম। আশা করি আপনার কোনও অসুবিধা করিনি।'

শানারের মুখটা লাল হয়ে ফুলে গেছে, নিশ্চয়ই মাথার মাঝে কোনও নয়া কূটবুদ্ধি এসেছে অথবা কোনও কিছু হয়েছে!

'বলুন।' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল আহসা।

'হিব্রুরা যে শহরের উত্তরে আস্তানা গেঁড়েছে, শুনেছো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দেইনি।'

'আমিও। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত!'

'ইট প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?' ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলে আহসা। কায়িক পরিশ্রম ঘৃণা করে সে, যদিও কখনও কোন পরিশ্রম করেনি।

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ঘটনার পিছনে কে আছে। সদ্য নিযুক্ত রাজকীয় নির্মাণ প্রকল্প প্রধান...মোজেস!'

'এতে এত অবাক হবার কী আছে? সে কারনাকে সেটি'র কাজ দেখাশোনা করেছে। তার পদোন্নতি যৌক্তিক।'

'শুধু পদোন্নতি হলে কোন সমস্যা ছিল না। মোজেস গতকাল শ্রমিকদের সভা ডেকে ঘোষণা দিয়েছে, ওদের নিয়ে ব-দ্বীপেয় যাবে সে। ওখানে সকল হিব্রু কর্মী রামেসিসের জন্যে নতুন রাজধানী নির্মাণ করবে!'

সবসময় যেকোনও বিপদে অবিচল থাকে আহসা। সেও এই খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নীরবতার চাদরে ঢেকে গেল চারপাশ।

'আপনি কি নিশ্চিত...'

'একশো ভাগ নিশ্চিত। মোজেস আমার ভাইয়ের আদেশ পালন করছে।'

'নতুন রাজধানী... অসম্ভব!'

'রামেসিসের জন্য অসম্ভব বলে কিছু নেই!'

'এই প্রকল্প কতটুকু উচ্চাভিলাষী?'

'ফারাও নিজে পরিকল্পনা করেছে এবং জায়গা বাছাই করেছে। আর জায়গাটা দেখো...অ্যাভারিস। যাদের কাছ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের জান বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই আক্রমণকারী হিকসসদের পরিত্যক্ত শহর!' শানারের চাঁদপনা মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'রামেসিস যদি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যায়, তাহলে? এমন উচ্চাভিলাষী প্রকল্প ওর ধ্বংস বয়ে আনতেই পারে! সুস্থ মস্তিষ্কের কাউকে তখন ধীরে ধীরে সিংহাসনের ভার নিতে হবে...'

'আমি এতটা আশাবাদী হতে পারছি না। সত্যি যে, রামেসিস এ কাজ হাতে নিয়ে অনেক বড় ঝুঁকিতে পড়ে গেছে। তবে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নির্ভুল ও প্রখর। আসলে এর চেয়ে ভালো কোনও কাজ হতে পারত না। সুদূর উত্তর-পুবে সীমান্তের কাছাকাছি রাজধানী সরিয়ে নিয়ে সে হিট্টিদের পরিষ্কার সতর্কবার্তা দিচ্ছে। হিট্টিরা বুঝতে পারবে, মিশর ওদের কোনও বেয়াড়াপনা মেনে নেবে না। মিশর বিপদ সম্পর্কে সচেতন, এক ইঞ্চি ছাড়ও দেবে না। রাজা শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে। আর আক্রমণ এলে দ্রুততম সময়ে প্রতিহত করতে পারবে।'

ভগ্নহৃদয়ে বসে পড়ল শানার। 'সবকিছু উলটপালট হয়ে গেছে। আমাদের পরিকল্পনায় এখন শত শত খুঁত।'

'আমি এতটা হতাশও হচ্ছি না,' আহসা পরামর্শ দিল। 'প্রথম কথা হচ্ছে, রামেসিসের স্বপ্ন কখনও সত্যি হবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা পরিকল্পনা বদলাব কেন?'

'কিন্তু আমার ভাই নিশ্চিতভাবে পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে আগ্রাসী পদক্ষেপ নিচ্ছে...'

'এতে অবাক হবার কী আছে! তবে যে কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন, তার নীতি তার কাছে পৌঁছানো তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই হবে। আমরা ওকে বোঝাব যে ও-ই সবকিছুর হর্তাকর্তা।'

শানার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। 'ঠিক বলেছো, আহসা। নতুন একটা রাজধানীকে আমাদের পথে বাধা হতে দেব না।'

মেমফিসের প্রাসাদের কথা রাজমহিষী টুইয়ার প্রায়ই মনে পড়ে। সেটি'র সঙ্গে সেখানে কাটানো সময়টুকু বড় অল্প বলে মনে হয় তার। মনে হয়, কত যুগ আগে সেটি'র সঙ্গে ওখানে হেঁটেছিলেন। সেটি'র প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি চকিত দৃষ্টির কথা মনে আছে তার। তিনি স্বামীর সঙ্গে একটি শান্তিময় বৃদ্ধকালের কল্পনা করতেন প্রায়ই। কিন্তু এখন সেটি স্বর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর তিনি একা ডালিম গাছ, ঝাউ, আর জোজবা গাছে ভর্তি চমৎকার এই বাগানে হাঁটছেন। পথের দু'ধারে নীল ঝুমকাফুল, অ্যানিমোন, লুপিন, আর র‍্যানানকুলি ফুল ফুটে রয়েছে। টুইয়া বিষণ্ণ চিত্তে পদ্মপুকুরের পাশে, একটা উইস্টিরিয়া গাছের নিচে বসলেন।

রামেসিসকে আসতে দেখে, তার বিষণ্ণতা উবে গেল।

ফারাও হিসেবে এক বছরেরও কম সময়ে, তার ছেলে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। টুইয়ার এখন বিশ্বাসই হতে চায় না, নিজের সামর্থ্য নিয়ে রামেসিসের মনে কখনও সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি পিতার মতো একই উদ্যমের অধিকারী। উদ্যমের সাথে যুক্ত হয়েছে অক্লান্ত শক্তি।

রামেসিস মা'কে আলতোভাবে সশ্রদ্ধ চুমু খেয়ে পাশে বসলেন।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'এজন্যই তো এখানে আমি।'

'মন্ত্রীপরিষদে যাদেরকে বাছাই করেছি, তাদের নিয়ে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'সেটি তোমাকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন, মনে আছে?'

'সে আদেশ মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আমি: "মানুষের আত্মার গভীরে তাকাও। যারা দৃঢ় ও অকপট, নিজেদের আনুগত্যের শপথের কথা মাথায় রেখেও

নিরপেক্ষ মতামত দিতে সক্ষম, তাদের কাছ থেকে উপদেশ নাও।" আমি কি সফল হয়েছি? একমাত্র সময়ই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।'

'এত তাড়াতাড়ি প্রতিপক্ষকে ভয় পেয়ে গেছো?'

'যে গতিতে এগোচ্ছি আমি, তাতে ভয় তো পেতেই হয়। নতুন রাজধানী তৈরি করার চিন্তাটা যখন মাথায় এলো, মনে হলো যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সাথে সাথে বুঝতে পেরেছিলাম, কাজটা আমাকে করতেই হবে'

'সিয়া,' তার মা বললেন, মাথা দুলিয়ে। 'সরাসরি প্রাপ্ত অন্তর্জ্ঞান। কোনও যুক্তি কিংবা ব্যাখ্যা নেই এর। সেটি এই অন্তর্জ্ঞানের সাহায্যে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই ক্ষমতা এক ফারাও থেকে অন্য ফারাও-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়।'

'আমার নতুন রাজধানীকে আশীর্বাদ করছো তুমি?'

'সিয়া যেহেতু তোমার হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলেছে, আমার অনুমতির দরকার কী?'

'কারণ আমার পিতার আত্মা এই বাগানে আছে। আর কেবল আমরা দু'জনই তার কথা শুনতে পাই।'

'ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, রামেসিস। তোমার রাজত্ব নতুন যুগের সূচনা। আর পাই-রামেসিস তোমার রাজধানী হবে।'

ফারাও মা'য়ের হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

'আমার রাজধানী দেখে তুমি খুশি হবে, মা।'

'একটা কথা। তোমার নিরাপত্তা নিয়ে আমি আশঙ্কিত।'

'সেরামানা পেশাদার।'

'জাদুর বিরুদ্ধে নিরাপত্তার কথা বলছি। তোমার শাশ্বত মন্দির তৈরি করার কথা কিছু চিন্তা করেছো?'

'জায়গা বাছাই করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে পাই-রামেসিস আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

'শাশ্বত মন্দিরের কথা ভুলে যেও না। কেউ যদি তোমার ওপর অশুভ শক্তি খাটাতে চায়, তাহলে ওই মন্দিরই তোমার সবচাইতে বড় রক্ষা কবচ হবে।'

উনচল্লিশ

জায়গাটা অসাধারণ।

উর্বর জমি, প্রশস্ত মাঠ, ঘন ঘাসের দঙ্গল, পুষ্পশোভিত হাঁটার পথ, সুস্বাদু ফলে ভর্তি আপেল বাগান, সমৃদ্ধ জলপাই কুঞ্জ, কানায় কানায় পূর্ণ পুকুর, নোনা জলাভূমি, ঘন ঝোপঝাড়: এই হলো অ্যাভারিসের পরিবেশ। একদা অবজ্ঞার শিকার হওয়া এই শহরে এখন শুধু হাতেগোনা কয়েকটি বাড়ি আর দেবতা সেট-এর একটি মন্দির অবশিষ্ট আছে।

এখানেই সেটি তার ছেলেকে ক্ষমতার প্রকৃত অর্থ শিখিয়েছিলেন। এখানেই রামেসিস তার রাজধানী গড়বেন। পল্লী অঞ্চলের সৌন্দর্য আর উর্বরতা দেখে মোজেস অবাক হয়ে গেল। হিব্রু শ্রমিক আর তাদের মিশরীয় প্রধানরা রামেসিসের নেতৃত্বে আসা এই সফরের অংশ। নিজের পোষা প্রাণি দু'টোকে শিকলে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ফারাও। দশজনের একটা স্কাউটিং বাহিনী খুব সাবধানে সবার আগে আগে চলছে।

ছোট শহর অ্যাভারিস রোদের তীব্রতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। শহরটার বর্তমান বাসিন্দা হলো গুটিকয়েক সরকারি কর্মচারী, কর্মহীন কৃষক, আর প্যাপিরাস সংগ্রাহক।

পথে হেলিওপোলিসে একবার থেমেছেন রামেসিস। সেখানে তার পৃষ্ঠপোষক, দেবতা রা-এর কাছে প্রার্থনা করেছেন। তারপর নীল নদের পেলুসিয়াক শাখা ধরে বুবাস্টিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মেনেজালেহ হ্রদের পাশে অবস্থিত অ্যাভারিস, হোরেসের পথ নামে খ্যাত রাস্তাটার শেষ মাথায় অবস্থিত।

'বেশ সুবিধাজনক অবস্থান।' রামেসিসের দেখানো মানচিত্রে চোখ রেখে মন্তব্য করল মোজেস।

'এ জায়গা বাছাই করার কারণ বুঝেছো এবার? একটা খালের সাহায্যে দেবতা রা-এর আশীর্বাদে প্রাপ্ত পানি আল-কানতারা'র ভূখণ্ডের আশপাশের হ্রদগুলোর সাথে সংযুক্ত করা যাবে। জরুরী মুহূর্তে আমরা নৌকায় করে সিলেহ দুর্গে পৌঁছাতে পারব। ছোট ছোট সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতেও পৌঁছানো যাবে। ব-দ্বীপের পুব পাশে শক্তি বাড়াব আমি। আমাদের ওপর যেকোনও আক্রমণ করতে হলে এই এলাকা প্রথমে পার হতে হবে। এছাড়া আমাদের আশ্রিত রাজ্যগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সমস্যা দেখা দিলে, এখানে খবর পৌঁছাতে সময় লাগবে না।'

'তোমার নিশ্চয়ই দিব্যজ্ঞান আছে।' মোজেস প্রশংসার সুরে বলল।

'তোমার কর্মীদের কী অবস্থা?'

'পরিকল্পনাটা নিয়ে ওদের খুশিই মনে হলো। তবে ওদেরকে এত বেশি বেতন দেয়া ঠিক হচ্ছে না মনে হয়।'

'আমি সদয় হলে ওরা আমাকে সর্বোচ্চ সেবা দেবে। চোখ ধাঁধানো একটা শহর চাই আমি।'

মোজেস মানচিত্রটা দেখার জন্য আবার ঝুঁকে পড়ল। চারটা প্রধান মন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়েছে: পশ্চিমে, আমনের জন্য, 'দ্য হিডেন'; দক্ষিণে, স্থানীয় দেবতা সেট-এর মন্দির; পুবে সিরিয়ান দেবী, অ্যাসটারটি'র মন্দির; এবং পশ্চিমে হবে ব-দ্বীপের পৃষ্ঠপোষক দেবী ওয়াদজেত, 'দ্য ভার্ডেন্ট'-এর মন্দির। সেট-এর মন্দিরের কাছে নদীবন্দর হবে। এই জায়গাটা রা ও অ্যাভারিসের পানিকে যুক্তকারী দু'টো খালের সঙ্গমস্থল। এই খাল দু'টো পুরো শহরকে ঘিরে রেখেছে। খাল দু'টো শহরের পানির চাহিদাও মেটায়। বন্দরের কাছে গুদামঘর, গোলাঘর, এবং কারখানা অবস্থিত। আরেকটু উত্তরে, শহরের কেন্দ্রে প্রাসাদ, সরকারি ভবন, অভিজাতদের বাসভবন, এবং পাশাপাশি অনেকগুলো বসতবাড়ি। প্রধান সড়ক প্রাসাদ থেকে তাহ-এর মন্দিরের দিকে চলে গেছে। পার্শ্বরাস্তা দুটোর একটা গেছে রা-এর অভয়ারণ্যের দিকে। আর অন্যটা গেছে আমনের অভয়ারণ্যের দিকে। সেট-এর মন্দির রা ও অ্যাভারিসকে যুক্তকারী খাল দু'টোর বিপরীত পাশে।

সৈন্যদের জন্য চারটা ব্যারাকও আছে। একটা ব্যারাক পেলুসিয়াক শাখা ও সরকারি ভবনগুলোর মাঝে অবস্থিত। অন্য তিনটা অ্যাভারিসের তরঙ্গসমূহের কাছে...প্রথমটি তাহ-এর মন্দিরের পেছনে, দ্বিতীয়টি আবাসিক বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সেই প্রান্তে। শেষটি রা এবং অ্যাসটারটি'র মন্দিরের কাছে।

'সিরামিক টাইলের উৎপাদন কাল থেকে শুরু করা যাবে,' রামেসিস জানাল। 'পাই-রামেসিসে প্রাসাদের ছোট ঘর থেকে শুরু করে প্রতিটি সভাকক্ষ রঙে ঝলমল করবে। কিন্তু প্রথমে সেগুলো বানাতে হবে। আর সেটাই তোমার কাজ।'

মোজেস ডান হাতের তর্জনীর ইশারায় দেখিয়ে দিতে লাগল রাজধানীর দালানগুলো কোথায় তৈরি করতে হবে।

'পরিকল্পনাটি উচ্চাভিলাষী। তোমার বিশাল পরিসরের চিন্তাভাবনা আমার ভালো লাগে। তবুও...'

'তবুও কী, মোজেস?'

'একটা মন্দির নেই তোমার নকশায়। মন্দিরটা ওখানে সহজেই বানানো যায়।' আমন আর তাহ-এর মন্দিরের মাঝের একটা ফাঁকা জায়গা দেখাল সে।

'কোন দেবতার জন্য বানাবে ওটা?'

'ফারাও বংশের প্রবর্তন করেছিলেন যে দেবতা। এমন এক জায়গা, যেখানে তোমার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ উদযাপন করা হবে।'

'সেজন্য তিরিশ বছর রাজত্ব করতে হবে আমাকে। এখন এ মন্দির নির্মাণ করার ঝুঁকি অনেক।'

'তুমি কিন্তু মন্দিরটার জন্য জায়গা রেখেছো।'

'মন্দিরটা বানানোর চিন্তা মাথায় না রাখাও ঝুঁকিপূর্ণ। আমি যদি তিরিশ বছর রাজত্ব করতে পারি, তাহলে অন্যান্য পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকেও আমার পাশে চাই।'

'তিরিশ বছর... কে জানে ঈশ্বর আমাদের ভাগ্যে কী রেখেছেন?'

'এ মুহূর্তে তিনি আমাদের মিশরের রাজধানী নির্মাণ করতে বলছেন।'

'হিব্রুদের আমি দুই দলে ভাগ করেছি। প্রথম দল বড় পাথর মন্দিরে বয়ে নেবে। এরা মিশরীয় শ্রমিক নেতাদের অধীনে কাজ করবে। দ্বিতীয় দল তোমার প্রাসাদ ও সরকারি ভবনগুলোর জন্য ইট তৈরি করবে। এই দল দু'টোকে সামলে রাখার কাজটা খুব কঠিন হবে। আমার জনপ্রিয়তা সম্ভবত খুব সম্ভবত বেশি দিন টিকবে না। লোকজন আমাকে কী নামে ডাকে জানো? মাশা, "যাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল।"'

'উপাধিটা কোত্থেকে এসেছে? আগে তো শুনিনি।'

'শোনার কথাও না। আসলে ব্যাপারটা একটা পুরানো ব্যাবিলনিয়ান কিংবদন্তী, হিব্রুদের মুখে মুখে ঘুরছে। শব্দটা আসলে আমার নামের মতো শোনায়, এমন একটা শব্দ। মোজেসের অর্থ জানো তো? "যে জন্ম নিয়েছে।" ওদের মতে, আমি দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট। এক হিব্রু রয়্যাল একাডেমীতে শিক্ষকতা করেছে, আবার ফারাও-এর বন্ধুও! ঈশ্বর আমাকে দারিদ্র্য ও দুর্দশায় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। এমন কপাল নিয়ে জন্মেছে যে লোক, তাকে অনুসরণ করা উচিত। এ কারণে ইটপ্রস্তুকারীরা আমাকে বিশ্বাস করে।'

'ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। খাদ্যের যোগান অপর্যাপ্ত হলে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার ব্যবহার করতে পারো।'

'রামেসিস, তোমার রাজধানী বানাব আমি।'

হিব্রু ইট প্রস্তুতকারকরা কালো কানের উপর পর্যন্ত পৌঁছানো পরচুলায় সাদা পট্টি আর গোঁফ ও পরিপাটি দাড়ি লাগিয়ে নিল। নিজেদের দক্ষতা নিয়ে ওরা খুব গর্বিত। সিরিয়ান ও মিশরীয় শ্রমিকরা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করল প্রথম কিছু দিন। কিন্তু হিব্রুদের দক্ষতার সঙ্গে পেরে উঠল না। এরা একেবারে ধ্যানমগ্ন ঋষির একাগ্রতায় কাজ করে! তবে কাজটা খুব কঠিন। তার ওপর ওদের তত্ত্বাবধানে আছে মিশরীয় পরিচালকরা। লাভও আছে, মোটা টাকা বেতন দেয়া হয় ওদের। ছুটিও পায় নিজেদের ইচ্ছেমতো। মিশরের খাবার ভালো, মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যায় সহজে।

মোজেস শ্রমিকদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, পাও-রামেসিসের কাজের গতি অন্য আর দশটা কাজের চেয়ে অনেক বেশি হবে। তবে সেজন্য ওদের বোনাসও দেয়া হবে। সাধারণ পরিস্থিতিতে তিনজন শ্রমিক দৈনিক আটশ-নয়শ ইট তৈরি করতে পারে। পাই-রামেসিসের জন্য বিভিন্ন আকৃতির ইট বানাতে হবে: ভিতের জন্য বড় আকৃতির, তারপর ছোট আকৃতির। সাধারণত শ্রমিক নেতা আর পাথর প্রস্তুতকারীরা ভিতের দিকটা সামলায়।

প্রথম দিন শেষে হিব্রুরা বুঝে গেল, মোজেস যেমনটি বলেছিল, তেমন রুক্ষ ব্যবহার করেই কাজ আদায় করে নেবে ওদের কাছ থেকে। গাছের ছায়ায় নিচে ঘুমিয়ে বিকেলটা কাটিয়ে দেয়ার আশা উবে যেতে বেশি সময় লাগল না। সহকর্মীদের সঙ্গে অ্যাবনারও নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিল: নীলের কাদামাটির সাথে শুকনো খড়কুটো মিশাতে লাগল। সঠিক মাপটা খুঁজে বের করতে পারাই আসল সমস্যা এ কাজে। একপাশে বিশাল কয়েকটা কাদামাটির তাল রাখা হয়েছে। নদীর কাদা সিক্ত রাখতে সরু নালা কেটে খাল থেকে পানি আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমিকরা ঠেলা নিড়ানি দিয়ে কাদা আর খড়কুটো আরও ভালো করে মিশায়। এর ফলে ইট আরও শক্ত হয়।

অ্যাবনার নিজের কাজে ক্ষিপ্র ও দক্ষ। কাদা আর খড়কুটো ঠিকমতো মেশানো হয়েছে মনে হলেই সে মিশ্রণটা একটা ঝুড়িতে ভরে দেয়। একজন শ্রমিক তা কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে কাদা আর কুটোর মণ্ডটা আয়তাকার একটা কাঠের ছাঁচে ঢালা হয়। ছাঁচমুক্ত করার প্রক্রিয়াটা খুব জটিল; মাঝে মাঝে মোজেস নিজে কাজটার তদারকি করে। ইটগুলোকে চার ঘণ্টা শুকানো হয়, তারপর বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে পাঠানো হয়।

সুনিপুনভাবে তৈরি করা ইটগুলো নির্ভেজাল নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করল। গাঁথুনি ঠিকঠাকমতো দিতে পারলে যুগের পর যুগ অক্ষত থাকবে।

হিব্রুদের মাঝে কে কত বেশি কাজ করতে পারে, এ নিয়ে প্রতিযোগিতা পড়ে গেল। এতে অবশ্য মোটা অংকের বেতন গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করেছে। তবে এমন এক মহাযজ্ঞের অংশ হতে পারার গর্ব ও এই যজ্ঞে অবদান রাখতে পারার তীব্র আকাঙ্ক্ষার ভূমিকাও এক বিন্দু কম নয়। শ্রমিকদের উদ্যম নিস্তেজ হয়ে গেলে মোজেস ওদের আবার উদ্দীপ্ত করে তোলে। প্রতিদিন হাজার হাজার নিখুঁত ইট তৈরি করা হচ্ছে।

ফারাও-এর স্বপ্ন বাস্তব করে, ধীরে ধীরে জীবন পাচ্ছে পাই-রামেসিস। শ্রমিক পরিচালক আর পাথর-কাটুরেরা রাজার নির্দেশমতো নিখুঁত ভিত স্থাপন করছে। মজুররা গাড়ি বোঝাই করে হিব্রুদের তৈরি ইট নিয়ে আসছে বিরামহীন।

ব-দ্বীপেরর গনগনের সূর্যের নিচে ধীরে ধীরে একটা শহর জন্ম নিচ্ছে।

প্রতিটি দিনের কাজের শেষে, মোজেসের নামে আগের দিনের চেয়ে বেশি প্রশংসার তুবড়ি ছোটায় অ্যাবনার। হিব্রু নেতা শ্রমিকদের বিভিন্ন দিলে ঘুরে ঘুরে খাবারের মান পরীক্ষা করে, অসুস্থ বা অতি-পরিশ্রমকারীদের বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে দেয়। মোজেসের আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ করে, ওর জনপ্রিয়তার পারদ বিরামহীনভাবে চড়তে থাকল।

নতুন এই রাজধানীতে পরিবারের জন্য চমৎকার একটা নতুন বাড়ি বানানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ অর্থোপার্জন করে ফেলেছে অ্যাবনার।

'খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তোমাকে, দোস্ত?'

সারীর অন্তঃসারশূন্য চেহারাটা শয়তানি হাসিতে ভরে আছে।

'কী চাও?'

'আমি তোমার পরিচালক। ভুলে গেছো?'

'কাজ নিয়ে ব্যস্ত এখন।'

'আর বেশিক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হবে না।'

'মানে?'

'তোমার বানানো ইট মানসম্মত হচ্ছে না।'

'অসম্ভব!'

'দু'জন পরিচালক তোমার পাঠানো চালানে খারাপ ইট পেয়েছে। ওরা তোমার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছে। মোজেসকে যদি সেটা দেখাই, চাকরিটা খোয়াবে তুমি। হয়তো জেলেও যেতে হতে পারে।'

'এসবের মানে কী? মিথ্যে বলছো কেন তুমি?'

'একটা উপায় আছে তোমার: আমার নীরবতা কিনে নাও। তোমার বেতনটা আমাকে দিয়ে দাও, রিপোর্ট হাপিস হয়ে যাবে।'

'তুমি একটা ধূর্ত শেয়াল, সারী।'

'আর কোনও উপায় নেই তোমার, অ্যাবনার।'

'আমাকে এত ঘৃণা করো কেন তুমি?'

'আর সব হিব্রুর মতো তুমিও একটা হিব্রু। ভেবে নাও, বাকি সব হিব্রুদের পক্ষে শাস্তি ভোগ করছো তুমি।'

'এই কাজ করার কোনও অধিকার তোমার নেই।'

'ফালতু কথা বাদ দাও, দেবে কি দেবে না তাই বলো!'

অ্যাবনার মাথা নামিয়ে ফেলল। আরও একবার সারীর কাছে হেরে গেছে সে।

চল্লিশ

থিবসের চেয়ে মেমফিসে বেশি স্বস্তি বোধ করে ওফির। উত্তরের রাজধানীতে অনেক বিদেশীর বাস, যাদেরকে দেখে এখন আর বিদেশী বলে মনেই হয় না। বেশ কিছু লোক এখনও আখেনাতেনের ধর্মে বিশ্বাসী। অদূর ভবিষ্যতে এ ধর্ম সুখ ও সমৃদ্ধি আনবে, এ নিশ্চয়তা দিয়ে জাদুকর তাদের ঝিমিয়ে পড়া বিশ্বাস জাগিয়ে তুলল।

মৌন লিটা'কে দেখার সুযোগ যারা পায়, তারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ওর শরীরে যে রাজ-রক্ত বইছে, এ নিয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মেয়েটি যে দুর্ভাগা ফারাও-এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী, এ ব্যাপারেও তারা নিঃসন্দেহ। এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে ওফিরের ধৈর্যশীল, যৌক্তিক ব্যাখ্যা জাদুর মতো কাজ করছে। এছাড়াও ডোলোরার মেমফিসের বাড়িতে সভার আয়োজন করে নিশ্চিন্তে অনুসারী বাড়ানোর কাজ করা যায়।

ওফিরই যে প্রথম নতুন ধ্যান-ধারণার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করছে এমনটা না। তার আগে আরও অনেকে এ কাজ করেছে। তবে আখেনাতেনের ধর্মবিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা প্রথম ব্যক্তি সে। আখেনাতেনের রাজধানী ও সমাধিক্ষেত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। তার সমাধির কাছেপিঠে উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হয় না। সবাই ধরে নিয়েছে, কারনাক নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পর রামেসিস কোনও ধরনের ধর্মীয় ঝামেলা বরদাশত করবেন না। এজন্য, ওফির রাজা ও তার নীতি সম্পর্কে সমালোচনা করার সময় খুব সাবধান থাকে, যেন বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়। কথাবার্তায় একটু বেচাল হলেই সবকিছু কেঁচেগণ্ডূষ হয়ে যাবে।

এতদিনে ভাগ্যদেবী জাদুকরের দিকে মুখ তুলে চাইতে শুরু করেছেন।

ডোলোরা তাকে ঠাণ্ডা শরবত এনে দিল।

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ওফির।'

'আমাদের কাজে প্রচুর শক্তি খরচ হয়। তোমার স্বামীর প্রকল্প কেমন চলছে?'

'ও খুব বেজার। শেষ পাঠানো চিঠিতে লিখেছে, অলস, অসৎ হিব্রুদের গালাগাল করে ওর সময় কাটে।'

'শুনলাম কাজ নাকি খুব দ্রুত এগোচ্ছে।'

'সবাই বলছে চোখ ধাঁধানো এক শহর হবে পাই-রামেসিস।'

'কিন্তু শহরটা অন্ধকারের শক্তি, শয়তান দেবতা সেট'কে উৎসর্গ করা হবে। রামেসিস সূর্যকে আড়াল করে আলো নিভিয়ে দিতে চায়। তাকে থামাতে হবে আমাদের।'

'আমি তোমার সঙ্গে আছি, ওফির।'

'তোমার সমর্থন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে মিশরকে এই মাথা গরম ফারাও-এর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে অদ্ভুত সব উপায় গ্রহণ করতে হতে পারে। তখনও কি তোমার সমর্থন পাব?'

দীর্ঘাঙ্গী, নিস্তেজ মহিলা নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'রামেসিস আমার ভাই!'

ওফির ডোলোরার হাত দু'টো ধরল।

'সে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে। আমি অবশ্যই তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেব। কিন্তু বল তো, শুধু শুধু দেরি করছি কেন আমরা? রামেসিস তো বসে নেই। সে যত বেশি সময় পাবে, জাদুকরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তত শক্তিশালী করে ফেলবে। আরও দেরি করলে ওর জাদুর নিরাপত্তা ব্যূহ ভাঙতে পারব কি না, সে ব্যাপারেই আমি নিশ্চিত নই!'

'এত বড় একটা সিদ্ধান্ত...'

তার মানে ডোলোরা এখনও নিজের ভাইকে আক্রমণ করতে অনিচ্ছুক। ওফির তার হাত দু'টো ছেড়ে দিল।

'আরেকটা উপায় হয়তো আছে।'

'কোন উপায়ের কথা বলছো?'

'শোনা যাচ্ছে, রানি নেফারতারি সন্তানসম্ভবা।'

'গুজব না, সত্যি। ওর মধ্যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে।'

'ওকে ভালোবাসো তুমি?'

'এক বিন্দুও না।'

'আজ রাতে এক দেশী ভাইকে পাঠাব আমার আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা নিয়ে আসার জন্য।'

'নিজের কামরায় যাচ্ছি আমি!' আঁতকে উঠে বলল ডোলোরা। ত্রস্ত পা'য়ে চলে গেল সে।

লোকটা মাঝ রাতে এসে পৌঁছাল। সারা বাড়ি নীরব। ডোলোরা আর লিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওফির দরজা খুলে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বস্তাটা নিল। ডোলোরার দেয়া দু'টো লিনেন দিয়ে দাম চুকাল।

আদান-প্রদানটা হতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

ওফির ছোট একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের সবগুলো ফাঁকফোকর বন্ধ করে দেয়া হয়ছে। শুধু একটা তেলের প্রদীপ মিটমিট করে আলো বিলিয়ে যাচ্ছে।

নিচু একটা টেবিলে জাদুকর বস্তার জিনিসগুলো একে একে বের করে রাখতে শুরু করল। বস্তা থেকে একটা উল্লুকের ছোটখাটো মূর্তি, একটা হাতির দাঁতের তৈরি হাত, একটা নগ্ন মহিলার অসম্পূর্ণ মূর্তি, অতি ক্ষুদ্র একটা থাম, এবং আরও একটা নারীমূর্তি বের হলো। দ্বিতীয় নারীমূর্তিটা হাতে একটা সাপ ধরে আছে। উল্লুক ওফিরকে দেবতা থোট-এর কৌশল সরবরাহ করবে। হাতির দাঁতের হাতটা জাদুর কাজে লাগবে। নগ্ন মহিলার মূর্তি তাকে রানির প্রজননক্ষম অঙ্গের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। থামটা তার মন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী করতে কাজে লাগবে। সাপ ধরা নারীমূর্তি কালো জাদু দিয়ে নেফারতারির দেহ বিষাক্ত করে ফেলবে।

ওফিরের কাজটা সহজ হবে না। রানি অসামান্য মানসিক শক্তির অধিকারিণী। আর রাজ্যাভিষেকের পর থেকে স্বামীর মতো সে-ও জাদুশক্তির নিরাপত্তা পাচ্ছে। তবে সন্তানসম্ভবা হওয়ায় তার এসব প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। গর্ভের নতুন জীবন নেফারতারির জীবনীশক্তি দুর্বল করে ফেলেছে।

জাদু কার্যকর হতে কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত সময় লাগবে। সরাসরি রামেসিসকে আক্রমণ করতে না পেরে ওফির হতাশ হয়েছে। কিন্তু তার বোনের সম্মতি ছাড়া সেটা সম্ভবও নয়। ডোলোরাকে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পর আবার চেষ্টা করবে সে। এখন সে শত্রুকে দুর্বল করে ফেলতে শুরু করবে।

দৈনন্দিন কাজগুলো আহমেনি আর মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের হাতে গছিয়ে দিয়ে রামেসিস প্রায়ই পাই-রামেসিসে চলে যান। মোজেসের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। মোজেসের কঠোর তত্ত্বাবধানে লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ এগোচ্ছে।

চমৎকার পরিবেশ। কর্মীরা রেশনের মান ও পরিমাণ নিয়ে সন্তুষ্ট। এছাড়া, প্রতিশ্রুতি অনুসারে, যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে পর্যাপ্ত অংকের বোনাস দেয়া হচ্ছে। পরিশ্রমী শ্রমিকরা মোটা অংকের টাকা কামিয়ে নতুন রাজধানী বা অন্য কোনও শহরে থিতু হতে পারবে। হয়তো এক টুকরো জমিও কিনতে পারবে। অসুস্থ ও আহতদের সেবা দেয়ার জন্য উন্নত মানের হাসপাতাল বসানো হয়েছে। অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্পের মতো অন্তত পাই-রামেসিসে শ্রমিকরা ছুটি পাবার জন্য অসুস্থতার ভান ধরে না।

রাজা শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন। নিরাপত্তার দিকে নজর রাখার জন্য কয়েকজন স্থায়ী লোক রাখা হয়েছে। আমন মন্দিরের জন্য বড় বড় কয়েকটা গ্র্যানিট তোলার সময় কয়েকটা ছোটখাটো আঘাত ছাড়া বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ করানোয়, কাউকেই সামর্থের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। প্রতি ছয় দিন পর, দুই দিনের ছুটি ওদের বিশ্রাম নিয়ে আবার তরতাজা হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়।

একমাত্র মোজেস বিরামহীনভাবে কাজ করছে। সবগুলো কাজ খতিয়ে দেখে সে। শ্রমিকদের মধ্যে কোনও ঝামেলা হলে সমাধান করে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়, কম দক্ষ শ্রমিকদের কাজের সময় ঢেলে সাজায়। মালামাল সরবরাহের আদেশ দেয়, রিপোর্ট লেখে। দুপুরের খাবারের পর এক ঘণ্টা ও রাতে তিন ঘণ্টা ঘুমায়। নেতার এই কর্মঠ মনোভাব অন্যান্য হিব্রুদের উপর এমন প্রভাব ফেলল যে, তারা এই হিব্রু যুবককে আরও বেশি করে ভালোবেসে ফেলল। মোজেসের মতো আর কোনও পরিদর্শক ওদের ভালমন্দের খেয়াল রাখেনি।

অ্যাবনার মোজেসকে সারী'র হুমকির কথাটা জানাতে পারত। কিন্তু তার সারী পুলিশের উপর নিজের প্রভাব খাটিয়ে ওকে কেমন হেনস্তা করবে, একথা চিন্তা করে ভয়ে আধমরা হয়ে গেল। ঝামেলা সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে ওকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। নিজের বউ-বাচ্চার চেহারা দেখতে পাবে না আর কখনও। একবার টাকা পাবার পর থেকে সারী ওকে বিরক্ত করা বন্ধ করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে খারাপ সময় কেটে গেছে। হিব্রু নিজেকে নীরবতার চাদরে মুড়ে নিয়ে স্বাভাবিক মনোযোগ ও গতিতে ইট বানানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সকাল থেকে রামেসিস পাই-রামেসিসে ঘুরছেন। তার আসার ঘোষণা দিতেই হিব্রুরা গোসল করে, দাড়ি-গোঁফ পরিপাটি করে নিল। সবচেয়ে ভালো পরচুলা পরল। নিজেদের তৈরি করা ইটগুলো নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখল।

ইটভাটার সামনে প্রথম যে রথটা থামল, সেটা থেকে তলোয়ার ও ঢাল হাতে এক দৈত্য বেরিয়ে এলো। শ্রমিকদের কাউকে শাস্তি দেবে নাকি? বিশ জন তীরন্দাজের উপস্থিতি পরিবেশটাকে একটু হালকা করল।

পাথরের মতো মুখ করে সেরেমানা উদ্বিগ্ন, নিশ্চল হিব্রু ইট প্রস্তুতকারীদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল। পর্যবেক্ষণ শেষ হলে সার্ড লোকটা সৈন্যদের একজনকে রাজকীয় রথ সামনে বাড়ানোর নির্দেশ দিল।

ইট প্রস্তুতকারীরা ফারাও'কে বাউ করল। রাজা ওদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ওদের নতুন পরচুলা আর ব-দ্বীপে প্রস্তুতকৃত বিশেষ সুরা দেয়ার ঘোষণা শুনে উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়ল সবাই। তবে ওদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল যে ব্যাপারটা, সেটা হলো, রাজার গভীর মনোযোগে নতুন বানানো ইটগুলো দেখার ভঙ্গি। তিনি কয়েকটা ইট হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করে দেখলেন।

'নিখুঁত,' রায় দিলেন তিনি। 'এই সপ্তাহে দ্বিগুণ রেশন আর একদিন বাড়তি ছুটি পাবে। তোমাদের পরিচালক কোথায়?'

সারী এগিয়ে এলো।

এতগুলো মানুষের মধ্যে একমাত্র রামেসিসের সাবেক শিক্ষকই কেবল রাজার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী ছিল না। রামেসিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করলে, সারী এখন রয়্যাল একাডেমির প্রধান ও রাজ দরবারের প্রভাবশালী সভাসদ থাকত।

'নতুন কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট তুমি, সারী?'

'এ কাজের সুযোগ দেয়ার জন্য মহামান্যকে ধন্যবাদ।'

'বিশ্বাস করো, আমার মা আর নেফারতারি বাধা না দিলে তোমাকে আরও কঠিন শাস্তি দিতাম।'

'সে আমি জানি, মাননীয়। আশা করি আমার নতুন কাজকর্মে বদৌলতে অতীতের হঠকারিতা ক্ষমা করে দেবেন।'

'তোমার অতীতের অপকর্মগুলো ক্ষমার অযোগ্য, সারী।'

'বিবেকের দংশন আমাকে এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয় না।'

'খুব বেশি অশান্তিতে আছ বলেও তো মনে হচ্ছে না!'

'মহামান্যের ক্ষমা আশা করাটা কি অনেক বড় ধৃষ্টতা হয়ে যাবে?'

'তোমার জায়গায় আমি হলে সেই আশা রাখা রাখতাম না। মা'তের আইন অলঙ্ঘনীয়, আর সেই আইনটাই ভেঙেছো।'

'মহামান্যের নামে শপথ করছি...'

'যথেষ্ট বলেছো, সারী। পাই-রামেসিস নির্মাণের অংশ হবার সুযোগ পেয়েছো, এতে খুশি হওয়া উচিত তোমার।'

রাজা নিজের রথে উঠার পর, চারপাশে আরেকবার উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। এবার আরও জোরে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সুর মিলালো সারী।

একচল্লিশ

যেমনটা আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল, মন্দিরগুলোর নির্মাণ তুলনামূলক ধীর গতিতেই চলছে। তবে গ্র্যানিটের আসা-যাওয়া চলছে দ্রুত গতিতেই। বেশ কিছু হিব্রু এবং বেশ কয়জন দক্ষ পাথর কাটুরে প্রায়শই নির্মাণ এলাকায় এসে অগ্রগতি দেখে যাচ্ছে।

ইট নির্মাতাদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে, রাজপ্রাসাদ বলতে গেলে এক রকম চোখের পলকেই গড়ে উঠছে। অল্প কদিনের মাঝেই রাজধানীর সবচাইতে বেশি ব্যস্ত এলাকায় পরিণত হয়ে গিয়েছে ওটার নির্মাণ এলাকা। শিপিং চলছে চোখ ধাঁধানো গতিতে, গুদামঘরগুলো খুলে দেয়া হয়েছে, কাঠমিস্ত্রীরা আসবাবপত্র বানাচ্ছে, সিরামিকের টাইলগুলোও বানানো হচ্ছে। এক রাতে যেখানে কোনও বাড়ি নেই, পরের দিন গিয়েই সেখানে দেখা যাচ্ছে মিশরীয় নির্মাণ শিল্পের দক্ষতা প্রমাণ করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সব ভিলা। ব্যারাকগুলোও সৈন্যদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে প্রস্তুত।

'প্রাসাদের হ্রদটা অসাধারণ হবে।' ঘোষণা করল মোজেস। 'তবে কাজ সামনের মাসের মাঝামাঝিতে শুরু করা দরকার। তোমার রাজধানীও বড় সুন্দর হতে চলছে। কেননা ওটাকে সবাই ভালোবাসা দিয়ে বানাচ্ছে।'

'সেটার কৃতিত্ব অবশ্য তোমার, মোজেস।'

'আমি কেবল তোমার পরিকল্পনা অনুসরণ করে কাজ করেছি।'

বন্ধুর গলায় কিছুটা অসন্তোষের ছোঁয়া অনুভব করতে পারলেন ফারাও। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে যাবে, এমন সময় মেমফিস থেকে একজন বার্তাবাহককে আসতে দেখা গেল। সেরামানা অবশ্য তাকে কাছে ঘেঁষতে দিল না, আগেই থামিয়ে দিল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে, হাঁপাতে হাঁপাতে রামেসিসের দিকে এগিয়ে এলো বার্তাবাহক।

'মেমফিসে এখনই উপস্থিত হওয়ার জন্য মহামান্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে। রানি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

প্রাসাদের প্রধান চিকিৎসক, ডা. পারিয়ামাকুর সাথে ধাক্কা খেলেন রামেসিস। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক লোকটাকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। অভিজ্ঞ সার্জন হিসেবে নাম কামানো ভদ্রলোক অবশ্য রোগীদের সাথে কিছুটা কড়া ব্যবহারই করে থাকেন।

'আমি রানির সাথে দেখা করতে চাই।' দাবী জানালেন ফারাও।

'রানি ঘুমাচ্ছেন, মহামান্য।'

'কী হয়েছে তার?'

'সময়ের আগেই প্রসব হয়ে যাবার বিভিন্ন লক্ষণ তার দেহে ফুটে উঠেছে।'

'ব্যাপারটা কী বিপদজনক নয়?'

'শুধু বিপদজনক না, অনেক বেশি বিপদজনক।'

'আমার আদেশ, নেফারতারির ভালোটা মাথায় রেখে আপনি কাজ করবেন।'

'আমি এখনও আশাবাদী মহামান্য।'

'একথা বলছেন যে?'

'আমার সহকারীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, মহামান্য। দুইটা থলে নিয়ে একটাতে বার্লির আর আরেকটাতে গমের বীজ ভরা হয়েছিল। এরপর দুটোতেই পরপর কয়েকদিন রানির প্রস্রাব ছেটানো হয়েছে। দুই বীজ থেকেই চারা জন্মেছে। এর অর্থ, সফলভাবেই সন্তান জন্মদান করবেন তিনি। আর যেহেতু গমের বীজ থেকে আগে চারা বের হয়েছে, তাই সন্তানটা মেয়ে হবে।'

'আমি তো উল্টোটা শুনেছি।'

ডা. পারিয়ামাকু ফারাও-এর দিকে বরফ শীতল চোখে তাকালেন। 'মহামান্য নিশ্চয় অন্য কোনও পদ্ধতির কথা বলছেন। যে পদ্ধতিতে বীজ গুলোকে মাটিতে পোঁতা হয়। যাই হোক, আমি আশা করব আপনাদের সন্তান শক্তপোক্ত হবে। ভালো মানের বীর্য সোজা মেরুদণ্ড আর ভালো অস্থিমজ্জার জন্য দরকারি। আপনাকে নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না যে হাড় আর মাংসপেশি বাবার কাছ থেকে আসে এবং রক্ত আসে মা'র কাছ থেকে?'

বক্তব্য দিয়ে সন্তুষ্ট মনে হলো ডাক্তারকে, তাও আবার কিনা ফারাও এর মতো একজন ছাত্রের সামনে!

'রয়াল একাডেমিতে আমাকে অ্যানাটমি, এবং ফিজিওলজি, পড়ানো হয়েছে ডাক্তার সাহেব। যাই হোক, কোনও সমস্যার আশঙ্কা করছেন নাকি?'

'আমার জানারও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, মহামান্য...'

'কিন্তু আমার ক্ষমতার নেই। আমি দাবি করছি, নিরাপদে যেন রানির প্রসব হয়।'

'মহামান্য...'

'বলুন, ডাক্তার।'

'আপনার নিজের শরীরের দিকেও কড়া নজর রাখা দরকার। আমি এখনও আপনার দেহ পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাইনি। অথচ আমার প্রধান কার্যাবলীর মাঝে সেটাও একটা।'

'দরকার নেই। জীবনে একদিনের জন্যও আমি অসুস্থ হইনি। রানি জেগে উঠলে আমাকে খবর পাঠাবেন।'

সেরামানার অনুমতি নিয়ে যখন ডা. পারিয়ামাকু ফারাও-এর অফিসে প্রবেশ করলেন, তখন সূর্য আকাশে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। দক্ষ চিকিৎসককে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

'রানির ঘুম ভেঙেছে, মহামান্য।'

উঠে দাঁড়ালেন রামেসিস।

'কিন্তু...'

'এতো না পেঁচিয়ে সরাসরি বলুন, ডাক্তার সাহেব!'

পারিয়ামাকু দাবী করতেন, রামেসিসকে সামলাতে তার কোনও কষ্টই হবে না। কিন্তু এখন তিনি সেটি'র অভাব বড় বেশি অনুভব করছেন। প্রাক্তন ফারাও ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার এবং হিসেবী। কিন্তু রামেসিসকে দেখলে ঝড়ো হাওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। যার সামনে দাঁড়াতে সবচাইতে সাহসী ব্যক্তিও দুবার ভাববে।

'রানিকে প্রসবের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'আমি তাকে জেগে ওঠার সাথে সাথে দেখতে চেয়েছিলাম!'

'দাইরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে হাতে এক মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় ছিল না।'

হাতে ধরা নল খাগরার কলমটা ভেঙ্গে ফেললেন রামেসিস। নেফারতারি না থাকলে, তিনি এগোবেন কীভাবে!

হাউস অফ লাইফ থেকে আসা ছয়জন দাই নেফারতারিকে সাহায্য করছে। অন্যান্য মিশরীয় নারীদের মতো, প্রসবের সময় রানিকেও নগ্নাবস্থায় থাকতে হবে। পিঠ সোজা করে, উবু হয়ে বসতে পাথরের উপর বসতে হবে। পাথরগুলো ঢাকা থাকবে নলখাগড়া দিয়ে।

প্রথম দাই রানির পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করবে। পরের জনের দায়িত্ব প্রসবকালীন নানা ধাপে সহায়তা করা। তৃতীয়জন বাচ্চাটা বের হবার সময় ধরবে, চতুর্থজন এরপর বাচ্চাটার দায়িত্ব নেবে। পঞ্চম জনকে আনা হয়েছে দুধ মা হিসেবে আর ষষ্ঠ জন রানির হয়ে দুটো তাবিজ, জীবনের চাবি নামে যেগুলো পরিচিত,

নবজাতকের কান্না শোনার আগপর্যন্ত ধরে থাকবে। বিপদের কথা মাথায় রেখে ঠাণ্ডা মাথাতেই কাজ করে চলছে ছয়জন।

নেফারতারিকে ভালোভাবে ম্যাসেজ করা শেষ হলে, প্রধান দাই রানির তলপেটে পুল্টিশ লাগিয়ে দিলেন। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, প্রসব বেশ যন্ত্রণাদায়ক হতে চলছে। তাই এই পুল্টিশটার বড় দরকার ছিল। সেই সাথে রেসিন, পিয়াজ, দুধ, ফেনেল, আর লবণের একটা মিশ্রণ প্রবেশ করালেন রানির যোনিতে। ব্যথা কমাবার জন্য আরও একটা কাজ করেছে দাই, শুকনো মাটির সাথে কুসুম গরম তেল মিশিয়ে যোনি আর তার আশেপাশে মাখিয়ে দিয়েছে।

ছয়জনই জানে, নেফারতারির প্রসব দীর্ঘক্ষণ ধরে চলবে। ফলাফলের ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না!

'দেবী হাথোর রানিকে দয়া করুন।' একজন বলে উঠল। 'কোনও অসুস্থতা যেন তাকে স্পর্শও না করতে পারে। দূরে থাক অন্ধকারের পিশাচ, তুই কখনও এই বাচ্চাকে স্পর্শও করতে পারবি না।'

রাত গভীর হবার সাথে সাথে, রানির প্রসব বেদনা আস্তে আস্তে বেড়ে চলল। থেকে থেকে গর্ভাশয়ের সংকোচন হচ্ছে, দুই সংকোচনের মাঝখানের সময়ও কমে আসছে।

ছয়জন দাই যথাযথ পেশাদারিত্বের সাথে রানিকে সহায়তা করতে ব্যস্ত।

আর এক মুহূর্তের জন্যও তর সইছে না রামেসিসের। ডা. পারিয়ামাকু যখন দশমবারের মতো দেখা করতে এলেন, ভাব দেখে মনে হলো, ফারাও হয়ত তাকে গলা টিপে মারার কথা ভাবছেন!

'শেষ?'

'জি, মহামান্য।'

'নেফারতারি ঠিক আছে?'

'রানি ঠিক আছেন। আপনার কন্যা সন্তান হয়েছে।'

'বাচ্চাটার কী অবস্থা?'

'এখনও বলতে পারছি না...'

ডাক্তারকে ঠেলে সরিয়ে প্রসব ঘরে প্রবেশ করলেন ফারাও, দেখলেন দাইদের একজন পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত।

'ওরা কোথায়? আমার রানি আর আমার মেয়ে কোথায়?'

'প্রাসাদের শোবার ঘরে আছেন, মহামান্য।'

'আমাকে প্রকৃত অবস্থাটা বলো তো!'

'বাচ্চাটা খুব দূর্বল।'

'আমি ওদেরকে দেখতে চাই।'

বড় ক্লান্ত নেফারতারি স্বস্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অবশ্য দাই-এর দেয়া ঘুমের ওষুধও এর জন্য দায়ী হতে পারে।

এমন সুন্দর বাচ্চা সচরাচর দেখা যায় না। চোখে বুদ্ধি আর কৌতুহলের দীপ্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন ফারাও। 'নিখুঁত একটা বাচ্চা আমার! আপনারা কীভাবে ভাবলেন, ওর কোনও সমস্যা হতে পারে?'

'বাচ্চাটার গলায় যখন তাবিজ পড়াচ্ছিলাম, তখন সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। মহামান্য, মিশরে এটাকে অনেক বড় অলক্ষণ বলে ধরা হয়।'

'ওর ভাগ্য গণনা করা হয়েছে?'

'জ্যোতিষীর হিসাব সম্পন্ন হবার অপেক্ষা করছি আমরা।'

কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল মহিলাকে। ছয়জন দাইকে সাথে নিয়ে তিনি 'সাত হাথোর'-এর বৃত্ত বানালেন। নবজাতকের ভবিষ্যৎ গণনা করছেন। বাচ্চাদের চারপাশে দাঁড়ানো অবস্থায় যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন তারা।

দীর্ঘ সময় ধরে চলল ধ্যান। এরপর মুখ কালো করে রাজার দিকে এগিয়ে এলেন মহিলা জ্যোতিষী।

'সময়টা ঠিক নেই, মহামান্য। আমরা পারিনি-'

'মিথ্যা কথা বলো না।'

'আমাদের ভুলও হতে পারে।'

'আমি আদেশ করছি, যা দেখছ তাই বলো!'

'পরবর্তী চব্বিশটা ঘণ্টা বড় ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা যদি আপনার কন্যার হৃদয়ে আবাস গাড়া পিশাচদের তাড়াতে না পারি, তাহলে তার বাঁচার সম্ভাবনা নেই।'

বিয়াল্লিশ

ফারাও রামেসিসের কন্য সন্তানের জন্য অনেক খুঁজে একজন যোগ্য দুধ-মা নিয়ে আসা হয়েছে। ডা. পারিয়ামাকু নিজে পরীক্ষা করে দুধ-মা নিয়োগ করেছেন। বুকে দুধের পরিমাণ বাড়াবার জন্য ফিগ গাছের বাকলের রস এবং মাছের কাঁটা খেতে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু ডাক্তার এবং দুধ-মা, দুজনকেই দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল বাচ্চাটা, বোঁটা মুখে নেবার কোনও আগ্রহই তার মাঝে দেখা গেল না! উপায়ান্তর না দেখে আরেকজন মহিলাকে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। শেষ উপায় হিসেবে জলহস্তীর মতো দেখতে একটা পাত্রে দুধ নিয়ে সেটা খাওয়াবার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু না, মেয়েটা যেন দুধ না খাবার পণ করেছে!

ছোট্ট রোগীর জিহ্বা ভিজিয়ে দিলেন ডাক্তার। ভেজা কাপড় দিয়ে ছোট দেহটা জড়িয়ে দেবেন, এমন সময় রামেসিস বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন।

'বাচ্চার মাঝে পানি শূণ্যতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, মহামান্য!'

'আপনার চিকিৎসা ওর কোনও কাজে আসবে না। আমার মেয়ের যে শক্তি এখন দরকার, তা সে আমার কাছ থেকে নেবে।'

আদরের কন্যাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে নেফারতারির কাছে গেলেন ফারাও। ক্লান্তি সত্ত্বেও, রানির চেহারার ঔজ্জ্বল্য এক বিন্দু মলিন হয়নি।

'আমার আনন্দ বাঁধ মানতে চাইছে না রামেসিস! তুমি ওকে কোলে নিয়েছ, এখন কোনও কিছুই বাচ্চাটার বিন্দু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না।'

'শরীর কেমন লাগছে তোমার?'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। বাচ্চাটার জন্য কোনও নাম ঠিক করেছ?'

'সেই সিদ্ধান্ত ওর মা'র হাতে ছেড়ে দিয়েছি।'

'তাহলে ওকে আমরা ডাকব মেরিটামন নামে, আমন যাকে ভালোবাসেন। জানো রামেসিস, প্রসবের সময় এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল, আমাদের মেয়ে নিজ চোখে তোমার শ্বাশত মন্দিরটা দেখবে। আর দেরি কোরো না, এখনই কাজে নেমে পড়। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ওই মন্দিরটাই হবে তোমার সেরা ঢাল।'

'কথা দিলাম, তোমার ইচ্ছা পূরণ করবই।'

'মেয়েটাকে এতো জোরে আকড়ে ধরেছ কেন?'

নেফারতারির দৃষ্টিতে এমনভাবে ভরসা ঝরে পড়ছিল যে রামেসিস মিথ্যা বলতে পারলেন না।

'মেরিটামন অসুস্থ।'

'কী হয়েছে ওর?'

'স্তনে ঠোঁট লাগাচ্ছে না। তবে চিন্তা করো না, আমি ওকে সুস্থ করে তুলবই।'

রানি বিছানায় পড়ে গেলেন। 'আগেই একটা বাচ্চা হারিয়েছি। এখন মৃত্যুর নজর পড়েছে আমার মেয়ের উপর! কেন..কেন...' বলতে বলতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

'আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাচ্ছি ডাক্তার।' বললেন রামেসিস।

'রানি বড় দূর্বল হয়ে পড়েছেন।' জবাব দিলেন পারিয়ামাকু।

'আপনি কি ওকে বাঁচাতে পারবেন?'

'আমি জানি না, মহামান্য। বেঁচে গেলে একটা কথা মনে রাখবেন। এই শেষ, আর কোনও সন্তান নিতে পারবেন না তিনি। আরেকবার গর্ভবতী হওয়াটা প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'আর আমাদের মেয়ে?'

'এর আগে আমি কখনও এমনটা ঘটতে দেখিনি। আপনি ধরে আছেন বলেই কিনা, খুব শান্ত দেখাচ্ছে বাচ্চাটাকে। দাইদের কথা অবিশ্বাস্য হলেও, এখন সত্য বলে মনে হচ্ছে।'

'কী কথা?'

'ওদের ধারণা, আমাদের রাজকন্যার উপর জাদু করা হয়েছে!'

'জাদু! তাও আমার প্রাসাদে!'

'সেজন্যই তো বললাম, অবিশ্বাস্য কথা। তবুও, সাবধানতার খাতিরে সভার জাদুকরদের সাথে কথা বলে নিলে ভালো হয়।'

'যদি ওদেরই কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে? নাহ, ওদেরকে বলা যাবে না। এখন করার মতো কেবল একটা কাজই বাকি আছে।'

পিতার শক্তিশালী দুই হাতের আলিংগনে শুয়ে ঘুমাচ্ছে মেরিটামন।

এদিকে সভায় ছড়িয়ে পড়েছে নানা ধরনের গুজব। কেউ বলছে রানি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। নিজেও মৃতপ্রায়। আবার অনেকে বলছেন, রাগে দুঃখে রামেসিসের

পাগলপারা অবস্থা। গুজবে কান দেবার মতো মানুষ শানার না। তবে এসবের একটাও সত্যি হলে, ওর চাইতে খুশি আর কেউ হবে না।

প্রাসাদে যাবার পথে, ডোলোরার সাথে দেখা হলো শানারের। দুজনেই চেহারায় বিষাদ ফুটিয়ে রেখেছে। তবে রাজপুত্রের মনে হলো, বোনের চেহারার দুঃখ ভারাক্রান্ত ভাবটা মেকি নয়!

'অভিনয় শিখছ নাকি, বোন?'

'আমার যে মন খারাপ, সেটা টের পাচ্ছ না?'

'মন খারাপ কেন! তুমি তো রামেসিস বা নেফারতারি, কাউকেই পছন্দ কর না!'

'কিন্তু বাচ্চাটা...বাচ্চাটার কী দোষ?'

'তুমি যে এতটা আবেগপ্রবণ, তা তো কল্পনাও করতে পারিনি। যাক সে কথা, গুজব যা শুনছি তাতে আমাদের কপাল ফিরল বলে।'

মন খারাপ করার সত্যি কারণটা শানারকে বলতে পারল না মেয়েটা। ওর মন খারাপের কারণ যে আসলে ওফিরের জাদু! রাজ দম্পত্তির জীবন তছনছ করতে নিশ্চয় শক্তিশালী কালো জাদু করেছে লিবিয়ান লোকটা।

ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে ওদের দুজনকে স্বাগত জানাল আহমেনি।

'পরিস্থিতির গুরুত্ব চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, ফারাও-এর পাশে এখন তার পরিবারবর্গের থাকা উচিত।'

'দুঃখিত, রামেসিস একা থাকতে চাইছে।'

'নেফারতারির কী খবর?'

'রানি বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

'আর বাচ্চাটা?' জানতে উদগ্রীব ডোলোরা।

'ডা. পারিয়ামাকু দেখছেন।'

'আরেকটু শক্ত কোনও তথ্য দিতে পারো না?'

'আমি কেবল এতটুকুই জানি।'

প্রাসাদ থেকে বেরোবার পথে ভাই-বোন দেখতে পেল, সেরামানা তার রক্ষীদের সাথে নিয়ে এক রুক্ষ চেহারার ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য, রাজ দম্পত্তির কক্ষ।

'সেটাউ, তুমিই আমার শেষ ভরসা!'

সাপুড়ে ফারাও এর কাছে গিয়ে দাড়াল, তাকাল কোলে ধরা বাচ্চাটার দিকে।

'বাচ্চা-কাচ্চা আমার খুব একটা পছন্দ না, তবে তোমার বাচ্চা খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে। মায়ের চেহারা পেয়েছে বলেই হয়তো!'

'এই আমাদের মেয়ে, মেরিটামন। সেটাউ, ও মারা যাচ্ছে!'

'কী বলছ এসব!'
'জাদু করা হয়েছে ওকে।'
'প্রাসাদের কারও কাজ?'
'আমি নিশ্চিত নই।'
'কী সমস্যা হচ্ছে?'
'স্তন মুখে নিতে চাইছে না।'
'নেফারতারির কী অবস্থা?'
'ভালো না।'
'পারিয়ামাকু হাল ছেড়ে দিয়েছে?'
'কী করতে হবে, তাই বুঝে উঠতে পারছে না!'
'কবে পেরেছে? যাক গে, তোমার মেয়েকে আস্তে করে দোলনায় শুইয়ে দাও।'
কথামতো কাজ করল রামেসিস। মেরিটামনকে শুইয়ে দেবার সাথে সাথে বাচ্চাটার শ্বাস কষ্ট শুরু হলো।
'যা ভয় করেছিলাম, তোমার শক্তিই কেবলমাত্র বাচ্চাটাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু একি! মেয়েটার গলায় একটা তাবিজ পর্যন্ত ঝুলানো হয়নি! এই প্রাসাদের একজনও কি কী করতে হবে তা জানে না?'
পকেট থেকে গুবরেপোকার একটা তাবিজ বের করে আনল সেটাউ। সেটাকে সাত গিঁট দেয়া একটা দড়ির সাথে ঝুলিয়ে মেরিটামনের গলায় ঝুলিয়ে দিল। তাবিজে লেখা: 'মৃত্যুর করাল থাবা আমাকে গ্রাস করতে পারবে না, স্বর্গীয় আলো আমাকে রক্ষা করবে।'
'মেয়েকে আবার কোলে নাও,' আদেশ করল সেটাউ। 'আর আমাকে প্রাসাদের গবেষণাগারটা দেখিয়ে দাও।'
'তোমার কী মনে হয়, তুমি পারবে-'
'কথা পরে হবে। এখন নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও হাতে নেই।'
প্রাসাদের গবেষণাগার নানা অংশে বিভক্ত। সেটাউ নিজের জন্য বেছে নিল যে ঘরে পুরুষ জলহস্তীর দাত রাখা আছে, সেটাকে। একটা দাঁত বেছে নিয়ে সেটাকে চ্যাপ্টা, অর্ধচন্দ্রাকৃতির রূপ দিল। উভয় তল মসৃণ করল যত্নের সাথে। এরপর একে একে ওতে খোদাই করল নানা প্রতীক। এই প্রতীকগুলো মা ও শিশুকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম: ডানাযুক্ত গ্রিফিন পাখির একটা প্রতীক আছে, ওটার দেহ সিংহের আর মাথা ঈগলের। আছে হাতে ছুরি ধরা এক মেয়ে জলহস্তী, একটা ব্যাঙ উজ্জ্বল সূর্য। হাতে একগাদা সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বামনও আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই প্রতীকগুলোয় সবচেয়ে ভালো কাজে আসবে বলে সেটাউ-এর মনে হলো। প্রতীক আঁকা শেষ হলে মন দিল সাপের বিষের এক বিশেষ মিশ্রণ তৈরিতে মেরিটামনের পাকস্থলীর মুখ খুলতে কাজে আসবে সেটা। তবে ঝুঁকিও প্রচুর নবজাতকের দূর্বল দেহ এই মিশ্রণ সহ্য না-ও করতে পারে।

কাজ শেষে ঘর থেকে বের হতে না হতেই সামনে পড়লেন ডা. পারিয়ামাকু, উদ্ভ্রান্তের মতো তিনি এদিকেই ছুটে আসছিলেন।

'তাড়াতাড়ি এসো, বাচ্চাটা মৃতপ্রায়!'

অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন রামেসিস, কোলে কন্য সন্তান। পরম নির্ভরতায় ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস। নেফারতারির সন্তান...তার সন্তান...তাদের ভালোবাসার একমাত্র নিদর্শন হয়তো বাঁচবে না। মেরিটামন মারা গেলে, নেফারতারিকেও আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। ভেতর থেকে রাগ উঠে আসতে চাইল ফারাও-এর। মন চাইছে, জগতের সব অন্ধকার আর অশুভ শক্তিকে দুমড়ে মুচরে দিতে।

সেটাউ হাতে সদ্য খোদাইকৃত দাঁত নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

'এতেই কাজ হবার কথা,' ব্যাখা করল সাপুড়ে। 'কিন্তু বাচ্চাটাকে বাঁচাতে আরও কাজ করতে হবে। এই মিশ্রণ না খাওয়া পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ যে ক্ষতি হয়েছে তার উপশম হবে না।'

ডা. পারিয়ামাকু সেটাউ এর হাতে ধরা মিশ্রণটা দেখেই মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

'আমারা এই জঘণ্য জিনিস ব্যাবহারের পরামর্শ দিতে পারি না, মহামান্য!'

'সেটাউ, কাজ করবে তো?' জানতে চাইলেন রামেসিস।

'মানছি, কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। তবে সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে।'

'তাহলে অপেক্ষা না করে, কাজে নেমে পড়ো।'

তেতাল্লিশ

সেটাউ খোদাইকৃত দাঁতটা এনে মেরিটামনের বুকে বসিয়ে দিল। সাথে সাথে শ্বাস একটু গভীর হয়ে এলো বাচ্চাটার। উজ্জ্বল চোখে প্রশ্ন নিয়ে আশেপাশে তাকাতেও শুরু করল।

রামেসিস, সেটাউ আর ডা. পারিয়ামাকু, তিন জনই চুপ করে রইলেন। তাবিজটা কাজ করছে বলেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু করবে কতক্ষণ?

দশ মিনিট পর, কাঁদতে শুরু করল মেরিটামন।

'দেবী ওপেটের মূর্তিটা আনতে বলো কাউকে,' নির্দেশ দিল সেটাউ।'আমি আবার গবেষণাগারে ফিরে যাচ্ছি। ডাক্তার সাহেব, বাচ্চাটার মুখ ভিজিয়ে দিতে থাকুন। আর কিছু যেন করতে না দেখি!'

মহিলা জলহস্তির মতো দেখতে দেবী ওপেট, দাই আর দুধ-মায়েদের দেবী মানা তাকে। আকাশে তিনি রূপ নেন বিশাল ভালুকের (ভালুকের সাথে দেবতা সেটের সম্পর্ক আছে বলে, সেটাকে ধ্বংসাত্মক একটা প্রতীক বলে ধরে হয়)। হাউস অফ লাইফের জাদুকররা মূর্তিটার মাঝে শুভ শক্তিকে আটকে রেখেছেন। মায়ের দুধ দিয়ে ভেতরটা পূর্ণ করা ফাঁপা মূর্তিটা রাখা হলো দোলনার মাথার কাছে।

মেরিটামন কান্না বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই ফিরে এলো সেটাউ, দুই হাতে দুটো খোদিত দাঁত। 'দেখতে ভালো না, কিন্তু কাজ হয়ে যাবে।' একটা বাচ্চাটার পাকস্থলীতে আর আরেকটা তার পায়ের কাছে রাখল সে। কিন্তু একচুল নড়ল না মেরিটামন।

'এখন ওকে ঘিরে ধরে আছে একটা শুভ শক্তি। জাদু কেটে গিয়েছে। এখন আর কোনও অশুভ শক্তি ওকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

'বিপদমুক্ত হয়েছে?' জানতে চাইলেন ফারাও।

'স্তনে মুখ না দেয়া পর্যন্ত বিপদ কেটেছে বলা যায় না। পাকস্থলীর রাস্তা না খুললে, বাচ্চাটা বাঁচবে না।'

'তোমার মিশ্রণ ওকে খাইয়ে দাও।'

'নাহ, আমি দিব না। তোমাকেই দিতে হবে।'

রামেসিস আস্তে করে মেয়ের ঠোঁট খুলে ছোট মুখটায় বাদামি রঙের মিশ্রণ ঢেলে দিলেন। ডা. পারিয়ামাকুর মনে বদ্ধ ধারণা, এতে বাচ্চার ভালোর চাইতে মন্দই হবে বেশি। তাই অন্য দিকে মুখ ফেরালেন তিনি।

কিছুক্ষণ সবাইকে দুশ্চিন্তায় রাখার পর, চোখ খুলে কাঁদতে শুরু করল মেরিটামন।

'তাড়াতাড়ি!' বলল সেটাউ, 'মূর্তিটা নিয়ে এসো।'

মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন রামেসিস। সেটাউ মূর্তিটার পাতলা ধাতব স্টপার খুলে ফেলল। সাথে সাথে মেয়েকে কাছে নিয়ে এলেন ফারাও।

ঢকঢক করে পান করতে শুরু করল মেরিটামন, এমনকি নিঃশ্বাস নেবার জন্যও থামল না।

'তোমাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব, সেটাউ?'

'কিছুই লাগবে না, রামেসিস।'

'তোমাকে প্রাসাদের প্রধান জাদুকর বানিয়ে দেই?'

'ওরা আমাকে ছাড়াই কাজ চালাতে পারবে। নেফারতারির কী খবর?'

'ভালো। কালকে হাঁটা-চলা শুরু করবে।'

'আর বাচ্চাটা?'

'এমন প্রাণচঞ্চল বাচ্চা খুব কমই দেখেছি।'

'জ্যোতিষী এখন কী বলছে?'

'মেরিটামনের ভবিষ্যতের ওপর যে অন্ধকার মেঘ ছিল, সেটা কেটে গেছে। এখন বলছে, মেয়ে আমার ভবিষ্যতে অভিজাত এক নারীতে পরিণত হবে। তবে হয়তো জীবন কাটাবে মন্দিরে।'

'রাজকন্যার জন্য মন্দিরে থাকাটা কেমন কেমন হয়ে গেল না!'

'তোমার কথা বলো, সেটাউ। আরও আরাম আয়েশ তোমার প্রাপ্য।'

'আমার সাপ আছে, মরুভূমি আছে। আছে লোটাস, আর কিছু চাই না আমি।'

'তোমাকে সীমাহীন অর্থ সাহায্য দেবার আদেশ দিয়ে দিচ্ছি। সেই সাথে এ-ও বলে দিচ্ছি, সর্বোচ্চ দাম দিয়ে যেন তোমার বিষ কেনা হয়।'

'আমার কোনও অনৈতিক সুবিধার দরকার নেই।'

'সুবিধা দিচ্ছি না। এমনিতেও মিশরে তোমার চেয়ে উচ্চমানের ওষুধ কেউ সরবরাহ করে না।'

'একটা ব্যাপার...'

'বলে ফেল।'

'মহামান্য সেটি তার রাজত্বের তৃতীয় বছরে ফাইয়ুমের কিছু সুরা পেয়েছিলেন। সেগুলো এখনও আছে?'

'কাল সকালেই কয়েকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'দাম হিসেবে আমি নাহয় কিছু বিষের ভায়াল দিয়ে দেব।'

'তোমার কাছ থেকে দাম নেব!'

'আমি উপহার পছন্দ করি না, বিশেষ করে ফারাও-এর দেয়া উপহার।'

'এই উপহারটা তোমার বন্ধুর পক্ষ থেকে, ফারাও-এর পক্ষ থেকে না। আচ্ছা বলো তো, মেরিটামনের উপর যে পদ্ধতিটা খাটালে, তা শিখেছ কীভাবে?'

'আমার সাপগুলো থেকেই শিখেছি কিছু। আর বাকিটা লোটাস শিখিয়েছে। নুবিয়ান জাদুকরদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তোমার মেয়ের গলায় যে তাবিজটা দিলাম, সেটা অনেক উপকারে আসবে। কিন্তু প্রতি বছর নতুন করে শুভ শক্তিতে পূর্ণ করে নিতে হবে।'

'আমি তোমাকে আর লোটাসকে আমার পক্ষ থেকে একটা বাড়ি দিতে চাই।'

'শহরের মাঝে? পাগল হয়েছে। আমাদের মরুভূমি দরকার। দরকার অন্ধকার আর বিপদ। ভালো কথা, মেরিটামনের উপর যে জাদু করা হয়েছে তা কিছুটা অস্বাভাবিক।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'আমাকে অনেক কড়া জাদু ব্যবহার করতে হয়েছে। মিশরীরের কালো জাদুর বিরুদ্ধে নেমেছি বলে মনে হচ্ছিল না। সিরিয়ান, লিবিয়ান বা হিব্রু জাদু হতে পারে।'

'প্রাসাদের কোনও জাদুকর হতে পারে?'

'হতেও পারে, তবে মনে হয় না। কালো জাদু বললাম না?'

'তাহলে তো সে আবার চেষ্টা চালাতে পারে।'

'সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'তাহলে বুদ্ধি দাও, লোকটাকে কীভাবে খুঁজে বের করে থামানো যায়?'

'আমার কোনও ধারণাই নেই। এমন দক্ষ জাদুকর নিশ্চয় নিজেকে লুকিয়েও রাখতে জানে। হয়তো তোমার সাথে এরইমাঝে তার দেখাও হয়েছে। অথবা হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে চুপচাপ।'

'আমার মেয়ে আর স্ত্রীকে নিরাপদে রাখব কীভাবে?'

'পদ্ধতি তো জানাই আছে: তাবিজ আর পুজো দিয়ে।'

'যদি তা যথেষ্ট না হয়?'

'নিজের চারপাশে তোমার শক্তিশালী এক শুভ বলয় গড়ে তুলতে হবে।'

'হুম, এমন কোনও দালান যেখান থেকে শুভ শক্তি...' ভাবলেন রামেসিস। শ্বাশত মন্দির...হ্যাঁ, শ্বাশত মন্দিরের কাজ ধরাটাই ভালো হবে।

পাই-রামেসিস ঝড়ের গতিতে বেড়ে উঠছে।

এখনও ঠিক শহরের রূপ নেয়নি জায়গাটা। তবে পুরোপুরি গড়ে উঠলে যে অসাধারণ হবে, তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। থিবস বা মেমফিসের তুলনায় বিন্দুমাত্র কম সুন্দর হবে না জায়গাটা। মোজেস যেন ক্লান্তি ভুলে কাজ করছে। এমন নিরুপদ্রবে অন্য কোনও নির্মাণ কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না।

চোখের সামনে শহরটাকে বেড়ে উঠতে দেখে, নবোদ্যমে যেন সবাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাজ শেষ করার জন্য কারও তর পর্যন্ত সইছে না।

এদিকে অবশ্য দুজন হিব্রু নেতা মোজেসের খ্যাতি সহ্য করতে না পেরে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মোজেসের আঙুলটা পর্যন্ত নাড়াবার আগেই ইট প্রস্তুতকারকরা বলে দিয়েছে, নেতা হিসেবে কেবল মোজেসকেই চায় তারা। তখন থেকে হিব্রুদের অঘোষিত রাজায় পরিণত হয়েছে সে। এদিকে পাই-রামেসিসের নির্মাণ নিয়ে সে এতোটাই ব্যস্ত যে ডানে বাঁয়ে তাকাবার সময়ও পাচ্ছে না সে। তাই মনের মাঝে চলতে থাকা ঝড় ঝঞ্ঝাও যেন কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে।

রামেসিস শীঘ্রই পরিদর্শনে আসবেন, এই খবরটা মোজেসকে আরও কিছুটা সন্তুষ্টি এনে দিল। গত বার যখন এসেছিলেন ফারাও, তখন বেশ কিছু অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল আকাশে। বেশ কিছু বিশেষ পাখি দেখা যাওয়ায়, রানি আর বাচ্চাটার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সবাই। মোজেস বার বার সবাইকে বলেছিল দুশ্চিন্তা না করতে। রামেসিস একটা না একটা উপায় অবশ্যই বের করবেন। আর হয়েছেও তাই।

সেরামানা অনেক চেষ্টা করেও শ্রমিকদের দূরে সরাতে পারল না। সবাই তাদের ফারাওকে দেখতে চায়। বিড়বিড় করে গাল বকল সার্ড লোকটা। যদি ওদের কারও হাতে ছোরা থাকে? কিন্তু না, রামেসিস ওর কথা শুনলে তো!

সরাসরি মোজেসের সাথে দেখা করতে গেলেন ফারাও। তাকে দেখে বাউ করল মোজেস, কিন্তু দুজনে একা হতেই সব আনুষ্ঠানিকতা ভুলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল দুই বন্ধু।

'এই গতিতে এগোতে পারলে, তোমার বেঁধে দেয়া সময়সীমার মাঝে কাজ হয়ে যাবে।' বলল মোজেস।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, এ কথা যখন বলছ, তখন কাজের দিকে নিশ্চয় এগিয়ে আছ!'

'তাই তো বলছে সবাই।'

'এবার নিজের চোখে সব কিছু দেখতে চাই।'

'আমার মনে হয়, সন্তুষ্ট করতে পারব তোমাকে। ভালো কথা, নেফারতারির কী খবর?'

'ভালো আছে। মেরিটামনও ভালো।'

'কানের পাশ দিয়ে গিয়েছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ, সেটাউ ছিল বলে রক্ষা।'

'ওষুধ দিয়েছিল?'

'নাহ! অবাক হয়ে দেখলাম, দক্ষ জাদুকর হয়ে উঠেছে আমাদের বন্ধু। কালো জাদু করেছিল কেউ, সেটা ভেঙ্গে দিয়েছে।'

চেহারা বিকৃত করে ফেলল মোজেস। 'এমন কাজ কে করবে?'

'এখনও জানতে পারিনি।'

'সদ্যোজাত শিশু আর তার মাকে যে জাদু করতে পারে, সে নিঃসন্দেহে পাষাণ হৃদয়। আর যে রাজ পরিবারকে লক্ষ্য করে, সে পাগল।'

'কে জানে, নতুন রাজধানী নির্মাণ করছি বলে আমার ওপর কারও আক্রোশ পড়েছে কি না!'

'আমার তা মনে হয় না।'

'যদি জানা যায়, কোনও হিব্রু এর জন্য দায়ী তাহলে?'

'অপরাধী অপরাধীই, সে জাতিগতভাবে যা-ই হোক না কেন। তবে আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ।'

'যদি কোনও খবর পাও, তাহলে জানিও।'

'এ কথা আবার বলতে হয়! কেন, আমার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছ?'

'হারিয়ে ফেললে কী এত কথা বলতাম?'

'কোনও হিব্রু এতটা নীচু হবে বলে মনে হয় না।'

'আমাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য দূরে চলে যেতে হবে, মোজেস। আমার রাজধানীর দিকে লক্ষ রেখো।'

'পরেরবার যখন আসবে, দেখে চিনতেই পারবে না। তবে বেশি দেরি করো না। শুভ উদ্বোধনে দেরী করতে চাই না।'

চুয়াল্লিশ

প্রচণ্ড গরম আর রামেসিসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের খোশ বার্তা নিয়ে এলো জুন মাস। সেটি স্বর্গবাসী হবার পর এক বছরেরও বেশি কেটে গেছে!

রাজ-দম্পতির নৌকা জেবেল এল-সিলসিলায় নোঙর করল। বিশাল নদী এখানে সরু হয়ে এসেছে। ঐতিহ্য অনুসারে, এখানে নীল নদের আত্মার বাস, একমাত্র একজন যোগ্য ফারাও-ই পারেন সেই আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে। পারেন আবার নদীতে বান আনছে।

দুধ ও সুরা নিবেদন করে এবং ধর্মীয় আচার অনুযায়ী প্রার্থনা শেষ করে, রাজ-দম্পতি নদীর তীরে অবস্থিত একটি মন্দিরে ঢুকলেন। মন্দিরের ভেতরে মনোরম ঠাণ্ডা পরিবেশ।

'ডাক্তার পারিয়ামাকু তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?' রামেসিস নেফারতারিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'শক্তি ফিরে পাবার জন্য আমাকে নতুন একটা ওষুধ দিয়েছেন তিনি।'

'আর কিছু না?'

'তিনি কি মেরিটামন সম্পর্কে কোন সত্য লুকাচ্ছেন আমার কাছ থেকে?'

'না, ওকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।'

'তাহলে আর কী বলার থাকতে পারে আমাকে?'

'সাহস একজন ভালো ডাক্তারের সবচেয়ে বড় গুণ না।'

'বলো।'

'বলছি, বলছি। তিনি বলেছেন, বাচ্চা জন্ম দেয়ার পর তোমার বেঁচে যাওয়াটা একটা অলৌকিক ঘটনা।'

নেফারতারির মুখে কালো ছায়া খেলে গেল। 'তুমি বলতে চাচ্ছো, আমি আর কোনও সন্তান নিতে পারব না, তাই না? তোমাকে ছেলে উপহার দিতে পারব না আমি।'

'খা আর মেরিতামন সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হবে।'

'রামেসিসের অনেক সন্তান থাকা উচিত। অনেক পুত্র সন্তান। তুমি যদি চাও, আমি সরে যাবো...'

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন রাজা। 'তোমাকে আমি ভালবাসি, নেফারতারি। আমার জীবনের আলো তুমি। মিশরের রানি হবার জন্য পৃথিবীতে এসেছো তুমি। আমাদের

আত্মা অনন্তকালের জন্য এক সুতোয় গাঁথা। কেউ আমাদের মাঝে আসতে পারবে না।'

'ইসেট তোমার সন্তান জন্ম দেবে।'

'নেফারতারি...'

'আমার কথা শোনো, রামেসিস। মন থেকে কথাটা বলেছি আমি। তুমি কোনও সাধারণ মানুষ নও, তুমি ফারাও।'

থিবসে পৌঁছে রাজদম্পতি কাল বিলম্ব না করে রামেসিস তার শাশ্বত মন্দির নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গায় চলে এলেন। জায়গাটা অসাধারণ প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর থিবান এলাকায় বলে, শুভ শক্তির অস্তিত্ব যেন অনুভব করা যাচ্ছে।

'এই প্রকল্পটাকে উপেক্ষা করে পাই-রামেসিসের ওপর এত বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত হয়নি,' রাজা স্বীকার করলেন। 'মা'য়ের সাবধানবাণী আর কালো জাদুর হুমকি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। একমাত্র শাশ্বত মন্দিরই আমাদের অন্ধকার শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারে।'

উদারমনা ও সূর্যের মতো ঝলমলে সুন্দরী নেফারতারি পাথর ও বালির তীরে হাঁটতে লাগলেন। ভোরের শিশিরের মতো সজীব লাগছে তাকে। রামেসিসের মতো তিনিও আলোর সন্তান, যে কখনও নিজের উত্তাপে কোনও কিছু ঝলসে দেয় না, বরং স্নিগ্ধ আলোয় চারপাশ আলোকিত করে তোলে। সময় যেন থমকে গেছে। তিনি যেন প্রতিষ্ঠার দেবী! তার নিষ্কলুষ পা'য়ের স্পর্শে প্রতিটি জায়গা পবিত্র হয়ে উঠছে।

মানুষ দু'জন ফারাও-এর জাহাজ থেকে নামার পথে ধাক্কা খেল। পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ দু'জন নিশ্চল হয়ে গেল। সেটাউ সেরামানার চেয়ে লম্বায় খাটো, তবে চওড়ায় ওর কাঁধের সমান।

'সেটাউ, তোমাকে আমি বলেছিলাম রাজার আশেপাশে না আসতে।'

'তোমাকে হতাশ করার জন্য আমি দুঃখিত।'

'শোনা যাচ্ছে রানি আর তার বাচ্চাকে খুন করার জন্য কালো জাদু করেছে কেউ।'

'এখনও অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারোনি? রামেসিসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখছি বড় কড়া!'

'সাবধান হও সেটাউ। যা মুখ আসে তা-ই বলে চলছ!'

'যা করতে চাও, করার চেষ্টা করতে পারো। তবে সাপগুলো থেকে সাবধান।'

'হুমকি দিলে?'

'যা ইচ্ছা ভাবতে পারো। আমার কাছে, জলদস্যু জলদস্যুই থাকবে। তা তাকে পোশাক পরিয়ে যত সভ্য করার চেষ্টাই করা হোক না কেন।'

'তুমি যদি নিজের দোষ স্বীকার করে নাও, তাহলে আমার অনেক সময় বাঁচবে।'

'তোমার পদাধিকারী একজন মানুষের এত কম জানলে চলে না। শোনোনি, রাজকুমারীর জীবন বাঁচিয়েছি আমি?'

'নিজের পাপ ঢাকার জন্য। আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না, সেটাউ।'

'তোমাকে বোকা বানানো খুব শক্ত কোনও কাজ না।'

'রাজার দিকে এক পা এগোলে তোমার মাথা দু'ফাঁক করে ফেলব আমি।'

'খুব বড় বড় বুলি ছাড়ো তুমি, সেরামানা।'

'আমাকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করে দেখো।'

'রাজার বন্ধুকে বিনা উস্কানিতে আক্রমণের অপরাধে তোমাকে জেলে যেতে হবে।'

'ওখানেই তোমাকে পচিয়ে মারব।'

'দেখা যাবে। এখন আমার সামনে থেকে সরো।'

'কোথায় যাচ্ছো?'

'রামেসিসের সঙ্গে দেখা করতে, আর ওর ভবিষ্যৎ মন্দির থেকে সাপ তাড়াতে।'

'তোমার ওপর চোখ রাখব আমি, সাপুড়ে।'

সেটাউ সেরামানাকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল।

'বোকামি বন্ধ করে রাজাকে পাহারা দিতে ফিরে যাও।'

পিতার অনন্ত স্মৃতির উদ্দেশ্যে থিবসের পশ্চিমে গুরনাহ মন্দিরে ধ্যান করে কয়েক ঘণ্টা সময় কাটালেন রামেসিস। প্রসাদ দেবার জন্য সঙ্গে করে আঙুর, ডুমুর, জুনিপার ফল আর পাইনের মোচা নিয়ে এসেছেন তিনি। প্রসাদের নিগূঢ় নির্যাসের গুণে সেটি'র আত্মা এখানে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবেন।

এখানেই সেটি প্রথমবার রামেসিসকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। রামেসিস তখন পিতার কথার গুরুত্ব ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি। সেটি'র জীবদ্দশায় পিতার নিরাপদ ছায়ায় রামেসিস একটা ঘোরের ভেতর ছিলেন।

মিশরের লাল-সাদা রঙের জোড়া মুকুট মাথায় ওঠার পর, যুবরাজের নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন ছেড়ে রাজা হবার পর তিনি জীবনের রূঢ় বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারলেন। বাস্তবতা তার কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি নিষ্ঠুর। মন্দিরের দেয়ালে সমাধি আর হাস্যোজ্জ্বল দেবতারা জীবনে পবিত্রতা নিয়ে আসেন। মন্দিরের এই দেয়ালগুলোর মধ্যে ফারাও-এর আত্মা দেবতাদের সম্মান জানায় আর অদৃশ্যলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে একাত্ম হয়। মানবতা, নির্ভীক ও ভীরু, অকপট ও ভণ্ড, উদার ও লোভী... এসব বিরোধী শক্তিগুলোর মাঝখানে আটকে গিয়েছেন রামেসিস। মানুষ

আর দেবতাদের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ওপর। তার নিজের আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য নেই।

রাজ্যাভিষেকের পর মাত্র এক বছর কেটেছে। কিন্তু নিজের মতো করে, নিজের জন্য বাঁচেন না তিনি কতদিন ধরে?

রামেসিস যখন সেরামানার সঙ্গে রথে উঠলেন, সূর্য তখ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে।

'কোথায় যাব, মহামান্য?'

'রাজাদের উপত্যকায়।'

'নৌবহরের প্রতিটা নৌকায় তল্লাশি চালিয়েছি।'

'সন্দেহজনক কোনওকিছু পেয়েছো?'

'না।'

সার্ড লোকটা সোজা-সাপটা কথা বলে।

'আর কিছু বলার নেই তোমার, সেরামানা?'

'না, মাননীয়।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'না মহামান্য, এটা আমার অনুমান।'

'কালো জাদু সম্পর্কিত কিছু?'

'অনুমান করে কিছু বলতে চাই না, প্রমাণ ছাড়া মুখ খুলতেও চাই না। আর তা না পাওয়া পর্যন্ত, সন্দেহের বশে কোনও কিছু করা একদম ঠিক হবে না।'

'তবে আমরা যাই, চলো।'

ঘোড়াগুলো উপত্যকার উদ্দেশ্যে ছুটল। উপত্যকার প্রবেশপথে দিনরাত পাহারা থাকে। শেষ গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে পাথুরে দেয়ালগুলো সারাদিন ধরে শুষে নেয়া তাপ এখন বের করে দিচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয় কোনও দম বন্ধ করা জ্বলন্ত চুল্লির ভেতর দিয়ে যেন ছুটছে ঘোড়াগুলো।

প্রচণ্ডে গরমে ঘামে জবজবে চেহারা লাল হয়ে যাওয়া অফিসার মেরাও'কে বাউ করে নিশ্চিত করল, কোনও ডাকাত সেটি'র সমাধিতে ঢুকতে পারবে না।

রামেসিস পিতার সমাধির দিকে না গিয়ে নিজের জন্য নির্ধারিত সমাধির উদ্দেশ্যে রথ ছোটালেন। দিনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, পাথর খোদাইকারীরা যন্ত্রপাতি গুছিয়ে ঝুড়িতে ভরছে। রাজার অপ্রত্যাশিত আগমনে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। দিনের কাজের হিসেব টুকতে থাকা ফোরম্যানের পেছনে গাদাগাদি করে দাঁড়াল ওরা।

'মা'ত-এর হলঘরের করিডরের কাজ শেষ করেছি আমরা। আপনাকে দেখাবো, মহামান্য?'

'আমি একা যাব।'

রামেসিস তার সমাধির দিকে এগিয়ে গেলেন। পাথর কেটে বানানো ছোট কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। নিচের করিডরের দেয়ালে খাড়াভাবে

হায়রোগ্লিফ আঁকা। শাশ্বত যৌবনের প্রতিনিধি হিসেবে ফারাও আলোর শক্তির উদ্দেশ্যে তার যেসব গোপন নাম ধরে যে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা সঙ্গীত অঙ্কিত এসব হায়রোগ্লিফে। এরপর গোপন একটা ঘর, যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে অন্ধকারের সব রহস্যকে।

অন্ধকারের উপত্যকা পার হয়ে রামেসিস এরপর নিজের প্রার্থনারত ছবির কাছে পৌঁছলেন। দক্ষ হাতে, উজ্জ্বল রঙে আঁকা এই ছবিগুলো অনন্তকাল ধরে রাজার আত্মা ধরে রাখে।

ডান পাশে চার থাম সম্বলিত রথ রাখার কক্ষ। তীর, রথ, চাকা ও রামেসিসের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে ব্যবহৃত রথের অন্যান্য অংশ এখানে রাখা হবে। পরলোকের জীবনে এগুলো জড়ো করে অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন তিনি।

এই জায়গা থেকে প্যাসেজ সরু হতে শুরু করেছে। দু'পাশের দেয়ালে দেহান্তরিত রাজার কাজে লাগবে এমন সব ছবি আর লেখা আঁকা রয়েছে।

তারপর শুধু পাথর। এ পাথরগুলোতে পাথর-খোদাইকারীদের বাটালির আঘাত পড়েনি। মা'ত-এর হল ও শবাধার রাখার কামরার কাজ শেষ করতে আরও কয়েক মাস লেগে যাবে।

ফারাও যখন তার সমাধি থেকে বেরিয়ে আসলেন, তার পূর্বপুরুষদের উপত্যকায় ততক্ষণে প্রশান্ত রাত নেমে এসেছে।

পঁয়তাল্লিশ

আমনের দ্বিতীয় পুরোহিত, ডোকি তড়িঘড়ি করে রাজপ্রাসাদে ছুটলেন। ফারাও এখন থিবসে! কারনাকের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ডেকেছেন তিনি। কুমির-মুখো পুরোহিত তার গাধা সহকারীকে অভিশাপ দিতে দিতে দৌড়াচ্ছেন। গরু-ভেড়া নিয়ে ব্যস্ত গর্দভটা ফারাও-এর খবরটা পৌঁছে দিতে কোনও গরজ বোধ করেনি। ছাগলটা গরু-ভেড়ার সঙ্গে থাকে না কেন গিয়ে!

সেরামানা ডোকিকে তল্লাশি করে ফারাও-এর দর্শক-কক্ষে নিয়ে গেল। তার অন্য পাশে আমনের প্রধান ও প্রথম পুরোহিতবৃদ্ধ নেবু বসে আছেন। শীর্ণ চামড়ার বৃদ্ধ শ্রান্ত ভঙ্গিতে একটা বালিশে তার অসুস্থ পা'টা তুলে দিয়ে, ফুলের নির্যাসযুক্ত একটা বোতল থেকে সুগন্ধ নিচ্ছেন।

'ক্ষমা করবেন, মহামান্য। আমার দেরি হয়ে গেছে...'

'বলতে হবে না। তৃতীয় পুরোহিত কোথায়?'

'তিনি হাউস অফ লাইফের পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি নিঃসঙ্গ থাকতে চাইছেন।'

'ঠিক আছে। চতুর্থ পুরোহিত বাখেনের কী হয়েছে?'

'তিনি লুক্সরের মন্দিরে আছেন।'

'আজ বিকেলে ছুটি নিতে পারত...'

'তারা অবিলিস্ক দাঁড় করাচ্ছে। কাজটা খুব স্পর্শকাতর। তাই একাগ্র মনোযোগ প্রয়োজন কাজটা করতে। আপনি যদি চান, লুক্সরে খবর পাঠাতে পারি...'

'না থাক, লাগবে না। আশা করে প্রধান পুরোহিতের স্বাস্থ্য ভালো আছে?'

'না,' নির্জীব সুরে জবাব দিলেন নেবু। 'বলতে গেলে, হাঁটতেই পারি না আমি। বেশিরভাগ সময় কাটে দলিলপত্র ঘেঁটে। আমার পূর্বসূরিরা পূজার প্রাচীন পদ্ধতির দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয়নি। সেগুলো আবার চালু করতে চাই।'

'আর আপনি, ডোকি? পার্থিব ব্যাপারে বেশ মনোযোগী মনে হচ্ছে?'

'কাউকে না কাউকে তো মনোযোগ দিতে হবেই! বাখেন আর আমি মন্দির আর মন্দিরের ভূসম্পত্তির দেখভাল করি...অবশ্যই আমাদের সম্মানিত নেতার নির্দেশনা মেনে।'

'আমি খোঁড়া হতে পারি, কিন্তু চোখে কোনও সমস্যা নেই। আমার যুবক অধস্তনরা সেটা বুঝে গেছে। রাজা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালিত হবে। বিন্দুমাত্র অবহেলা সহ্য করা হবে না।'

পুরোহিতের বক্তব্যের দৃঢ়তা রামেসিসকে চমকে দিল। ক্লান্ত দেখাতে পারে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ আছে নেবুর হাতে।

'আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত, মাননীয়। এ সফর প্রমাণ করল, নতুন রাজধানী নির্মাণ করে থিবসকে পরিত্যাগ করছেন না আপনি।'

'এমন কোনও উদ্দেশ্য আমার কখনওই ছিল না, নেবু। বিজয়ের দেবতা, আমনের নগর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ফারাও নামের আর কী মূল্য রইল?'

'তাহলে আমন থেকে দূরে আছেন কেন?' প্রায় অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করলেন নেবু।

'সরকারি নীতিকে প্রশ্ন করা আমনের প্রধান পুরোহিতের কাজ নয়।'

'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, মহামান্য। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, নিজের মন্দিরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা ফারাও-এর দায়িত্ব।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না, নেবু। কারনাকের মিলনায়তন সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দরও, তাই না?'

'মহামান্য রাজা কি দয়া করে এই বৃদ্ধকে আপনার আগমনের আসল উদ্দেশ্য বলবেন?'

রামেসিস হাসলেন। 'আমাদের মধ্যে কোনও জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নেবু?'

'আপনার ভেতর যৌবনের আগুন আছে। আমি ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি। আমার হাতে অল্প যে সময় আছে সেটুকু গল্প-গুজবে নষ্ট করতে চাই না।'

দু'জনের কথার লড়াই ডোকিকে বাকহীন করে ফেলেছে। নেবু যদি এমন স্পর্ধা নিয়ে কথা চালিয়ে যান, রাজা ধৈর্য হারাতে বাধ্য।

'রাজ পরিবার বিপদে আছে,' রামেসিস বললেন। 'আমাদের রক্ষা করার জন্য আরও শক্তিশালী জাদুর খোঁজে এসেছি আমি।'

'থিবসে এসেছেন কেন?' প্রধান পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

'কারণ এখানে আমি আমার নিযুত বছরের মন্দির তৈরি করব...আমার শাশ্বত মন্দির।'

নেবু তার লাঠি আঁকড়ে ধরলেন। 'দারুণ! তবে তার আগে আপনার ভেতরের দেব প্রদত্ত বিশেষ শক্তি, *কা* আরেকটু শক্তিশালী করে নেবার পরামর্শ দেব আমি।'

'সেটা কীভাবে করব?'

'লুক্সরের মন্দিরের কাজ শেষ করুন। সেখানে আপনার *কা* সবচেয়ে শক্তিশালী।'

'আপনি কি আমাকে ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ হাসিল করে নিতে চাইছেন, নেবু?

'ভিন্ন কোনও পরিস্থিতিতে আমি নিজের পক্ষে সাফাই গাইতাম। কিন্তু এইমাত্র আপনি যা বললেন, তার পর আর কিছু বলব না। স্বর্গীয় ক্ষমতা ও শক্তির সঙ্গে কারনাকের সরাসরি সংযোগস্থল হলো লুক্সর...যে শক্তি আপনার প্রয়োজন।'

'আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। এখন থিবসের পশ্চিম তীরে আমার শাশ্বত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হোন।'

উত্তেজনা কমাতে ডোকি কয়েক গ্লাস বিয়ার গলায় ঢাললেন। তার হাত কাঁপছে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম নামছে। অনেক অবিচারের শিকার হয়েছেন তিনি। কিন্তু, অবশেষ তার ভাগ্য বদলাচ্ছে!

তিনি আমনের নগণ্য দ্বিতীয় পুরোহিত, তবে ভাগ্য তাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য শোনার সুযোগ করে দিয়েছে। রামেসিস সিদ্ধান্ত নিতে গুরুতর ভুল করেছেন। এমন গোপন একটা খবর কিনা ওর সামনেই বলে ফেলেছেন! এখন ঠিকঠাকভাবে চাল দিতে পারলে, প্রধান পুরোহিত হবার সম্ভাবনা আছে।

শাশ্বত মন্দির... অপ্রত্যাশিত এক সুযোগ। যে সমাধান কখনও খুঁজে পাবেন না ভেবেছিলেন, আজ সেই সমাধান পায়ে হেঁটে তার সামনে হাজির। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার। খুব ধীরে আর সাবধানে, একটি মুহূর্ত নষ্ট না করে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। জানতে হবে, কী বলতে হবে আর কোথায় কিছু বলা যাবে না।

কারনাকে নিজের পদবলে প্রকল্পের জন্য আনা জিনিসপত্র খুব সহজে এদিক-সেদিক করতে পারবেন তিনি। জমাখরচের খাতা লিখে যেসব লিপিকাররা, তাদের দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত। তাই এ কাজে কোনও ঝুঁকি নেই।

হয়তো তিনি অতি আশাবাদী হয়ে পড়েছেন। আসলেই কি তার পক্ষে এত বিশাল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা সম্ভব? প্রধান পুরোহিত আর ফারাও বোকা নন। একটা ভুল পদক্ষেপই তার ধ্বংস ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। তারপরও এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। একজন ফারাও জীবনে একবারই শাশ্বত মন্দির তৈরি করেন।

কারনাক থেকে লুক্সরে হেঁটে যেতে আধঘণ্টা সময় লাগে। স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত রহস্য লিপিবদ্ধ আছে এখানকার হাউস অফ লাইফের গ্রন্থাগারে। ঐতিহাসিক দলিলপত্র ঘেঁটে, আর থোট-এর বই পড়ে বাখেন রামেসিসের পছন্দমতো লুক্সরের আয়তন বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। নেবুর সাহায্যের কারণে কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তৃতীয় আমেনহোটেপের মন্দিরটার আয়তন বাড়ানো হবে। বর্ধিত মন্দিরের আঙিনায় রামেসিসের মূর্তি বসানো হবে। প্রবেশদ্বারের সামনে নতুন ফারাও-এর ছয়টি প্রকাণ্ড মূর্তি স্থাপন করা হবে। দু'টো লম্বা অবিলিস্ক আকাশের দিকে দাঁড়িয়ে অশুভ শক্তির হাত থেকে রজকীয় *কা*-কে রক্ষা করবে।

উজ্জ্বলরঙা বেলেপাথর, সোনা ও রূপার মিশ্রণে মোড়ানো দেয়াল, রূপার মেঝে দিয়ে তৈরি হবে লুক্সর। লুক্সর হবে রামেসিসের রাজত্বের সবচেয়ে জাঁকালো অর্জন। ঝাণ্ডাবাহী খুঁটিগুলো মহাশূন্য পর্যন্ত পবিত্র উপস্থিতির ঘোষণা দেবে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলো বাখেনকে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। বিশাল একটা বজরা আসওয়ান থেকে প্রথম অবিলিস্ক নিয়ে আসছিল। নীলের মাঝখানে এসে বজরাটা অজ্ঞাত এক ঘূর্ণিস্রোতে পড়ে ঘূর্ণিস্রোতে খ্যাপার মতো ঘুরতে ঘুরতে শুরু করে। ক্যাপ্টেন নোঙর ফেলর জায়গা খুঁজছিল। সে যতক্ষণে বিপদ টের পেল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আতঙ্কিত মাঝি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সে যতক্ষণে হাল পানিতে ফেলে ততক্ষণে একটা হাল ভেঙে গেছে। অন্যটা আটকে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছ।

প্রচণ্ড দুলুনিতে বজরার মালামাল বেসামাল হয়ে পড়ে। দুলতে থাকা অবিলিস্ক...দুইশ টন গোলাপি গ্র্যানিট...যে রশি দিয়ে এগুলো বাঁধা হয়েছিল, সেগুলো খুলে গেছে। অল্প যে ক'টা বাকি আছে, সেগুলোও দ্রুত [illegible] যাবে। যেকোনও মুহূর্তে অবিলিস্কটি নদীতে ডুবে যাবে।

বাখেন হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে উঠল।

এই দুর্ঘটনা তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে। এই ধ্বংসের সমস্ত দায়ভার তার। অবিলিস্ক হারানো, কয়েকজন মানুষের মৃত্যুর দায় তার ওপর পড়বে। লুক্সরের কাজ তাড়াহুড়ো করে শেষ করার জন্য সে, বাখেন, বাৎসরিক বন্যার আগেই বজরা উত্তরে পাল তোলার নির্দেশ দিয়েছে। নাবিকদের বিপদের পরোয়া করেনি। কীভাবে ভাবল যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে সে জিততে পারবে?

এই দুর্যোগ বন্ধ করতে আমনের চতুর্থ পুরোহিত নির্দ্বিধায় নিজের জীবন দিতে পারে। কিন্তু বজরাটা উন্মত্তের মতো মাঝ দরিয়ায় আরও দ্রুত ঘুরতে থাকল। তীক্ষ্ণ

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করতে পুরো বজরা থরথর করে কাঁপছে। অবিলিস্কটা শিল্পকর্মের চমৎকার এক নিদর্শন। অথচ, এখন এটার চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য নদীর তলায় পড়ে নষ্ট হবে।

অনেক দূরে, তীরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। গোঁফঅলা দৈত্যকার লোকটার হাতে তরবারি, মাথায় শিরস্ত্রাণ। তার চিৎকার চেঁচামেচি বাতাসের গর্জনের সাথে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বাখেন বুঝতে পারল, লোকটা এক সাঁতারুর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে। সাঁতারুকে ফিরে আসতে মিনতি করছে দৈত্য। অথচ তার কথায় কান না দিয়ে, দ্রুত সাঁতার কেটে উন্মত্ত বজরার কাছে চলে এলো সাঁতারু। স্রোতে ডুবে যাবার বা দাঁড়ের আঘাতে আহত হবার ঝুঁকি এড়িয়ে বজরার গলুইয়ের কাছে পৌঁছে গেল। বজরা থেকে ঝুলতে থাকা একটা দড়ি বেয়ে উপড়ে উঠে গেল।

তারপর আটকে যাওয়া হালটা দৃঢ় হাতে চেপে ধরল। এবার সজোরে টান মারল হালটা ধরে। অমানুষিক শক্তি খাটিয়ে, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে, বুক ও বাহুর পেশীর সাহায্যে বিশাল কাঠের টুকরোটা মুক্ত করল।

বজরাটা এক ঝটকায় সোজা হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তীরের সমান্তরালে থেমে গেল। বজরাটা ঘূর্ণিস্রোত থেকে বের করে আনার জন্য বাতাসের সাহায্য পেল মাল্লারা। এবার দাঁড়িরা হাত লাগাল।

বজরা তীরে পৌঁছার সাথে সাথে দলে দলে পাথর-খোদাইকারী আর শ্রমিক ছুটে এলো, বিশাল অবিলিস্কটা নামানোর জন্য।

গ্যাংওয়েতে অকুতোভয় সাঁতারুর চেহারা দেখা গেল। এক পলকে তাকে চিনতে পারল বাখেন। রামেসিস। মিশরের রাজা অবিলিস্কটাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন।

ছেচল্লিশ

সুস্বাদু খাবার খেয়ে খেয়ে শানার বেলুনের মতো ফুলে উঠছে। যখনই দেখে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে রামেসিসের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখনই কব্জি ডুবিয়ে খেতে বসে পড়ে সে। খেতে ভালো লাগে তার। খাবার তাকে তার ভাইয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আর নির্মাণরত নতুন রাজধানীর কথা ভুলিয়ে রাখে। এমনকি আহসাও তার উদ্যম ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে। সে শানারকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ক্ষমতা খুব শীঘ্রই রামেসিসের ওপর চেপে বসবে। রামেসিসের মধুচন্দ্রিমা শেষ হতে বেশি দেরি নেই। তার পথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে উঠবে। তবে নিজের দাবির স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি দিতে পারেনি আহসা। যুবক রাজার অলৌকিক অভিষেকে ভয় পেয়ে হিট্টিরা আশ্চর্যজনকভাবে চুপ হয়ে গেছে।

এক কথায়, পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হয়ে পড়ছে।

শানার হাঁসের পা চিবুচ্ছিল। এমন সময় তার পরিচারক মেবা'র আগমনবার্তা ঘোষণা করল।

'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি।'

'খুব জোরাজুরি করছে।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দাও।'

'তার কাছে নাকি আপনার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।'

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব যখন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ আছে দাবি করছেন, তার মানে সত্যিই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো।'

মেবা আগের মতোই আছেন। সেই একই চওড়া, গম্ভীর চেহারা, নাক উঁচু ভাব চেহারায়, একঘেয়ে গলার আওয়াজ। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা তিনি, যিনি ভেবেছিলেন জীবনে থিতু হয়ে বসেছেন। তবে কখনও ভেবে বের করতে পারেননি, ঠিক কী কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ, শানার।'

'পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সবসময়ই ভালো লাগে আমার। কিছু খাবেন বা পান করবেন?'

'পানি হলে খুব ভালো হয়।'

'সুরা বা বিয়ার ছেড়ে দেননি নিশ্চয়ই এখনও।'

'মন্ত্রণালয় ছেড়ে দেবার পর থেকে ভয়াবহ মাথাব্যথায় ভুগছি।'

'আপনাকে বরখাস্ত করে আমার ভাই কাজটা খুব খারাপ করেছে। কিছুদিন গেলে হয়তো আপনার জন্য একটা পদের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'রামেসিস নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার মতো লোক না। আরেকটা ব্যাপার দেখো, মাত্র এক বছরে কতটা এগিয়ে গেছে ও!'

শানার একটা হাঁসের ডানায় কামড় বসাল।

'ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ছিলাম,' প্রাক্তন কূটনীতিবিদ নিজের অসহায়ত্বের স্বীকারোক্তি দিলেন। 'তোমার বোন, ডোলোরা অদ্ভুত এক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আশা দেখতে পাচ্ছি।'

'লোকটাকে চিনি আমি?'

'একজন লিবিয়ান। নাম ওফির।'

'এ নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'লোকটা পলাতক।'

'কেন?'

'কারণ লিটা নামের এক মেয়েকে রক্ষা করছে ও।'

'এটা আবার কেমন কথা?'

'ওফিরের মতে, লিটা আখেনাতেন-এর বৈধ উত্তরাধিকারী।'

'কিন্তু তার সব বংশধররা তো মৃত!'

'যদি ওফিরের দাবি সত্যি হয়?'

'রামেসিস মেয়েটাকে নির্বাসনে পাঠাবে।'

'তোমার বোন ওদের দলে ভিড়ে গেছে। ও এখন অন্যসব দেবতাদের ফেলে একমাত্র আতেন-এর পূজা করে। থিবসে আতেন-এর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েই চলছে।'

'আশা করি, আপনিও ওদের দলে যোগ দিচ্ছেন না! এই বোকামি করে কোনও কাজ হবে না। রামেসিস এমন এক রাজবংশের প্রতিনিধি, যারা আখেনাতেন-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ছেদ টেনেছে। ও এখনও আখেনাতেনকে ঘৃণা করে।'

'এসব আমার জানা আছে। এই ওফির লোকটার সঙ্গে দেখা করে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। তবে একটু ভালো করে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, এই লোকটা রামেসিসকে হারাতে আমাদের প্রধান অস্ত্র হতে পারে।'

'পলাতক এক লিবিয়ান হবে আমাদের প্রধান অস্ত্র?'

'ওফিরের কাছে একটা বিশেষ অস্ত্র আছে। সে একজন জাদুকর।'

'এমন জাদুকর মিশরে গণ্ডায় গণ্ডায় আছে।'

'ওদের ক'জন নেফারতারি আর তার বাচ্চার ওপর জাদু করতে পারবে?'

'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'ডোলোরা বিশ্বাস করে, ওফির একজন জ্ঞানী মানুষ আর লিটা রানি হবে। লিটা আমাকে তার বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে বলেছে। তাই তোমার বোন আমাকে সবকিছু খুলে বলে। ওফির কালো জাদুর ওস্তাদ। রাজ-দম্পতির জাদুর নিরাপত্তা ব্যূহ ভাঙতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

'আপনি কি নিশ্চিত?'

'একবার লোকটার সঙ্গে দেখা করলে তুমিও বিশ্বাস করবে। কিন্তু ঝামেলা এখানেই শেষ না, শানার। মোজেসকে নিয়ে কিছু ভেবেছো?'

'না... মোজেসকে নিয়ে ভাবার কী আছে?'

'অনেক ক্ষেত্রে, আখেনাতেন-এর বিশ্বাসের সঙ্গে এই হিব্রুর বিশ্বাস মিলে যায়। গুজব শুনেছি, ফারাও-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে তার ধর্ম বিশ্বাস আর মিলে না।'

শানার গভীর মনোযোগ দিয়ে মেবাকে পর্যবেক্ষণ করল। 'আপনার মতলবটা কী?'

'আমার মনে হয় ওফিরকে জাদু চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়া উচিত তোমার। আর মোজেসের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

'মেয়েটার কথা বলছেন না আপনি। আখেনাতেন-এর উত্তরাধিকারী... ব্যাপারটা আমার জন্য খুব অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'আমার জন্যও। তবে এতে কি কিছু আসে যায়?' মেবা বললেন। 'আগে এসো ওফিরকে বোঝাই যে, আমরা আতেন আর লিটাকে আবার ক্ষমতায় দেখতে চাই। জাদুকর রামেসিসের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিলে আর মোজেসকে দলে ভেড়াবার পর, ওদেরকে ঝেড়ে ফেলব।'

'ভালো পরিকল্পনা।'

'আমি চাই, পরিকল্পনাটাকে ঘষেমেজে আরও ঝকঝকে করে তুলবে তুমি।'

'এতে আপনার লাভ কী?'

'চাকরি ফেরত চাই আমি। চাকরিটা আমার জীবন ছিল। রাজদূতদের অভ্যর্থনা জানানো, রাষ্ট্রীয় ভোজ উৎসবের আয়োজন, বিদেশি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপন আলোচনা, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, ষড়যন্ত্রের জাল বোনা... এসবের অভাব বোধ করি। আমার অবস্থায় না পড়লে বুঝবে না। রাজা হবার পর, আমার পুরানো পদ ফিরিয়ে দেবে।'

'ব্যাপারটা ভেবে দেখব। আপনি আমাকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন, মেবা।'

বৃদ্ধ কূটনৈতিক হাসলেন। 'অসুবিধা না হলে, তোমার সেই সুরা থেকে একটুখানি নিতে চাই। মাথাব্যথা চলে গেছে।'

আমনের চতুর্থ পুরোহিত বাখেন, ফারাও-এর সামনে হাঁটু গেঁড়ে আছে।

'মহামান্য, নিজের পক্ষে আমার বলার কিছু নেই। আমার ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়ভার নিজের কাঁধে নিচ্ছি আমি।'

'কীসের ব্যর্থতা?'

'অবিলিস্কটা ডুবে যেতে পারত। আমাদের নাবিকরা মারা যেতে বসেছিল...'

'এসব মাথায় রাখলে জীবন চলবে না, বাখেন।'

'কিন্তু আমি যে অসতর্ক ছিলাম, তা তো সত্যি।'

'তুমি কী ভাবছিলে? কেন নিয়েছিলে সিদ্ধান্তটা?'

'লুক্সরকে আপনার সবচেয়ে সুন্দর স্থাপনা বানাতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি কি ভেবেছিলে মাত্র একটা রত্ন যোগ করব আমার মুকুটে? ওঠো, বাখেন।'

সাবেক সৈনিক, বাখেন বিশালদেহী মানুষ। ধর্মীয় গুরুর চেয়ে ক্রীড়াবিদ হিসেবেই বেশি মানায় তাকে।

'তুমি ভাগ্যবান, বাখেন। আর আমার আশেপাশে ভাগ্যবান মানুষদের রাখতে পছন্দ করি আমি। নিরাপদ অবস্থানে থাকতে জানাটাই জাদু।'

'আপনি না থাকলে...'

'আমাকে ঠিক সময়ে এখানে হাজির করাতে পেরেছো তুমি! চমৎকার কৌশল।'

বাখেন আতঙ্কিত হয়ে ভাবছে, এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তির পর হয়তো ভয়াবহ কোনও শাস্তির ঘোষণা আসবে। কিন্তু তার বদলে, রামেসিস তার অগ্নিদৃষ্টি বজরার দিকে ফিরিয়ে নিলেন। বিশাল অবিলিস্কটি বজরা থেকে নামানো হচ্ছে।

'অবিলিস্কটা সত্যিই দারুণ। অন্যটা কখন তৈরি হবে?'

'আশা করি, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে।'

'হায়রোগ্লিফ খোদাইকারীদের এর মাঝে কাজে লেগে পড়া উচিত ছিল!'

'আসওয়ানে এখানকার চেয়ে অনেক গরম। আর খনিতে...'

'অজুহাত আর অজুহাত! আসওয়ানে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সময়মতো কাজ শেষ করো। আর মূর্তিগুলোর কাজ কত দূর হলো?'

'ভাস্কররা জেবেল এল-সিলসিলায় নিখুঁত বেলেপাথরের সন্ধান পেয়েছে।'

'ওদেরকেও তাড়া দাও। আজই একজনকে পাঠাও, যেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করতে পারে ওরা। প্রাঙ্গণের কাজ এখনও শেষ হয়নি কেন?'

'মাননীয়, যথাসম্ভব দ্রুত কাজ করছি আমরা!'

'ভুল, বাখেন। ফারাও-এর *কা*-এর জন্য ঘর বানাচ্ছ তুমি, অন্য সব নির্মাণ কাজের মতো এটাকে ভাবলে চলবে না। পাথরের মতো শক্ত হতে হবে তোমাকে, কোনও সমস্যাকেই সমস্যা বলে মনে করা যাবে না। তুমি আলসেমি করে ধীরগতিতে কাজ করেছো। এটাই তোমার আসল অপরাধ।'

হতবাক বাখেন প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেল।

'লুক্সরের কাজ শেষ হয়ে গেলে, আমার *কা* শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এ শক্তির প্রয়োজন আমার। আরও শ্রমিক নিয়োগ দাও...কেবল সেরাদেরকেই বাছাই করবে।'

'ওদের কয়েকজন রাজাদের উপত্যকায় আপনার সমাধিতে কাজ করছে।'

'ওদের এখানে ফিরিয়ে আনো। আমার সমাধির কাজ কিছুদিন পরে হলেও চলবে। আরেকটা কাজের দায়িত্ব দিতে চাই তোমাকে: পশ্চিম তীরে আমার শাশ্বত মন্দির। যত দ্রুত সম্ভব ওটার কাজ শুরু করতে হবে...আরেকটি নিরাপত্তা বলয় হয়ে দাঁড়াবে ওটা।'

'আপনি...'

'বিশাল বড় এক কমপ্লেক্স। এমন বড় এক মন্দির হবে সেটা যে সব ধরনের অশুভকে দূরে রাখতে পারবে সেটা।'

'কিন্তু লুক্সর, মাননীয়...'

'সম্পূর্ণ নতুন শহর পাই-রামেসিসও আছে। প্রতিটি প্রদেশ থেকে থেকে ভাস্করদের ডাকো। তাদের ভেতর থেকে সেরাদের বেছে নাও।'

'মাননীয়, এত কম সময়ে এত কাজ করতে হবে!'

'সময় করে নাও, বাখেন। আমিও তা-ই করি।'

সাতচল্লিশ

ডোকি থিবসের এক সরাইখানায় ভাস্করের সঙ্গে দেখা করলেন। এখানে কেউ তাদেরকে চিনে না। তারা এক দল লিবিয়ান শ্রমিকদের কাছে, অন্ধকার কোণেবসলেন।

'আপনার তলব পেয়ে চলে এসেছি,' ভাস্কর বলল। 'এত লুকোছাপা কেন?'

পরচুলার কারণে ডোকির কপাল ও কান ঢেকে গেছে। এজন্য তাকে চেনা যাচ্ছে না।

'কাউকে এ সাক্ষাতের কথা বলেছো?'

'না।'

'তোমার বউকে?'

'আমি এখনও বিয়ে করিনি।'

'তোমার মেয়েবান্ধবী?'

'কাল রাতের আগে ওর সঙ্গে দেখা হবে না আমার।'

'তোমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম সেটা ফেরত দাও।'

ভাস্কর প্যাপিরাস স্ক্রোলটা ডোকির হাতে ফিরিয়ে দিল। ডোকি স্ক্রোলটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

'আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করতে রাজি না হই,' তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'তাহলে আমরা যে কখনও যোগাযোগ করেছিলাম, তার কোনও প্রমাণ থাকা উচিত না।'

ঠোঁটকাটা লোকটি ভুরু কুঁচকে ডোকির দিকে তাকাল।

'আমি এর আগে কারনাকে কাজ করেছি। আমার কাজ নিয়ে কখনও কেউ কোনও অভিযোগ করেনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে এভাবে চুরি করে সরাইখানায় আসতে বলার পর এমন আবোলতাবোলও বকেনি।'

'কাজের কোথায় আসি তাহলে। ধনী হতে চাও?'

'মজা করছেন?'

'না। কম পরিশ্রমে প্রচুর পয়সা কামাবার রাস্তা দেখাতে পারি তোমাকে। তবে সেই পথে ঝুঁকি আছে।'

'কেমন ঝুঁকি?'

'বলছি। তবে তার আগে কয়েকটা ব্যাপারে একমত হতে হবে আমাদের।'

'বলুন।'

'আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে তোমাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরতরে।'

'যদি না যাই?'

'তাহলে এখানেই আমাদের কথা বন্ধ করা উচিত,' উঠতে উঠতে বললেন ডোকি।

'ঠিক আছে, আমি রাজি। যাবেন না।'

'ফারাও-এর জীবন আর নীরবতার দেবীর নামে কসম খাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, খাচ্ছি।'

মিশরীয়দের কাছে প্রতিজ্ঞা অনেক বড় একটা ব্যাপার। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তার *কা*-এর শক্তি হারিয়ে যাবে, আত্মার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

'তোমাকে একটা সমাধি-স্তম্ভে হায়রোগ্লিফ আঁকার কাজ জুটিয়ে দিতে পারি আমি।' ডোকি বললেন।

'পেট চালাতে এ কাজই করি আমি। এতে এত লুকোচুরির কী আছে?'

'সময় হলেই জানতে পারবে।'

'মজুরি...'

'তিরিশটা দুধেল গাভী, একশো ভেড়া, দশটা বলদ, একটা হালকা নৌকা, বিশ জোড়া চটি জুতো, আসবাবপত্র, আর একটা ঘোড়া।'

ভাস্কর লোকটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'শুধু একটা সমাধি-স্তম্ভে খোদাই করার জন্য এত সব?'

'হ্যাঁ।'

'গাধা ছাড়া আর কেউ না করবে না। আপনার কাজ হয়ে যাবে!'

মানুষ দু'জন হাত মিলাল।

'কাজ শুরু করব কখন?'

'কাল ভোরে, পশ্চিম তীরে।'

মেবা তার এক প্রাক্তন কর্মচারীর গ্রামের বাড়িতে শানারকে দাওয়াত করেছেন। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব আর রাজার বড় ভাই দুই ঘণ্টা ব্যবধানে, ভিন্ন পথ ব্যবহার করে বাড়িটিতে হাজির হয়েছেন। আহসাকে এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে কিছু না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শানার।

'আপনার জাদুকর দেরি করছে,' শানার অভিযোগ জানাল।

'সে তো বলেছিল ঠিক সময়ে চলে আসবে।'

'আমি অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নই। লোকটা যদি তাড়াতাড়ি না আসে...'

শানার কথা শেষ করতে পারল না, ওফির লিটাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

নিমেষে শানারের বিরক্তি দূর হয়ে গেল। মোহগ্রস্ত হয়ে অদ্ভুত আগন্তুকের দিকে তাকাল সে। কৃশ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়ালের হাড়, পাতলা ঠোঁটের অধিকারী লিবিয়ান জাদুকরকে দেখতে শকুনের মতো লাগে। মনে হয় যেন এখনই শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বে। তবে মেয়েটা অদ্ভুত। নিষ্প্রাণ, শূণ্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রয়েছে!

'আমাদের সম্মানিত করেছেন আপনি,' ওফির গম্ভীর গলায় ঘোষণা দিল। তার গলার স্বর শুনে শানারের শিরদাঁড়ায় একটা শীতল অনুভূতি বয়ে গেল। 'এমন সাহায্যের কথা আমরা চিন্তাও করতে পারিনি।'

'আমার বন্ধু মেবা তোমার সম্পর্কে বলেছে।'

'আতেন-এর প্রশংসা করছি অন্তর থেকে।'

'আশা করি ওই নামটা আর উচ্চারণ করবে না তুমি।'

'সিংহাসনের ওপর লিটার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি আমি। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন।-তার মানে আপনি লিটাকে বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিয়েছেন।'

'ঠিক বলেছো, ওফির। কিন্তু বড় একটা বাধাকে আমলে নিচ্ছ না তুমি...স্বয়ং রামেসিস এখনও বেঁচে আছে।'

'ভুল বললেন মহামান্য। বর্তমান ফারাও ব্যতিক্রমী চারিত্রিক দৃঢ়তা আর দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। খুব কঠিন এক প্রতিপক্ষ। তার নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করা সহজ হবে না। যাকগে, আমার কিছু গোপন অস্ত্র আছে।'

'কালো জাদু চর্চা করতে গিয়ে ধরে পড়লে, মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত।'

'রামেসিস আর তার বংশ আখেনাতেন-এর স্মৃতি মুছে দিতে চেষ্টা করেছে। আমি যদি যুদ্ধ শুরু করি, তাহলে শেষ না করে থামব না।'

'তার মানে, মধ্যপন্থা অবলম্বন করার কোনও ইচ্ছা তোমার নেই?'

'না,' ওফির দৃঢ় গলায় বলল।

'আমার ভাই সম্পর্কে দুয়েকটা কথা বলি তোমাকে। আমার ভাই হিংস্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর আপসহীন একজন মানুষ। ও যদি আতেন-এর পুনরুত্থানের খবর পায়, মুহূর্তে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে সব।'

'এজন্যই তাকে পিঠে ছুরি মারতে হবে।'

'ভালো বুদ্ধি। কিন্তু বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন।'

'আমার জাদু ওকে একদম গিলে ফেলবে।'

'একজন গুপ্তচর হলে কেমন হয়? ওর ঘনিষ্ঠ কাউকে কাজে লাগানোর চিন্তা করছি আমি।'

জাদুকরের চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মতো কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ,' শানার ভাবল। 'লোকটাকে টোপ গিলাতে পারলেই হয়।'

'কার কথা বলছেন?'

'মোজেস। রামেসিসের পুরানো বন্ধু। একসঙ্গে লেখাপড়া করেছে ওরা। এই হিব্রু যুবক রামেসিসের নতুন রাজধানী নির্মাণ করার দায়িত্বে আছে। ওকে যদি দলে ভেড়াতে পারো, আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

এলেফ্যান্টাইনিতে উত্তরের সীমান্ত চৌকির কমান্ডিং অফিসারের জীবন ভালোই চলছে। কয়েক বছর আগে সেটি'র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপরতা চালানোর পর থেকে মিশরের নিয়ন্ত্রণাধীন নুবিয়ান প্রদেশগুলোতে শান্তি বিরাজ করছে।

দক্ষিণ সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও নুবিয়ান গোত্র আক্রমণ করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না। এমনকি পরিখার ধারেকাছে আসার সাহসও পাবে না। নুবিয়া চিরদিনের জন্য মিশরের করায়ত্ত থাকবে। গোত্রপতিরা তাদের ছেলেদের উত্তরে লেখাপড়া করতে পাঠায়। তারা নুবিয়ার ভাইস রয়ের অধীনে পড়াশুনা করে ফারাও-এর বিশ্বস্ত প্রজা হয়ে ফিরে আসে। ভাইসরয় সরাসরি ফারাও-এর দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত। স্থানীয় মিশরীয়রা দেশের বাইরে থাকতে চায় না। তবে বিশেষ বিশেষ কিছু সুবিধা পাবার জন্য এই পদের জন্য লালায়িত হয়ে থাকে লোকজন।

তবে জেনারেলের কোনও আপত্তি নেই। এলেফ্যান্টাইনি খুব শান্ত, এখানকার আবহাওয়া দারুণ। এছাড়া তার জন্মও এখানে। ভোরে সেনারক্ষী দলকে প্রশিক্ষণ দেয়ার পর সে কোয়ারি'তে রিপোর্ট করে। তারপর গ্র্যানিট বোঝাই উত্তরগামী বজরাগুলো তদারক করে। দুঃখ-কষ্টের দিনগুলো অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সে...অনেক পেছনে।

সেনারক্ষী দলে নিয়োগ পাবার পর, জেনারেল কাস্টমস কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছে। তার কর্মচারীরা দক্ষিণ থেকে আসা জাহাজগুলোর মালামাল তল্লাশি করে শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করে। তার সদর দপ্তর সরকারি কাগজপত্রে বোঝাই। সে একদল নুবিয়ান যোদ্ধার মুখোমুখি হবার চেয়ে প্যাপিরাসের স্তূপের মুখোমুখি হতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে পরিখার কাতার কাজ কদ্দুর হলো পরীক্ষা করে দেখতে নৌকায় করে নীলের দিকে যাবে। এই কাজটা তার বড় পছন্দের। ঝিরঝিরে নরম বাতাস, সবুজ নদীর তীর, মনোরম পাহাড় তাকে মুগ্ধ করে। হাসিমুখে সে রাতের খাবারের কথা চিন্তা করছে। আজ রাতে এক যুবতী বিধবার সঙ্গে খাবে।

সহসা অদ্ভুত এক শব্দ তাকে চমকে দিল।

'জরুরী খবর। নুবিয়া থেকে, জনাব,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লেফটেন্যান্ট।

'কোন বাহিনী থেকে?'

'মরুভূমির প্রহরীদের কাছ থেকে।'

'সোনার খনির?'

'জ্বি, জনাব।'

'সংবাদ বাহক তোমাকে কী বলেছে?'

'ব্যাপারটা গুরুতর।'

তারমানে, স্ক্রোলটাকে এখনই পড়তে হবে। ফেলে রাখা যাবে না।

সীল খুলে শঙ্কিত চিত্তে স্ক্রোলটা মেলে ধরল জেনারেল।

'ফাজলামি নাকি!'

'না, জনাব। আপনি বার্তা বাহকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

'আক্রমণ,' গলায় অবিশ্বাস নিয়ে পড়ল সে। 'নুবিয়ান বিদ্রোহী... মিশরের সোনা বহনকারী দলের উপর আক্রমণ করেছে!'

আটচল্লিশ

আকাশে নতুন চাঁদ উঠেছে।

রামেসিসের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গে রাজকীয় কিল্ট পরেছেন। রানির পরনে চমৎকার লম্বা সাদা পোশাক। মুকুটের পরিবর্তে তার মাথায় দেবী সেশাট-এর সাতকোণা মুকুট। আজ সন্ধ্যার আচার অনুষ্ঠানে রানি এ দেবীর প্রতিনিধিত্ব করছে। ফারাও-এর শাশ্বত মন্দির, রামেসিয়াম-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে।

রামেসিস জেবেল এল-সিলসিলায় কাটানো সময়ের কথা মনে করলেন। সেখানে হাতুড়ি, বাটাল হাতে পাথর-কাটিয়েদের সঙ্গে কাজ করে কাটানো সময়গুলোর কথা মনে পড়ছে তার। তার মনে পড়ল, কীভাবে সেখানে থেকে যেতে চেয়েছিলেন, আর তার পিতা সেটি কীভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, সিদ্ধান্তটা আসলে এক সুখ কল্পনা ছাড়া কিছুই না।

ধর্মীয় আচার পালনে দক্ষ বিশ ব্যক্তি রাজ-দম্পতিকে সঙ্গ দিচ্ছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমনের চার পুরোহিতের তিনজন: নেবু, ডোকি, আর বাখেন। আগামীকাল স্থপতিরা তাদের দলবল নিয়ে কাজ শুরু করবে।

মন্দিরটা আয়তনে বিশাল হবে। পাঁচ হেক্টর জমির উপর মন্দিরটা তৈরি করতে আদেশ করেছেন রামেসিস। পূজার ঘরের পাশাপাশি আরও অনেকগুলো বানানো কামরা বানানো হবে। এছারাও গ্রন্থাগার, গুদামঘর, আর একটা বাগানও তৈরি হবে। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর এই পবিত্র শহর ফারাও-এর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার দেখভাল করবে।

বাখেন নিজের চোখে প্রকল্পের ব্যাপ্তি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্য সবদিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে তার দৃষ্টি এখন রাজা আর রানির কর্মকাণ্ডের ওপর নিবদ্ধ। মন্দিরের চারটা প্রান্তের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার পর, গজাল পুঁতে দিলেন তারা। এরপর সেগুলোতে রশি বেঁধে ইমহোটেপ, স্থাপত্যবিদ্যার পিতা এবং প্রথম পিরামিড নির্মাতার প্রতি সম্মান জানালেন।

তারপর ফারাও নিড়ানি দিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে ছোট কয়েকটা সোনা ও রুপার বার, মন্ত্রপূত কবচ, ছোট ছোট কিছু যন্ত্রপাতি রেখে বালি দিয়ে বুজে দিলেন। দৃঢ় হাতে, একটি লিভারের সাহায্যে প্রথম ভিত্তি-প্রস্তরটি স্থাপন করলেন। এরপর একটি ইট দিয়ে ঢালাই করে দিলেন। তার এই কাজ অনুসরণ করেই গড়ে তোলা

হবে মন্দিরের অন্যান্য অংশ। এরপর এলো আচার অনুসারে পবিত্রকরণের পালা। রামেসিস 'স্বর্গীয় সৌরভ' নামক সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলেন মন্দিরের চারপাশে।

বাখেন প্রবেশদ্বারের একটা কাঠের মডেল তুলে ধরল। মডেলটাকে আশীর্বাদ করে রাজা তার শাশ্বত মন্দিরের মুখ খুলছেন। তার আশীর্বাদের ফলে মন্দিরটা ধীরে ধীরে জীবন পাচ্ছে। রামেসিস 'আলোর দিশারী' নামক লাঠিটি দিয়ে দরজাটিতে বারো বার আঘাত করলেন। এই আঘাতের মাধ্যমে তিনি মন্দিরে দেবতাদের আহবান করছেন। একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাইকে পথ দেখিয়ে অদৃশ্য জগতের বাসিন্দাদের বাসস্থানে নিয়ে গেলেন।

রহস্যময়, প্রাচীণ বাক্য উচ্চারণ করে তিনি সবাইকে জানালেন, এই মন্দিরটি কেবলই তার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বানানো হচ্ছে না। বরঞ্চ তার আসল প্রভু, আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য বানানো হচ্ছে।

অলৌকিক এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে বাখেন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল। অল্প কয়েকজন মানুষের উপস্থিতিতে এখানে যা হলো, তা সাধারণ মানুষের বোধশক্তির উর্ধ্বে। অনেক আগে থেকে শূন্য এই জায়গাটির মালিক দেবতারা। রামেসিসের *কা*-এর ক্ষমতা যেন অনুভব করতে পারছে সে।

'আজকের অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নির্মিত পবিত্র স্মৃতি স্তম্ভ প্রস্তুত।' ডোকি ঘোষণা দিলেন।

ডোকির ঠিক করা ভাস্কর, হায়রোগ্লিফ অংকিত একটা ছোট পাথরের ফলক নিয়ে এলো। স্টেলায় খোদাইকৃত লেখাগুলো রামেসিয়ামকে পবিত্র করে তুললেন। জাদুকরি হরফগুলো পৃথিবীটাকে যেন স্বর্গে পরিণত করল।

সেটাউ সামনে এগিয়ে এলো। ওর হাতে একটা ফাঁকা প্যাপিরাস আর এক এক বোতল তাজা কালি। ডোকি অনিচ্ছাকৃত একটা লাফ দিলেন। বর্বর এই লোকটার তো আজকের অনুষ্ঠানে কোনও কাজ নেই!

সেটাউ তার হাতের প্যাপিরাসে আনুভূমিকভাবে ডান থেকে বামে লিখতে শুরু করল। লেখা শেষ হলে সে জোরে জোরে পড়ে শোনাতে শুরু করল।

'দিনে বা রাতে, যখনই কোনও মানুষ মহান ফারাও এর ক্ষতি করার জন্য মুখ খুলুক না কেন, সেই মুখ যেন বন্ধ হয়ে যায়। এই অমর মন্দির রাজাকে রক্ষাকারী স্বর্গে পরিণত হোক। সব ধরনের অশুভ শক্তির হাত থেকে ফারাও'কে রক্ষাকারী ঢাল হয়ে উঠুক।'

ডোকি কুলকুল করে ঘামছেন। তাকে কেউ এই মন্ত্র পর্বের কথা বলেনি। সৌভাগ্যবশত, তার পরিকল্পনার ওপর এই মন্ত্রের কোনও প্রভাব নেই।

সেটাউ প্যাপিরাসটা গুটিয়ে রামেসিসের হাতে তুলে দিল। রাজা প্যাপিরাসটায় সিল মেরে লিপিফলকের গোড়ায় রাখলেন। প্যাপিরাসটাকে এখানে পুঁতে রাখা হবে।

এখন রাজা তার পবিত্র নজর লেখার উপর ফেলবেন আর সেগুলোকে জীবন্ত করে তুলবেন

তিনি চারপাশে ঘুরতে লাগলেন।

'কে এঁকেছে এসব হায়রোগ্লিফ?'

ভাস্কর লোকটা এগিয়ে এলো। 'আমি এঁকেছি, মহামান্য।'

'ফলকটিতে খোদাই করার জন্য লেখাগুলো কে দিয়েছে তোমাকে?'

'আমনের প্রধান পুরোহিত, মাননীয়।'

লোকটা উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল, কিছুটা শ্রদ্ধাবশত, কিছুটা রামেসিসের কোপিত দৃষ্টি থেকে বাঁচতে। শাশ্বত মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী লিপি পরিবর্তন করে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। ফলে লিপির নিরাপত্তা গুণ নষ্ট হয়ে গেছে।

নেবু! প্রধান পুরোহিত নিশ্চয়ই শয়তানি শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধেছে। রামেসিসের শত্রুর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে লোকটা। ফারাও-এর ইচ্ছে করছে বুড়োর মাথাটা লাঠির এক ঘায়ে দু'ফাঁক করে দিতে। কিন্তু তখনই অদ্ভুত এক শক্তি প্রবাহিত হলো যেন পবিত্র মাটি থেকে। তার অন্তরের গহনের তালাবদ্ধ একটা কুঠুরি খুলে গিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিল। সহিংসতা কোনও সমাধান নয়। চোখের কোনা দিয়ে নেবুকে এমন একটা কাজ করতে দেখলেন যে পুরো ব্যাপারটা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল।

'ওঠো।' আদেশ শুনে ভাস্কর লোকটা উঠে দাঁড়াল। 'প্রধান পুরোহিতকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

ডোকি আত্মতৃপ্তি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। তার পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে কাজ করছে। বুড়োটা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনও লাভ হবে না, নির্মম শাস্তি পেতে হবে। তারপর প্রধান পুরোহিতের পদটা শূন্য হয়ে যাবে। এরপর, রাজা এমন একজনকে চাইবেন যে কারনাক কীভাবে চালাতে হয়, তা খুব ভালো করে জানে। তিনি, ডোকি, সেই লোক।

ভাস্করকে সবকিছু নিপুণভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ডানহাতে সোনালি ছড়ি ধরা এক বৃদ্ধের সামনে গিয়ে থামল সে। বৃদ্ধের মধ্যমায় একটা সোনার আঙটি। এই আঙটিটি আমনের প্রধান পুরোহিতের প্রতীক।

'তুমি নিশ্চিত, এই লোকটিই স্টেলায় খোদাই করা লেখাটা দিয়েছিল তোমাকে?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।'

'মিথ্যুক।'

'না, মহামান্য! কসম খেয়ে বলছি, প্রধান পুরোহিতই আমাকে...'

'ভাস্কর, তুমি জীবনে কখনও প্রধান পুরোহিতকে দেখোইনি।'

এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ লোকটার হাত থেকে নিজের আঙটি আর ছড়িটা ফেরত নিলেন নেবু।

আতংকিত ভাস্কর চেঁচাতে শুরু করল। 'ডোকি! কোথায় তুমি, ডোকি! তুমিই তো আমাকে আমনের প্রধান পুরোহিতের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলে। জানতাম, এই জাদু বিদ্যার সাথে জড়িয়ে পড়াই আমাকে ডোবাবে!"

ডোকি পড়িমরি করে দৌড় দিলেন।

রাগে অন্ধ হয়ে, বাতাসে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার পিছু নিলো ভাস্কর।

ডোকি ভাস্করের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া আঘাতের কারণে মারা গেলেন। ভাস্করের বিরুদ্ধে হত্যাপ্রচেষ্টা, হায়রোগ্লিফ বিকৃত করা, ঘুষ নেয়া, এবং মিথ্যা স্বাক্ষী দেয়ার অভিযোগ এনে উজিরের সামনে হাজির করা হবে। বিচারে তার আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড বা নির্জন মরুভূমির কারাগারে কাজ করতে পাঠানো হবে।

ঘটনার পরদিন, সূর্যাস্তের সময়, রামেসিস সঠিক মন্ত্র লেখা পবিত্র স্টেলা স্থাপন করলেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হলো। শাশ্বত মন্দিরের জন্ম হলো।

'ডোকিকে সন্দেহ করেছিলেন আপনি?' রামেসিস নেবুকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মানুষের স্বভাবকে সন্দেহ করেছিলাম, মহামান্য।' বললেন জ্ঞানী বৃদ্ধ। 'খুব মানুষই নিজের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট।'

'আরেকজনকে তার জায়গায় নিয়োগ দিতে হবে।'

'বাখেনকে নিয়োগ দেয়ার কথা চিন্তা করছেন, মহামান্য?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করব না আমি। তবে এখনই বাখেনকে এই দায়িত্ব দেয়ার সময় হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমি। ওকে লুক্সরের সংস্কার আর শাশ্বত মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছেন আপনি। খুব বিচক্ষণ একটা সিদ্ধান্ত ছিল এটা। সে বিশ্বাসযোগ্য লোক, বয়সও কম। কিন্তু ওকে দায়িত্বের বোঝায় পিষ্ট করবেন না। ওকে একসঙ্গে এতদিকে ছুটাছুটি করাবেন না। ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই উঠতে দিন ওকে।'

'আপনার পরামর্শ কী?'

'ডোকির জায়গায় আমার মতো আরেক বৃদ্ধকে আনুন, যার পূজা ছাড়া আর কোনওদিকে যার আগ্রহ নেই। '

'ভালো বুদ্ধি। তাকে আপনিই বেছে নিন তাহলে। রামেসিয়ামের নকশায় চোখ বুলিয়েছেন?'

'দীর্ঘ, সুখী একটা জীবন কাটিয়েছি আমি। একটাই শুধু আফসোস: আপনার শাশ্বত মন্দিরের কাজ শেষ করা দেখে যেতে পারব না।'

'কে বলতে পারে, নেবু? হয়তো সে সৌভাগ্যও আপনার হবে।'

'আমার হাড় ব্যথা করে মহামান্য। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, কানেও ঠিকমতো শুনতে পাই না। এখন দিনগুলোতে জেগে থাকতে কষ্ট হয়। সময় ঘনিয়ে আসছে, ওপারের ডাক শুনতে পাই।'

'আমি তো জানতাম, জ্ঞানীরা একশত দশ বছর বেঁচে থাকে!'

'আনন্দময়, সুখী একটা জীবন পার করেছি আমি। যদি আরও আগেই মৃত্যু এসে আমাকে আলিঙ্গন করে, তাহলে কোনও আপত্তি নেই।'

'আমার তো মনে হয়, আপনি এখনও পরিষ্কার দেখতে পান। আপনি যদি আপনার ছড়ি আর আঙটিটা ওই লোকটার হাতে না দিতে, কী হতো?'

'এসব নিয়ে ভাবার কোনও দরকার নেই, মাননীয়। মা'ত আমাদের ওপর নজর রাখছিলেন।'

রামেসিস বাইরে বিস্তৃত ও উন্মুক্ত জায়গাটার তিকে তাকালেন। ওখানেই তার অমর মন্দির তৈরি হবে।

'আমি জমকালো এক মন্দির দেখছি, নেবু। গ্র্যানিট, বেলেপাথর, ব্যাসাল্ট দিয়ে তৈরি করব মন্দিরটা। মন্দিরের তোরণ আকাশ ছুঁবে। দরজাগুলো ব্রোঞ্জ দিয়ে গিল্টি করা হবে। পানিতে টইটম্বুর পুকুরগুলোকে গাছগুলো ছায়া দেবে। গোলাভরা গম, কোষাগার ভর্তি সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, আর দুর্লভ সব ফুলদানি থাকবে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আমরা দু'জন ছাদে দাঁড়িয়ে এই অনন্ত নীরবতা উপভোগ করবো। তিনজন মানুষের আত্মা চিরকাল বাস করবে এই মন্দিরে: আমার পিতার, আমার মার, আর আমার স্ত্রী নেফারতারির।'

'চতুর্থ আত্মার কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনি। সেটাই সবার আগে এখানে থাকা দরকার: আপনি নিজে, রামেসিস।'

রানি হাজির হলো রাজার সামনে। তার হাতে অ্যাকাশিয়া গাছের চারা। রামেসিস হাঁটু গেড়ে বসে চারাটি লাগিয়ে দিলেন। নেফারতারি পানি ছিটিয়ে দিল।

'আমাদের হয়ে এ গাছের যত্ন নেবেন, নেবু। আমার মন্দিরের সাথে সাথে গাছটি বেড়ে উঠবে। আসুন প্রার্থনা করি, দেবতারা যেন একদিন এখানে ফিরে আসতে দেন আমাকে। পার্থিব দুনিয়া ভুলে গিয়ে এখানকার প্রশান্ত ছায়ায় বসে যেন বিশ্রাম নিতে পারি।'

ঊনপঞ্চাশ

হাত পা ছড়িয়ে দামী কাঠের তৈরি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে মোজেস।

আজ খুব ধকল গেছে তার ওপর। প্রাসাদের দু'জনের আহত হওয়া, তৃতীয় ব্যারাক সাইটে রেশন দেরীতে পৌছানো, হাজারখানেক নষ্ট ইট অন্য জায়গায় নিয়ে রাখা, এছাড়াও আরও পঞ্চাশের মত ছোটখাটো ঘটনা তো আছেই। গুরুতর কিছু হয়নি, শুধু একটু মাথা ধরেছে। মাথাব্যথাটা এখন অসহ্য পর্যায়ে চলে গেছে।

মনের ভেতর ওই একটা প্রশ্নই বারবার মাথা চাড়াদিয়ে উঠছে। নতুন রাজধানী তৈরি করাটা আনন্দেরই, তবে বিভিন্ন দেবতাদের জন্য আলাদা আলাদা মন্দির বানানো! এমনকি অপদেবতার জন্যেও! ব্যাপারটা এক ঈশ্বরবাদের নিয়ম লঙ্ঘন করে। পাই-রামেসিস নির্মাণে তার অংশগ্রহন মানে ফারাও-এর গৌরবে অবদান রাখা, যিনি পুরানো রীতিনীতিকেই বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করছেন।

ঘরের এক কোণে, জানালার পিছনে, কারো নড়াচড়া নজরে পড়ল ওর।

'কে ওখানে?'

'বন্ধু ভাবতে পার আমাকে।'

তীক্ষ্ণ চেহারার একটি রুগ্ন মূর্তি আড়াল থেকে বেড়িয়ে ঘরে ঢুকল।

'ওফির!'

'কিছু কথা বলার ছিল তোমার সাথে।'

মোজেস শোয়া থেকে উঠে বসল। 'আমি এখন খুব ক্লান্ত, ঘুমানো প্রয়োজন। কাল ব্যারাক সাইটে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি সময় দেয়ার চেষ্টা করব।'

'আমি বিপদে পড়েছি, বন্ধু।'

'কী হয়েছে?'

'তুমি জান কী হয়েছে! কারণ আমি মানবজাতীর পরিত্রাতা, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। যে ঈশ্বরকে তোমাদের লোকজন গোপনে পূজা করে, যে ঈশ্বর একদিন মিথ্যা ঈশ্বরদের সরিয়ে তার ক্ষমতার উচ্চাসনে বসবে। আর মিশর থেকেই এর সূচনা হবে।'

'রামেসিস যে ফারাও, একথা ভুলে গেছো?'

'রামেসিস তো একটা স্বৈরশাসক। নিজের ক্ষমতা নিয়েই সে ব্যস্ত। ধর্ম নিয়ে তার কোন মাথা ব্যাথাই নেই।'

'তার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখার স্পর্ধা করো না। রামেসিস আমার বন্ধু। আর আমি ওর জন্য রাজধানী তৈরি করছি।'

'তোমার অনুগত্যের প্রশংসা করি আমি। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি দোটানায় ভুগছ, মোজেস। আর তুমিও এটা জানো। মনে মনে এই ফারাও-এর অধিপত্যকে তুমি অস্বীকার করো। এমনকি এক ঈশ্বরবাদেও আগ্রহ আছে তোমার।'

'তুমি প্রলাপ বকছ, ওফির।'

লিবিয়ান লোকটা কঠোর দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকাল। 'নিজের সঙ্গে কপটতা করো না, মোজেস।'

'আমাকে আমার থেকেও বেশি চিন তুমি?'

'কেন নয়? আমরা দুজনেই প্রচলিত ধর্মের অসংগতিগুলো জানি এবং একই আদর্শকে মানি। যদি আমার একত্রিত হই, তাহলে আমরা এই দেশ আর এর জনগণের ভবিষ্যৎ পাল্টে দিতে পারব। তুমি চাও আর না চাও, মোজেস, তুমি ইতিমধ্যেই হিব্রুদের নেতায় পরিনত হয়েছে। তোমার নেতৃত্যেই এতদিনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। ওরা একজোট হয়েছে।'

'হিব্রুরা ফারাও-এর আজ্ঞাধীন, আমার নয়।'

'আমি তার আজ্ঞা মানি না, তুমিও না।'

'তুমি ভুল করছো। আমি নিজের অবস্থান খুব ভালো করেই জানি।'

'তোমার জায়গা হচ্ছে, তোমার লোকেদের নেতৃত্ব দেয়া, তাদের সত্যের পথে নিয়ে যাওয়া। আর আমারটা হচ্ছে লিটাকে সমর্থন ও উৎসাহ দেয়া। লিটা আখেনাতেনের যোগ্য উত্তরসূরি, এবং এক ঈশ্বররের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ব্যক্তি।'

'তোমার বক্তৃতা বন্ধ কর, ওফির। ফারাও-এর বিরুদ্ধে উস্কানোর পরিণাম কিন্তু খুবই ভয়াবহ।'

'এছাড়া আর কোন উপায়টা জানা আছে তোমার? নাকি সত্যের জন্য লড়া তোমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়?'

'তুমি আর লিটা একা লড়বে? হাস্যকর কথাবার্তা।'

'এ লড়াই এখন আর আমাদের দুজনের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই।'

মোজেস ভ্রূ উঁচিয়ে তাকাল। 'তাই নাকি?'

'আমাদের শেষ সাক্ষাতের পর,' ওফির বলল, 'পরিস্থিতি অনেক পালটে গেছে। আন্দোলন আরো বড় আকার ধারণ করেছে। সফলতা লাভে আমরা এখন এতটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। রামেসিসকে যতটা অজেয় মনে হয়, আসলে সে ততটা নয়। আর তার জন্য খারাপ সংবাদই বটে, সে নিজেকে যতটা শক্তিধর ভাবে ঠিক ততটা শক্তিধরও সে নয়। শহরের একটা বড় অংশ আমাদের পক্ষ টানবে, যদি তুমি এর নেতৃত্ব দাও, মোজেস।'

'কিন্তু আমিই কেন?'

'কারণ তুমি একজন দক্ষ নেতা। সিংহাসনে আরোহণের সময় না হওয়া পর্যন্ত লিটাকে সামনে আনা যাবে না। আমি হলাম আলোর রক্ষক। কারও ওপর প্রভাব বিস্তার আমার পক্ষে সম্ভব না। তোমার মতো একজনকে দরকার আমাদের। আমাদের ধারনা, তুমি সবার মাঝে বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে পারবে।'

'তুমি আসলে কে, তা ভেবে অবাক হচ্ছি, ওফির।'

'একজন সাধারন বিশ্বাসী। আখেনাতেনের মত, এবং আমার বিশ্বাস এক ঈশ্বর সমগ্র জাতিকে শাসন করবে। গর্বিত মিশর হবে এর কেন্দ্রস্থান।'

'পাগলামি,' মোজেস মনে মনে বলল। 'ওকে প্রশ্রয় দেয়াটাই ঠিক হয়নি।' তবে লোকটার কথাগুলোতে অদ্ভুত এক ধরনের আকর্ষণ আছে। ওফির তার মনের অদমিত এবং ধ্বংসাত্মক বাসনার কথা ব্যক্ত করছে।

'এটা কখনোই সম্ভব নয়,' মোসেস বলল।

'সময় আমাদের অনুকূলে,' ওফির আশ্বাস দিল। 'হিব্রুদের দায়িত্ব গ্রহণ কর। তাদের একটি দেশ দাও, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়ে নিতে শেখাও। লিটা মিশরকে শাসন করবে। আমরা তোমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করব। আর আমাদের মিত্রতাই সত্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে।'

'এই স্বপ্নই দেখতে থাকো।'

'আমি স্বপ্নবিলাসী না। যতটুকু জানি, তুমিও না।'

'আগেই বলেছি, রামেসিস আমার বন্ধু। আর ও কঠোর হাতে রাজ্য শাসন করে।'

'না, মোজেস, সে তোমার বন্ধু না। বরং তোমার চরম শত্রু, এবং এটাই সত্য।'

'এই মুহূর্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, ওফির।'

'আমি যা যা বললাম ভেবে দেখ এবং তৈরি হও। আমাদের একত্রিত হতে আর বেশি দেরী নেই।'

'এই সুখস্বপ্ন মনে থেকে মুছে ফেল।'

'আবার দেখা হবে, মোজেস।'

মোজেস নির্ঘুম একটা রাত কাটাল।

ওফিরের বলা প্রতিটা শব্দ ওর মনে এক তুফানের সৃষ্টি করেছে। সেই তুফান মনের সকল ভয় এবং সংশয়কে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। স্বীকার করুক বা না করুক, মোজেস এটার জন্যই মনে মনে অপেক্ষা করেছিল।

ফারাওয়ের কুকুর আর পোষা সিংহটা একসাথে বসে মুরগির মৃতদেহে জিভ বুলাচ্ছে। রামেসিস আর নেফারতারি একটি পাম গাছের ছায়ায় শুয়ে তা উপভোগ করছেন। কিছু বাধা-বিপত্তির পর, সেরামানাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজা থিবস ছেড়ে এক দিনের জন্য ঘুরতে বের হয়েছেন। দেহরক্ষী হিসেবে যোদ্ধা আর প্রহরী'কে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

মেমফিস থেকে দারুণ খবর এসেছে। ছোট্ট মেরিটামন ওর পরিচারিকার কাছে বেড়ে উঠছে। ওর ভাই, খা, কৃষি মন্ত্রী নেদজেমের তত্ত্বাবধানে আছে। রাজকন্যার জন্মদানে খুশি হয়ে ইসেট শুভেচ্ছা জানিয়েছে নেফারতারিকে।

পড়ন্ত বিকেলের রোদে নেফারতারির গা থেকে সোনালী আভা ছড়াচ্ছে। বাতাসে বাঁশির সুর ভেসে আসছে। রাখাল বালক গান গাইতে গাইতে এক পাল গাধা নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। পশ্চিমের সূর্যটা কমলা বর্ণ ধারন করতেই থিবসের আকাশ রক্তিম হয়ে গেল।

ব্যস্ত একটা দিনের অবসান ঘটে রাতের সূচনা হলো। মিশর কতই না সুন্দর! সোনালি আর সবুজের সমারোহ, রূপালি নীলনদ আর উজ্জ্বল সূর্যাস্তসব মিলিয়ে যেন স্বর্গরাজ্য। স্বচ্ছ লিনেনের পোশাকে নেফারতারিকেও কম সুন্দর লাগছে না। মাতাল করা সৌরভ ভেসে আসছে ওর শরীর থেকে। চেহারার রাশভারী এবং শান্ত অভিব্যক্তি তার আলোকোজ্জ্বল হৃদয়ের জানালা।

'আমি কি তোমার যোগ্য?' রামেসিস জিজ্ঞেস করলেন।

'এ কেমন অদ্ভুত প্রশ্ন।'

'মাঝে মাঝে তোমাকে অনেক দূরের কেউ মনে হয়...'

'আমি কি আমার কাজ ঠিকমতো করিনি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সবটাই নিখুঁতভাবে করেছ। আর তাই তুমি সারা জীবন আমার রানি হয়েই থাকবে। আমি তোমাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, নেফারতারি।'

তাদের উষ্ণ ঠোঁটজোড়া মিলিত হলো।

'মনস্থির করছিলাম কখনও বিয়ে করব না,' নেফারতারি বলল। 'সারাজীবন নিঃসঙ্গ কাটাব। এমন না যে আমি পুরুষের সঙ্গ অপছন্দ করি। কিন্তু দেখা যায়, তারা সবাই কোন না কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভোগে। আর আজ না হোক কাল এটাই তাদের ধ্বংসের মূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার ভেতর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিনি আমি। তুমি যেন এসব কিছুর উর্ধ্বে। ভাগ্য যেন তোমার তৈরি পথকেই অনুসরণ করেছে। আমিও তোমাকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি, রামেসিস।'

ওরা দুজনেই জানে, একে অপরের জন্যই ওদের জন্ম। কেউ ওদের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। শ্বাশত মন্দির তৈরির করা ছিল রাজ-দম্পতি হিসেবে ওদের প্রথম পদক্ষেপ, পথ চলার শুরু। একমাত্র মৃত্যু পারে এতে হস্তক্ষেপ করতে।

'আমি কিন্তু বারবার তোমার দায়িত্বগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেব,' নেফারতারি বলল।

'কোনটা?'

'পুত্র সন্তানের ব্যাপারে।'

'একজন তো আছে।'

'আরো লাগবে। তুমি দীর্ঘজীবী হলে, দুয়েকজনের মৃত্যুও দেখবে।'

'আমাদের মেয়ে কেন উত্তরাধিকারী হতে পারবে না?'

'রাজ জ্যোতিষীর মতে, ওর স্বভাবও চিন্তাপ্রবণ। ঠিক খা-এর মতো।'

'একজন শাসকের জন্য তো এটা খুবই ভালো লক্ষণ।'

'পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আজ আমাদের দেশটা খুবই শান্ত। কিন্তু কাল কি হবে তা কেউ জানে না।'

ঘোড়ার খুরের শব্দে ওরা চুপ হয়ে গেল। সেরেমানা ঘোড়ার পিঠ থকে নামল।

'বিরক্ত করার দেয়ার জন্য মাফ চাইছি, মহামান্য। জরুরী তলব এসেছে।'

রামেসিস সেরামানার দেয়া প্যাপিরাসের লেখাগুলো পড়লেন।

'এলেফ্যান্টাইনির কমান্ডিং জেনারেলের কাছে থেকে একটা রিপোর্ট এসেছে,' রানিকে বললেন তিনি। 'আমাদের প্রধান মন্দিরে স্বর্ণ বহনকারী জাহাজ বহরে নুবিয়ান বিদ্রোহীরা আক্রমন করেছে।'

'কেউ মারা গেছে?'

'কয়েক ডজন তো হবেই। আরো অনেকেই আহত হয়েছে।'

'এটা কী সাধারন কোনও ডাকাতি নাকি বিদ্রোহের শুরু?'

'এখনও বলা যাচ্ছে না।'

রামেসিস উঠে দাঁড়ালেন। কুকুর আর সিংহটা ওদের মনিবের মেজাজ আঁচ করতে পেরে পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজার কথায় রানি শঙ্কা বোধ করল।

'আমি এখনই রওনা হচ্ছি। একজন ফারাও-এর কর্তব্য নিজের ঘর সামলানো। আমার অবর্তমানে, নেফারতারি মিশরের দেখভাল করবে।'

পঞ্চাশ

মোটামুটি বিশটি তরী নিয়ে গঠিত ফারাও-এর যুদ্ধ জাহাজ। বৃহৎ পাল তোলা এই জাহাজের মাঝখানে নাবিক এবং সৈন্যদের জন্য রয়েছে একটি বড় কেবিন। আর সামনের ছোট কেবিনটা জাহাজের কাপ্তানের জন্য বরাদ্দ।

জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন রামেসিস। তার পোষা প্রাণি দু'টোর জন্যও একটি খোঁয়াড় বানানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর দেয়া খাবারে পেট বোঝাই করে কুকুর আর সিংহটা আরাম করে বসে আছে।

নীল নদের উপর দিয়ে জাহাজটি ভেসে চলছে নুবিয়ার উদ্দেশ্যে। মরুর বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সতেজ নদী, ও তার এক পাশে সবুজ পাহাড়, আর উপরে নীল আকাশ রামেসিসকে আবারও মুগ্ধ করল। পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও ভূমিটা বড়ই নির্মম, এবং সকল বাধা-বিপত্তির উর্ধ্বে, ঠিক যেন তার আত্মার প্রতিরূপ।

জাহাজের উপর দিয়ে কিছু সোয়ালো পাখি, সারস, আর কিছু গোলাপী ফ্ল্যামিংগো আকাশে ভাসছে। পাম গাছে বসে কিছু বেবুন হাঁক ছাড়ছে। সৈন্যরা অলস সময় পার করছে। কেউ তাস খেলছে তো কেউ সুরা পান করছে। আর কয়েকজন বসে বসে ঝিমাচ্ছে, যেন কোন আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়েছে সবাই।

নীলের দ্বিতীয় জলপ্রপাত পেরিয়ে জাহাজ কুশের ভূমি স্পর্শ করল। সৈন্যরা চুপচাপ জাহাজ থেমে নেমে গেল, সমুদ্রবিলাসে ব্যাঘাত ঘটায় যেন বিরক্ত হয়েছে ওরা। জনশূন্য তীরে তাঁবু স্থাপন করে, চারপাশে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে দিল। এখন শুধু ফারাও-এর আদেশের অপেক্ষায় রইল।

খবর পাওয়া মাত্রই নুবিয়ার রাজপ্রতিনিধি তার সৈন্য সমেত চলে এসেছে। একটি সোনালি সিংহাসনে বসে আছে সে।

'নিজের জন্য কি সাফাই গাইবে এখন?' রামেসিস জিজ্ঞেস করলেন।

'পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, মহামান্য।'

'আমি এই দুর্ঘটনার জবাবদিহিতা চাইছি তোমার কাছে।'

নুবিয়ার রাজপ্রতিনিধি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। আগেরবারের তুলনায় তার স্বাস্থ্য আরো বেড়েছে।

'নিশ্চিতভাবেই এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। আর এর জন্য আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করাটা অনুচিত বলে মনে করছি, মহামান্য।'

'সোনার পুরো একটা চালান গায়েব হয়ে গেছে। আমার সৈন্য আর শ্রমিকদের হত্যা করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও আমার হস্তক্ষেপকে অনুচিত বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

'আপনার পদধূলি পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি, মাননীয়। তবে যে বা যারাই আপনাকে এই তথ্য দিয়েছে, মনে হচ্ছে একটু বাড়িয়েই বলেছে।'

'আমার পিতা বিশ্বাস করে তোমাকে নুবিয়ার শান্তি বজায় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমার অসাবধানতার কারণে এখানকার শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে।'

'এটা আমার দুর্ভাগ্য, মাননীয়। নিছকই দুর্ভাগ্য।'

'তুমি একাধারে নুবিয়ার রাজপ্রতিনিধি, রাজকীয় সম্মানের বাহক, সমগ্র দক্ষিণ মরুর নিয়ন্ত্রক, এমনকি অশ্বারোহী সেনাদলের প্রধান হয়ে, আমাকে দুর্ভাগ্যের কথা শুনাচ্ছো!'

'আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, মহামান্য, এতে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। আর আমার একার পক্ষে এতকিছু করাও সম্ভব না: গ্রামের মেয়রদের সাথে দেখা করা, খাদ্যশস্য মজুদ আছে কিনা নিশ্চিত করা, পরীক্ষা করা...'

'আর সোনা উৎপাদন।'

'খনন করা থেকে প্রেরণ, সবকিছু আমি নিজে তদারক করি, মহামান্য।'

'এজন্যই তুমি জাহাজ বহরকে নিরাপত্তা ছাড়া পাঠিয়েছিলে?'

'কিছু উন্মাদের দল যে এ ঘটনা ঘটাবে সেটা আমি কি করে জানব, বলুন?'

'আমি তো জানতাম সেটা জানাও তোমার কাজেরই একটা অংশ।'

'একই সময় একের অধিক জায়গায় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঘটনাস্থলে নিয়ে চলো আমাকে।'

'জায়গাটা স্বর্ণখনির সামনেই। জায়গাটা অনুর্বর আর নির্জন।এখন ওখানে গিয়ে কিছু পাবেন না।'

'এই বিদ্রোহীরা কে ছিল?'

'কোনও বর্বরের দল হবে, যাদের আসল কাজ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকা।'

'খোঁজ নিয়েছ এদের ব্যাপারে?'

'নুবিয়া ছোট কোনও প্রদেশ নয়, মহামান্য। আর সেনাবাহিনীর ওপর আমার জোর খাটে না এখন আর।'

'মোটকথা, কোন রকমের তদন্তই করোনি।'

'সেনাবাহিনীর ওপর একমাত্র মহামান্য রাজার আদেশই খাটে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করতে কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মাননীয়?'

'সত্যি বলো তো, নুবিয়া কি ওদের সমর্থন দেবে?

'না, এমনটা না। তবে...'

'তাহলে কি রাজদ্রোহ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে?'

'না, মহামান্য। তবে কিছু বিশৃঙ্খলা ঠিকই দেখা দিয়েছে। আর তাই আমরা আপনার অপেক্ষায় পথ চেয়েছিলাম।'

'নাও, পান কর,' সেটাউ বলল রামেসিসকে।

'এছাড়া আর কোনও উপায় নেই?'

'হ্যাঁ আছে। তবে আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। সেরামানা তোমাকে সাপের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

বিছুটি পাতার রস আর কোবরার রক্ত মিশিয়ে বানানো এক ধরনের পানীয় পান করলেন রাজা। সেটাউ তাকে রোজ একটু একটু করে খেতে দেয় পানীয়টা, যেন সাপের কামড়ে তার কিছু না হয়। স্বর্ণপথের একটা বিপদ থেকে তো অন্তত রেহাই পাওয়া যাবে।

'এখানে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ। জায়গাটা আমার খুব পছন্দের। আর লোটাসও এখানে আসতে পেরে খুশি হয়েছে। ভাবো তো এরকবার এখানে আমরা কত জাতের সাপ পাব!'

'আমরা এখানে ছুটিতে আসিনি, সেটাউ। নুবিয়ান সৈন্যরা তাদের হিংস্রতার জন্য কুখ্যাত।'

'ওই হতচ্ছাড়াদের সোনাগুলো দিয়ে দিচ্ছি না কেন? তাহলেই তো সব রফাদফা হয়ে যায়।'

'ওরা ডাকাতি আর খুনখারাবি করেছে, নিয়ম ভাঙছে। আর মাত-এর নিয়ম ভঙ্গ করার শাস্তি থেকে কাউকে রেহাই দেয়া হয় না।'

'তাহলে তো মনে হচ্ছে, তুমি মত পরিবর্তন করছ না।'

'অবশ্যই না।'

'নিজের নিরাপত্তার কথা তো ভাববে, নাকি?'

'নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে, এই কাজকে অবহেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'তোমার সৈন্যদের বলো প্রস্তুত হতে। বছরের এই সময়টাতে সাপের বিষ খুবই বিষাক্ত হয়। তাদের হিং-এর আঠা ব্যবহার করতে বলো। এ আঠার কারণে সাপেরা দূরে চলে যায়। তবুও কাউকে সাপে কামড়ালে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। এখন আর কথা না বাড়িয়ে, গিলে ফেলো।'

পাথুরে রাস্তা দিয়ে বিশেষ একদল সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলছে। একজন স্কাউট দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। এদের পিছনে সেরামানা আর রামেসিস ঘোড়া পিঠে চড়ে এগোচ্ছেন। তার পরের সারিতে আছে গরুর গাড়ি আর গাধা, পিঠে অস্ত্র আর পানীয় বহন করছে। সবার পিছনে পা'য়ে হেঁটে আসছে বাকি সৈন্যদল।

নুবিয়ান সৈন্যরা এখনো বিশ্বাস করে, বিদ্রোহীরা আক্রমণের জায়াগার আসেপাশেই কোথাও আছে। কারণ জায়গাটার পাশেই একটি মরূদ্যান রয়েছে। ডাকাতির জিনিসপত্র রাখার জন্য আদর্শ জায়গা।

রাজপ্রতিনিধির দেয়া ম্যাপ অনুযায়ী, স্বর্ণপথের রাস্তা দেয়ালঘেরা। আর তার বক্তব্য অনুযায়ী নুবিয়ান খনিতে সম্প্রতি কোনও পানি সংকট দেখা দেয়নি। ওরা নির্ভয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে পারে। একটা খোঁড়া গাধাকে দেখে স্কাউট অবাকই হলো। যদিও সবসময় স্বাস্থ্যবান পশুদেরই এমন দীর্ঘ যাত্রার জন্য বাছাই করা হয়।

প্রথম জলকূপের সামনে আসতেই, সকলের মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সবাই তৃষ্ণা মেটানোর জন্য উৎসুক হয়ে আছে, তাঁবুর ছায়ায় গা এলিয়ে দেয়ার অপেক্ষা করছে। রাত হওয়ার আর ঘন্টা তিন বা তারও কম সময় আছে। তাই এখানেই তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলেন রাজা।

স্কাউট লোকটা কূপের কাছে যেতেই, ওর মুখ শুকিয়ে গেল। সে দৌড়ে রামেসিসের কাছে এলো।

'কূপ শুকিয়ে গেছে, মহামান্য।'

ফারাওয়ের সৈন্যদল যদি ফিরেও যায় তবুও যেটুকু জল আছে তাতে সবার হবে না। আশা একটাই, দ্বিতীয় কূপ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু রাজপ্রতিনিধির কথাও আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। হয়তো দেখা যাবে দ্বিতীয় কূপেরও এমন হাল।

'আমাদের এখন মূল রাস্তা ছেড়ে চলতে হবে,' স্কাউট বলল। 'ডানপাশের বিদ্রোহীদের মরূদ্যান দিয়ে যেতে হবে। সেখানে কূপ থাকার কথা।'

'সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নাও,' রামেসিস আদেশ দিলেন। 'তারপরে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।'

'রাতের বেলায় যাত্রা খুবই বিপদজনক, মহামান্য! সাপখোপের ভয় আছে...'

'এছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমাদের।'

অনেক আগে পিতার সঙ্গে এক অভিযানে যাবার কথা মনে পড়ে গেল রামেসিসের। এমনই এক সংকটের মাঝে পড়েছিলেন তিনি তখনও। বিদ্রোহীরা জলকূপে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল সেবার। নিজের মনের অন্তরালে একটা কথা তাকে মানতেই হচ্ছে, এবার সত্যিকার বিপদে পড়েছেন তারা। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে জানেন, একটা শান্তিরক্ষা মিশনও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে শেষ মুহূর্তে।

রাজা সবাইকে ডেকে সত্যটা বলে দিলেন। সবাইকে চিন্তিত দেখাল, কিন্তু ফারাও-এর দিকে চেয়ে ওরা সাহস ফিরে পেল। ওরা জানে ফারাও-এর অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

পদাতিক সৈন্যরা বিপদের আশংকা সত্ত্বেও রাতের যাত্রাকে উপভোগ করছে। সামনের সৈন্যরা আগের চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যেকোনও মুহূর্তে পাল্টা আক্রমনের জন্য প্রস্তুত তারা। পূর্ণ চাঁদের আলোয় পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্কাউট পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ যেন পথভ্রষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখছে সে।

রামেসিস নেফারতারির কথা স্মরণ করলেন। যদি তিনি বেঁচে না ফিরেন, তাহলে মিশরের সমস্ত দায়ভার নেফারতারির কাঁধে চাপবে। খা আর মেরিটামন সিংহাসনে বসবার পক্ষে এখনও অনেক ছোট।

কোন সতর্কবার্তা ছাড়াই, সেরামানার ঘোড়াটা হ্রেষা রব কর উঠল। ওকে পিঠ থেকে ফেলে দিল। মাটিতে গড়িয়ে পরল সেরামানা, এবং একটি গিরিখাতে গড়িয়ে পড়ল।

ভারী শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

একটা ভাইপার, হিসহিস করছে। যেকোনও মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে।

সেরামানর তলোয়ারটাও সাথে নেই। পড়ে যাওয়ার সময় কোথাও ছিটকে গিয়েছে। ও এখন নিরস্ত্র। ধীর পা'য়ে পিছু হটা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছে না। কিন্তু হিসহিস করতে থাকা সাপটা, একবার এদিক-ওদিক মাথা দোলাচ্ছে, ওর পথ আগলে রেখেছে।

ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পড়ে গিয়ে পায়ে ব্যাথা পাওয়ায় দাঁড়াতে পারছে, দৌড়ানো ত দূরের কথা।

'ভাগ এখান থেকে,' সাপের উদ্দেশ্যে বলল সেরামানা। 'কসম খেয়ে বলছি, একমাত্র তলোয়ারের আঘাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।'

সাপটা আরেকটু কাছে এগিয়ে এলো। সাপটার দিকে এক মুঠো বলি ছুঁড়ে দিল ও। সাপটা এতে আরও রেগে গেল। ছোবল দেবে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দৃশৃঙ্গ বর্শা এসে সাপটাকে মাটিতে চেপে ধরল।

'চমৎকার নিশানা,' নিজেকে নিজেই বলল সেটাউ। সাপটার ঘাড় ধরে উঁচিয়ে ধরল। ওটার লেজ অনবরত মোচড়াচ্ছে।

'আহ, কি সুন্দর। হালকা নীল, গাঢ় নীল, এবং সবুজ। চমৎকার একটা প্রাণি, তাই না? তোমার কপাল ভালো, হিসহিস শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

'তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমার।'

'এটার ছোবলে প্রথমে ছোবলের জায়গাটা ফুলে যায়। পরে ধীরে ধীরে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু। ব্যস! অল্প একটু বিষ, কিন্তু দারুণ বিপদজনক। তবে সত্যি বলতে কী, এই সাপটা দেখতে যতটা বিষাক্ত, আদতে ততটা নয়। ছোবল খেয়েও তুমি হয়তো বেঁচে যেতে।

একান্ন

সেরামানার মচকানো হাঁটুতে লতাপাতা পিষে লাগিয়ে দিল সেটাউ। তারপর ফোলা কমার জন্য একটা লিনেন কাপড় দিয়ে পট্টিও বেঁধে দিল। আশা করা যায় ঘণ্টাখানেকের ভেতর ঠিক হয়ে যাবে। সার্ডে লোকটার একবার সন্দেহ হলো, ভালো সাজতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা সেটাউ নিজেই ঘটায়নি তো? কিন্তু সেটাউ যেহেতু ঘটনা থেকে কোনও ফায়দা নেবার চেষ্টাও করল না, তাই আপাতত আর কথা বাড়ালো না।

বিকেলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু হল পথচলা। পানি ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। পানির ব্যাপারে লোকজনের উদ্বিগ্নতা খেয়াল করে চলার গতি বাড়ানোর পাশাপাশি পেছনের প্রহরা জোরদার করার আদেশ দিলেন রামেসিস। বিদ্রোহীরা আচমকা হামলা করে বসতে পারে।

'পানি পাওয়া গেছে,' সামনের দিকে ইশারা করলো স্কাউট। তার হাতের ইঙ্গিতে আগাছাবেষ্টিত পাথরের একটা গোল কাঠামোর দিকে নজর গেল সৈন্যদের...একটা কুয়া। পাথরের রেলিঙের উপর কাঠের ফ্রেমে দড়ি দিয়ে চামড়ার একটা থলে ঝোলানো। পানি উঠানোর কাজে লাগে ওটা।

স্কাউট আর সেরামানা সামনে এগোলো। রেলিঙের উপর ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালো ওরা। কিন্তু অঙ্গভঙ্গিতে হতাশা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পেলোনা। মাথা ঝাঁকাল সার্ড লোকটা। 'মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরেই জায়গাটা শুষ্ক। এখানে পানি পাওয়া সম্ভব না। আমরা মরতে চলেছি।'

রামেসিস লোক দুটোকে ডাকলেন। উভয় সংকটে ফেঁসে গেছে সবাই। এখন সামনে এগোনো বা পেছানো কোনটাই সম্ভব নয়।

কয়েকজন সৈন্য রাগে, হতাশায় হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেললো।

'অস্ত্র তুলে নাও,' আদেশ দিলেন রামেসিস।

'কী লাভ তাতে?' জিজ্ঞেস করলো একজন। 'মরুভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্র কোনও কাজে আসবে না।'

'আমরা এখানে ন্যায়প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, আর সেটা করেই ফিরব।'

'মৃতদেহ কীভাবে নুবিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়বে?'

'আমার পিতাও এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন,' বললেন রামেসিস। 'তিনি তার লোকদের বাঁচিয়েছিলেন।'

'তাহলে আপনি আমাদের বাঁচাচ্ছেন না কেন?'

‘রোদের আড়ালে থাকো, জানোয়ারগুলোকে পানি দাও,’ মরুভূমির দিকে তাকিয়ে বললেন ফারাও। সেটাউ তার সাথে যোগ দিলো।

‘তোমার কি কোনও পরিকল্পনা আছে?’

‘পানি খুঁজতে বেরোবো আমি।’

‘পাগলামি কোরো না!’

‘পিতার দেখানো পথে চলতে হবে আমাকে।’

‘কোথাও যাবার দরকার নেই। আমাদের সাথে থাকো।’

‘একজন ফারাও এভাবে আত্মসমর্পন করতে পারেন না। বসে বসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ফারাওকে শোভা পায় না।’

সেরামান্না এগিয়ে এলো। ‘মহামান্য...’

‘লোকদের খেয়াল রেখো। তারা যেন ভুলে না যায় কতটা বিপদে আছে। যে কোনও সময় হামলা হতে পারে।’

‘আমি আপনাকে এভাবে যেতে দিতে পারি না, মহামান্য। নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে...’

‘আমার হয়ে আমার লোকদের সুরক্ষা দাও, তাহলেই হবে।’

সেরামান্না আর কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেল না। ‘দয়া করে তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।’

ফারাও শুষ্ক কুয়াটা পাশ কাটিয়ে মরুভূমিতে হারিয়ে যাচ্ছেন। যতক্ষন তার অবয়ব নজরে এল, সৈন্যরা ভীত চোখে তাকিয়ে রইলো।

চড়াই এর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামেসিস সামনের অবারিত ঢালু প্রান্তরের দিকে তাকালেন। পিতার মত তাকেও একই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মাটির গভীরে, পাথরের খাঁজে লুকোনো শক্তির উৎস-জলধারা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। শিরদাঁড়া ব্যথা করছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। গায়ের উত্তাপে, জ্বর আসছে বলে মনে হলো তার।

কাপড়ের প্রান্তে বাঁধা লাঠিটা হাতে নিলেন রামেসিস। মাটির গভীরে পর্যবেক্ষণের জন্য তার পিতাও একই লাঠি ব্যবহার করতেন। এতে কাজ হতে পারে, ভাবলেন ফারাও। কিন্তু কোথায় খুঁজবেন তিনি!

হঠাত নিজের ভেতরের সত্ত্বা কথা বলে উঠলো তার। সেটির কন্ঠের মতই গম্ভীর সে কণ্ঠ। পিঠের ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছে। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে হাঁটতে লাগলেন রামেসিস। হৃৎপিন্ডের ধুকপুকানি কমে আসছে। সূর্যের তাপটাও গায়ে লাগছে না আর। তার দৃষ্টি যেন বালুর স্তর ভেদ করে ভপৃষ্ঠের গভীর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

হাতে ধরা লাঠিটা একটু কেঁপে উঠলো, যেন ওঁকে সামনে এগোনোর নির্দেশ দিচ্ছে। কণ্ঠটাও যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। সামনে, বামে, হ্যাঁ এই তো... ক্রমেই কণ্ঠটার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন ফারাও। চলতে চলতে হাতের লাঠিটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। গোলাপি গ্র্যানিট পাথরে ধাক্কা খেলেন রামেসিস। দাঁড়ানোর সাথে সাথেই ভূমি থেকে একটা অদৃশ্য টান যেন তার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিল।

পানি পাওয়া গেছে।

ক্লান্ত সৈন্যরা ফারাও-এর দেখিয়ে দেয়া পাথরটা সরিয়ে বালু খুঁড়তে শুরু করলো। অবশেষে প্রায় পনেরো ফুট নিচে পানি পাওয়া গেল। কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো উষর মরু।

রামেসিস তার সৈন্যদের একসারি কুয়া খোঁড়ার আদেশ দিলেন, প্রতিটার মাঝে মাটির নিচ দিয়ে সংযোগ থাকবে। বিগত মরু অভিযানেও এমনটাই করা হয়েছিল। এতে শুধু লোকজনের তেষ্টাই মিটবে না, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সেচকাজও করা যাবে।

'তুমি কি ইতোমধ্যে মরূদ্যানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে?' জিজ্ঞেস করলো সেটাউ।

'নুবিয়ার জন্য এটা আমাদের পক্ষ থেকে উপহার,' উত্তর দিলেন ফারাও।

'কিন্তু আমরা বিদ্রোহ দমন করতে এসেছি,' সেরামানার গলায় প্রতিবাদের সুর।

'সেটাই করব আমরা।'

'তাহলে সৈন্যরা কুয়া খুঁড়ছে কেন?'

'প্রথানুযায়ী, এটা অভিযানেরই একটা অংশ।'

'এখন আক্রমণ হলে তো আমরা আত্মরক্ষার সময়টুকুও পাব না।' নাক সিঁটকালো সে।

'তোমার দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপত্তার দিকটা দেখা। নিজের কাজ করো।'

সৈন্যদের কুয়া খোঁড়ার সময়টা সেটাউ আর লোটাস সাপ ধরার পেছনে কাটিয়ে দিল। দামী বিষ সংগ্রহ হলো বেশ ভালো পরিমানেই।

সৈন্যদের কাজ শেষ হলে সেরামানা তাদের মহড়া করাতে লেগে গেল। তার মনে হচ্ছে ফারাও যেন সোনা আর বিদ্রোহীদের কথা ভুলেই গেছেন। অবশ্য এ পর্যন্ত বেশ ভালই কাজ দেখিয়েছেন তিনি। আর খুব তাড়াতাড়িই তিনি সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।

'লোকগুলো আনাড়ি একেবারেই,' অবজ্ঞার সুরে বললো সাবেক জলদস্যু।

অধিকাংশ মিশরীয় সৈন্যদেরই অভিযানের ঠিক আগে আগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এরা আসলে হয় কৃষক নয়তো শ্রমিক। মাঠেই এদের ভাল মানায়, ভাবলো সে। কখনোই যুদ্ধের ভয়াবহতা চোখে দেখেনি এরা। অস্ত্র হাতে নিজ সীমায় অটল থাকা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, আসল যুদ্ধের চেয়ে ভাল প্রশিক্ষণ আর কিছুতেই হতে পারে না। মহড়া দেখে হতাশ সেরামানা সৈন্যদের আর কিছু শেখাবার চেষ্টা করবে না বলে মনঃস্থির করলো। চেষ্টা করে লাভও নেই। এদের দিয়ে আর যাই হোক, যুদ্ধ হবে না।

মনে হচ্ছে নুবিয়ানরা খুব একটা দূরে নেই। হয়তো তারা গত দুদিন ধরে মিশরীয়দের ক্যাম্পেই লুকিয়ে আছে, গুপ্তচর হিসেবে। রামেসিসের পোষা সিংহ আর

কুকুরটাও অদ্ভুত আচরণ করছে। ঘুমাচ্ছে কম, কিছুক্ষণ পরপর বাতাসে কিছু একটা শোঁকার চেষ্টা করছে, অঙ্গভঙ্গিতে সতর্কতা।

নুবিয়ানদের সম্পর্কে সেরামানা যা জানে, তা যদি সত্যি হয় তবে মিশরীয়দের ধ্বংস কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মিশরের নতুন রাজধানীর সমৃদ্ধি দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এসবে মোজেসের মন নেই। তার কাছে পাই-রামেসিস এখনও ভুল দেবদেবী আর অর্থহীন লোকাচারে ভরা এক অচেনা নগরী।

সে চুপচাপ দায়িত্ব পালন করতে থাকলো। কিন্তু তার ধৈর্য কমে আসার ব্যাপারটা ধীরে ধীরে নজরে এল সবার। বিশেষ করে ওর মিশরীয় দলপতিদের সাথে আচরণ দেখে সবার তা-ই মনে হলো। আস্তে আস্তে হিব্রু জনগোষ্ঠীর সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে শুরু করলো মোজেস। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও দলের সাথে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করতো ও। বেশিরভাগ লোকই মিশরের জীবনযাত্রার ব্যাপারে সন্তুষ্ট। স্বাধীন বাসস্থানের জন্য আন্দোলনের ধারনাটা তারা খুব একটা ভালো চোখে দেখলো না। ব্যাপারটা একটু বেশিই ঝুঁকির।

মোজেস তাদের এক ঈশ্বরের উপাসনা, নিজ নিজ ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বোঝাতে থাকলো। মিশরের রীতিনীতি, দেবদেবী নিয়ে পড়ে থাকার কোনও মানেই হয় না। কেউ কেউ তার কথা মানলো কিন্তু বেশিরভাগই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

অনিদ্রা পেয়ে বসলো মোজেসকে, চোখে স্বপ্ন খেলা করছে অবিরত। স্বপ্ন-এক স্বাধীন উর্বর ভূমির, যেখানে হিব্রুরা নিজেদের ঐতিহ্যানুযায়ী শাসন করবে, নিজেদের রাজ্য আর অবস্থানকে দেবে নিরাপত্তা।

অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা আগুনের উত্তাপ টের পেল মোজেস। নিজের জাতিকে পথ দেখাবে সে, এগিয়ে নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে। তবে সমস্যা হলো রামেসিস কখনোই নিজ সাম্রাজ্যের এই বিভাজন মেনে নেবে না। যেভাবেই হোক, তাকে বোঝাতে হবে। সত্যের পথে আনতে হবে।

পুরনো স্মৃতি খেলে গেল তার মগজে। রামেসিস তার কাছে শুধু ছেলেবেলার খেলার সাথীই নয়, একজন সত্যিকারের বন্ধুও। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মোজেসের পক্ষে সম্ভব না। সরাসরি কথা বলে তার মন জিতে নিতে হবে। কাজটা খুব কঠিন, কিন্তু মোজেসের আত্মবিশ্বাসের কোন কমতি নেই। ঈশ্বর তার পক্ষে আছেন।

বায়ান্ন

বিকেলের রোদের তাপে বেশিরভাগ মিশরীয় সৈন্য হতক্লান্ত। এমন সময় শিবির ঘিরে ফেললো নুবিয়ান বিদ্রোহীরা। লোকগুলোর পরনে চিতাবাঘের চামড়ার নেংটি, কানে গোলাকার রিং, গলায় মালা। থ্যাবড়া নাক, অর্ধেক কামানো মাথা আর গালে প্রথা মেনে করা কাটাকুটির দাগের কারণে দেখতে আরও ভয়াবহ লাগছে। আচমকা আক্রমণের মুখে প্রথম দিকে তেমন কোনও প্রতিরোধই দাঁড় করাতে পারলো না মিশরীয়রা।

তীরধনুক আর ঢালে সজ্জিত একদল বিশেষ সৈন্যের কারনেই বিদ্রোহী সেনাপ্রধান সরাসরি আক্রমণের আদেশ দিতে পারছে না। সৈন্যদলের অগ্রভাগে সেরামানাকে দেখা গেল। আসলে-এমন আচমকা আক্রমণের প্রত্যাশাই করছিল ও। তার তীরন্দাজরাও নুবিয়ানদের পাল্টা জবাব দিতে লাগলো।

নুবিয়ানদের সেনাপ্রধানকে এক লেফটেন্যান্ট আবারও তীর ছোঁড়া শুরু করতে মন্ত্রণা দিতে লাগলো। উদ্দেশ্য-প্রথম আক্রমণেই যতজন সম্ভব শত্রুসেনা কুপোকাত করা। কিন্তু তার কথায় কান দিল না প্রধান। অভিজ্ঞতা তাকে সাবধান হতে বলছে। সেরামানার অঙ্গভঙ্গি খুব একটা সুবিধার ঠেকছে না। অন্য মিশরীয়দের থেকে আলাদা ও। নিশ্চয়ই আস্তিনে কোনও টেক্কা লুকিয়ে রেখেছে লোকটা।

রামেসিস তাঁবু থেকে বের হতেই আশেপাশের সবগুলো চোখের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হলো। মাথায় নীল মুকুট, পরনে হাতাকাটা লিনেন আলখেল্লা, কোমরবন্ধনী থেকে একটা ষাঁড়ের লেজ ঝুলছে। ফারাওয়ের হাতে মেষপালকদের লাঠির মত একটা লাঠি। জাদুকরী ক্ষমতার প্রতীক ওটা। পেছন পেছন তার জুতা হাতে বেরিয়ে এল সেটাউ।

সৈন্যদের ভীত দৃষ্টি নিজেদের উপর অনুভব করে শিবিরের একেবারে প্রান্তে চলে এলেন রামেসিস আর সেটাউ। নুবিয়ানরা আর একশো গজ দূরেও নেই।

'আমি রামেসিস, মিশরের ফারাও। তোমাদের নেতা কে?'

'আমি,' কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো বিদ্রোহীদের সেনাপ্রধান। মাথায় পালক গোঁজা, গায়ের পেশি ফুলে আছে লোকটার, হাতে অস্ট্রিচের পালক লাগানো বর্শা।

'যদি কাপরুষ না হও তো এখানে এসো।'

লেফটেন্যান্ট অসম্মতির ইঙ্গিতে মাথা দোলালো। কিন্তু রামেসিস আর তার পাদুকা-বাহক নিরস্ত্র। ব্যাপারটা নজরে এলো সেনাপ্রধানের। এদিকে ওর নিজের হাতে আছে বর্শা, লেফটেন্যান্টের কাছেও দোধারী ছোরা আছে।

'আমার বামদিকে থাকো,' লেফটেন্যান্টকে আদেশ দিল লোকটা। তারপর এগোতে লাগলো। এখন যদি সেরামানা তীর ছোঁড়ে, তাহলেও লেফটেন্যান্টকে ভেদ করে তার গায়ে লাগাতে পারবে না। ফারাওয়ের দশ গজ সামনে এসে থামলো তারা।

'তাহলে তুমিই সেই ফারাও যে আমার লোকদের অত্যাচার করছ।'

'নুবিয়ান আর মিশরীয়রা শান্তিতেই ছিল। তুমিই আমাদের মন্দিরের জন্য নেয়া সোনা ডাকাতি করেছো। আমার লোকদের হত্যাও করেছো,' উত্তর দিলেন ফারাও।

'সোনাগুলো আমাদের ছিল। তুমি একটা চোর।'

'মা'তের নিয়মানুযায়ী নুবিয়া মিশরের অন্তর্গত। খুন আর রাহাজানির শাস্তি অবধারিত।'

'তোমার নিয়মের গুল্লি মারি, ফারাও। আমার নিয়ম আমি নিজে বানাই। অন্যান্য গোত্রও আমার সাথে যোগ দেবে। তোমাকে খুন করে আমি রাজা হব। নুবিয়ার প্রত্যেকটা যোদ্ধা আমার আওতায় থাকবে। আমাদের ভূমিকে আমরা স্বাধীন করবোই, চিরকালের জন্য।

'নতজানু হও...' আচমকা আদেশ দিলেন ফারাও।

সেনাপ্রধান আর লেফটেন্যান্ট হতভম্ব হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

'অস্ত্র ফেলে দাও। আত্মসমর্পন করো।'

সেনাপ্রধান রামেসিসের দিকে আড়চোখে তাকালো। 'মাথা নত করলে কি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?'

'তুমি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছ। তোমাকে ক্ষমা করা মানে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো।'

'তার মানে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না?'

'এই ব্যাপারে কোনও ক্ষমা নেই।'

'তবে কোন দুঃখে মাথা নত করব?'

'কারণ অপরাধী হিসেবে শুধু এটুকু করারই অধিকার আছে তোমার। ক্ষমাপ্রার্থনা করা।'

হঠাৎ লেফটেন্যান্ট লাফিয়ে উঠল, হাতে ছোরা বেরিয়ে এসেছে।

'তাহলে ফারাওকে হত্যা করেই আমরা মুক্ত হব।'

সেটাউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোকে দেখছিল। লেফটেন্যান্ট নড়ে ওঠতেই সে চোখের পলকে কোমরে বাঁধা ঝোলা থেকে একটা সাপ বের করে লোকটার গায়ে ছুঁড়ে দিলো। বিদ্যুৎগতিতে উড়ে গিয়ে লোকটার পায়ে ছোবল বসালো সরীসৃপ।

চিৎকার করে উঠলো লেফটেন্যান্ট। হাতের ছোরাটা দিয়ে সাপে কাটার জায়গায় পোঁচ মারলো সে। উদ্দেশ্য, সাপের বিষটুকু বের করে দেয়া।

'লোকটা ইতোমধ্যে পানির চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, একইসাথে অগ্নিশিখার চাইতেও গরম,' সেনাপ্রধানের চোখে চোখ রেখে শীতল গলায় বলা শুরু করলো সেটাউ। 'ঘামতে শুরু করেছে সে। মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসছে। ফুলে উঠছে

চোখমুখ। গলা জ্বলে যাচ্ছে। এখনই চোখে আঁধার নেমে আসবে। মৃত্যু ধেয়ে আসছে ওর দিকে।'

সেটাউ তার ঝোলা সামনে এগিয়ে ধরল। সাপ দিয়ে ভর্তি ওটা। নুবিয়ান সেনারা সশব্দে পিছিয়ে গেল।

'নতজানু হও,' আবারও ঘোষণা করলেন ফারাও। 'আর নয়তো ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে তৈরি হও।'

'মৃত্যু তোকে খেতে আসছে,' বলেই হাতের বর্শা উঁচু করে ধরলো সেনাপ্রধান। আঘাত করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু পেছন থেকে একটা গর্জন কানে আসতেই বরফের মতো জমে গেল তার দেহ। রামেসিসের সিংহটা লাফিয়ে এসে ঘাড় কামড়ে ধরলো বিদ্রোহী নেতার।

ঠিক তখনি সেরামানার ইঙ্গিতে তীরবর্ষণ শুরু করলো সৈন্যরা। আচমকা আঘাতে ছত্রভঙ্গ নুবিয়ানদের বন্দী করতে শুরু করলো পদাতিক বাহিনী।

'পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো ওদের,' চিৎকার করে আদেশ দিল সাবেক জলদস্যু।

রামেসিসের বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শত শত নুবিয়ান আনুগত্য দেখানোর উদেশ্য লুকানো জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সাদাচুলো এক গোত্রপ্রধানকে নতুন খোঁড়া কুয়াগুলো আর আশেপাশের জায়গার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন ফারাও। তাকে যুদ্ধবন্দিদের দেখাশোনা করার দায়িত্বও দেয়া হলো। আপাতত পুলিশি পাহারায় থেকে মাঠে কাজ করার আদেশ দেয়া হলো বন্দিদের। পলাতক আর বিদ্রোহের মূল হোতাদের কপালে জুটলো মৃত্যুদণ্ড।

এরপর বিদ্রোহীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত মরুদ্যানের দিকে যাত্রা শুরু করলো সেনাবাহিনী। তবে সোনাগুলো কব্জা করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। এগুলোই আগামী দিনে মূর্তি আর মন্দিরের শোভাবর্ধন করবে।

রাত নামলে, আগুন ধরানোর জন্য দুইখণ্ড হালকা কাঠ নিলো সেটাউ। কনুই দিয়ে আটকে রেখে আরেকটা শুকনো কাঠ টুকরো দুটোর মাঝখানে ঢুকিয়ে ঘসা শুরু করল। একটু পরেই স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। সাপ-খোপ আর জন্তুজানোয়ারদের শিবির থেকে দূরে রাখতে আগুনই একমাত্র ভরসা।

'আরও সাপ ধরেছো নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সেটাউ। 'এখানে এসে লোটাস খুব খুশি হয়েছে। বেশ অনেকগুলো সাপই পেয়েছি। আজ আর ধরবো না। বিশ্রাম করব।'

'দেশটা খুব সুন্দর।'

'মনে হচ্ছে তুমিও আমাদের মতই পছন্দ করে ফেলেছো দেশটাকে।'

'বারবার আমার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া জায়গাটা, আমার ভেতর থেকে ক্ষমতা টেনে নিয়ে আসে।'

'আমার সাপ না থাকলে বিদ্রোহীরা খুন করতো তোমাকে।'

'পারেনি তো। তাই না?'

'পরিকল্পনাটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।'

'তবে রক্তগঙ্গা বওয়ানোর চেয়ে ভাল অন্তত।'

'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত রামেসিস।'

'কেন?'

'দেখো রামেসিস, আমি শুধুই একজন সাপুড়ে। বিষাক্ত সরীসৃপ নিয়ে আমার কাজকারবার। আমি মারা গেলে কারও তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু তুমি? তুমি মিশরের ফারাও। তোমার কিছু হয়ে গেলে গোটা দেশ অন্ধকারে ডুবে যাবে।'

'নেফারতারির দেশ চালানোর ক্ষমতা আছে।'

'তোমার বয়স মাত্র পঁচিশ হলেও, এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। অপ্রাপ্তবয়স্কের মতো ব্যবহার তোমাকে শোভা পায় না। যুদ্ধের দায়িত্ব অন্য কারও কাঁধে দিতে হবে এখন থেকে।'

'কাপুরুষতা কি ফারাওকে শোভা পায়, সেটাউ?'

'না। আমি তোমাকে কাপুরুষ হতেও বলছি না। শুধু একটু সাবধান হতে বলছি।'

'আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীসেরা। নেফারতারির জাদু, তুমি আর তোমার সাপ, সেরামানা আর তার দেহরক্ষী, গুপ্তচর, সেনাবাহিনী... পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুরক্ষিত আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

'সৌভাগ্য প্রয়োজনের সময়ই ব্যবহার করো রামেসিস। এটাকে অবহেলা করো না।'

'এটা কখনোই ফুরোনোর না।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সেটাউ। 'ভাল। আমার শুতে যাওয়া দরকার।'

লোটাসের সাথে যোগ দিলো সাপুড়ে। মেয়েটার দৃষ্টি যেন রামেসিসকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলো। তাদের সবারই বিশ্রাম দরকার।

সরে এলেন রামেসিস। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য চিন্তা। সেটাউকে কীভাবে বোঝাবেন তিনি যে, সাপুড়ের আসল জায়গা রাজসভায়? প্রথমেই তাকে পদ দেয়া হলে হয়তো পরিস্থিতি এমনটা হতো না। এখন করণীয় কী? তাকে নিজ পথে এগোতে দেয়া? নাকি জোরপুর্বক ধরে রাখা?

বাকি রাতটা তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিলেন তিনি। আকাশ...তার পিতার বর্তমান ঠিকানা। নিজের অর্জন সম্পর্কে ভাবলেন ফারাও। পিতার মতো তিনিও মরুভূমিতে পানির উৎস্য খুঁজে পেয়েছেন, বিদ্রোহ দমন করেছেন। গর্ব অনুভূত হল তার। কিন্তু আসল বিজয় এখনও অনেক দূরে। সমস্যাগুলো একেবারে জড়সুদ্ধ উৎপাটন করতে হবে।

আকাশে প্রথম আলো ফুটে উঠছে। এমন সময় পেছনে কিছু একটার উপস্থিতি খেয়াল করলেন রামেসিস, জীবন্ত কিছু। ধীরে ধীরে পেছনে মাথা ঘোরালেন তিনি। বিশালকায় একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে। মরুদ্যান থেকে আচমকাই উদয় হয়েছে হাতিটা। সিংহ আর কুকুরটা তো সজাগই আছে। তাহলে কোনও সাড়াশব্দ করলো না কেন ওগুলো? নিজেকে নিজেই উত্তর দিলেন তিনি। হয়তো হাতিটাকে তেমন বিপজ্জনক মনে হয়নি তাদের কাছে।

কুলার মত কান দোলাতে থাকা হাতিটাকে চেনেন রামেসিস। বছরকয়েক আগে শুঁড় থেকে বল্লমের আগা সরিয়ে ওকে রক্ষা করেছিলেন তিনি।

আদর করার ভঙ্গিতে হাতিটার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিলেন রামেসিস। অস্ফুট শব্দ করে উঠলো হাতিটা। খুশি হয়েছে যেন।

সামনে বাড়লো হাতিটা। কিছুদূর এগিয়েই পেছনে ফিরে তাকালো আবার।

'অনুসরণ করতে বলছিস!' বলে উঠলেন রামেসিস।

তিপান্ন

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বাবলা গাছের সারির মাঝখান দিয়ে হাতিটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছেন রামেসিস। সেটাউ, সেরামানাসহ আর কিছু সৈন্যও সাথে আসছে। হাতির পেছন পেছন ঢালের প্রান্তে এসে উপস্থিত হল সবাই। সামনে মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য।

রাজকীয় মহিমা নিয়ে বয়ে চলেছে মিসরের চিরসাথী নীল নদ।

পাশেই পাথরের স্তূপ দেখা গেল। তাতে খোদাই করা হায়ারোগ্লিফিকে বর্ণিত আছে যে, জায়গাটা দেবী হাথোরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত। হাথোর, তারার দেবী, সেই সাথে নাবিকদের রক্ষাকর্তাও। হায়রোগ্লিফ অনুযায়ী, এখানে প্রায়ই আসেন তিনি।

সামনের ডান পা দিয়ে একটা পাথর গড়িয়ে দিল হাতিটা। পাথরটা গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেল। উত্তর দিকে ঢালটা প্রায় খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। দক্ষিণ দিকে কিছুটা প্রশস্ত অংশ আছে। সেদিকেই নিচে নদীর পাড়ে একটা নৌকা বাঁধা। ভেতরে একটা ছেলেকে শুয়ে থাকতে দেখা গেল।

'নিয়ে এসো ওকে,' দুজন সৈন্যকে আদেশ দিলেন ফারাও।

সৈন্যদের নিজের দিকে আসতে দেখে পালানোর উপক্রম করতেই ছেলেটাকে পাকড়াও করলো তারা। চ্যাংদোলা করে রামেসিসের সামনে নিয়ে আসা হল তাকে। চোখেমুখে ভয় ছেলেটার, ওকে ধরে নিতেই কি এসেছে সৈন্যরা?

'আমি চোর নই,' কেঁদে ফেলল ছেলেটা। 'নৌকাটা আমারই। আমি শপথ করে বলছি...'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ভয় পেয়ো না। তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে,' বললেন রামেসিস। 'এই জায়গার নাম কী?'

'আবু সিমবেল।'

'ঠিক আছে। যাও।'

সর্বশক্তিতে দৌড় দিল ছেলেটা।

'এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। জায়গাটা সুবিধার মনে হচ্ছে না,' সেরামানা বললো।

'আশেপাশে কোনও সাপের চিহ্ন চোখে পড়ছে না,' সেটাউয়ের কণ্ঠে অভিযোগের সুর। 'দেবী হাথোর কি সাপখোপ সব তাড়িয়ে দিয়েছেন নাকি!'

'আমাকে অনুসরণ করো না,' আদেশ দিলেন ফারাও।

'মহামান্য!' এক পা এগিয়ে এসে বললো সেরামান্না।

'এক কথা যেন দুইবার বলতে না হয়!' ঢাল বেয়ে নদীতীরের দিকে এগোতে লাগলেন তিনি।

'ফারাও যা বলেছেন তাই করো,' সেরামানার উদ্দেশ্যে বললো সেটাউ।

কিন্তু আদেশ অমান্য করার সিধান্ত নিলো সার্ড লোকটা। একে তো অচেনা বিপদসংকুল পরিবেশ, তার উপর শত্রু এলাকা। রামেসিস যা খুশি বলুক, তার ওপর থেকে চোখ সরানো যাবে না।

নদীতটে পৌঁছে ঢালের দিকে তাকালেন রামেসিস। এক সময় এখানেই ছিল নুবিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তাকে, আলোর পুত্রকে আবার এই এলাকা উদ্ধার করতে হবে। মিশর আর নুবিয়ার দ্বন্দ কাটিয়ে আবু সিমবেলকে আবার আলোতে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আবু সিমবেলের মাটিতে কয়েক ঘন্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন রামেসিস। জায়গাটার মাহাত্ম্য নিজের ভেতর অনুভবের চেষ্টা করলেন। কি যেন একটা আছে এখানে...শক্তির একটা বিচ্ছুরণ, যেন সকল কিছুকে নিজের ভেতরে টেনে নেবে। প্রাদেশিক মন্দির এখানেই বানানো উচিত, ভাবলেন তিনি।

ফারাও-এর উপরে ওঠে আসতে যতক্ষণ সময় লাগলো, ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে সেরামানা। সে কয়েকবারই রামেসিসকে ফিরে আসার কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হাতিটার গা ছাড়া ভাব দেখে নিজেকে নিবৃত্ত করেছে। আর যাই হোক, একটা জানোয়ারের চেয়ে অধৈর্য মনোভাব প্রকাশ করা তার সাজে না।

'মিশরে ফিরছি আমরা,' এসেই ঘোষণা করলেন রামেসিস।

ন্যাট্রন„ দিয়ে মুখ ধোয়ার পর শানার রাজকীয় নাপিতের দিকে ফিরলো। লোকটা গায়ের পশম তুলতেও পটু। শরীর দলাইমলাই করাতে খুবই ভাল লাগে শানারের। পরচুলা পরার আগে টাকমাথায় সুগন্ধি তেল ঘসা একপ্রকার অভ্যাসেই পরিণত হয়ে গেছে এখন। সে হয়তো রামেসিসের মত সুদর্শন না, কিন্তু সবসময়ই চায় যতটুকু সম্ভব ভালো দেখাক নিজেকে।

তার পালকির গদিটা মোলায়েম আর আরামদায়ক। ফারাও ছাড়া মেমফিসে এমন গদি আর কারও নেই। সে অবশ্য ওটাকেই কব্জা করতে চেয়েছিল।

বেহারারা তাকে খালের পাড়ে নামিয়ে দিলো। নদী থেকে মালবাহী নৌকা এই খাল বেয়েই নগরে আসে। ওফির সামনেই একটা উইলো গাছের ছায়ায় বসে আছে।

'কোনও খবর আছে, ওফির?'

'মোজেস অন্য সবার মতো না। সে নিজের মনমতো চলতে পছন্দ করে।'

'তার মানে, তুমি তাকে পটাতে পারোনি?'

'আমি তো তা বলিনি!'

'ফাও আলাপ বাদ দাও। আসল কথা বলো।'

'সাফল্য এখনও অনেক দূর। পথটাও কঠিন।'

'আমার সাথে দার্শনিকতা ফলাতে এসো না। সোজাসাপ্টা কথা বলো। তাকে রাজি করাতে পেরেছো? নাকি পারোনি?'

'সে শুধু শুনেছে। হ্যাঁ না কিছুই বলেনি। তবে মনে হয় কাজ হয়েছে।'

'বাহ! ভালো তো। কি বুঝলে? ওর কি আমাদের উপর সমর্থন আছে?'

'মোজেস আখেনাতেনের নীতিতে বিশ্বাসী। হিব্রুদের ঐতিহ্য প্রসারে উন্মুখ হয়ে আছে ও, আর এ ব্যাপারে সাহায্যও চায়।'

'হিব্রুরা তার কথা মানবে তো?'

'মোজেস যথেষ্ট জনপ্রিয়। জাত-নেতা একেবারে। পাই-রামেসিসের কাজ শেষ হয়ে গেলেই লোকজনদের একত্রিত করবে ও।'

'কতদিন লাগতে পারে?'

'আর কয়েক মাস। শ্রমিকরা বেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।'

'রামেসিস আর তার রাজধানী! আমার ভয় হচ্ছে। তার শৌর্য্য উত্তর সীমান্তে ছড়িয়ে পড়বে।'

'ফারাও কোথায় এখন?'

'নুবিয়ায়।'

'বিপজ্জনক জায়গা, হয়ত ওখান থেকে ফিরবে না সে।'

'বোকার মত কথা বল না, ওফির। বার্তাবাহকরা আশ্চর্য খবর এনেছে। রামেসিস মরুভূমিতে ঝর্ণা খুঁজে পেয়েছে। নতুন মরুদ্যান বানাচ্ছে। মন্দিরে সোনাগুলোও ফিরিয়ে আনছে। তার অভিযান সফল হয়েছে।'

'মোজেস জানে, তাকে ফারাওয়ের মোকাবেলা করতে হবে।'

'তার প্রিয় বন্ধুর...'

'এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাকে সাহস যোগাবে। তাছাড়া আমাদের সহযোগিতা তো আছেই।'

'ওটা তোমাকে-ই করতে হবে ওফির। বুঝতেই তো পারছো, আমার জনসম্মুখে আসা চলবে না।'

'ঠিক আছে। তবে আপনার সাহায্য লাগবে আমার।'

'কী সাহায্য?'

'মেমফিসে থাকার জায়গা, চাকরবাকর, যোগাযোগের মাধ্যম এসব।'

'তা পাবে। তবে তোমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সবসময় জানাতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

'পাই-রামেসিসে ফিরছো কখন?'

'আগামীকাল। মোজেসকে জানাতে হবে, আমাদের দল দিনদিন ভারী হচ্ছে।'

'আমি তোমার ব্যাপারে খেয়াল রাখবো। তুমি মোজেসকে রাজী করানোর ব্যাপারে পুরো নজর দাও। রামেসিসের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতেই হবে ওকে, যেভাবেই হোক।

আর মাত্র মাসখানেক। পাই-রামেসিসের ব্যারাকের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেলেই পদাতিক সেনাবাহিনীর ঘাঁটি মেমফিস থেকে এখানে স্থানান্তর করা হবে, আপন মনে ভাবলো অ্যাবনার। মোজেসের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ও।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগোলো শ্রমিকদের দলের দিকে। লোকগুলো তার মতোই দক্ষ আর পরিশ্রমী। সারির জুলুমের দিন শেষ। নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণ করেই দিন কাটাবে বলে ঠিক করলো সে। গোটা পরিবারকে নতুন রাজধানীতে নিয়ে আসতে হবে। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।

সহকর্মীদের সাথে খাওয়াদাওয়া, মজমাস্তি মিলিয়ে আজ রাতটা ভালোই কাটবে মনে হচ্ছে।

পাই-রামেসিসের চেহারা দিনকে দিন পাল্টে যাচ্ছে। নির্মাণস্থল সত্যিকারের শহরে পরিণত হতে চলেছে। ফারাও রাজধানীতে জীবন সঞ্চারন করবেণ, সে দিন আর খুব বেশি দূরে নেই। সব কাজ ভালো ভালোয় শেষ হলে সে মোজেসের সাথে মিলে ফারাওয়ের সেবা চালিয়ে যাবে। ব্যাপারটা তার কাছে খুবই গৌরবের।

'কেমন আছো, অ্যাবনার?'

কোত্থেকে আচমকা উদয় হয়েছে সারি, খেয়াল করেনি হিব্রু। লোকটার পরনে কালো আর হলুদ রঙের ছাপ দেয়া আলখেল্লা। কোমরে চামড়ার বেল্ট। চেহারাটা আরও শীর্ণ হয়েছে এই ক'দিনে।

'কী চাও তুমি?'

'এই তোমার খোঁজখবর নিতে আসলাম আরকি!'

'চলে যাও।'

'এটা কেমন ব্যবহার?'

'মনে হয় তুমি ভুলে গেছো যে আমাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আমি আর তোমার অধীনে নেই।'

'হুম! খুব দেমাগ হয়েছে দেখছি ইদানীং। শান্ত হও অ্যাবনার।'

'আমি ব্যস্ত আছি।'

'পুরনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের চেয়ে জরুরী কাজ আবার কী!'

সারির কথাগুলো অসহ্য শোনাতে লাগলো অ্যাবনারের কানে।

'তুমি নিজের জন্য সুন্দর, গোছালো একটা জীবন চাও। তাই না অ্যাবনার? কিন্তু মনে রেখো, সবকিছুর জন্যই মূল্য চুকাতে হয়। আর সেটা নির্ধারণ করি এই আমিই।'

'দূর হও চোখের সামনে থেকে।'

'শোন হিক্রু বেকুব, তুমি একটা নর্দমার কীট। পিষে মারা সময় কীটপতঙ্গ অভিযোগ করতে পারে না। তোমার মজুরি আর ভাতার অর্ধেক আমি চাই। আর এখানকার কাজ শেষ হবার পর আমার চাকর হিসেবে যোগ দেবে তুমি। হিব্রু চাকরবাকর ভালোই লাগে আমার। চিন্তা করো না, অ্যাবনার। তুমি ভাগ্যবান। আমার নজরে না পড়লে পোকামাকড়ের মতো অবস্থা হতো তোমার।'

'বাড়াবাড়ি করছো কিন্তু...'

'বকবক বন্ধ করো আর আমার কথামতো চলো,' ধমক দিয়ে চলে গেল সারি।

মাথা দোলাতে দোলাতে সামনে এগোলো অ্যাবনার। সারীর খুব বাড় বেড়েছে। মোজেসকে জানাতে হবে ব্যাপারটা।

চুয়ান্ন

নিরুপমা নেফারতারি, শুকতারার ন্যায় যার সৌন্দর্য, জলপদ্মের ন্যায় যার স্পর্শের অনুভূতি। ভাস্বর নেফারতারি, সুগন্ধি চুলের উপভোগ্য ফাঁদে আটকে রেখেছেন রামেসিসকে।

এই ভালবাসা যেন পুনর্জন্ম স্বরুপ...

আলতো করে ওর পায়ের পাতায় হাত বুলালেন রামেসিস, চুম্বন এঁকে দিলেন নিষ্কলুষ পদযুগলে। নেফারতারির কোমল শরীরে বুলিয়ে দিলেন প্রেমের পরশ। একত্রিত হবার পর, তাদের কামনাশক্তি যেন উত্তাল ঢেউয়ের ন্যায় আছড়ে পড়ছিল। গোধূলিবেলায় দূর থেকে ভেসে আসা বাঁশির সূরের ন্যায় মোহনীয় সে কামনা।

নুবিয়ার অভিযান থেকে ফেরামাত্র, শুভাকাঙ্খী আর উপদেষ্টাদের উপেক্ষা করে রাজা সরাসরি তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ডুমুর গাছের শ্যামল পত্ররাজির ছায়াতলে পুনর্মিলন ঘটেছিল রামেসিস আর নেফারতারির। অতিকায় এই মহীরুহ থিবেসের রাজবাড়ির এক অমূল্য সম্পদ, তার ছায়াতেই দেখা হলো দুজনের।

'ফেরার সময় হলো এতদিনে?'

'বাচ্চারা কেমন আছে?'

'খা আর মেরিটামন-দুজনই ভালো আছে। তোমার ছেলের ধারণা কি জানো? ওর ছোট বোনটা মিষ্টি চেহারার হলেও স্বভাবে কিছুটা দুরন্ত। সে ইতিমধ্যে ওকে পড়তে শেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর শিক্ষক অবশ্য তাতে বাধা দিয়েছেন।'

স্ত্রীকে আরও কাছে টানলেন রামেসিস। 'কাজটা ঠিক হয়নি। ওকে নিরাশ করে লাভ কী?'

নেফারতারি কিছু বলার আগেই স্বামীর ঠোঁটজোড়া তার ঠোঁটে চেপে বসল। সেই সাথে উত্তরের শীতল বাতাসে ঝুঁকে এলো ডুমুরের শাখা, আড়াল করে দিলো তাদের।

লম্বা একটা লাঠি হাতে বাখেন রাজ-দম্পতির সামনে হাঁটছে। রামেসিসের রাজত্বের তৃতীয় বছরে, বর্ষা মৌসুমের চতুর্থ মাসের দশম দিন চলছে। বাখেন, রাজা-রানিকে

সদ্য নির্মিত লুক্সর মন্দির দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। কারনাকের মন্দিও থেকে লম্বা একটা মিছিল তাদের পিছু নিয়েছে।

কারনাকের সদ্য নির্মিত প্রবেশদ্বার যেন মৌনতার মূর্ত প্রতীক। দুটো অবিলিস্ক, রাজার বিশাল মূর্তি, আর মন্দিরের বিশাল ফটক মহান নির্মাতাদের নৈপুণ্যের দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করছে।

অবিলিস্ক দুটো মন্দির থেকে অশুভ শক্তি দূরে সরিয়ে শুভ শক্তিকে টেনে আনে। মন্দিরে উৎপন্ন *কা*-এর দেখভালও করে অবিলিস্ক দুটো। একদম গোড়াতে কুকুরমুখো বেবুনগুলো দেবতা থোট-এর জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করছে। বেবুনগুলো ডাকছে, এ ডাক প্রতিদিন ভোর আনতে সহায়তা করে। হায়রোগ্লিফ থেকে বিশাল মূর্তি, প্রতিটা জিনিস প্রতিদিন সূর্যের পুনর্জন্মে সহায়তা করে। সূর্য এখন সগৌরবে মন্দিরের সুবিশাল যুগ্ম টাওয়ার এবং মূল প্রবেশদ্বারের উপরে আলো বিলাচ্ছে।

রামেসিস ও নেফারতারি প্রবেশদ্বার পেরিয়ে গেলেন। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে বিশাল একটা আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন তারা। আঙিনায় বিশাল সব থাম দাঁড়িয়ে আছে। এ থামগুলো *কা*-এর শক্তিশালী প্রতিরূপ। এসবের মাঝে রাজার বিশাল ভাস্কর্যটা সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর্যটা তার অদম্য শক্তির প্রমাণ। দৈত্যাকার মূর্তিটার পায়ের কাছে নাজুক ও দৃঢ় নেফারতারির ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে।

প্রধান পুরোহিত নেবু তার সোনালি ছড়িটি হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে রাজ-দম্পতির দিকে এগিয়ে আসছেন।

কাছে এসে বৃদ্ধ রাজা-রানিকে বাউ করলেন।

'মহামান্য, আপনার *কা*-এর ঘরে স্বাগতম। আপনার অনন্ত শক্তির উৎসের রাজ্যে স্বাগতম।'

লুক্সরের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশাল জমকালো ভোজ উৎসবের আয়োজন করা হলো। উৎসবে থিবস ও আশেপাশের সমস্ত এলাকার জনগণকে নিমন্ত্রণ করা হলো। দশ দিন ধরে রাস্তায় নেচে গেয়ে চলল উৎসব। সরাইখানা আর খোলা জায়গায় যেসব স্থানে পানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেসব জায়গা কানায় কানায় ভরে গেল। ফারাও-এর বদান্যতায় মুফতে পান করা বিয়ারে প্রত্যেকের পেট ভরে উঠল।

রাজা ও রানি একটা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করলেন। সেখানে রামেসিস তার *কা*-এর মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিলেন। জানালেন, এ মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীতে আর কোনও পরিবর্তন আনা হবে না।

রামেসিস বাখেনের কাজের প্রশংসা করলেন। তবে আমনের চতুর্থ পুরোহিত নিজের অবদানের কথা উল্লেখ করল না। যত্ন নিয়ে সাম্যতার নীতি মেনে নিপুণভাবে লুক্সরের মন্দিরের নকশা করার জন্য স্থপতিদের ধন্যবাদ জানালেন। খাওয়াদাওয়ার পালা চুকে গেলে, রাজা আমনের প্রধান পুরোহিতকে নুবিয়ান সোনা উপহার দিলেন।

উত্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার আগে রাজ-দম্পতি শাশ্বত মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখলেন। মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখতে দেখতে বাখেনের যোগ্যতা টের পেলেন তারা। মরুভূমির মাটি থেকে ধীরে মাথা তুলছে রামেসিয়াম।

'জলদি করুন, বাখেন। যত দ্রুত সম্ভব ভিত স্থাপন কওে ফেলতে চাই আমি।'

'লুক্সরে কাজ করা দলটি কাল থেকে এখানে কাজ করা শুরু করবে। কাল থেকে আমরা পর্যাপ্ত কর্মী ও দক্ষ শ্রমিক পাব।'

রামেসিস খেয়াল করলেন, তার নির্দেশনা অনুসারে দালানটির কাজ চলছে। তিনি এখনই প্রার্থনা-ঘর, থামসহ হলঘর, উৎসর্গ বেদি, গবেষণাগার, গ্রন্থাগারের ছবি মনের চোখে দেখতে পাচ্ছেন... পাথরের শিরায় লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে যাবে।

রামেসিস নেফারতারির সঙ্গে পবিত্র জায়গাটা ঘুরে ঘুরে সব নির্মিতব্য জায়গাগুলোর বর্ণনা দিতে লাগলেন। এমনভাবে সবকিছুর বর্ণনা করছেন, যেন এখনই খোদাই করা দেয়াল আর হায়রোগ্লিফ অংকিত থামগুলো দেখতে পাচ্ছেন দিব্যদৃষ্টিতে।

'রামেসিয়াম তোমার সেরা কীর্তি হবে।'

'হয়তোবা।'

'তুমি সন্দেহ করছো কেন?'

'কারণ সারা দেশে এরকম আরও অনেক মন্দির বানানোর ইচ্ছে আছে আমার। দেবতাদের জন্য শত শত ঘর বানাব। আমি চাই, আমার দেশ তাদের শক্তিতে সিক্ত হয়ে উঠুক। মিশরকে পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গে পরিণত করতে চাই আমি।'

'তোমার অমর মন্দিরের সৌন্দর্য ছাড়িয়ে যাবে কোনটি?'

'নুবিয়ায় এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। একটা হাতি। সে আমাকে অসাধারণ এক জায়গায় নিয়ে যায়।'

'জায়গাটার কোনও নাম আছে?'

'আবু সিমবেল। নাবিকরা এ জায়গায় বিরতি নেয়। দেবী হাথোর জায়গাটার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। নীল এ জায়গায় সবচেয়ে সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। মন্দির বানানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বেলেপাথর আছে ওখানে। একেবারে আদর্শ এক জায়গা।'

'কিন্তু এত দক্ষিণে... কাজটা খুব কঠিন হবে না?'

'আমরা সহজ করে নেব।'

'তোমার আগে কোনও ফারাও এমন কাজের উদ্যোগ নেননি।'

'সত্যি। তবে আমি সফল হব। আবু সিমবেলের সৌন্দর্য দেখার পর থেকে, জায়গাটার কথা ভুলতে পারছি না। আমি নিশ্চিত, হাতিটা দেবতাদের পক্ষ থেকে

পাঠানো দূত। আবু শব্দের অর্থ হাতি। মিশরের নতুন যুগের সূচনা নুবিয়ার প্রাণকেন্দ্র, আবু সিমবেল থেকেই শুরু হবে। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এটিই একমাত্র উপায়।'

'একথা শুনলে লোকে তোমাকে স্রেফ পাগল বলবে।'

'আমি জানি। কিন্তু এই পাগলামিই আমার *কা*-এর বহিঃপ্রকাশ। আমার ভেতর যে আগুন আছে, তার বাস পাথরে। লুক্সর, পাই-রামেসিস, আবু সিমবেল প্রতিটা আমার আকাঙ্ক্ষা এবং মস্তিষ্কপ্রসূত। আর দশজন মানুষের মতো দিন কাটিয়ে দিলে তো ফারাও হবার কোনও অর্থ থাকে না।'

'তোমার কাঁধে মাথা রেখে তোমার ভালবাসায় নিরাপদ বোধ করি আমি। তুমিও আমার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে পারো।'

'আমার নতুন প্রকল্পে তোমার সম্মতি আছে?'

'আবু সিমবেলের ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবো। তোমার অন্তর্দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল ও আত্মবিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর সিদ্ধান্ত নাও।'

কারখানা, গুদামঘর, ব্যারাক অধিকৃত হবার জন্য প্রস্তুত। প্রধান সড়কগুলো আবাসিক এলাকা থেকে শুরু হয়ে মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে। মন্দিরগুলোতে এখনও নির্মাণ কাজ চলছে। তবে ভেতরে পূজার কাজ চালানো যাবে।

ইট-প্রস্তুতকারীদের কাজ শেষ হয়েছে। তাদের জায়গা নিয়েছে চিত্রশিল্পীরা। রামেসিস কি তাদের কাজে খুশি হবেন?

মোজেস প্রাসাদের ছাদে উঠে গভীর মনোযোগ দিয়ে শহরটা দেখতে লাগল। ফারাও-এর মতো, সেও অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে কেবল তার সযত্ন সংগঠন আর শ্রমিকদের পরিশ্রমই যথেষ্ট ছিল না। সেই সাথে প্রবল উৎসাহের কারণেই এ কাজ সম্ভব হয়েছে। এই উৎসাহ কোনও পার্থিব জায়গা থেকে হয়নি, স্বর্গ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। ঈশ্বর তার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ এ অদম্য উৎসাহের স্ফুলিঙ্গ ওদের দান করেছেন। আর তাই মোজেস এ শহর ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করতে চায়। আমন, সেট'দের মতো দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে চায় না সে। এমন অসামান্য এক প্রতিভা ওই সব মূক মূর্তিগুলোর জন্য নষ্ট করা হলো...

তার পরবর্তী শহর তার নিজের দেশের পবিত্র মাটিতে এক ঈশ্বরের জন্য তৈরি করবে সে। রামেসিস যদি সত্যিই তার আত্মার বন্ধু হয়, তাহলে তাকে বুঝবে।

মোজেস ব্যালকনির প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

মিশরের রাজা ছোটখাটো কোনও বিরোধিতাও সহ্য করবেন না। আখেনাতেন-এর কোনও অনুসারীকে সিংহাসন ছেড়ে দেয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার।

নিচে, প্রাসাদের একপাশের প্রবেশদ্বারে ওফির দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে?' জাদুকর ওকে ডাকল।

'উপরে এসো।'

ওফির যেকোনও জায়গায় ভিড়ে মিশে যেতে পারে।

'আমি হার মেনে নিচ্ছি,' মোজেস ঘোষণা দিল। 'আমাকে বুঝিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

জাদুকর ঠাণ্ডা চোখে ওকে জরিপ করল। 'তোমার মত পরিবর্তনের মতো কিছু ঘটেছে?'

'আমি আগাগোড়া ভেবে দেখেছি। এ যুদ্ধে আমরা শুরুও আগেই হেরে বসে আছি।'

'আমি তোমাকে জানাতে এসেছিলাম যে, আমাদের দল ধীরে ধীরে ভারি হচ্ছে। অনেক প্রভাবশালী লোক বিশ্বাস করেন, এক ঈশ্বরের আশীর্বাদে লিটার সিংহাসনে বসা উচিত। সেক্ষেত্রে, হিব্রুরা মুক্তি পাবে।'

'তুমি বলতে চাইছো, রামেসিসকে হারাতে পারবে? পাগল হয়ে গেছো তুমি?'

'আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়।'

'তুমি কি মনে করো, আমাদের ধর্মোপদেশ ওর মনে দোলা দেবে?'

'কে বলেছে, আমরা শুধু উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হব?'

মোজেস অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওফিরের দিকে তাকাল।

'তুমি নিশ্চয়ই রক্তপাতের কথা বলছো না...'

'তা-ই বলছি আমি, মোজেস। তুমিও আমার মতো করে ভেবেছো। এজন্যই এত বিচলিত তুমি। আখেনাতেনের পরাজয় ও মৃত্যুর একমাত্র কারণ হলো, তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে কোনও শক্তি প্রয়োগ করতে রাজি হননি। রক্তপাত ছাড়া কোনও যুদ্ধ জেতা যায় না। রামেসিস কখনও-ই আমাদের মেনে নেবে না। ওর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। আর সে যুদ্ধে তুমি হিব্রুদের নেতৃত্ব দেবে।'

'শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে মানুষ মারা যাবে। তুমি কি এমন হত্যাযজ্ঞই চাও?'

'তোমার লোকদের প্রস্তুত করো। ওরা জিতবে, ঈশ্বর ওদের পক্ষে।'

'আমি তোমার আর কোনও কথা শুনতে চাই না, ওফির। এখনই এখান থেকে ভাগো।'

'তুমিও জানো, আমাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। তোমার ভেতরে যে তাগাদা দিচ্ছে, তাকে উপেক্ষা কোরো না। আমরা দুজন একসঙ্গে প্রান দিয়ে লড়ব। ঈশ্বর আমাদের বিজয় উপহার দেবেন।'

পঞ্চান্ন

সিরীয় বণিক রাইয়া আনমনে দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। ব্যবসার পসার বেড়ে চলেছে। তার সংরক্ষিত মাংস আর এশিয়ান তৈজসপত্রের গুণমান খুব সহজেই মেমফিস ও থিবসের উচ্চবিত্ত ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। ওদিকে আবার নতুন রাজধানী, পাই-রামেসিসের কল্যাণে আরও নতুন দোকানপাট খোলার সুযোগ মিলবে। এরিমাঝে রাইয়া বাণিজ্যিক এলাকার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে দোকান বসানোর অনুমতি যোগাড় করে ফেলেছে।

সিরিয়া থেকে শ'খানেক মূল্যবান তৈজসপত্র আনিয়েছে সে। আনকোরা নতুন আঙ্গিকের প্রতিটা তৈজসপত্রই যেন অতুলনীয়। সঙ্গত কারণে দামটাও বেশ চড়া। ব্যক্তিগতগতভাবে রাইয়া মনে করে, মিশরীয় কারিগরদের কাজ আরও বেশী উন্নত। তবে বিদেশী জিনিসপত্রের প্রতি আমজনতার ঝোঁক বেশী থাকে। আর সে কারণেই তার পকেট ভারি হচ্ছে।

হিট্টিরা শানারের কাছে রামেসিসের বিরুদ্ধে নিযুক্ত নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তবে একবারের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, হাল ছেড়ে দিয়েছে রাইয়া। ফারাও চারপাশ থেকে সুরক্ষিত। আর তাছাড়া সিরীয়দের দিক থেকে আবার কোনও ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করলে, তদন্তকারীদের চোখ তার দিকেই পড়বে।

গত তিন বছরে, রামেসিস নিজেকে তার বাবার মতোই শক্তিশালী শাসক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তারুণ্যের বলে বলীয়ান এই শাসক যেন বেগবান জলস্রোতের মতো ক্ষিপ্ত। সকল বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলেছেন।

জাহাজে করে আসা চালান বুঝে নিচ্ছে রাইয়া। নতুন জিনিসপত্রের মাঝে দু'টো শ্বেতপাথরের ফুলদানি রাখা।

স্টোররুমের দরজা বন্ধ করল সে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিশ্চিত হলো, আশেপাশে কেউ নেই। এরপর ফুলদানির ভেতর হাত ঢুকাল। ছোট্ট একটা লাল ফোঁটা দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা ফুলদানি ওটা।

রাইয়া সংকেতটার অর্থ জানে। দক্ষিণ সিরিয়া থেকে পাঠানো হিট্টিদের এই বার্তা বুঝতে একদমই বেগ পেতে হলো না।

বিস্মিত অবস্থায় বার্তাটা নষ্ট করে দিল এই গুপ্তচর। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

'চমৎকার,' শানার বলল। নীলরঙা হংসকণ্ঠি ফুলদানিটা তার বেশ পছন্দ হয়েছে। 'দাম কত, রাইয়া?'

'মাননীয় শানার, আপনি অভয় দিলে বলতে পারি। দাম একটু বেশী, তবে জিনিসটা সত্যিই অতুলনীয়।'

'সেটাই তো জানতে চাচ্ছি। বলে ফেলো।'

বুকের কাছে ফুলদানিটাকে আঁকড়ে ধরল রাইয়া। এরপর রামেসিসের বড় ভাইয়ের পিছুপিছু পা বাড়াল বাড়ির ছাউনিঘেরা বারান্দার দিকে। একমাত্র এ জায়গাতেই নির্ভয়ে কথা বলা যাবে, কেউ কিছু শুনতে পাবে না।

'আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি, রাইয়া, তুমি কোনও জরুরী আদেশ পেয়েছ!'

'জ্বি, জনাব।'

'কী হয়েছে খুলে বলো।'

'আমাদের মিত্রপক্ষ আক্রমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

শানার মনে মনে এরকম সংবাদের জন্য অপেক্ষা করলেও, কিছুটা ভীত হয়ে পড়ল। সে ফারাও হলে মিশরীয় সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দিত। সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া পাহারা বসাত। তবে, মিশরের সবচেয়ে ভয়াবহ শত্রু তাকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে শোধ নেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে এবার। এ সুযোগটা কাজে লাগাতেই হবে।

'আরেকটু ভেঙে বলতে পারবে, রাইয়া?'

'আপনাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'তা অবশ্য ঠিক, জনাব। আমার বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। এই সিদ্ধান্তের ফলে নিঃসন্দেহে মিশর আর সিরিয়ার সম্পর্কের রূপ পাল্টে যাবে।'

'তার চেয়েও বেশী, রাইয়া। সমগ্র বিশ্বের ভাগ্য নির্ভর করছে এর ওপর। যে নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে তার প্রধান কুশীলব হবো আমরাই।'

'কিন্তু আমি তো এক গুপ্তচর মাত্র।'

'হিট্টিদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের মাধ্যম হবে তুমি। আমার পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্ভর করছে তোমার দেয়া তথ্যের ওপর।'

'আপনার কথা শুনে বিষয়টাকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

'আমরা জয় লাভ করার পর, তুমি কি মিশরে থাকতে চাও?'

'আমি এখানেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।'

'তুমি ধনী হবে, রাইয়া। উপকারের কথা আমি কখনও ভুলি না।'

বণিক কুর্নিশ করল। 'সত্যিই আপনি মহানুভব, রাজকুমার। আপনার সেবা করতে পেরে আমি ধন্য।'

'বিস্তারিত কিছু জানো?'

'এখনও পর্যন্ত না।'

শানার কয়েক পা এগোল, রেলিং-এ ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। উত্তর দিকে চোখ ফেরাল তারপর।

'আজ এক বিশেষ দিন, রাইয়া। একদিন আমরা বলতে পারব, এই দিনের মাধ্যমেই সূচনা ঘটেছিল রামেসিসের পরিসমাপ্তির।'

আহসার মিশরীয় রক্ষিতা সত্যিকার অর্থেই একটা রত্ন। আমোদপ্রবণ, উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর। বিছানায় প্রতিনিয়ত নতুন সব কলাকৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা রাখে সে। প্রেমের খেলায় মেতে ওঠার সময় নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাতে চায় আহসা। প্রেয়সীর পায়ের বৃদ্ধাংগুলি মাত্র মুখে পুরতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার পরিচারক বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল। আগে থেকে মানা করা সত্ত্বেও এমন আচরণে ক্ষিপ্ত হলো আহসা।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল সে। রাগের মাথায় নিজের নগ্ন শরীর ঢাকার কথাও ভুলে গিয়েছে।

'ক্ষমা করবেন, জনাব। আপনার অফিস থেকে জরুরী সংবাদ এসেছে।'

কাঠের ফলকে থাবা দিল আহসা। 'জলদি বলে ফেলো।'

রাত দু'টোর সময় মেমফিসের রাস্তাঘাট একদম নির্জন। ঘোড়া ছুটিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ি থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাল আহসা। একবারে চার ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে অফিসে ঢুকল। সেক্রেটারি ভেতরে বসে অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

'ভাবলাম, আপনাকে এক্ষুনি জানানো দরকার।'

'কী ব্যাপারে?'

'উত্তর সিরিয়া থেকে ডাক পাঠিয়েছে আমাদের এক চর।'

'এবার যদি কোনও মিথ্যা সংকেত হয়, তোমার খবর আছে।'

'প্যাপিরাস স্ক্রলের নিচের দিকটা ফাঁকা দেখাচ্ছিল। প্রদীপের শিখার ওপর মেলে ধরতেই আগুনের তাপে দুর্বোধ্য কিছু অক্ষর ফুটে উঠল সেখানে। হায়ারোগ্লিফের এই লেখার পদ্ধতি কখনও কখনও একেবারে পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে এই চিঠি যে আসলেই সিরিয়াতে স্থাপন করা মিশরীয় গুপ্তচরের কাছ থেকে এসেছে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

আহসা বার্তাটি কয়েকবার পড়ল।
'এখন বুঝেছেন, কেন আপনার কাছে তাড়াহুড়ো করে লোক পাঠিয়েছি?'
'তুমি এখন যেতে পারো।'
আহসা একটা মানচিত্র হাতে নিয়ে তথ্যগুলো যাচাই করে দেখতে লাগল। তার হিসাবনিকাশ ঠিক হলে দুঃসংবাদ সমাগত।

'এখনও তো সূর্যই ওঠেনি,' হাই তুলল শানার।
'পড়ুন এটা,' গুপ্ত বার্তাটা এগিয়ে দিল আহসা।
বড় করে চোখ মেলল শানার। 'কী? হিট্টিরা কেন্দ্রীয় সিরিয়ার কয়েকটা গ্রামের দখল নিয়েছে! মিশরের প্রভাব বলয়ের মাঝে ঢুকে পড়েছে...'
'বার্তাটা তো একেবারেই স্পষ্ট, তা-ও বুঝতে পারছেন না!'
'কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। হয়তো বা তারা শুধু নিজেদের ক্ষমতা ঝালাই করে নিচ্ছে।'
'এবারই তো প্রথম নয়। অবশ্য হিট্টিরা কোনওদিন দক্ষিণ সিরিয়ার দিকে এতটা এগোয়নি।'
'কী বুঝতে পারলে এই সংবাদ থেকে?'
'দক্ষিণ সিরিয়ায় তারা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রচারণা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।'
'নিশ্চিত হয়ে বলছ, নাকি অনুমান?'
'অনুমান করছি।'
'নিশ্চিত হবো কীভাবে?'
'পরিস্থিতির আলোকে আমার ধারণা, সামনে আরও বার্তা পেতে যাচ্ছি আমরা।'
'যাই হোক না কেন, যতদিন সম্ভব ব্যাপারটা চেপে যেতে হবে।'
'সেক্ষেত্রে খানিকটা ঝুঁকি নেয়া হবে।'
'আমি জানি, আহসা। কিন্তু তাছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই। আমরা রামেসিসকে বসিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, হিট্টিরা একদম অস্থির হয়ে পড়েছে। যতদিন সম্ভব মিশরীয় সেনাবাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে।'
'আমি সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না,' আহসা আপত্তি জানাল।
'কেন?'
'প্রথমত, কাজটা করলে আমরা বড়জোর মাত্র কয়েকটা দিন সময় পাব। আর দ্বিতীয়ত, আমার সেক্রেটারি জানে যে, রাতে একটা জরুরি বার্তা এসেছে। রাজাকে জানাতে দেরি করলে, অত্যন্ত সন্দেহজনক দেখাবে বিষয়টা।'
'কিন্তু ঘাপটি মেরে বসে থেকেও তো কোন লাভ হবে না!'

'ভুল বললেন, শানার। রামেসিস আমাকে গুপ্তবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছে। ও আমাকে বিশ্বাস করে। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, আমি যা বলব তাই বিশ্বাস করবে সে।'

শানারের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'বেশ বিপদজনক কৌশল। লোকে বলে রামেসিস নাকি মনের কথা বুঝতে পারে।'

'একজন কূটনীতিক কখনও ভাষার সাহায্যে চিন্তা করে না। সে কাজ চালায় সংকেতের মাধ্যমে। আমি তাকে সতর্ক করব মাত্র, আপনি আবার উদ্বেগের সাথে আলোচনা করবে। এতে আপনি নিজে আরও বেশী বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠবেন।'

শানার একটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিল। 'দুর্দান্ত বুদ্ধি, আহসা।'

'আমি রামেসিসকে চিনি। তার অন্তর্দৃষ্টি অবমূল্যায়ন করার মতো মারাত্মক ভুল আর নেই।'

'আমি রাজি। তোমার দৃশ্যকল্পই অনুসরণ করব আমরা।'

'তবে একটা সমস্যা থেকেই যায়, হিট্টিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও নিশ্চিত নই আমরা।'

শানার তাদের উদ্দেশ্য জানে। কিন্তু সেটা আহসাকে জানানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পরিস্থিতি খারাপ হলে-ওকেও তার হিট্টি বন্ধুদের কাছে উৎসর্গ করে দিতে হতে পারে।

ছাপান্ন

এক দালান থেকে অন্য দালানে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোজেস, এটার দেয়াল দেখছে তো ওটার জানালা। পুরো শহর জুড়ে রথ চালাচ্ছে যুবক। যেখানে যেখানে কাজ ধীরে চলছে বলে মনে হচ্ছে, সেখানে তাড়া দিচ্ছে। পাই-রামেসিসের উদ্বোধনের জন্য রামেসিস আর নেফারতারি অল্প কয়েকদিনের মাঝেই চলে আসবেন। এই অল্প সময়ের মাঝেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তাও ভালো যে ইট নির্মাতারা কাজে হাত লাগাবার সম্মতি জানিয়েছে। তবে আশার কথা হলো, এতকিছুর পরও মোজেসের জনপ্রিয়তায় এক বিন্দু ভাটা পড়েনি!

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, সন্ধ্যাটা হিব্রু ভাইদের সাথে আলোচনা করেই কাটিয়ে দেয় সে। চুপচাপ শোনে তাদের আফসোসের কথা, আশার গল্প। না চাইতেই পেয়ে যাওয়া নেতার পদটায় আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসছে সে। যদিও ওর আদর্শ অধিকাংশ পুরুষকে ভয় পাইয়ে দেয়, শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের হাতছানি তার অস্বীকারও করতে পারে না। পাই-রামেসিসের বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ হলে, তারপর কী করবে মোজেস? এই প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে। ও কী হিব্রুদেরকে নতুন এক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে?

কেউ জানে না, ক্লান্ত পরিদর্শক রাতে ঘুমের মাঝে কেবলই ছটফট করে, তার দুঃস্বপ্নগুলোতে হানা দেয় ওফিরের চেহারা। আতনের প্রচারক সত্য কথাই বলেছে। যখন মুখোমুখি দাঁড়াবে ও আর রামেসিস, তখন শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। হয়ত রক্তক্ষয়ের সাহায্য নিতে হবে!

রামেসিসের অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে শেষ করেছে মোজেস, মিশরের ফারাও এখন আর কোনও দাবী নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। কিন্তু বাল্যবন্ধুর প্রতি দায় কী এতো সহজে শেষ হয়? রামেসিসকে আসন্ন বিপদের ব্যাপারে জানাতেই হবে। আর তখনই কেবলমাত্র নিজেকে মুক্ত, স্বাধীন ভাবতে পারবে ও।

রাজদূতের কথা অনুসারে, ফারাও এবং তার স্ত্রী পরদিন দুপুরের মাঝেই এসে উপস্থিত হবেন। আশেপাশে গ্রামগুলোর অধিবাসীরা এরিমাঝে পাই-রামেসিসে এসে ভীড় জমিয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক লোককে সামলাতে পুরোপুরি ব্যর্থ নিরাপত্তাকর্মীরা।

মোজসে চাচ্ছিল, শেষ ঘণ্টা কয়টা শহরের বাইরের দিককার স্থাপনাগুলো পরীক্ষা করে কাটাবে। কিন্তু পাই-রামেসিস থেকে বের হবে, এমন সময় এক আর্কিটেক্ট ওর কাছে দৌড়ে এলো।

'মূর্তিটা...বিশাল মূর্তিটা আলগা হয়ে গিয়েছে!'

'আমনের মন্দিরেরটা?'

'হ্যাঁ, পিছলে যাওয়া বন্ধ করতে পারছি না।'

'আগেই বলেছিলাম, কেউ যেন ওটা স্পর্শ পর্যন্ত না করে!'

'ভেবেছিলাম-'

কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই রথ ঘুরিয়ে ফেলল মোজেস, ছোটাল শহরের প্রাণকেন্দ্রের দিকে। আমনের মন্দিরের সামনে বিশৃংখল এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুইশ টন ওজনের একটা মূর্তি ছিল ওখানে, রামেসিসকে সিংহাসনে বসা অবস্থায় যাতে দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেই মূর্তিটা পিছলে সামনের দিকে হেলে পড়ছে! হয়ত সেটা দালানগুলোর সাথে ধাক্কা খেয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটাবে আর নয়ত মাটিতে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। রামেসিসকে এই দৃশ্য দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে মোজেস? অসম্ভব!

পঞ্চাশ জনের মতো মানুষ মরিয়া হয়ে মূর্তিটার গায়ে দড়ি বেঁধে টানছে। কিন্তু এরিমাঝে রশির অনেক জায়গা ছিঁড়ে গিয়েছে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল মোজেস।

'ফোরম্যান উপড়ে উঠে মূর্তিটাকে জায়গামতো বসাতে চেয়েছিল। হঠাত পরে যায়, মূর্তির নিচের স্লেজটা থামাতে চেষ্টা করে ছিল উপস্থিত লোকেরা। কিন্তু উল্টো ওটা রাস্তায় এসে পড়ে। এরপর তো অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন।'

'পঞ্চাশ জন কেন? এই মূর্তি থামাতে একশ পঞ্চাশজন দরকার!'

'আর কাউকে পাচ্ছি না।'

'বুঝেছি, এখন যাও। দুধের পাত্র নিয়ে এসো।'

'কতগুলো?'

'হাজার হাজার, যতগুলো পাও। তাড়াতাড়ি!'

মোজেসকে কাজে নামতে দেখে, চুপ হয়ে গেল উপস্থিত শ্রমিকেরা। ওকে মূর্তির ডান দিকে উঠে স্লেজের সামনের দিকে দুধ ঢালতে দেখে আশাবাদী হয়ে উঠল সবাই। দুধ পেতে যেন দেরি নাহয়, সেজন্য আলাদা একটা লাইন তৈরি করে ফেলল সবাই।

আস্তে আস্তে, আরও অনেকের সহায়তা নিয়ে মূর্তিটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো

'এবার ব্রেক বসাও!' চীৎকার করে বলল মোজেস।

সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ল ত্রিশ জন মানুষ, খাঁজকাটা কাঠের টুকরাটা বসিয়ে দিল জায়গামতো। আর কোনও চিন্তা নেই, আমনের মন্দিএর ঠিক সামনে বসে রইবে রামেসিসের মূর্তি।

ঘামে জবজব করছে মোজেসের দেহ, চেহারায় রাগের আভা স্পষ্ট। অবশ্যম্ভাবী শাস্তির ভয়ে কেঁপে উঠল উপস্থিত শ্রমিকদল।

'কে? কে এই ঝামেলার জন্য দায়ী?'

'এই যে, এই লোক।' বলে দুজন শ্রমিক অ্যাবনারকে সামনে ঠেলে দিল। ধাক্কার চোটে মোজসের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল বেচারা।

'আমাকে ক্ষমা করুন,' কাতর কণ্ঠে বলল সে। 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আমি...'

'তুমি ইট নির্মাতাদের একজন না?'

'জি, আমার নাম অ্যাবনার।'

'তাহলে এখানে কী করছ?'

'লু...লুকিয়ে ছিলাম।' ঢোক গিলল অ্যাবনার।

'পাগল হয়ে গিয়েছ নাকি?'

'আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, মহামান্য।'

অ্যাবনার একজন হিব্রু, অন্তত ওর কথা তো শোনা উচিত-ভাবল মোজেস। বেচারার ভয়ে বিহ্বল হয়ে থাকা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

'আমার সাথে এসো।'

এক মিশরীয় আর্কিটেক্ট সামনে এগিয়ে এলো। 'এই লোকটা অনেক বড় মাপের অপরাধ করেছে। যদি একে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে ওর সহকর্মীদের অপমান করা হবে।'

'আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে সিদ্ধান্ত নেব।'

প্রধান পরিদর্শককে বাউ করে শ্রদ্ধা জানালো মিশরীয় লোক। কিন্তু মনে মনে ভাবল, এই অপরাধী যদি মিশরীয় হতো, তাহলে এতোটা নরম হতেন না মোজেস।

অ্যাবনারকে নিজের রথে তুলে নিল মোজেস, একটা রশি দিয়ে কষে বাঁধল।

'এক দিনের জন্য যথেষ্ট বার পড়া-পড়ি হয়েছে, কী বলো?'

'মোজেস, আমাকে ক্ষমা করে দিন!'

'সামলাও নিজেকে। কী হয়েছে সব বলো।'

মোজসের ঘরের সামনে একটু খোলামেলা একটা জায়গা আছে, সেখানেই নামল দুজনে। বড় একটা জাগের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল সে।

'আমার কাঁধের উপর আস্তে আস্তে পানি ঢেলে দাও।' অ্যাবনারকে নির্দেশ দিল।

চুপচাপ আদেশ পালনে মন দিল অ্যাবনার।

'কী হলো, কথা বলছ না যে?' জানতে চাইল মোজেস।

'আমি ভয় পাচ্ছি।'

'কীসের ভয়?'

'একজন আমার পিছে লেগেছে।'

'কে?'

'নাম বলতে পারব না।'

'না বললে তো আর আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না। তাহলে, তোমাকে শাস্তি মেনে নিতে হবে।'

'না! তাহলে আমি আর কখনও কাজ পাব না!'

'তেমনটাই তো হওয়া উচিত।'
'নাহ! আমি অভয় চাই।'
'দিলাম, এবার বলো।'
'আমাকে ভয় দেখিয়ে বেতন কেড়ে নেয়া হচ্ছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অ্যাবনার।
'কে নিচ্ছে?'
'এক মিশরীয়।'
'ঝেড়ে কাশো তো!'
'আমি ওর নাম বলতে পারব না। লোকটা প্রভাবশালী।'
'তাহলে আমার সাহায্যের আশা ছেড়ে দাও।'
'কিন্তু আপনাকে বললে, ও আমার আরও বড় কোনও ক্ষতি করে বসতে পারে।'
'আমাকে বিশ্বাস করো না?'
'করি, এমনিতেই ভেবেছিলাম আপনাকে জানাই। কিন্তু ভয়ে পারিনি।'
'ভয়ে কাঁপা বন্ধ করে, আমাকে নামটা জানাও। বাকিটা আমি দেখছি।'
অ্যাবনার এমনভাবে কেঁপে উঠল যে হাত থেকে পাত্রটা নিচে পড়ে গেল। 'সারি।'

প্রধান বিল ধরে পাই-রামেসিসে এসে উপস্থিত হলো রাজকীয় নৌ-বাহিনী। প্রত্যেক সভাসদ রাজা-রানির সাথে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। নব নির্মিত রাজধানী দেখার জন্য কারও তর সইছে না। আসলে ফারাও এর অনুগ্রহ পেতে চাইলে, সেখানে থাকতে হবে তাদের। অবশ্য ভ্রূ কুঁচকেও অনেকে নতুন রাজধানীর দিকে তাকাচ্ছেঃ এত অল্প সময়ে বানানো একটা শহর কী মেমফিসের বিপরীতে দাঁড়াতে পারে নাকি! রামেসিস বিশাল বড় এক ধাক্কা খেতে যাচ্ছেন।

জাহাজের সামনের অংশে দাঁড়িয়ে প্রবাহমান নীল নদকে দেখছেন ফারাও। পেছন থেক চুপিসারে শানার এসে ভাইয়ের পাশে দাঁড়াল।

'আমি জানি, সময়টা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার অনুপযুক্ত। কিন্তু না বলে পারছিও না।'
'এখনই বলতে হবে?'
'হ্যাঁ। যদি আরও আগে তোমার সাথে কথা বলতে পারতাম, তাহলে এখন বিরক্ত করতে আসতাম না। কিন্তু তোমার কোনও হদীস ছিল না।'
'ঠিক আছে, শানার। বলে ফেলো।'
'আমাকে স্বরাষ্ট্র সচিব করার জন্য ধন্যবার জানাই। আশা ছিল, তোমাকে শুধু সুসংবাদই শোনাতে হবে।'
'কিন্তু এখন সেই আশা ভঙ্গ হয়েছে?'
'তথ্য যা পাচ্ছি, তাতে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তোমার নজর রাখা দরকার।'
'অল্প কথায় বলো তো!'

'হিট্টিরা আমাদের মৃত পিতার স্থাপন করা সীমানা পেরিয়ে, সেন্ট্রাল সিরিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছে।'

'তথ্যটা কি সত্য? নাকি গুজব?'

'এখনও নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না, তবে তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাচ্ছিলাম। এমনটা আগেও হিট্টিরা করেছে। আমাদেরকে খোঁচা দিয়ে আবার গর্তে গিয়ে সেঁধিয়েছে। আশা করি এবারও তেমন হবে। কিন্তু প্রস্তুত থাকতে তো আর ক্ষতি নেই।'

'আচ্ছা, আমি ব্যাপারটা মাথায় রাখব।'

'বিশ্বাস করছ না?'

'তুমি তো নিজেই বললে, এখনও নিশ্চিত করে তথ্যটার সত্যতা জানাতে পারছ না। পারলে জানিও।'

'আপনি যেমনটা বলেন, মহামান্য।'

প্রবল স্রোত বইছে, বাতাসও অনুকূলে। নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলছে জাহাজ। কিন্তু শানারের জানানো তথ্যটা রামেসিসকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওর বড় ভাই কি আন্তরিকভাবেই নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট? নাকি বানিয়ে বানিয়ে এতগুলো কথা শুরু তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলে গেল?

সেন্ট্রাল সিরিয়া...আগে এই এলাকায় কোনও পক্ষের সেনাবাহিনীই মোতায়েন করা হয়নি। গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সন্তুষ্ট ছিল সবাই। সেটি যখন থেকে হিট্টিদের শক্ত ঘাটি কাদেশ জয় করেও দখল না করে ছেড়ে দিলেন, তখন থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে বড়জোর ছোট-খাট কিছু লড়াই হয়েছে।

হয়ত পাই-রামেসিসের নির্মাণ হিট্টিদেরকে খুঁচিয়ে তুলেছে। হাজার হলেও, জায়গাটার অবস্থান ওদের জন্য হুমকীই। ওরা নিশ্চয় ভেবেছে যে যুবক ফারাও এবার এশিয়া আর হিট্টি সাম্রাজ্যের দিকে নজর তুলে তাকিয়েছেন। এখন মাত্র একজন ব্যক্তিই সঠিক পরিস্থিতিটা তাকে জানাতে পারেঃ আহসা।

আচমকা মাস্তুলের উপর থেকে ভেসে আসা চিৎকারে তার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল।

'আহয়,:, পোতাশ্রয় দেখা যাচ্ছে। পাই-রামেসিস দেখতে পাচ্ছি!'

সাতান্ন

আলোর পুত্র, পাই-রামেসিসের প্রধান রাস্তা ধরে একা একা রথ চালিয়ে আমনের মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। মধ্য-দুপুরের রোদে তাকে ঠিক প্রাণদায়ী সূর্যের মতো লাগছে। রথটানা ঘোড়া দু'টোর পাশে তার সিংহটা মাথা উঁচিয়ে, বাতাসে কেশর উড়িয়ে ছুটছে।

সম্রাটের ক্ষমতা, এবং দেহরক্ষী হিসেবে পশুরাজকে পোষ মানানোর জাদু দেখে রাস্তার দু'পাশের জনগণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অলৌকিক এই ঘটনা দেখে তারা প্রথমে চুপ হয়ে গেল। চারপাশে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। সহসা একটা চিৎকার ভেসে এলো: 'রামেসিস জিন্দাবাদ!' তারপর একে একে আরও একটা, দশটা, একশোটা, হাজারটা-গলা চিৎকার করে উঠল। জয়ধ্বনির আওয়াজে কান পাতা দায়। রাজা ধীর গতিতে, রাজকীয় ভঙ্গিতে রাস্তা ধরে চলছেন।

অভিজাত, ব্যবসায়ী, গ্রাম্য লোকজন সবাই উৎসবের পোশাক পরেছে। চুলে সজনে তেল মাখানো মাথাগুলো চকচক করছে। মহিলারা তাদের সেরা পরচুলা পরেছে। বাচ্চা আর চাকররা মুঠো ভরে রাজকীয় রথের পথে ফুল আর সবুজ পত্রপুঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

সবার জন্য ভূরিভোজনের আয়োজন করা হচ্ছে। নতুন রাজ প্রাসাদের পরিচারক এক হাজার ধবধবে সাদা পাউরুতির টুকরো, দশ হাজার কেক, শুকনো মাংস, দুধ, ক্যারব, আঙুর, ডুমুর, ডালিম আনার নির্দেশ দিয়েছে। তালিকায় আরও আছে রোস্ট করা হাঁস, মাছ, শসা, পেঁয়াজ। রাজকোষ থেকে আসা হাজার হাজার পাত্র সুরার কথা তো বলাই বাহুল্য। এর সঙ্গে আরও আছে আগের সন্ধ্যায় চোলাই করা বিয়ার।

রাজা তার রাজধানীর জন্মদিন উদযাপন করার জন্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

প্রত্যেক বাচ্চা মেয়ের পরনে রঙিন পোশাক। প্রতিটি ঘোড়াকে উজ্জ্বল কাপড়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে, প্রতিটি গাধার গলায় ফুলের মালা। পোষা কুকুর, বিড়াল, আর বানরগুলোর কপালে আজ বাড়তি খাবার জুটবে। বয়োবৃদ্ধদের সবার আগে খাবার পরিবেশন করা হবে। সিকামোর আর পারসিয়া গাছের প্রশান্ত ছায়ার নিচে বসে আরাম করবে তারা।

সরকারি চাকরি, জমি, পশুর জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা নেয়া হবে। আহমেনি সেসব আবেদন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। প্রাসাদের কর্মচারীদের আজ সবার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে বলে দেয়া হয়ছে। এছাড়া লোকজনকে ইচ্ছামতো ফুর্তি করতে দিতে আদেশ দেয়া দেয়া হয়েছে।

হিব্রুরাও আমোদপ্রমোদে উৎসবে যোগ দিয়েছে। এই নতুন রাজধানী গড়ে তোলার পেছনে রক্ত জল করা শ্রম দিয়েছে ওরা। তাদের এই সাফল্য ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

আগের দিন আরেকটু হলেই দূর্ঘটনাটা ঘটাতে যাওয়া মূর্তিটার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল রামেসিসের রথ। সাথে সাথে নীরবতা নেমে এলো চারপাশে।

স্বর্গের দিকে তাকালেন রামেসিস, বিশাল মূর্তিটার চোখে চোখ রাখলেন। উচ্চ আর নিু ভূমির মুকুট পরিহিত মূর্তিটা নিজের সিংহাসনে বসে আছে।

রামেসিস রথ থেকে নেমে এলেন। তিনিও দুই মুকুট পরেছেন। আর পাতলা, স্বচ্ছ লিনেনের ঢেউ খেলানো পোশাক পরেছেন। লিনেনের পোশাকের নিচে রূপার বেল্ট দিয়ে আটকানো সোনালি লিনেনের কিল্ট চকচক করছে। বুক ঢেকে রেখেছেন সোনার প্লেট দিয়ে। নিজের মূত্তির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুরু করলেন তিনি।

'আমার *কা*-এর প্রতিমূর্তি তুমি। আমার রাজত্বকাল ও শহরের আত্মা। আমি তোমাকে জীবিত বলে ঘোষণা করবে। তোমাকে আক্রমণ করার দূর্মতি যার হবে, তার মৃত্যু অবধারিত।'

সূর্য সরাসরি ফারাও-এর মাথার উপরে। তিনি তার প্রজাদের দিকে ঘুরলেন।

'পাই-রামেসিসের জন্ম হয়েছ। পাই-রামেসিস আমাদের রাজধানী!'

হাজার হাজার উৎসাহী গলা তার সঙ্গে সুর মিলাল।

রামেসিস আর নেফারতারির সারাটা দিন কেটেছে প্রশস্ত বৃক্ষশোভিত পথ, সড়ক ও গলি, পাই-রামেসিসের প্রতিটা অংশে ঘুরে ঘুরে। শহরের চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজমহিষী এর নাম দিলেন 'নীলকান্তমণির শহর'। নামটা মুহূর্তের মধ্যে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। রাজার জন্য মোজেসের এটা ছিল সর্বশেষ চমক। মৃৎপাত্র তৈরির কারখানা বানানোর বুদ্ধিটা রামেসিসের ছিল। কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, এত কম সময়ে এত বেশি টাইল প্রস্তুত করা যাবে, যে পুরো শহরটাকেই নীলচে টাইলে মুরে দেবে মোজেস!

রামেসিস যে উজির ও ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে মোজেসের নাম ঘোষণা করবেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা পরিষ্কার যে, তাদের দু'জনের বোঝাপড়া অসম্ভব ভালো এবং মোজেস নতুন রাজধানীকে নিয়ে ফারাও-এর চাহিদা আর আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে।

শানার রেগেমেগে আগুন হয়ে আছে। হিব্রুদের ওপর নিজের প্রভাব সম্পর্কে ওফির হয় মিথ্যে বলেছে, নয়তো ওর হিসেব করতে চূড়ান্তভাবে ভুল হয়েছে। মোজেস সরকারের উঁচু পদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রচুর টাকাপয়সাও আসবে ওর হাতে। ধর্মীয় বিভাজন নিয়ে এই মুহূর্তে রামেসিসের মুখোমুখি হওয়াটা ওর জন্য

আত্মহত্যার শামিল হবে। এছাড়া, তার লোকজন সুখেই আছে। এজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন চায় না তারা। শানারের একমাত্র মিত্র এখন হিট্টিরা। ভাইপারের মতো বিষাক্ত যদিও, তবুও মিত্র তো।

রাজপ্রাসাদে জাঁকালো অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রাসাদের হলঘর চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। মনোমুগ্ধকর এই পরিবেশে, নেফারতারিকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় লাগছে। রাজার যোগ্য সঙ্গিনী, রাজপ্রাসাদের জাদুকরি রক্ষক, প্রত্যেক সভাসদের সঙ্গে হেসে কথা বলছে। তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চাইছে।

অভ্যাগতদের প্রত্যেকে রঙিন, ছবি আঁকা টাইল করা মেঝের প্রশংসা করছে। বাগান, পুকুর, ফুটন্ত ফুল, প্যাপিরাসের ঝোপে ভেসে থাকা হাঁস, পদ্মফুল-এসব মনোরম দৃশ্য ফুটে উঠেছে মেঝের টাইলে। আবছা সবুজ, হালকা নীল, ধূসর সাদা, এবং বেগুনী রঙের সমন্বয় ঘটিয়ে যেন রঙিন এক কবিতা রচনা করা হয়েছে।

যারা সন্দেহ প্রকাশ করে ছিল, তাদেরকে একেবারে চুপ করিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। পাই-রামেসিসের মন্দিরের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে রুচি ও আভিজাত্যের দিক থেকে যে মেমফিস ও থিবসের মন্দিরের চেয়ে কোনও অংশে কম হবে না, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখনই। অভিজাত আর সরকারি কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে পাই-রামেসিসে নিজেদের বাড়ি কোথায় হবে, তা নিয়ে চিন্তা শুরু করে দিয়েছে।

এই শহরটা রামেসিসের আরেকটি অলৌকিক কাণ্ড...অলৌকিক ঘটনার এক অবিশ্বাস্য সুতো।

'আপনারা এখানে যা কিছু দেখছেন, তার কোনও কিছুই এই লোকটাকে ছাড়া সম্ভব হতো না,' মোজেসের কাঁধে একটা হাত রেখে ঘোষণা দিলেন ফারাও। অতিথিদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'রীতি অনুসারে এখন নিজের সিংহাসনে বসে থাকার কথা আমার, আর আমার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার কথা মোজেসের। আর ওর বিশ্বস্ত সেবার জন্য ওকে কিছু সোনার মোহর দিয়ে পুরস্কৃত করার কথা। কিন্তু ও আমার বন্ধু, আমার সবচেয়ে পুরানো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। এই শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি আমি; সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে মোজেস।'

রামেসিস মোজেসকে আন্তরিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। একজন ফারাও-এর পক্ষ থেকে যেকোনও মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান।

'মোজেস আর অল্প কয়েক মাস নির্মাণ প্রকল্পের প্রধান থাকবে। ওর জায়গায় নতুন একজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তারপর ও আমার পাশে দাঁড়িয়ে মিশরের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করবে।'

শানার যে ভয় পাচ্ছিল, সেটিই হলো। একদল সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে, এই দু'জনের যৌথ শক্তির মুখোমুখি হওয়া হাজারগুণ কঠিন কাজ।

আহমেনি আর সেটাউ মোজেসকে অভিনন্দন জানাল। ওরা মোজেসকে বিচলিত দেখে অবাক হলো। ভাবল, হয়তো আকস্মিক আবেগের কারণে এমন হচ্ছে।

'ও আমাকে যে-পথে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমার পছন্দ না,' ওদের বন্ধু প্রতিবাদ জানাল।

'তুমি দারুণ উজির হবে,' আহমেনি দৃঢ় স্বরে বলল।

'উজির হলেও তোমাকে কিন্তু রাজার লিপিকার ছোঁড়ার কাছে জবাবদিহি করতে হবে,' কৌতুক করে বলল সেটাউ। 'আসলে সব আদেশ তো ও-ই দেয়।'

'মুখ সামলে কথা বলো, সাপুড়ে!'

'খাবারটা দারুণ সুস্বাদু হয়েছে। লোটাস আর আমি যদি এখানে কয়েক প্রজাতির নতুন সাপ খুঁজে পাই, তাহলে কাছেপিঠেই থেকে যাব। আহসা'কে দেখেছো কেউ? ও নেই কেন এখানে?'

'জানি না,' আহমেনি জবাব দিল।

'কূটনীতিক মানুষ, এসব অনুষ্ঠানে থাকা উচিত ছিল ওর।।'

তিন বন্ধু দেখল, রামেসিস তার মা, টুইয়ার দিকে এগোচ্ছেন। কাছে গিয়ে মা'য়ের কপালে চুমই খেলেন তিনি। গম্ভীর, সুন্দর মুখে দুঃখের ছাপ বাদ দিলে, সেটি'র বিধবা স্ত্রী পুত্রের গর্বে ঝলমল করছেন। যখন তিনি ঘোষণা করলেন যে নিজেও পাই-রামেসিসে চলে আসবেন, তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন তার পুত্র।

প্রাসাদের পক্ষীশালা তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। তবে এখনও কোনও পাখি আনা হয়নি। রংবেরঙের বিচিত্র সব পাখি আনা হলে জায়গাটা কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠবে। একটা থামে হেলান দিয়ে, হাত দু'টো ভাঁজ করে, উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে মোজেস। রামেসিসের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না সে।

'তুমি আর আমি ছাড়া সবাই ঘুমাচ্ছে।'

'তোমাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, মোজেস। কালি কথা বললে হয় না?'

'না। আর অভিনয় করতে পারব না আমি।'

'অভিনয়?'

'আমি হিব্রু। আমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তুমি মিশরীয়, আর মূর্তিপূজা করো।'

'আবার সেই একই কথা! এসব কথা শুনতে চাই না আমি।'

'এসব কোথায় তুমি বিরক্ত হও, কারণ কথাগুলো সত্যি।'

'এসব নিয়ে তো আগেও কথা হয়েছে মোজেস। তোমার এক ঈশ্বর কি পৃথিবীর প্রতিটা কণার মাঝে নেই?'

'তিনি আর যাই হোক, ভেড়ার রূপ ধরে আবির্ভূত হন না!'

'আমার মতো তুমিও প্রাচীন এই শিক্ষাগুলো পেয়েছো।'

'এসব কিছুই মোহ। একজন মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।'

'একজন ঈশ্বর কি তার সৃষ্টির রূপ ধরতে পারেন না?'

'তোমার মন্দির আর মূর্তির প্রয়োজন পড়ে না তার।'

'আবারও বলছি তোমাকে, মোজেস। তোমার ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে।'

'নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে আমি জানি। তুমিও সে বিশ্বাস বদলাতে পারবে না।'

'তোমার ঈশ্বর যদি তোমাকে অসহিষ্ণু করে তোলেন, তাহলে সতর্ক থেকো। তিনি তোমাকে গোঁড়া বানিয়ে ফেলবেন।'

'তোমারই বরং সতর্ক হওয়া উচিত, রামেসিস! এ দেশে একটা আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। এখনও তেমন শক্তিশালী নয়, তবুও সে আন্দোলন সত্যের জন্য।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'তোমার পিতামহের সময়কার ফারাও আখেনাতেন আমাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পথ তৈরি করে গেছেন। আমার কথা শোনো। তা না হলে তোমার সাম্রাজ্য ধূলায় লুটিয়ে পড়তে পারে।'

আটান্ন

এখন কী করণীয়, মোজেস পরিষ্কার বুঝতে পারছে। সে রামেসিসের বিশ্বাসভঙ্গ করেনি। রামেসিসের বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্কও করে দিয়েছে সে। পরিষ্কার বিবেক নিয়ে নিজের পথে চলা শুরু করতে পারে এখন।

একমাত্র ঈশ্বর ইয়াওয়ে-এর আবাস পাহাড়ে। সে ঈশ্বরের সন্ধানে যাবে, তার এ যাত্রা যত কষ্টেরই হোক না কেন। অল্প কয়েকজন হিব্রু সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নিয়ে তার সঙ্গে মিশর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মাতৃভূমিকে চিরবিদায় জানাবার আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করা দরকার ওর।

শহরের পশ্চিমে সারী'র বাড়িতে যেতে বেশি সময় লাগে না। সারী'র বাড়িটা একটা পাম বাগানের মধ্যে অবস্থিত। মোজেস সারী'র বাড়িতে গিয়ে দেখল, তার পুরোনো শিক্ষক পুকুরপাড়ে বসে ঠাণ্ডা বিয়ার পান করছে।

'আরে, মোজেস! পাই-রামেসিসের আসল কারিগর! তোমাকে দেখে খুব খুশি লাগছে! বলো, কী উদ্দেশ্যে আমাকে সাক্ষাত দিয়ে সম্মানিত করেছো?'

'খুশী শুধু তুমিই হয়েছ। তোমার মতো একজনের সাথে দেখা করে নিজেকে সম্মানিত ভাবতে পারছি না।'

অপমানিত হয়ে উঠে দাঁড়াল সারী। 'তোমার সময় এখন ভালো যেতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার কোনও অধিকার নেই। মনে রেখো কার সঙ্গে কথা বলছো তুমি।'

'দ্বিতীয় সারির এক অপরাধীর সাথে।'

সারী মোজেসকে ঘুসি মারল। কিন্তু হিব্রু তার কবজি ধরে ফেলল। হাতের চাপে হাঁটু ভাঁজ করে পড়ে গেল সারী।

'অ্যাবনার নামের এক লোকের পিছনে লেগেছো তুমি।'

'কখনও এই নাম শুনিনি।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছো, সারী। ওকে হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে ওর বেতন কেড়ে নিয়েছো।'

'ও একটা হিব্রু ইট-প্রস্তুতকারী ছাড়া আর কিছু না।'

মোজেস আরও শক্ত করে তার কবজি চেপে ধরল। সারী গুঙিয়ে উঠল। 'আমিও একটা হিব্রু,' মোজেস বলল, 'কিন্তু হাত ভেঙে তোমাকে পঙ্গু করে দিতে পারি আমি।'

'তোমার সে-সাহস হবে না।'

'আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। অ্যাবনারকে জ্বালানো বন্ধ করো। নইলে তোমাকে দরবারে টেনে নিয়ে বিচার করব। শপথ করে বলো, ওকে আর বিরক্ত করবে না!'

'আমি... আমি কসম খেয়ে বলছি, ওকে আর জ্বালাব না।'

'ফারাও-এর নামে কসম কাটছো?'

'...ফারাও-এর নামে।'

'শপথ ভেঙে দেখো। তোমার দফারফা হয়ে যাবে।'

মোজেস ওকে ছেড়ে দিল। 'অল্পতে পার পেয়ে গেলে তুমি, বুড়ো।'

দেশ ছাড়ার তাড়া না থাকলে, সে সারীর বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা নিত। ও আশা করছে, ধমকেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু সারী'র বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেও তার মনে খচ খচ করতে থাকল। সারী'র কথায় আত্মসমর্পণ নয়, ঘৃণা টের পেয়েছে ও।

মোজেস একটা পাম গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে।

হাতে একটা মুগুর নিয়ে সারী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। দক্ষিণে ইট-প্রস্তুতকারীদের কোয়ার্টারের দিকে এগোচ্ছে সে।

পুরোনো শিক্ষকের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে থাকল মোজেস। একসময় অ্যাবনারের বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেখল। প্রায় সাথে সাথে ভেতর থেকে বেদনার্ত চিৎকার ভেসে এলো।

দৌড়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল ও। ভেতরে গিয়ে দেখতে পেল, সারী হাতের মুগুরটা দিয়ে অ্যাবনারকে পিটাচ্ছে। অ্যাবনার হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মোজেস সারী'র হাত থেকে মুগুরটা কেড়ে নিয়ে তার মাথার পিছনে আঘাত করল। মিশরীয় হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। তার ঘাড় বেয়ে রক্ত নেমে আসছে।

'ওঠো, সারী। তোমার খেল খতম।'

কিন্তু সারী নড়াচড়া করছে না। অ্যাবনার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো।

'মোজেস... মনে হয়... মরে গেছে!'

'ও মরতে পারে না। ওকে জোরে আঘাত করিনি আমি।'

'নিঃশ্বাস ফেলছে না!'

মোজেস হাঁটু গেড়ে বসে দেহটা স্পর্শ করল...মারা গেছে।

সে খুন করেছে!

বাইরে নির্জন রাস্তা। 'পালান,' অ্যাবনার বলল, 'ওরা আপনাকে গ্রেপ্তার করলে...'

'তুমি বাঁচাবে আমাকে, অ্যাবনার। বলবে, তোমার জীবন বাঁচাতে গিয়ে ওকে মেরেছি আমি!'

'আমার কথা কে বিশ্বাস করবে? ওরা বলবে, বানিয়ে বলছি। যান, মোজেস, পালান!'

'তোমার কাছে কি বড়সড় কোনও বস্তা আছে?'

'হ্যাঁ, আমার যন্ত্রপাতি রাখার জন্য একটা বস্তা আছে।'

'ওটা দাও আমাকে।'

মোজেস সারী'র মৃতদেহ বস্তাটাতে ভরে কাঁধে তুলে নিলো। একটা বালিময় জায়গা খুঁজে বের করে অগভীর একটা কবর খুঁড়বে। এরপর নিজেকে সামলানো না পর্যন্ত কোনও খালি বাড়ীতে আত্মগোপন করে রইবে।

পুলিশের কুকুরটা উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করেছে। চামড়ার যে রশি দিয়ে কুকুরটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেটা থেকে ছুটে জবার জন্য টানাটানি শুরু করল। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। অনেকটা বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হলো প্রানিটাকে।

কুকুরটি দ্রুত বালি খুঁড়ছে। পাহারাদারদের দলটা যখন কুকুরটার কাছে এলো, ততক্ষণে ওটা বালি খুঁড়ে একটা হাত, তারপর কাঁধ, অবশেষে একটা মৃতদেহ বের করে ফেলেছে।

'আমি একে চিনি,' একজন পুলিশ বলল। 'এটা তো সারী।'

'রাজার ভগ্নীপতি?'

'হ্যাঁ, সে-ই। দেখো, ওর ঘাড়ে শুকনো রক্ত!'

তারা মৃতদেহ তুলে আনল। কোনও সন্দেহ নেই, সারী'কে মাথার পেছনে আঘাত করে মারা হয়েছে।

মোজেস সারা রাত খাঁচায় বন্দি সিরিয়ান ভালুকের মতো পায়চারি করেছে। সে ভুল করেছে। সারী'র মতো দুর্বৃত্তের মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা ঠিক হয়নি। ন্যায়বিচারের হাত থেকে পালিয়ে আসাও ঠিক হয়নি। কিন্তু অ্যাবনার ছিল সেখানে। তার ভয়, দ্বিধা... আর ওরা দু'জনই হিব্রু। মোজেসের শত্রুরা নিশ্চিতভাবেই ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করত। এমনকি রামেসিসও ওদের সমর্থন করে, ওকে কঠিন শাস্তি দিত।

অর্ধনির্মিত বাড়িটাতে কেউ একজন প্রবেশ করেছে। পুলিশ! এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে গেছে? ও লড়াই করবে। বিনাযুদ্ধে কখনও আত্মসমর্পণ করবে না সে।

'মোজেস, মোজেস, আমি, অ্যাবনার! বাইরে বেরিয়ে আসুন!'

সে ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো। আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে তুমি, অ্যাবনার?'

'পুলিশ সারীর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। আপনাকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।'

'কিন্তু কে...'

'আমার প্রতিবেশীরা। ওরা আপনাকে দেখেছে।'

'ওরাও তো আমাদের মতোই হিব্রু!'

অ্যাবনার মাথা নামিয়ে ফেলল। 'তারা আইনের সাথে কোনও ঝামেলায় যেতে চায় না। আমি জানি, ওদের কেমন লাগছে। পালান, মোজেস। মিশরে আপনার কোনও ভবিষ্যৎ নেই।'

মোজেস মুষড়ে পড়ল। রাজার নির্মাণ প্রকল্পের প্রধান এবং সম্ভাব্য উজির আজ আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আকাশ থেকে মাটিতে পতিত হয়েছে সে... ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য এই যন্ত্রণা দিচ্ছেন। পৌত্তলিক দেশে আরামায়েশের জীবন কাটানোর বদলে ঈশ্বর তার দিকে মুক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'অন্ধকার নামলেই চলে যাব আমি। বিদায়, অ্যাবনার।'

ইট-প্রস্তুতকারীদের কোয়ার্টারের ভেতর দিয়ে চলল মোজেস। আশা করছে কয়েকজন অনুসারীকে তার সঙ্গে যেতে রাজি করাতে পারবে। তাদের নিয়ে নিয়ে একটা ধর্মীয় দল গড়তে পারলে অন্য হিব্রুরা আকৃষ্ট হবে, এমনকি যদি এখান থেকে বের হয়ে মরুভূমিতে আবাস গড়ে, তবুও। যেকোনও মূল্যে ওকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

অল্প কয়েকটা প্রদীপ জ্বলছে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। গৃহিণীরা বাড়ির দোরগোড়ায় বসে গল্পগুজব করছে। চাঁদোয়ার নিচে বসে তাদের স্বামীরা বিছানায় যাবার আগে ভেষজ উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি চা পান করছে।

মোজেসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই অনুসারী যে সড়কে থাকে, সেখানে দুই লোক ঝগড়া করছে। কাছে গিয়ে দেখে গিয়ে দেখে, তার সবচেয়ে একনিষ্ঠ দুই অনুসারী ঝগড়া করছে।

মোজেস ওদের ঝগড়া থামাল।

'তুমি!'

'তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া করে সময় নষ্ট কোরো না। আমার সঙ্গে এসো। আমরা মিশর ছেড়ে চলে যাব। নতুন এক দেশ খুঁজে নেব নিজেদের জন্য।'

দুই অনুসারীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি চোখে অবজ্ঞা নিয়ে মোজেসের দিকে তাকাল। 'তোমাকে আমাদের পথপ্রদর্শক বানিয়েছে কে? তোমার কথা না মানলে, তুমি কি আমাদের মেরে ফেলবে, যেভাবে মিশরীয় লোকটাকে মেরেছো?'

স্তম্ভিত মোজেস কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। তার বিশাল এক স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এদের দৃষ্টিতে সে পলাতক এক অপরাধী ছাড়া আর কিছুই না। ওরা তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

উনষাট

সারির মৃতদেহ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রামেসিস। নতুন রাজধানীতে এটাই প্রথম গুরুতর অপরাধ।

'এটা অবশ্যই খুন, মহামান্য,' সেরামানা বলল। 'মাথার পেছনে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।'

'আমার বোনকে কি খবরটা জানানো হয়েছে?'

'আহমেনি দেখছে ব্যাপারটা।'

'সন্দেহভাজন কোথায়? তাকে আটক করা হয়েছে তো?'

'মহামান্য...'

'কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন? অপরাধী যে ই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

'মোজেসের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, মহামান্য।'

'কি, এ তো অসম্ভব!'

'পুলিশের কাছে সাক্ষীও আছে।'

'বিশ্বাসযোগ্য?'

'হিব্রুদের মধ্যে প্রায় সবাই-ই সাক্ষী। তাছাড়া অ্যাবনার নামে এক ইটপ্রস্তুতকারক নাকি ঘটনাস্থলেও ছিল।'

'কী বলেছে সে?'

'বলেছে যে, তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি, এমনকি ধস্তাধস্তিও হয়েছিল। দুজনেই বেশ উগ্র অবস্থায় ছিল। তাছাড়া আমার সোর্স জানিয়েছে আগে দিবসেও তাদের মাঝে ঝগড়া হয়েছিল।'

'সাক্ষীদের কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? মোজেস খুন করেছে, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'পুলিশ সকল শ্রমিকদের বয়ান নিয়েছে।'

'মোজেস হয়তো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

'না, মহামান্য। সে পালিয়েছে।'

পাই-রামেসিসের প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি বাড়ি তল্লাশি করার আদেশ দিলেন ফারাও। তবে কাজের কাজ কিছুই হল না। আশেপাশের গ্রামগুলোতেও চিরুনি অভিযান চালানো হলো। মোজেসের টিকিটাও খুঁজে পেলো না কেউ। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পাহারাদারদের সজাগ থাকতে বলা হল। তবে ইতোমধ্যেই দেরি হয়ে গিয়েছে হয়তো।

কোনও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলল রামেসিসকে। সে কি ভূমধ্যসাগরীয় কোনও জেলেপল্লীতে লুকিয়েছে? কোনও মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে? নাকি নৌকা নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করেছে?

'কিছু খেয়ে নাও,' আহ্বান জানালেন নেফারতারি। 'মোজেসের অন্তর্ধানের পর থেকে খাওয়াদাওয়ার উপর তোমার কোনও নজরই দেখছি না।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে স্ত্রীর হাতে হাত রাখলেন রামেসিস।

'সারী হয়তো কোনও কারনে মোজেসকে প্ররোচিত করছিল। আমার সামনে হয়তো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারতো ও। কিন্তু তা না করে পালিয়ে গিয়ে অনেক ছেঁড়া সুতোর জন্ম দিয়েছে মোজেস।'

'সে কি এভাবে পালিয়ে বাঁচতে পারবে?'

'না। এজন্যই ভয় হচ্ছে।'

'তোমার কুকুরের মন খারাপ। তাকে আর আগের মতো সময় দিচ্ছো না তুমি।'

ইশারা দিতেই লাফিয়ে রামেসিসের কোল চড়ে বসলো প্রহরী। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গাল চেটে দিল, তারপর কাঁধে মুখ ঘষতে লাগলো।

'ফারাও হবার পর তিনটা বছর বেশ ভালোই কেটেছে। লুক্সরের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অমর মন্দিরের কাজ শেষ হবার পথে। নতুন রাজধানী স্থাপন, নুবিয়ার বিদ্রোহ দমন... কিন্তু এই পর্যায়ে এসে এমন বিপদ! মোজেসকে ছাড়া এই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব না।'

'তুমি ইদানীং আমাকেও অবহেলা করা শুরু করেছো,' আহ্লাদি গলায় বললেন নেফারতারি। 'আমি কি তোমাকে উদ্ধার করতে পারি না?'

'হ্যাঁ, প্রিয়তমা। শুধু তুমিই পারো।'

পাই-রামেসিসের বন্দরে দেখা করল শানার আর ওফির। ব্যস্ততম সময় পার করছে এলাকাটা। নতুন নগরের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারদাবার, আসবাবপত্র, গৃহস্থালি তৈজসপত্র ছাড়াও অন্যান্য জিনিস বিরতিহীনভাবে নামানো হচ্ছে জাহাজ থেকে।

নৌকা থেকে নামানো হচ্ছে গাধা, ঘোড়া ছাড়াও অন্যান্য গবাদী পশু। গোলা ভরে উঠছে শস্যে, সেলারে জমা করা হচ্ছে মদ। ধারণা করা হচ্ছে, পাই-রামেসিসের পক্ষে মেমফিস বা থিবসের সমৃদ্ধিকে টেক্কা দেয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

'মোজেস এখন শুধুই একজন অপরাধী, ওফির।'

'সেটা তো আপনার চিন্তার কোনও বিষয় নয়।'

'ওর ব্যাপারে ভুল ভেবেছিলে তুমি। সে কখনোই আমাদের পক্ষে ছিলো না।'

'মোজেস সৎ লোক। এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করা তার জন্য নিছক খেয়াল হতে পারে না।'

'কাজের কথা বলা যাক। এখন সে পালিয়েই যাক আর ধরাই পড়ুক, একটা ব্যাপার নিশ্চিত। ওর কাছ থেকে সাহায্য পাবার আর কোনা আশা নেই আমাদের।'

'বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছি আমরা। এটুকুতেই দমে যাওয়া আমাদের শোভা পায় না। আপনার সাহায্যের ব্যাপারটার কী হলো?'

'চাপাচাপি করো না তো। আগে আমাকে তোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাও।'

'প্রতিরাতেই আমি রাজদম্পতির অবস্থা দুর্বল করার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

'তাদের কাছে পৌঁছাও কীভাবে তুমি? জানোই তো তাদের কাছে এখন শাশ্বত মন্দিরও আছে।'

'রামেসিসের হাতে অনেক কাজই আছে, কিন্তু প্রায় সবগুলোই অসমাপ্ত। সবচেয়ে বড় দূর্বলতার দিকে নজর রাখতে হবে এখন। কোনও ফাঁক দেখা মাত্রই সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে হবে।'

যাদুকরের শান্ত মনোভাব খুশি করলো শানারকে। হিট্টিরা সফল হলে রামেসিসের কা অবশ্যই সংকটের মুখে পড়বে। আর এদিকে ওফিরের মায়া তার সামর্থ্যকে আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবে।

'চালিয়ে যাও, ওফির। জানোই তো, উপকারের প্রতিদান দিতে কখনোই ভুলি না আমি।'

সেটাউ আর লোটাস পাই-রামেসিসে একটা নতুন পরীক্ষাগার চালু করার তোড়জোড় করছে। আহমেনি, নতুন কর্মক্ষেত্রে ভালই কাজ দেখাচ্ছে। দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে ও। টুইয়ার নেতৃত্বে রাজসভাও ঠিকঠাকভাবেই চলছে। রাজকীয় আর ধর্মীয় নিয়মনীতি যথোপযুক্তভাবে পালন করছেন বেকারতারি। সুন্দরী ইসেট আর নেদজেম খা-এর দেখাশোনায় ব্যস্ত। মেরিটামন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। রান্নাঘর থেকে ওয়াইন সেলার, ওয়াইন সেলার থেকে খাবার ঘরে বিরতিহীনভাবে ছুটে চলেছে রোমাই। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছে সেরামান্না।

নতুন রাজধানীর জীবনযাত্রা নিরুপদ্রব আর সুশৃঙ্খলভাবেই চলছে। কিন্তু রামেসিসের তা মনে হচ্ছে না। মোজেসকে ছাড়া কিছুই স্বাভাবিক না তার কাছে।

রামেসিসের সাফল্যের পেছনে মোজেসের সামর্থ্যের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। পাই-রামেসিস নির্মাণের সময় নিজের পুরোটা ঢেলে দিয়েছিল মোজেস। আর সেজন্যই হতো শেষ দিকে কেমন কেমন হয়ে গিয়েছিল হিব্রু ছেলেতা। সর্বশেষ সাক্ষাতে মনে হয়েছিল, কোনও দুষ্ট আত্মা ভর করেছে তার উপর। যেন কোনও অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল ও।

জাদু... হয়তো কেউ জাদু করেছে মোজেসকে।

হাতের কাগজপত্রের স্তূপ নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ফারাও-এর সামনে এলো আহমেনি।

'আহসা সবেমাত্র পৌঁছল। তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে।'

'পাঠিয়ে দাও।'

লাল রঙের ছোপওয়ালা সবুজ আলখেল্লায় আহসাকে বরাবরের মতই ঝলমল লাগছিলো।

'উদ্বোধনে তোমাকে আশা করেছিলাম।' বললেন রামেসিস।

'রাষ্ট্র বিভাগের প্রধান আমাকে কাজে পাঠিয়েছিলেন, মহামান্য।'

'কোথায় ছিলে এতদিন?'

'মেমফিসে, তথ্য সংগ্রাহকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।'

'মধ্য সিরিয়ায় নাকি হিট্টি যোদ্ধারা ঝামেলা পাকাচ্ছে? শানার জানিয়েছে আমাকে।'

'ব্যাপারটা ছোটখাটো ঝামেলার চেয়ে অনেক জটিল। আর ওটা শুধু সিরিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই,' জবাব দিল আহসা। কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস।

'আমি ভেবেছিলাম, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার জন্য আমার ভাই শুধু শুধু ছোটখাটো ব্যাপারে রঙ চড়াচ্ছে।'

'না। সে আসলে বিপদটা ছোট করে দেখছে। আমি খোঁজখবর নিয়েছি। হিট্টিরা সমগ্র কানান আর সিরিয়ায় আগ্রাসন চালাচ্ছে। এমনকি লেবানন সীমান্তও হুমকির মুখে আছে।'

'তারা কি আমাদের সৈন্যদের উপর সরাসরি হামলা করেছে?'

'এখনও পর্যন্ত করেনি। তবে আমরা যেসব এলাকাকে নিরপেক্ষ ভেবেছিলাম, ওরা সেসব এলাকায়ও ঢুকে পড়েছে। এর আগেও এমনটা করেছে, কিন্তু তখন কোনও সশস্ত্র আগ্রাসন দেখা যায়নি। কিন্তু এখন বলতে গেলে ওসব এলাকা অনেকটা দখলই করে নিয়েছে তারা'

টেবিলে ছড়িয়ে রাখা উত্তরাঞ্চলের মানচিত্রের ওপর ঝুঁকলেন রামেসিস।

'হিট্টিরা উত্তরপূর্ব দিকে এগোনোর একটা পথ তৈরী করছে। হয়তো হামলা করার পরিকল্পনা আছে তাদের,' আশঙ্কা করলেন তিনি।

'এত আগেই সেটা মনে করা ঠিক হচ্ছে না, মহামান্য।'

‘তাহলে এদিকে অগ্রসর হয়ে তারা আর করবেটা কী?’

‘আগ্রাসন বাড়ানো, আমাদের বিভক্ত করে দেয়া, জনগণের মনে ত্রাস সঞ্চার করা, মিশরের সুনাম ক্ষুণ্ন করা, সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়া... ভয় দেখানো।’

‘তোমার কী মনে হচ্ছে?’

‘যুদ্ধ অনিবার্য।’

রামেসিস লাল কালি দিয়ে আনাতোলিয়া মালভূমি থেকে হিট্টিদের সীমা পর্যন্ত আড়াআড়ি রেখা টানলেন।

‘থামাতে হবে ওদের। ওরা রক্তপিপাসু জাতি। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নিলে সাম্রাজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে যাবে।’

‘সন্ধি?’

‘এখন আর সন্ধি করার সময় নেই।’

‘আপনার পিতা তাই করেছিলেন...’

‘কাদেশের চারপাশে নিরাপদ সীমা, জানি আমি। কিন্তু হিট্টিরা কখনোই সেটা মানেনি। আর এখনও মানবে না। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে নিয়মিত খবর চাই আমি।’

আদেশের প্রত্যুত্তরে বাউ করলো আহসা। রামেসিস বন্ধুসুলভ অবস্থায় নেই। তার গলায় এখন ফারাও-এর ন্যায় কর্তৃত্বেও সুর।

‘শুনেছো নাকি? মোজেস এখন ফেরারি আসামী, খুন করে পালিয়েছে।’

‘মোজেস? বিশ্বাস হচ্ছে না।’

‘আমার মনে হয় কেউ তাকে ফাঁসিয়েছে। খোঁজ লাগাও, আহসা, খুঁজে বের করো ওকে।’

বাগানে বসে লূট[১০] বাজাচ্ছে নেফারতারি। ডানপাশে দোলনায় শুয়ে আছে তার মেয়ে। বামপাশে পা ভাঁজ করে খা বসে আছে। জাদুকর আর শয়তানদের একটা গল্পের বই পড়ছে ও। গতকাল রামেসিসের লাগানো একটা ঝাউগাছের চারা কামড়ে ধরে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে প্রহরী। কাদামাটি লাগা নাক আর থাবার সাহায্যে কাজটা সে এতই মনযোগ দিয়ে করছে যে তাকে আটকানোর ইচ্ছা হলো না নেফারতারির।

হঠাৎ খোঁড়াখুঁড়ি থামিয়ে প্রবেশপথের দিকে দৌড়ে গেল সে। তার চিৎকার আর লাফানোই বলে দিচ্ছে, বাগানে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন রামেসিস।

স্বামীর পদধ্বনিই নেফারতারিকে বলে দিলো যে কিছু একটা ঠিক নেই। উঠে দাঁড়াল সে।

‘মোজেসের কোন খবর পাওয়া গেছে?’

‘না।’

'টুইয়ার কিছু হয়েছে?'

'মা ঠিকই আছেন।'

'তাহলে সমস্যা কোথায়?'

'মিশর, নেফারতারি। শান্তি আর সমৃদ্ধির যে দেশের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।'

চোখ বন্ধ করল নেফারতারি।

'যুদ্ধ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন রামেসিস। 'এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'তার মানে তুমিও যাচ্ছ?'

'আমি ছাড়া সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবে কে? হিট্টিদের থামানো না গেলে মিশরের পতন অনিবার্য।'

ছোট্ট খা এক পলকের জন্য মুখ তুলে চাইল তাদের দিকে, তারপর আবার পড়ায় মন দিল। মেরিটামন ঘুমাচ্ছে। প্রহরী খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

'অনেক দিন দূরে থাকতে হবে তোমাকে রামেসিস। যুদ্ধের সময় মনোবল কে যোগাবে বলো?'

'আমাদের বেঁধে রাখা ভালবাসাই আমাকে সাহস যোগাবে। যা হবার, হবে। আমার যাবার পর তুমি আমার রিজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।'

দিগন্তের দিকে তাকাল নেফারতারি।

'ঠিকই বলেছো। তোমার যাওয়াই উচিত। শয়তানের সঙ্গে আপস করা সাজে না তোমার।'

রাজ-দম্পতির মাথার উপর খোলা আকাশে সগৌরবে উড়ছে সাদা আইবিস। পাখিটা যেন সূর্য কিরণে স্নান করছে।

নির্ঘণ্ট

১. জোজবা - নাসপাতির মতো দেখতে একধরনের ফল
২. পেলমেটো- এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির তালগাছ
৩. স্যাশ - কোমরে জড়ানো কিংবা কাঁধের উপর ঝোলানো লম্বা কাপড়ের ফালি
৪. কিল্ট- এক ধরনের পোষাক
৫. কনক্লেভের - প্রধান পুরোহিত নির্বাচনী অনুষ্ঠান
৬. নীলোমিটার - বন্যার সময় নীল নদের পানির উচ্চতা ও পরিচ্ছন্নতা মাপার যন্ত্র
৭. বুবাস্টিসের - বিড়াল দেবী বাস্টিস-এর বাসস্থান
৮. অ্যানাটমি - মানবদেহের হাড় এবং নানা অঙ্গ নিয়ে পড়াশোনা
৯. ফিজিওলজী - শারীরবৃত্ত বিদ্যা
১০. ফেনেল- হলুদ পুষ্পবিশিষ্ট একধরনের সব্জি
১১. ন্যাট্রন - বিশেষ একধরনের রসায়নিক যা সোডিয়ামের বিভিন্ন লবণের সংমিশ্রণে গঠিত।
১২. আহয় - দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নাবিকদের উচ্চারিত শব্দ।
১৩. লুট - বাঁশির মতো একধরনের বাদ্যযন্ত্র।